রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ১৯, ২০১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৯শে জুলাই, ২০১০/৪ঠা শ্রাবণ, ১৪১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৯শে জুলাই, ২০১০ (৪ঠা শ্রাবণ, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ

২০১০ সনের ৪০ নং আইন

বাংলাদেশের সমগ্র ভূখণ্ড, নির্ধারিত সমুদ্রসীমা ও ইহার অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাকৃতিক গ্যাস ও উহার সহজাত তরল হাইড্রোকার্বন (associated liquid hydrocarbon) সঞ্চালন, বিতরণ, বিপণন, সরবরাহ ও মজুদের উদ্দেশ্যে এবং উহাদের যথার্থ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশের সমগ্র ভূখণ্ড, নির্ধারিত সমুদ্রসীমা ও ইহার অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস ও উহার সহজাত তরল হাইড্রোকার্বন (associated liquid hydrocarbon) এর সঞ্চালন, বিতরণ, বিপণন, সরবরাহ ও মজুদের উদ্দেশ্যে এবং উহাদের যথার্থ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু প্রাকৃতিক গ্যাস ও উহার সহজাত তরল হাইড্রোকার্বন এর বিক্রয় এবং হিসাব বহির্ভূত গ্যাসের (unaccounted for gas) উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ এবং সময়মত গ্যাস বিক্রয়লব্ধ রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণ এবং বেসরকারী খাত ও ব্যক্তিগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "অধিকারভুক্ত এলাকা" অর্থ গ্যাস বিতরণ ও বিপণনের জন্য লাইসেন্সধারীকে অর্পিত ভৌগোলিক এলাকা;

(২) "এনজিএল" অর্থ গ্যাসের অংশবিশেষ, যাহা ভূ-উপরিতলে পৃথকীকরণ যন্ত্র (সেপারেটরস) দ্বারা, গ্যাস ক্ষেত্রের বলবৎ সুবিধাদি দ্বারা অথবা গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট দ্বারা তরলীকৃত অবস্থায় সংগ্রহ করা হয়;

(৩) "এলএনজি" অর্থ পরিবহন এবং মজুদকরণের সুবিধার্থে cryogenic পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের তরল অবস্থা;

(৪) "এসএনজি" অর্থ নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে বাতাসের সহিত এলপিজি মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুতকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের এক প্রকার বিকল্প;

(৫) "কনডেনসেট" অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজাত তরল হাইড্রোকার্বন;

(৬) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

(৭) "কমিশন আইন" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ১৩ নং আইন);

(৮) "করপোরেশন" অর্থ—

(ক) Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXI of 1985) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা); এবং

(খ) Bangladesh Petroleum Corporation Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXXVIII of 1976) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি);

(৯) "কোম্পানী" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত এবং নিবন্ধিত কোন কোম্পানী;

(১০) "গ্যাস" অর্থ প্রাকৃতিক গ্যাস (এনজি), প্রাকৃতিক তরল গ্যাস (এনজিএল), তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি), কৃত্রিম প্রাকৃতিক গ্যাস (এসএনজি), তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি), কোল বেড মিথেন (সিবিএম), ভূ-গর্ভস্থ কয়লা গ্যাসে রূপান্তর (ইউসিজি), অথবা স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাসীয় উপাদানে রূপান্তরিত হয় এমন প্রাকৃতিক হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ;

(১১) "গ্যাস অপারেটর" অর্থ কমিশন আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে অথবা পরে গ্যাস সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়োজিত যে কোন সরকারী এজেন্সী অথবা কোম্পানী অথবা বেসরকারী এজেন্সী অথবা কোম্পানী অথবা ব্যক্তি;

(১২) "গ্যাস কার্যক্রম পরিচালন" অর্থ কমিশন আইনের অধীন গ্যাসের সঞ্চালন, মজুদকরণ, বিতরণ, সরবরাহ ও বিপণন সংক্রান্ত যে কোন কর্মকাণ্ড;

(১৩) "গ্যাস পরিদর্শক" অর্থ গ্যাস বিতরণ ও বিপণনের লক্ষ্যে পরিদর্শনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(১৪) "গ্যাস বিতরণকারী বা সরবরাহকারী" অর্থ গ্যাস বিতরণ বা সরবরাহের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(১৫) "গ্যাস শিল্প" অর্থ গ্যাস সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড, যাহাতে গ্যাসের সঞ্চালন, মজুদকরণ, বিতরণ, সরবরাহ ও গ্রাহকের নিকট গ্যাস বিপণন কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত;

(১৬) "গ্যাস সরবরাহ" অর্থ পাইপলাইন, সিলিন্ডার, যানবাহন, বার্জ, জলযান আধার (ভেসেল) অথবা অন্য কোন মাধ্যম দ্বারা গ্রাহকের জন্য গ্যাস বিতরণ বা খুচরা সরবরাহ;

(১৭) "গ্যাস সরবরাহ চুক্তি" অর্থ গ্যাস বিতরণকারী কিংবা সরবরাহকারী কিংবা বিপণনকারী কিংবা বিক্রেতা এবং ক্রেতা কিংবা গ্রাহকের দ্বারা ও তাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি;

(১৮) "গ্যাস ক্ষেত্র" অর্থ কোন নির্ধারিত ভূতাত্ত্বিক গঠন অথবা বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রাকৃতিক গ্যাসাধার অথবা প্রাকৃতিক গ্যাসাধারসমূহের সমষ্টি;

(১৯) "গ্রাহক" অর্থ গ্যাস বিতরণকারী অথবা সরবরাহকারী কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তিতে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে গ্যাস ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা চুক্তি সম্পাদনকারীর ভাড়াটিয়া হিসাবে গ্যাস ব্যবহারকারী অথবা অন্য কোনভাবে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারকারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২০) "তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)" অর্থ আবদ্ধ পাত্রে চাপের সাহায্যে তরলাকারে সংরক্ষিত যাহা প্রোপেন অথবা বিউটেনের প্রাধান্যসম্পন্ন এবং উহাদের যে কোন একটি অথবা উভয়ের মিশ্রণ;

(২১) "ধ্বংসাত্মক অথবা নাশকতামূলক কার্যকলাপ" অর্থ ইচ্ছাকৃত যে কোনভাবে গ্যাস শিল্পের ও সম্পদের ক্ষতিসাধন অথবা স্বাভাবিক গ্যাস পরিচালন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করা অথবা এইরূপ যে কোন প্রচেষ্টা;

(২২) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(২৩) "পাইপলাইন" অর্থ গ্যাস সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ, বিপণনের লক্ষ্যে অনুমোদিত পাইপলাইন এবং কমপ্রেসার, যোগাযোগ যন্ত্রপাতি, মিটার, চাপ নিয়ন্ত্রক, পাম্প, ভালভ এবং উহা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রাংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত;

(২৪) "প্রাকৃতিক গ্যাস" অর্থ প্রাকৃতিকভাবে গ্যাসীয় অবস্থায় প্রাপ্ত হাইড্রোকার্বন, হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ অথবা তরল, বাষ্পীভূত অথবা সংযুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত গ্যাস, যাহার সহিত নিম্নবর্ণিতসহ অন্যান্য অজৈব এক বা একাধিক পদার্থ মিশ্রিত থাকিতে পারে অথবা নাও থাকিতে পারে, যথা ঃ—

(ক) হাইড্রোজেন সালফাইড;

(খ) নাইট্রোজেন;

(গ) হিলিয়াম;

(ঘ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড;

(২৫) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(২৬) "ব্যক্তি" অর্থ ব্যক্তি, কোম্পানী, সমিতি ও সংবিধিবদ্ধ অথবা অন্যবিধ অংশীদারী কারবারী সংস্থা অথবা উহাদের প্রতিনিধি এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত

(২৭) "বিল" অর্থ বিক্রয় মূল্য এবং চার্জসহ বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণ, সেবা অথবা কার্য সম্পাদনের বিনিময়ে ধার্য টাকার লিখিত বিবরণ;

(২৮) "মজুদকরণ (storage)" অর্থ সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে গ্যাস বিতরণের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত অবস্থায় গ্যাস পুঞ্জিভূতকরণ বা সঞ্চয়করণ এবং ধারণকরণ;

(২৯) "মিটারধারী" অর্থ এইরূপ গ্রাহক অথবা গ্রাহক শ্রেণী যাহার গ্যাস সরবরাহ মিটারের মাধ্যমে নির্ণীত হয় এবং তদনুযায়ী বিল প্রদেয় হয়;

(৩০) "লাইসেন্স" অর্থ কমিশন আইনের অধীন এবং এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত কোন লাইসেন্স;

(৩১) "লাইসেন্সী" অর্থ গ্যাস ও ইহার সহযোগী তরল হাইড্রোকার্বন (associated liquid hydrocarbon) এর সঞ্চালন, বিপণন ও বিতরণ, মজুদকরণ এবং সরবরাহের লক্ষ্যে কমিশন আইন অথবা এই আইনের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(৩২) "সঞ্চালন" অর্থ উচ্চ-চাপবিশিষ্ট গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে নির্ধারিত চাপে অথবা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত উচ্চ চাপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস স্থানান্তর;

(৩৩) "সিএনজি" অর্থ নির্দিষ্ট চাপ ও তাপমাত্রায় সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস;

(৩৪) "হুইলিং চার্জ" অর্থ সঞ্চালন ব্যবস্থা ব্যবহারের জন্য বিধিবদ্ধ চার্জ;

(৩৫) "হিসাব-বহির্ভূত গ্যাস (unaccounted for gas-UFG)" অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন পাইপলাইন সিস্টেমে ধারণকৃত গ্যাসের পরিমাণের উপর গ্রহণযোগ্য মাত্রার পার্থক্য অথবা পরিবর্তন ব্যতীত এবং মিটারবিহীন গ্রাহকদের ব্যবহৃত চুলা বা সরঞ্জাম ফ্লাটরেইট অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার ব্যতীত উক্ত পাইপলাইন সিস্টেমে মিটারে রিডিংভুক্ত হইয়া আগত ও মিটারে রিডিংভুক্ত হইয়া বহির্গত গ্যাসের মধ্যে যে পরিমাণগত পার্থক্য অথবা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে ঃ

তবে বাংলাদেশ এনার্জী রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ১৩ নং আইন) এর বিধানাবলী এই আইনের ক্ষেত্রে, যতটুকু প্রয়োজন, প্রযোজ্য হইবে।

অধ্যায়-২

ব্যবসা পরিচালনা, নির্মাণ ও স্থাপন

৪। **ব্যবসা পরিচালনা, ইত্যাদি।**—কমিশন আইনের ধারা ২৭ এর বিধান মোতাবেক লাইসেন্স দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত ব্যবসা ও তদসংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে, যথাঃ—

(ক) গ্যাস সঞ্চালন, বিপণন ও বিতরণ, সরবরাহ, মজুদকরণ (storage) এবং বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট গ্যাস এবং উহার প্রক্রিয়াজাত পণ্য অথবা সহজাত দ্রব্যাদি পরিবহণ, বিক্রয়, এবং অন্যান্য যে কোন অনুমোদিত পন্থায় হস্তান্তর;এবং

(খ) গ্যাস সঞ্চালন, বিপণন ও বিতরণ, সরবরাহ ও মজুদকরণ (storage) এর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন সমীক্ষা, পরীক্ষা অথবা গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণ এবং উক্ত কর্মকাণ্ডের সম্পূরক, প্রাসঙ্গিক অথবা ফলস্বরূপ অন্য যে কোন কর্মকাণ্ড।

৫। **পাইপলাইন নির্মাণ ও স্থাপন।**—(১) কমিশন কর্তৃক লাইসেন্স দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি গ্যাস সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ ও মজুদকরণের নিমিত্ত পাইপলাইন নির্মাণ অথবা স্থাপন করিতে পারিবে এবং প্রত্যেক লাইসেন্সী উহার অধিকারভুক্ত এলাকার নিজস্ব শ্রেণীর বিদ্যমান পাইপ লাইনের কর্তৃত্বসম্পন্ন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) পাইপলাইন নির্মাণ বা স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের গ্যাসের চাহিদা মূল্যায়ন;

(খ) প্রস্তাবিত পাইপলাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা;

(গ) পর্যাপ্ত গ্যাসের সরবরাহ;

(ঘ) প্রস্তাবিত পাইপলাইন হইতে উক্ত গ্রাহক অথবা গ্রাহকদের অবস্থান;

(ঙ) পাইপলাইন নির্মাণের বাস্তবায়ন সময়সূচী;

(চ) চূড়ান্ত ব্যবহারকারী কিভাবে গ্যাস নেটওয়ার্কের আওতায় আসিবে উহার পরিকল্পনা নকশা ;

(ছ) গ্যাস সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক সংশ্লেষ ;

(জ) জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে পুনর্বাসন খরচ, পরিবেশগত দিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ ;

(ঝ) প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও কারিগরী দক্ষতা ;

(ঞ) প্রকল্পের সর্বমোট ব্যয় এবং অর্থায়ন উৎসের বিস্তারিত বিবরণ ;

(ট) ঋণ পরিশোধের তফসিল ; এবং

(ঠ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী।

(৩) পাইপ লাইন নির্মাণ, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন এবং উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা অনসরণ করা হইবে।

অধ্যায়-৩

গ্যাস বিতরণ

৬। **গ্রাহক শ্রেণী**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গ্যাস ব্যবহারের প্রকৃতি অনুযায়ী গ্যাস ব্যবহারকারীগণের শ্রেণীবিন্যাস হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) গৃহস্থালী ;

(খ) বাণিজ্যিক ;

(গ) শিল্প ;

(ঘ) মৌসুমী ;

(ঙ) সিএনজি ;

(চ) চা-বাগান ;

(ছ) বিদ্যুৎ ;

(জ) সার ; এবং

(ঝ) ক্যাপটিভ পাওয়ার।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রাখিয়া সরকার, প্রয়োজনে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত গ্রাহক শ্রেণী পুনর্বিন্যাস এবং নূতন গ্রাহক শ্রেণী প্রবর্তন ও পুরাতন গ্রাহক শ্রেণী বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

৭। **গ্যাস বিতরণ**।—(১) লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গ্যাস বিতরণ ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে।

(২) গ্যাস বিতরণকারী লাইসেন্সীর দায়িত্ব হইবে, নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে গ্যাসের মান, চাপ, পরিবেশ, নিরাপত্তা বজায় রাখা;

(খ) একই শ্রেণীর গ্রাহকদের মধ্যে বৈষম্যহীনতার নীতি অনুসরণ ;

(গ) গ্যাসের পরিমাণ পরিমাপনের জন্য মিটার স্থাপন ;

(ঘ) বিতরণ পাইপলাইন এবং তৎসহ রেগুলেটিং ও মিটারিং স্টেশনের (আরএমএস) যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত নিশ্চিতকরণ ; এবং

(ঙ) মূল পাইপলাইন হইতে গ্রাহককে সংযোগ প্রদানের জন্য বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন এবং বিদ্যমান বিতরণ পাইপলাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধি।

(৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে গ্যাস সরবরাহ সীমিত অথবা স্থগিত করিবার অথবা গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহারের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করিবার অথবা গ্যাস লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার ক্ষমতা লাইসেন্সীর থাকিবে, যদি—

(ক) সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের জীবন এবং সম্পদ বিপদাপন্ন হয় ;

(খ) গ্যাস নেটওয়ার্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালন ত্রুটি দেখা দেয় ;

(গ) জাতীয় পর্যায়ে গ্যাসের সংকট দেখা দেয় ;

(ঘ) বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করা হয় ;

(ঙ) গ্যাসের অবৈধ ব্যবহার ঘটে ; অথবা

(চ) গ্যাস মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ অথবা বাইপাস লাইনের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার করা হয়;

(ছ) গ্যাস বিতরণে ব্যবহারকারীগণের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণের প্রয়োজন হইলে;

(জ) সরকার/কমিশন/কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত দক্ষতার (efficiency) চাইতে কম দক্ষতায় গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায়-৪

সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি), তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি)

৮। **সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন, এলপিজি ও এলএনজি এর ব্যবসা পরিচালনা, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন অথবা যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তরকরণ কারখানা, তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এর ব্যবসা শুরু এবং পরিচালনা করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) কমিশনের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ; এবং

(খ) প্রয়োজনে প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী অন্য কোন সংস্থার লাইসেন্স বা অনুমোদন গ্রহণ।

(২) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সিএনজি, এলপিজি ও এলএনজি সরবরাহ সীমিত, স্থগিত কিংবা সীমাবদ্ধতা আরোপ করিবার ক্ষমতা কমিশনের থাকিবে, যদি—

(ক) সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের জীবন ও সম্পদ বিপদাপন্ন হয়;

(খ) অননুমোদিতভাবে সিএনজি এর ব্যবহার প্রমাণিত হয়।

(৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সিএনজি সরবরাহ সীমিত, স্থগিত কিংবা সীমাবদ্ধতা আরোপ করিবার ক্ষমতা গ্যাস বিতরণকারীর থাকিবে, যদি—

(ক) গ্যাস নেটওয়ার্কে পরিচালন বিপত্তি ঘটে;

(খ) জাতীয় পর্যায়ে গ্যাসের স্বল্পতা দেখা দেয়।

অধ্যায়-৫

সরবরাহ এবং মজুদকরণ (Supply and storage)

৯। **গ্যাস সরবরাহ ও মজুদকরণ সংক্রান্ত বিধান।**—লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে গ্যাসের সরবরাহ ও মজুদকরণ (supply and storage) ব্যবসা শুরু এবং পরিচালনা করিতে পারিবে, যথাঃ—

(ক) কোন গ্যাস ফিল্ড হইতে প্রাপ্ত গ্যাস সরবরাহ এবং মজুদকরণ শুরু করিবার পূর্বে, সরবরাহ ও মজুদকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্তরূপ গ্যাস মজুদকরণ ও সরবরাহ, ব্যয় এবং সঞ্চালন কোম্পানী অথবা বিতরণ কোম্পানীর নিকট জিম্মাদারী হস্তান্তর সংক্রান্ত সকল উপাত্ত কমিশনের নিকট দাখিল করিতে হইবে;

(খ) কমিশন উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পিএসসি) সমূহের অধীনে গ্যাস সরবরাহ ও মজুদকরণের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে কমিশন আইন এর বিধানাবলী অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ ও মজুদকরণের মূল্য নির্ধারণ করিবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারায় উৎপাদন বন্টন চুক্তি (পিএসসি) বলিতে গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন বন্টন চুক্তি বা গ্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত যে কোন চুক্তিকে বুঝাইবে।

অধ্যায়-৬

অপরাধ ও দণ্ড, ইত্যাদি

১০। **কতিপয় অপরাধের দণ্ড।**—(১) কোন গৃহস্থালী গ্রাহক অথবা বাণিজ্যিক গ্রাহক অথবা শিল্প, মৌসুমী বা ক্যাপটিভ পাওয়ার বা সিএনজি স্টেশন বা চা বাগান শ্রেণীভুক্ত গ্রাহক অথবা বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণীভুক্ত গ্রাহকের নিম্নবর্ণিত যে কোন কাজ হইবে একটি অপরাধ, যথা ঃ—

(ক) মিটারকে পাশ কাটাইয়া সরবরাহ লাইন ও অভ্যন্তরীণ লাইনের মধ্যে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিয়া গ্যাস ব্যবহার করা;

(খ) মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করিয়া উহার ইনডেক্স, সীল, রোটর বা ফ্যান ভাঙ্গিয়া, অথবা উহার ডায়াফ্রাম বা ইনডেক্সে ছিদ্র করিয়া, অথবা বিপরীতমুখী মিটার স্থাপন করিয়া, অথবা মিটারের যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়া গ্যাসের প্রকৃত ব্যবহার হইতে কম প্রদর্শন করা;

(গ) সরবরাহ লাইন হইতে অবৈধ সংযোগ স্থাপন করিয়া গ্যাস ব্যবহার করা;

(ঘ) গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোন শর্ত ভঙ্গের কারণে গ্যাস বিতরণকারী বা সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করা;

(ঙ) গ্যাস বিতরণকারী বা সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপনকৃত রেগুলেটর অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে পুনঃস্থাপন (re-set) করিয়া নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার করা;

(চ) অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত, বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন, গ্যাস সরঞ্জাম স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার করা;

(ছ) গ্যাস বিতরণকারী বা সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষের পরিত্যক্ত রাইজার হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিয়া গ্যাস ব্যবহার করা; এবং

(জ) দফা (ক) হইতে (ছ) এ বর্ণিত পন্থা ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার করা।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধের দায়ে—

(ক) কোন গৃহস্থালী গ্রাহক দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে উক্ত ব্যক্তি অন্যূন ৩ (তিন) মাস এবং অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে এবং অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;

(খ) কোন বাণিজ্যিক গ্রাহক দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস এবং অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক ৪০ (চল্লিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন;

(গ) কোন শিল্প, মৌসুমী বা ক্যাপটিভ পাওয়ার বা সিএনজি স্টেশন বা চা বাগান শ্রেণীভুক্ত গ্রাহক দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন; এবং

(ঘ) কোন বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণীভুক্ত গ্রাহক দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অন্যূন ২ (দুই) বৎসর এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১১। **অননুমোদিত উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহারের দণ্ড।**—(১) কোন গৃহস্থালী গ্রাহক তাহার গৃহস্থালী সংযোগ হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে বাণিজ্যিক কাজে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার করিলে, তিনি অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অন্যূন ৩ (তিন) মাস এবং অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে এবং অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন—

(ক) ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণীভুক্ত গ্রাহক তাহার অনুমোদিত সংযোগ হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে বাণিজ্যিক কাজে বা গৃহস্থালী কাজে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার করিলে, বা

(খ) সিএনজি শ্রেণীভুক্ত গ্রাহক তাহার অনুমোদিত সংযোগ হইতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে বাণিজ্যিক কাজে বা গৃহস্থালী কাজে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাস ব্যবহার করিলে,

তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস এবং অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১২। **লাইসেন্সীর অনুমতি ব্যতীত গ্যাস লাইন স্থাপন, ইত্যাদির দণ্ড।**—(১) কোন ব্যক্তি কোন লাইসেন্সীর কোন গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক হইতে তাহার লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে অবৈধ পন্থায় গ্যাস আহরণের নিমিত্ত কোন লাইন স্থাপন বা গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিলে, তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন গ্রাহক লাইসেন্সীর লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে যে উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করিলে বা অনুমোদিত গ্যাস স্থাপনার মাধ্যমে নির্ধারিত মাসিক লোড হইতে বেশী হারে গ্যাস ব্যবহার করিলে, তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে এবং অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি কনডেনসেট পাইপ লাইনে অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বা অন্য কোন ভাবে কনডেনসেট চুরি করিলে, তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের-পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৩। **লাইসেন্স ব্যতিরেকে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন বা যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর কারখানা স্থাপন, ইত্যাদির দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স ব্যতিরেকে—

(ক) কোন সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন বা যানবাহন সিএনজিতে রূপান্তর কারখানা স্থাপন করিলে, বা

(খ) অনুমোদিত পদ্ধতি ব্যতীত পেট্রোল বা ডিজেল চালিত কোন গাড়ী সিএনজি গাড়ীতে রূপান্তর, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করিলে, বা

(গ) নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সিএনজি ব্যবহার করিলে,

উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে এবং অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৪। **সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন কর্তৃক নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে সিএনজি বিক্রয়ের দণ্ড।**—কোন সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে অথবা মিটার টেম্পারিং করিয়া সিএনজি বিক্রয় করিলে, রিফুয়েলিং স্টেশনের স্বত্বাধিকারী বা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ডে বা ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তিনি অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ২(দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে এবং অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৫। **নাশকতামূলক কার্যের দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি কনডেনসেট, সিএনজি, এলপিজি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা গ্যাস সিস্টেম পরিচালন ব্যবস্থায় বা গ্যাস শিল্পের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোন ধ্বংসাত্মক বা নাশকতামূলক কার্য সংঘটন করিলে, তিনি অনধিক ৩(তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে অন্যূন ৩(তিন) বৎসর এবং অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে এবং অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে গ্যাস বিতরণকারী অথবা সরবরাহকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিকার দাবী করিয়া দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের অথবা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No.III of 1913) এর অধীন সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করা যাইবে।

২১। **বিচার।**—(১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ফৌজদারী কার্যবিধির Chapter XXII-তে বর্ণিত পদ্ধতি, প্রযোজ্য হইবে।

২২। **ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ।**—এই আইন এবং উহার অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান সাপেক্ষে, এই আইনে বর্ণিত যে কোন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল এবং আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

২৩। **অর্থদণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা।**—ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনে অনুমোদিত যে কোন দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

২৪। **নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে বিবাদমান উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ।**—Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) কিংবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, কোন পক্ষের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করা হইলে, সেই পক্ষকে যথাযথ নোটিশ প্রদানপূর্বক শুনানীর সুযোগ প্রদান ব্যতিরেকে মামলায় কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা অথবা নিষেধমূলক আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

২৫। **অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোষযোগ্যতা।**—এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য ও আপোষযোগ্য হইবে।

২৬। **সালিশীর মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি।**—এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা গ্রাহক ও লাইসেন্সীর মধ্যে কোন বিরোধের উদ্ভব হইলে, সালিশ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১নং আইন) অথবা পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির বিধান অনুযায়ী কমিশন উহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

অধ্যায়-৭

বিবিধ

২৭। **বার্ষিক প্রতিবেদন ও হিসাব।**—এই আইনের অধীন ব্যবসায় নিয়োজিত সকল লাইসেন্সী উহার সম্পদ, প্রাপ্ত এবং ব্যয়িত সকল অর্থের হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং প্রতি অর্থ বৎসর শেষ হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী একশত আশি দিনের মধ্যে—

(ক) Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P. O. No. 2 of 1973) এর অধীন নিবন্ধিত কোন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম দ্বারা উক্ত হিসাব নিরীক্ষা করাইয়া উহা কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে; এবং

(খ) পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক উহা কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

২৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, কমিশনের সহিত আলোচনাক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৯। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে উক্তরূপ বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা—

(ক) এই আইনের অধীন লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, সংশোধন, বাতিল ইত্যাদি;

(খ) গ্যাসের মূল্য নির্ধারণ;

(গ) গ্যাস সরবরাহের বিল প্রস্তুতকরণ ও আদায়;

(ঘ) এলপিজি গ্যাসের প্লান্ট স্থাপন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি;

(ঙ) এলএনজি আমদানি ও ব্যবহারের লক্ষ্যে টার্মিনাল নির্মাণ, আমদানির শর্তাবলী নির্ধারণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের স্ট্যান্ডার্ড কোড নির্ধারণ এবং আনুষঙ্গিক যে কোন বিধান;

(চ) সিএনজি স্টেশন ও যানবাহন রূপান্তর কারখানা স্থাপনের আবেদন, অনুমোদন, ফি ও অন্যান্য চার্জ, স্থাপনা পরিচালনা, পরিবর্তন, মেরামত এবং এতদ্সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি; এবং

(ছ) পাইপলাইন নির্মাণ ও স্থাপন সংক্রান্ত।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীতব্য সকল প্রবিধানের প্রাক-প্রকাশনার মাধ্যমে উহার উপর আপত্তি বা পরামর্শ আহবান করিয়া প্রাপ্ত আপত্তি বা পরামর্শ বিবেচনাক্রমে কমিশন প্রবিধান প্রণয়ন করিবে।

(৪) এই ধারার অধীন কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে বিদ্যমান অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন, সার্কুলার ইত্যাদি এই আইনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে বহাল থাকিবে।

৩০। **ব্যবসা পুনঃগঠন ও লাইসেন্সীর এলাকা পুনঃনির্ধারণ।**—এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, প্রয়োজনে, ব্যবসা পুনঃগঠন করিতে পারিবে এবং গ্যাস সঞ্চালন, বিতরণ ও সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত লাইসেন্সীর এলাকা পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

৩১। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ১২, ২০১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ই অক্টোবর, ২০১০/২৭শে আশ্বিন, ১৪১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৭ই অক্টোবর, ২০১০ (২২শে আশ্বিন, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১০ সনের ৫৪ নং আইন

কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গৃহস্থালী কাজের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চালন, পরিবহন ও বিপণনের নিমিত্ত দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে, এবং প্রয়োজনে, বিদেশ হইতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী আমদানী করিবার পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন এবং জ্বালানী সম্পর্কিত খনিজ পদার্থের দ্রুত আহরণ ও ব্যবহারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুসরণীয় বিশেষ বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর ঘাটতি চরমভাবে বিরাজ করিতেছে; এবং

যেহেতু জ্বালানীর সরবরাহের স্বল্পতাহেতু বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হইতেছে না; এবং

যেহেতু বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর ঘাটতিজনিত কারণে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গৃহস্থালী কাজকর্ম ব্যাপকভাবে ব্যাহত হইতেছে এবং উক্ত খাতসমূহে কাঙ্খিত বিনিয়োগ হইতেছে না; এবং

যেহেতু বিদ্যুতের অপর্যাপ্ত সরবরাহের জন্য উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, নূতন সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, প্রযুক্তির বিকাশ, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী, কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হইতেছে এবং জন জীবনে অস্বস্তি বিরাজ করিতেছে; এবং

যেহেতু বর্তমানে প্রচলিত আইনের অধীন প্রতিপালনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর ঘাটতি এবং অপর্যাপ্ততা নিরসন সময় সাপেক্ষ; এবং

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

যেহেতু বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর ঘাটতি এবং অপর্যাপ্ততা দ্রুত নিরসন একান্ত অপরিহার্য; এবং

যেহেতু কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও গৃহস্থালী কাজের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চালন, পরিবহন ও বিপণনের নিমিত্ত দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধার্থে, এবং প্রয়োজনে, বিদেশ হইতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী আমদানী করিবার পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন এবং জ্বালানী সম্পর্কিত খনিজ পদার্থের দ্রুত আহরণ ও ব্যবহারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুসরণীয় বিশেষ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং মেয়াদ**।—(১) এই আইন বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) পূর্বেই রহিত বা মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হইলে, এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে কার্যকর থাকিবে।

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(খ) "জ্বালানী" অর্থ—

(অ) প্রাকৃতিক গ্যাস, প্রাকৃতিক তরল গ্যাস (NGL), তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG), সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG), সিনথেটিক প্রাকৃতিক গ্যাস (SNG) বা সাধারণ চাপে ও তাপে গ্যাসীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয় এমন প্রাকৃতিক হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ ইত্যাদি;

(আ) কয়লা;

(ই) পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, ফার্নেস অয়েল এবং পেট্রোলিয়ামজাত অন্যান্য পদার্থ; এবং

(ঈ) নবায়নযোগ্য এনার্জি।

(২) এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪০ নং আইন), বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন), খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৯ নং আইন) এবং Electricity Act, 1910 (Act IX of 1910) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রস্তাব প্রণয়ন**।—সরকার এবং সরকারি মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন সকল প্রতিষ্ঠান, এই আইনের অধীন বিদ্যুৎ বা জ্বালানীর দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চালন, পরিবহন ও বিপণন সংক্রান্ত যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ বা বিদেশ হইতে বিদ্যুৎ বা জ্বালানীর আমদানী ও উহার সঞ্চালন, পরিবহন ও বিপণন সংক্রান্ত যে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহার দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত যে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫। **প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি ও উহার কার্যপরিধি**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গৃহীত যে কোন পরিকল্পনা ও প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, সরকার, উক্ত পরিকল্পনার টেকনিক্যাল ও অন্যান্য বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া উক্ত টেকনিক্যাল ও অন্যান্য বিষয়ের উপর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে প্রক্রিয়াকরণ কমিটি গঠন করিবে এবং উক্ত কমিটি পরিকল্পনাটির প্রাথমিক পর্যায় হইতে প্রস্তাব প্রণয়ন এবং ক্ষেত্র অনুযায়ী অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত বা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের পর্যায় না আসা পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে।

(২) প্রক্রিয়াকরণ কমিটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ, আলোচনা ও দর কষাকষির মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় সর্বোচ্চ জনস্বার্থ সংরক্ষণ হয় এইরূপ সুপারিশ সম্বলিত প্রস্তাব প্রণয়ন করিবে।

৬। **পরিকল্পনা বা প্রস্তাবের প্রচার**।—(১) প্রতিটি ক্রয় এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনা বা প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিতভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া উহাতে অংশগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) সীমিত সময় প্রদান করিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার;

(খ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অধীন সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞাপন প্রচার;

(গ) নিজস্ব ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রচার;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত পত্র বা ই-মেইল বা অন্য কোন মাধ্যমে যোগাযোগ করিয়া।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর সম্মতি গ্রহণক্রমে যে কোন ক্রয়, বিনিয়োগ পরিকল্পনা বা প্রস্তাব ধারা ৫ এ বর্ণিত প্রক্রিয়াকরণ কমিটি সীমিত সংখ্যক অথবা একক কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ ও দরকষাকষির মাধ্যমে উক্ত কাজের জন্য মনোনীত করিয়া ধারা ৭ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে অর্থনৈতিক বিষয় বা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে প্রেরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

৭। **অর্থনৈতিক বিষয় বা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে পরিকল্পনা উপস্থাপন**।—(১) ধারা ৫ এর অধীন প্রক্রিয়াকরণ কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট বিভাগ এতদ্‌সংক্রান্ত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে, ক্ষেত্র অনুযায়ী, অর্থনৈতিক বিষয় বা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপন করিবে।

(২) অর্থনৈতিক বিষয় বা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ উহার যথাযথ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) অর্থনৈতিক বিষয় বা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি প্রস্তাবটি সুপারিশসহ ফেরত প্রদান করিলে, উহা প্রক্রিয়াকরণ কমিটিতে উপস্থাপন করিতে হইবে এবং মন্ত্রিসভা কমিটির নির্দেশনা বিবেচনাক্রমে প্রক্রিয়াকরণ কমিটি উহার সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে উহা মন্ত্রিসভা কমিটির পুনঃবিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

৮। **কমিটির কার্যে সহায়তা**।—কমিটি কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে যে কোন ব্যক্তি, কোন সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সহযোগিতা চাহিতে পারিবে।

৯। **আদালত, ইত্যাদির এখতিয়ার রহিতকরণ।**—এই আইনের অধীন কৃত, বা কৃত বলিয়া বিবেচিত কোন কার্য, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।**—এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি, সাধারণ বা বিশেষ আদেশের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত, বা কৃত বলিয়া বিবেচিত কোন কার্যের জন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

১১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার প্রয়োজনে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন সম্পর্কিত বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১২। **জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।**—এই আইনের কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার, এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিতে পারিবে।

১৩। **ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের নির্ভরযোগ্য ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৪। **এই আইনের অধীন গৃহীত কাজের হেফাজত।**—এই আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, এই আইনের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে ও পরিচালিত হইবে যেন এই আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় নাই।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২০ মাঘ, ১৪২১/০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২০ মাঘ, ১৪২১ মোতাবেক ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :

২০১৫ সনের ০৩ নং আইন

বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ৭ই অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। ২০১০ সনের ৫৪ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।—বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৪ নং আইন) এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "৪(চার) বৎসর" সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলির পরিবর্তে "৮(আট) বৎসর" সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ২৯, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ শ্রাবণ, ১৪২৫/২৯ জুলাই, ২০১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ শ্রাবণ, ১৪২৫ মোতাবেক ২৯ জুলাই, ২০১৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৮ সনের ৩৪ নং আইন

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন,
২০১০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১০ সনের ৫৪ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।**—বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৪ নং আইন) এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “৮ (আট) বৎসর” সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলির পরিবর্তে “১১ (এগারো) বৎসর” সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

মূল্য : টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, সেপ্টেম্বর ২২, ২০২১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৭ আশ্বিন, ১৪২৮/২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৭ আশ্বিন, ১৪২৮ মোতাবেক ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২১ সনের ২২ নং আইন

বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১০ সনের ৫৪ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।**—বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৫৪ নং আইন) এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “১১ (এগার) বৎসর” সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলির পরিবর্তে “১৬ (ষোল) বৎসর” সংখ্যা, বন্ধনী এবং শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

কে, এম আব্দুস সালাম
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(১৩৯৮৭)

মূল্য : টাকা ৪.০০

প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১

[২০০৩ সাল পর্যন্ত সংশোধিত]

Petroleum Act, 1934 (XXX of 1934) এর Sections 4, 14(2), 21, 29(1) এবং 30(2), বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১৬ই নভেম্বর ১৯৮৯/২রা অগ্রহায়ন ১৩৯৬ তারিখের এস.আর.ও. ৩৮৯ - আইন/৮৯ নং প্রজ্ঞাপনসহ পঠিতব্য-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল যাহার প্রাক প্রকাশনা উক্ত Act এর Sections 29(2) এর বিধান মোতাবেক করা হইয়াছিল ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ প্রারম্ভিক

১। ***সংক্ষিপ্ত শিরোনাম*** ।- এই বিধিমালা প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে।

২। ***সংজ্ঞা*** ।- (১) "আমেরিকান কোড" অর্থ গ্যাস সঞ্চালন ও পাইপিং সিস্টেম বিষয়ে আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রণীত কোড নং ANSI B 31. 8;

(২) "উচ্চ চাপ" অর্থ গ্যাসের এমন চাপমাত্রা যাহা গেজের পরিমাপে কোন পাইপলাইনের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৭ কেজি বা ততোধিক ;

(৩) "কম্প্রেসর ষ্টেশন [১][বা বুষ্টার ষ্টেশন] " অর্থ সঞ্চালন লাইন, বিতরণ লাইন বা গ্যাসাধারের গ্যাসের চাপ বৃদ্ধির জন্য স্থাপিত কেন্দ্র ;

(৪) "কার্ব বক্স" অর্থ এমন একটি বক্স যাহা কোন প্রোথিত সার্ভিস লাইনে স্থাপিত কোন ভালভে প্রবেশের পথ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে ;

[১][(৪ক) "কনডেনসেট" অর্থ গ্যাস হইতে উপজাত হিসাবে সংগৃহীত তরল, যাহা মূলতঃ পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ;

(৪খ) "গ্যাদারিং লাইন" অর্থ গ্যাস কূপ হইতে গ্যাস প্রসেস পান্টে গ্যাস পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত পাইপলাইন;]

(৫) [২]["গ্যাস" অর্থ শিল্প, বিদ্যুৎ, সার, বাণিজ্যিক, গৃহস্থালী বা অন্য যে কোন কার্যে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস;]

(৬) [১]["গ্যাস পরিবহন" অর্থ গ্যাস গ্যাদারিং, প্রবাহ, সঞ্চালন, বিতরণ বা সরবরাহ করা;]

(৭) "নিু চাপ" অর্থ গ্যাসের এমন চাপমাত্রা যাহা গেজের পরিমাপে কোন পাইপ লাইনের প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৭ কেজির নীচে ;

(৮) "নিরাপদ দূরত্ব" অর্থ বিধি ৩১ এ বিধৃত নিরাপদ দূরত্ব ;

(৯) "নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র" (regulating station) অর্থ কোন গ্যাস সঞ্চালন লাইন বা বিতরণ ব্যবস্থায় গ্যাসের চাপ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত কোন কেন্দ্র ;

---

[১] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।*

[২] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে পরিবর্তিত।*

(১০) "পথাধিকার" অর্থ বিধি ৩৪ এ বিধৃত পথাধিকার ;

(১১) "পরিচালক" অর্থ, পাইপলাইন বা তৎসংশিষ্ট ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে এমন কোন ব্যক্তি যিনি পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস পরিবহন করেন বা যিনি উহা পরিবহনের উদ্দেশ্যে নিজে বা অন্য কাহারো দ্বারা পাইপলাইন ও তৎসংশিষ্ট ব্যবস্থাদি নির্মাণ করেন বা করান ;

(১২) "পরিচালন চাপ" অর্থ পাইপ লাইনে যে চাপে গ্যাস প্রবাহিত হয় ;

(১৩) "প্রধান পরিদর্শক" অর্থ Chief Inspector of Explosives in Bangladesh;

(১৪) "পাইপ" অর্থ গ্যাস [১][পরিবহনের] জন্য ব্যবহৃত পাইপ ;

(১৫) "পাইপাকৃতি গ্যাসাধার" অর্থ শুধুমাত্র গ্যাস মজুদের জন্য ব্যবহৃত কোন পাইপ বা পাইপের অনুরূপ আধার অথবা পরস্পর সংযুক্ত এইরূপ একাধিক পাইপ বা আধারের সমষ্টি ;

(১৬) "বিতরণ ব্যবস্থা" (distribution system) অর্থ যে কোন বিতরণ লাইন, সার্ভিস লাইন বা তৎসংশিষ্ট ব্যবস্থাদি ;

(১৭) [১]["বিতরণ লাইন" অর্থ এমন পাইপ লাইন যাহা সঞ্চালন লাইন বা মুখ্য বিতরণ লাইন হইতে গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সার্ভিস লাইনে গ্যাস সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়;]

(১৮) "বোতলাকৃতি গ্যাসাধার" অর্থ শুধুমাত্র গ্যাস মজুদ রাখার জন্য ব্যবহৃত কোন বোতলাকৃতি আধার বা পরস্পর সংযুক্তি এইরূপ আধার-সমষ্টি ;

(১৯) "ব্যক্তি" বলিতে কোন কোম্পানী, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা ব্যক্তি সংঘও ইহার অন্তর্ভুক্ত ;

[১][(২০) "বৃটিশ কোড" অর্থ Institution of Gas Engineers, U.K. কর্তৃক প্রণীত কোড;]

(২১) "বক-ভাল্ভ" অর্থ পাইপলাইনের কোন নির্দিষ্ট অংশে গ্যাসের পরিবহন বন্ধ রাখার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভাল্ভ ;

(২২) "বো-ডাউন ভাল্ভ" অর্থ এমন ভাল্ভ যাহার দ্বারা পাইপলাইন, পাইপলাইনের কোন অংশ বা তৎসংশিষ্ট ব্যবস্থার অন্তস্থ গ্যাসের চাপ প্রশমনের উদ্দেশ্যে উক্ত গ্যাস বায়ুমন্ডলে নির্গত করা যায় ;

[১][(২৩) "মুখ্য বিতরণ লাইন" অর্থ এমন বিতরণ লাইন যাহা সঞ্চালন লাইন হইতে কোন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাহির হইয়া গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এক বা একাধিক বিতরণ লাইনে গ্যাস সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়;]

---

[১] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে পরিবর্তিত।*

(২৪) "রিলিফ ভাল্ভ" অর্থ কোন পাইপ লাইনের গ্যাসের চাপমাত্রা অনুমোদিত চাপমাত্রা অপেক্ষা বেশী হইলে অতিরিক্ত চাপ প্রশমনের উদ্দেশ্যে উক্ত পাইপলাইনের অন্স্থ গ্যাস বায়ু মন্ডলে নির্গমনের জন্য স্থাপিত ভাল্ভ ;

(২৫) "লাইসেন্স" অর্থ বিধি ৮৬(৩) এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ;

(২৬) "শাট-অফ-ভাল্ভ" অর্থ কোন পাইপলাইনের অন্স্থ গ্যাসের প্রবাহ প্রয়োজনের সময় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কোন পাইপলাইনের স্থাপিত ভাল্ভ;

(২৭) "সংরক্ষণীয় পূর্তকর্ম" অর্থ মানুষ বা গৃহপালিত জীবজন্তুর বসবাস বা অবস্থানের জন্য অথবা জনসমাবেশের জন্য ব্যবহৃত কোন ভবন বা স্থান অথবা এমন কোন স্থান যেখানে কোন দাহ্য পদার্থ মজুদ করা হয়; এবং কোন ডক, জাহাজঘাট, রেললাইন, সড়ক এবং পার্কও ইহার অর্ন্তভুক্ত হইবে, তবে গ্যাস স্থাপনার কোন অংশ বা স্থান ইহার অর্ন্তভুক্ত হইবে না ;

(২৮) "সঞ্চালন লাইন" অর্থ এইরূপ পাইপলাইন যাহার মাধ্যমে কোন মূখ্য বিতরণ লাইন বা বিতরণ লাইনে গ্যাস পরিবহণ করা হয় অথবা যাহার দ্বারা দুই বা ততোধিক সঞ্চালন লাইনের মধ্যে পরস্পর সংযোগ রক্ষা করা যায় ;

(২৯) "সার্ভিস লাইন" অর্থ এইরূপ পাইপলাইন যাহা কোন বিতরণ লাইন হইতে গ্রাহকের মিটার অথবা মিটার না থাকিলে, গ্রাহকের লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত ;

(৩০) "স্বীকৃত" অর্থ প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক স্বীকৃত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
উপকরণ, ডিজাইন ও নির্মাণ

৩। ***পাইপ-উপকরণের সাধারণ গুণাবলী।-*** পাইপ ও পাইপলাইন তৈরীর জন্য ব্যবহার্য অন্যান্য উপকরণ এইরূপ গুণাবলী সম্পন্ন হইবে, যেন, উহাঃ -

(ক) সাধারণভাবে প্রত্যাশিত তাপমাত্রায় বা পরিবেশগত বিভিন্ন অবস্থায় পাইপলাইনের কাঠামোগত অখন্ডতা (Structural integrity) বজায় রাখিতে সক্ষম হয়;
(খ) পাইপলাইনের অন্তস্থ গ্যাস বা পাইপলাইনের ব্যবহৃত অন্যান্য পদার্থের সংস্পর্শে আসিলে, রাসায়নিকভাবে উক্ত গ্যাস বা পদার্থের উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না পড়ে;
(গ) এই পরিচ্ছেদের অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ করে।

৪। ***পাইপের মান ইত্যাদি।-*** (১)স্বীকৃত মান (recognised standard specification) অনুসারে তৈরী হইয়া থাকিলে, পাইপলাইনে ষ্টীল পাইপ, ঢালাই লোহার (ductile iron) পাইপ, নমনীয় লোহার পাইপ প্লাষ্টিক পাইপ বা তামার ব্যবহারযোগ্য হইবে।

(২) কোন ষ্টীল পাইপের মান জানা না থাকিলেও উহা ব্যবহারযোগ্য হইবে যদি উক্ত পাইপ আমেরিকান কোড বা বৃটিশ কোডের শর্তাবলী যথাসম্ভব পূরণ করে।

(৩) পূর্বে ব্যবহৃত ঢালাই লোহার পাইপ, নমনীয় লোহার পাইপ বা প্লাষ্টিক পাইপ ব্যবহার করা যাইতে পারে, যদি ঃ-

(ক) উহা স্বীকৃত মান অনুসারে তৈরী হইয়া থাকে;
(খ) সাধারণভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যে, পাইপটি অক্ষত এবং উহা প্রয়োজনীয় সংযোগ লাগাইবার জন্য উপযুক্ত; এবং
(গ) উহা এমন কোন পাইপলাইন হইতে অপসারিত হইয়া থাকে যাহার অন্তস্থ গ্যাসের চাপের মাত্রা ছিল প্রস্তাবিত পাইপলাইনের অন্তস্থ গ্যাসের চাপমাত্রার সমান বা তদপেক্ষা বেশী।

[১][৪ক। ***পাইপ লাইন অপসারণ বা পুনঃস্থাপন।***– (১) ৫ (পাঁচ) বৎসর বা তদুর্দ্ধ সময়কাল ব্যবহার হয় নাই এইরূপ পাইপ লাইন বা পরিত্যক্ত পাইপ লাইন ও সংশিষ্ট স্থাপনাদি অপসারণ বা পূনঃস্থাপন করিতে হইলে উক্ত বিষয়ে অনুমতি চাহিয়া প্রধান পরিদর্শকের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উলিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর প্রধান পরিদর্শক, সংশিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ বা অগ্নি দূর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া, লিখিত অনুমতি প্রদান করিবেন অথবা সংশিষ্ট বিষয়ে অধিকতর পরীক্ষণের প্রয়োজন হইলে আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) ফি প্রাপ্তির পর প্রধান পরিদর্শক স্বয়ং বা অপর কোন বিস্ফোরক পরিদর্শকের মাধ্যমে গ্যাস পরীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সংশিষ্ট পাইপ লাইন এবং সংযুক্ত আবদ্ধ খালিস্থান (Confined Space) পরীক্ষা করিবেন এবং আবেদনকারীর গৃহীতব্য কার্যক্রম অগ্নিময় কাজ (Hot Work) এর জন্য নিরাপদ বিবেচিত হইলে তদমর্মে আবেদনকারীর অনুকূলে সনদপত্র প্রদান করিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ 'নির্ধারিত ফি' অর্থ সংশিষ্ট কাজের জন্য সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত ফি।]

৫। ***গ্যাসের বৈশিষ্ট্য।***- (১) পাইপলাইনে যাহাতে কোন তলানী না জমে তাহা নিশ্চিত করার জন্য এবং উহার পীড়নক্ষয়সহ (stress corrosions) যে কোন প্রকার ক্ষয়ের সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য গ্যাসের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য থাকিবে, যথা ঃ-

(ক) পরিচালন চাপে গ্যাসের জলীয় শিশিরাংক (water dew point) ও হাইড্রোকার্বন শিশিরাংক সর্বদা পাইপলাইনের তাপমাত্রার নীচে থাকিবে;
(খ) গ্যাস ধুলিকণামুক্ত হইতে হইবে।

(২) তৈল-কুয়াশা (oil frog) যাহাতে গ্যাস প্রবাহের সহিত কম্প্রেসর যন্ত্র (compressor) অতিক্রম করিতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। ***পাইপের ডিজাইন।***- (১) পাইপ-পাত্রের গুরুত্ব এইরূপ হইবে যেন পাইপলাইন স্থাপনের পর উহার উপর সাধারণভাবে যে বর্হিচাপ পড়িতে পারে তাহা সহ্য করিতে সক্ষম হয়; অথবা উহার গুরুত্ব উক্তরূপ পর্যাপ্ত না হইলে উক্ত বহিচাপের প্রভাব হইতে উহাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত রক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) ইস্পাত, ঢালাই লোহা, নমনীয় লোহা, পাষ্টিক বা তামার পাইপের ডিজাইনের ফর্মুলায় পরিবর্তনযোগ্য উপাদানের মান (variable factor) নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জান-মালের নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং এইরূপ মান নির্ণয়ে আমেরিকান কোড বা বৃটিশ কোডে বিধৃত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

---

[১] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।*

[১][(৩) অন্তচাপ, বর্হিচাপ এবং উহার তারতম্যজনিত পীড়ন (Stress) এবং ক্ষয়জনিত পুরত্ব হ্রাস বিবেচনায় আনিয়া ডিজাইন সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) বর্হিচাপজনিত কম্পন, টর্সন (Torsion), তাপ হ্রাসজনিত পীড়ন, হাইড্রোস্টাটিক চাপ ও অন্যান্য ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরসমূহ বিবেচনায় আনিয়া পাইপ লাইনের পুরত্ব নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৫) ষ্টীল পাইপের ডিজাইন নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করিয়া হিসাব করিতে হইবে ঃ

$$P= (2St/D) \times F\times E\times T$$

যেখানে–

P= ডিজাইন চাপ, প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পাউন্ড (পি.এস.আই.জি),
S= ইলড্‌ষ্ট্রেন্থ, পি. এস.আই.জি,
D= পাইপের বাহ্যিক ব্যাস, ইঞ্চি,
t= পাইপের গাত্রের পূরত্ব , ইঞ্চি,
F= ডিজাইন ফ্যাক্টর,
E= লম্বালম্বি জয়েন্ট ফ্যাক্টর,
T= তাপীয় প্রভাব ফ্যাক্টর বা তাপ ডিরেটিং ফ্যাক্টর।

(৬) প্লাষ্টিক পাইপের ডিজাইন নিম্নোক্ত সূত্র হইতে নির্ণয় করিতে হইবে ঃ

$$P=2St/(D-t) \times 0.32$$

যেখানে-
P= ডিজাইন চাপ, পি.এস.আই.জি,
D= পাইপের বাহ্যিক ব্যাস, ইঞ্চি,
S= থার্মপ্লাষ্টিকের দীর্ঘস্থায়ী চাপসহন ফ্যাক্টর,
t= পাইপের গাত্রের পূরত্ব , ইঞ্চি।

(৭) সড়ক ব্রীজ বা রেল ব্রীজের সহিত সংযোজিতব্য অথবা শহরাঞ্চলের ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে স্থাপিতব্য পাইপ লাইনের ডিজাইন ফ্যাক্টর হিসাব করিবার সময় উক্ত স্থানকে Class location 4 এবং অন্যান্য স্থানকে Class location 3 ধরিয়া ডিজাইন হিসাব করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ Class location বলিতে যুক্তরাষ্ট্রের 49 Code of federal regulation: Part 192 এ উল্লিখিত Class location বুঝাইবে।]

৭। ***পাইপলাইনের বিভিন্ন অংশের ডিজাইন।***- পাইপলাইনের প্রত্যেকটি অংশের ডিজাইন এইরূপ হইবে যেন পাইপলাইনটি উহাতে সম্ভাব্য পরিমাণের গ্যাস চলাচলজনিত এবং উহার উপর আপতিত হইতে পারে এইরূপ ভর-জনিত চাপ সহ্য করিতে সক্ষম হয়।

৮। [২][***সঞ্চালন লাইন, ইত্যাদিতে পিগিং ব্যবস্থা।***– (১) সকল ৩০০ পি,এস,আই,জি চাপসম্পন্ন সঞ্চালন লাইন বা মুখ্য বিতরণ লাইনের ডিজাইন এইরূপ হইতে হইবে যেন উহাতে জমা তলানী বা কোন তরল পদার্থ অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় পিগিং (Pigging) প্রক্রিয়া এবং পাইপ লাইনের অভ্যন্তরভাগে পরিদর্শন কার্য পরিচালনার ব্যবস্থা থাকে ঃ

---

[১] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।*
[২] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত।*

তবে শর্ত থাকে যে, ৩০০ পি,এস,আই হইতে ১৫০ পি,এস,আই পর্যন্ত মুখ্য বিবরণ পাইপ লাইন নির্মাণ করিবার সময়ে এমনভাবে ডিজাইন করিতে হইবে যাহাতে যে কোন প্রয়োজনের সময় পিগিং করা যায় এবং অস্থায়ীভাবে পিগ রিসিভার এবং পিগ লাঞ্চার স্থাপনের ব্যবস্থা থাকে।

(২) সমুদ্রপৃষ্ঠে স্থাপিত পাইপ লাইনের দুই প্রান্তে অর্থাৎ অফশোর প্যাটফর্ম ও উপকূলের ভালভ স্টেশনে পাইপ লাইনকে পিগিং (Pigging) করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।]

৯। অতিরিক্ত চাপ প্রশমনের ব্যবস্থা।- সব ধরণের পাইপলাইন, ব্যবহারকালীর মিটার ও সংযুক্ত যন্ত্রপাতি, কম্প্রেসর ষ্টেশন, যে কোন ধরণের গ্যাসাধার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি যদি এইরূপ কোন কম্প্রোর যন্ত্র বা কোন গ্যাস-উৎসের সহিত সংযুক্ত থাকে যে, উক্ত কম্প্রেসর যন্ত্রে বা উৎসে গ্যাস-চাপ নিয়ন্ত্রণ এর ব্যর্থতা বা অন্যবিধ কারণে অনুমোদনযোগ্য সর্বাধিক পরিচালন চাপ অপেক্ষা অধিক চাপের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা হইলে উক্ত পাইপলাইন, যন্ত্রপাতি, ষ্টেশন বা আধারে যথাযথ চাপ-প্রশমন যন্ত্র বা চাপ সীমিতকরণ যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

১০। ভাল্ভ স্থাপন।- (১) শাট অফ ভাল্ভ বা বক ভালভে সঞ্চালন লাইন, বিতরণ লাইন এবং সার্ভিস লাইনে যথাক্রমে বিধি ১১,১২ এবং ১৩তে বর্ণিত দূরত্বে ও স্থানে স্থাপন করিতে হইবে।

(২) কোন পাইপলাইনের সহিত শাখা পাইপলাইন সংযুক্ত হইলে সংযোগ স্থলের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি শাট-অফ ভাল্ভ স্থাপন করিতে হইবে।

(৩) বো-ডাউন ভাল্ভ এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এইরূপ স্থাপন করিতে হইবে যেন উহার মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে গ্যাস নির্গমনের ফলে কোন বিপদের সৃষ্টি না হয়।

[1][(৪) অফশোর পাইপ লাইনের দুই প্রান্তে অর্থাৎ প্যাটফর্ম ও উপকূলে ভালভ স্টেশনে স্বয়ংক্রিয় ভালভ বসাইতে হইবে যাহাতে পাইপে কোনরূপ ছিদ্র দেখা দিলে সাথে সাথে ভালভ বন্ধ হইয়া যায়।]

১১। সঞ্চালন লাইনের ভাল্ভ।- (১) কোন সঞ্চালন লাইনে স্থাপিত দুইটি শাট-অফ-ভালভের মধ্যবর্তী দূরত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ-

(ক) কোন জনপদের মধ্যে দিয়া অতিক্রমকারী পাইপ লাইনের ক্ষেত্রে, ১০ কিলোমিটার; এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, ৩০ কিলোমিটার।

(২) উক্ত লাইনের বক-ভাল্ভ ও শাট অফ-ভাল্ভগুলি এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যেন প্রয়োজনের সময় অনুমোদিত ব্যক্তিগণ সহজেই উহার নাগাল পাইতে পারেন এবং যেন সহজে উহার কোন ক্ষতি বা ক্ষয় না হয়।

(৩) সঞ্চালন লাইনে স্থাপনযোগ্য ভাল্ভসমূহ মাটির উপরে এমন উচ্চতায় স্থাপন করিতে হইবে যেন উক্ত উচ্চতা জানামতে বন্যার সর্বোচ্চ স্তর অপেক্ষা বেশী হয়, তবে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে, প্রধান পরিদর্শকের অনুমতি সাপেক্ষে, এইরূপ ভাল্ভ মাটির নীচে একটি ভল্টে রাখার ব্যবস্থাও করা যাইবে।

(৪) উক্ত ভাল্ভসমূহ যাহাতে উহাদের যথাযথ অবস্থান হইতে স্থানচ্যুত না হয় বা তৎসংলগ্ন পাইপ যাহাতে নাড়াচাড়া না করে সেই উদ্দেশ্যে ভালভের ভারবাহী অবলম্বনের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

১২। বিতরণ লাইনের ভাল্ভ।- (১)সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে বিতরণ লাইনের যে কোন অংশকে জরুরী অবস্থায় বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য সহজে প্রবেশযোগ্য স্থানে শাট-অফ-ভাল্ভ বা বক-ভাল্ভ স্থাপন করিতে হইবে। সংশিষ্ট বিতরণ লাইনের পরিচালন চাপ, উক্ত লাইনের ব্যাস, গ্যাস-প্রবাহ বন্ধ হওয়ার ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবহারকারী সংখ্যা ও শ্রেণী এবং স্থানীয় অন্যান্য অবস্থা বিবেচনা করিয়া এইরূপ ভাল্ভসমূহের পারস্পরিক দূরত্ব নির্ণয় করিতে হইবে।

---

[1] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।*

(২) কোন বিতরণ লাইন নিয়ন্ত্রণ- কেন্দ্রে প্রবেশ করিলে উহার প্রবেশ স্থান হইতে এমন দূরত্বে উক্ত লাইনে একটি শাট-অফ-ভাল্‌ভ স্থাপন করিতে হইবে যেন কোন ছিদ্রপথে বেশী পরিমাণে গ্যাস নির্গমন অথবা উক্ত কেন্দ্রে অগ্নিকান্ড বা অনুরূপ কোন জরুরী অবস্থায় উক্ত ভাল্‌ভ পরিচালনায় কোন অসুবিধা না হয়।

(৩) কোন ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এ উল্লেখিত ভাল্‌ভ প্রেথিত বাক্স অথবা বেষ্টনীর মধ্যে স্থাপন করা হইলে উক্ত বাক্স বা বেষ্টনীর এইরূপ স্থাপন করিত হইবে যাহাতে উহার ফলে বিতরণ লাইনের উপর বাহ্যিক চাপ না পড়ে।

১৩। সার্ভিস লাইনের ভাল্‌ভ।- (১) সার্ভিস লাইনের সহজে প্রবেশযোগ্য স্থানে শাট-অফ - ভাল্‌ভ স্থাপন করিতে হইবে।

(২) সার্ভিস লাইনে রেগুলেটর না থাকিলে, উক্ত ভাল্‌ভ মিটারের উজানে অথবা, রেগুলেটর থাকিলে, রেগুলেটর উজানে স্থাপিত হইবে।

(৩) যে সার্ভিস লাইনে ০.৭ কেজি/সেমি^{২} অপেক্ষা অধিক গ্যাস প্রবাহিত হয় অথবা যে সার্ভিস লাইনের ব্যাস ৫ সেমি বা ততোধিক সেই লাইন কোন ভবনের সহিত যুক্ত হইলে উক্ত ভবনের বাহিরে সার্ভিস লাইনের কোন স্থানে শাট-অফ-ভাল্‌ভ স্থাপন করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে সার্ভিস লাইনটি কোন সিনেমা হল, মসজিদ, শিক্ষাঙ্গন, কারখানা অথবা বড় ধরণের জনসমাগম হয় এইরূপ কোন ভবন বা অঙ্গনের সহিত যুক্ত হইলে, সিনেমা হল, মসজিদ, শিক্ষাঙ্গন, কারখানা, ভবন বা অঙ্গনের বাহিরে একটি শাট-অফ-ভাল্‌ভ স্থাপন করিতে হইবে।

(৪) এই বিধির অধীন স্থাপনযোগ্য কোন কাঠ-বাক্সে বা ষ্ট্যান্ড পাইপে স্থাপন করা যাইতে পারে, তবে উক্ত বাক্স বা পাইপের ডিজাইন এইরূপ হইবে যেন উহা আবৃত থাকে, টেকসই হয় ও ভাল্‌ভটি সহজে পরিচলনযোগ্য হয় এবং উক্ত কাঠ বাক্স বা ষ্ট্যান্ড পাইপের ভারবাহী অবলম্বন ব্যবস্থা সার্ভিস লাইনের অবলম্বন ব্যবস্থা হইতে পৃথক হয়।

১৪। ভল্ট ও উহার কাঠামো।- শাট -অফ-ভাল্‌ভ, রিলিফ ভাল্‌ভ বা রেগুলেটরের ভূ-গর্ভস্থ ভল্ট এর ডিজাইন ও নির্মাণ কাজ নিম্ন বর্ণিতরূপে সম্পন্ন হইবে, যথা ঃ-

(ক) দৃঢ়তা রক্ষার্থে প্রচলিত প্রকৌশলগত রীতি অনুসরণ করিতে হইবে;

(খ) ভারী যান বা অধিক সংখ্যক যান চলাচল করে এমন মহাসড়ক বা অন্য কোন সড়কে অবস্থিত ভল্ট নির্মাণকল্পে টেকসই উকরণ ব্যবহার করিতে হইবে, উহার ঢাকনার (cover) ডিজাইন এইরূপ হইবে যেন উক্ত ঢাকনার উপরস্থ রাস্তার অন্যূন প্রতি ৩৮ সেন্টিমিটার ব্যসবিশিষ্ট কোন অংশের উপর দিয়া কোন যান চলাচলের ফলে ঢাকনার উপর আপতিত ৩২০০ কেজি পর্যন্ত চাপ উহা সহ্য করিতে পারে, তাহা ছাড়া ভল্টের দেওয়ালের ডিজাইন এইরূপ হইবে যেন উক্ত দেয়াল অন্ততঃ ১৭ কেজি/সেঃমিঃ^{২} আনুভূমিক চাপ সহ্য করিতে পারে;

(গ) সকল ভল্টের অভ্যন্তরে কাজ করার সুবিধার্থে পর্যাপ্ত খালি জায়গা রাখিতে হইবে যেন উহার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজসাধ্য হয়;

(ঘ) রেগুলেটরের ভল্টে প্রবেশকারী পাইপ এবং উহাদের অন্ততঃ পাইপ ইস্পাতের তৈরী হইতে হইবে, তবে গেজ ও নিয়ন্ত্রণকারী পাইপ তামার তৈরী হইলেও চলিবে;

(ঙ) ভল্টের প্রবেশ পথ এইরূপ হইবে যাহাতে উহার অভ্যন্তরস্থ নিয়ন্ত্রক পাইপ (regulator) বা অন্যান্য সরঞ্জামের উপর কোন যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য জিনিস বা ভল্টে প্রবেশকারী কোন ব্যক্তির ভর পতিত না হয়।

[১][(চ) হাসপাতাল, স্কুল, মসজিদ ইত্যাদির নিকট চাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের কারণে শব্দ দূষনের সম্ভাবনা দেখা দিলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা ঃ-

---

[১] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।*

(অ) প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক যথোপযুক্ত ভেন্টিলেশন সিস্টেম সম্পন্ন শব্দরোধক আরসিসি নির্মিত বদ্ধঘর অথবা লৌহ নির্মিত বাক্সের অভ্যন্তরে চাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন;

(আ) উপযুক্ত বিবেচিত হইলে ভূ-গর্ভের নিরাপদ স্থানে চাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে, তবে বৃষ্টি বা বন্যার পানি রোধ এবং যথাযথ ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(ই) চাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সীমানা প্রাচীর হইতে এক মিটার দূরত্বে শব্দের তীব্রতা অবস্থান ভিত্তিক ৬৫-৭৫ ডেসিবেল অপেক্ষা বেশী হইতে পারিবেনা।]

১৫। কম্প্রেসর ষ্টেশন।- সকল কম্প্রেসর ষ্টেশন বিধি ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১ এবং ২২ এর শর্তবলী পূরণ করিবে।

১৬। কম্প্রেসর ষ্টেশনের ডিজাইন ও নির্মাণ।- (১)সমুদ্রে অথবা অভ্যন্তরীন নৌপথে অবস্থিত কোন পাটফরমের উপর নির্মিত কম্প্রেসর ষ্টেশনের কম্প্রেসর ভবন ব্যতীত, অন্যান্য কম্প্রেসর ষ্টেশনের প্রত্যেকটি কম্প্রেসর ভবন উহার পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন জমিতে স্থাপিত হইবে, এইরূপ ভবন সংরক্ষণীয় পূর্তকর্ম হইতে কমপক্ষে ২০ মিটার দূরে অবস্থিত থাকিবে এবং উক্ত ভবনের চতুপার্শ্বে এমন খালি জায়গা থাকিবে যাহাতে প্রয়োজনের সময় অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি অনায়াসে চালানো যায়।

(২) কম্প্রেসর ষ্টেশনের প্রতিটি ভবন অদাহ্য উপকরণ দ্বারা নির্মাণ করিত হইবে।

(৩) কম্প্রেসর ভবনের যে সকল তলা কম্প্রেসর কার্য পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয় সেই সকল তলার প্রত্যেকটিতে কমপক্ষে দুটি পৃথক বর্হিগমণ পথ থাকিতে হইবে যাহাতে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে লোকজন সহজেই কোন নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িতে পারে; উক্ত বর্হিগমনের পথের দরজাটি এইরূপ হইবে যেন কোন চাবি ছাড়াই উহা ভিতর দিক হইতে খোলা যায়। উক্ত ভবনের বর্হিদেওয়ালের দরজাও এইরূপে স্থাপন করিতে হইবে যেন দরজাটি খোলার সময় উহার পালা ভবনের ভিতর হইতে বাহিরের দিকে খোলে।

(৪) কম্প্রেসর ষ্টেশনের চর্তুপাশ্বে বেষ্টনী থাকিলে উক্ত বেষ্টনীতে কমপক্ষে এমন দুটি ফটক বা অনুরূপ কোন স্থান থাকিলে যেন কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে লোকন সহজেই উক্ত ফটক বা স্থান দিয়া নিরাপদ জায়গায় সরিয়া পড়িতে পারে। এইরূপ ফটক বা স্থান কম্প্রেসর ভবন হইতে ৯০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত হইলে, উহা চাবি ছাড়াই ভিতর হইতে বাহিরের দিকে খুলিবার উপযুক্ত হইবে।

(৫) কম্প্রেসর ষ্টেশনের অভ্যন্তরস্থ মিটার, ভাল্‌ভ, সকেট, তার-সংযোজন ও সুইচসহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম Petroleum Rules, ১৯৩৭ এর rule ১০৫ এর বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ডিজাইনকৃত ও স্থাপিত হইবে।

১৭। কম্প্রেসর যন্ত্র হইতে তরল পদার্থ নিস্কাশন।- (১)গ্যাসে কোন বাষ্পের অবস্থানের ফলে সাধারণভাবে প্রত্যাশিত চাপ ও তাপের প্রভাবে তরল পদার্থ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কম্প্রেসর যন্ত্রে যাহাতে উহার পক্ষে ক্ষতিকর পরিমাণের তরল পদার্থ উক্তরূপে সৃষ্টি না হয় তদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রতিরোধক ব্যবস্থা এবং জমাকৃত তরল পদার্থ অপসারণ যন্ত্র রাখিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উলেখিত তরল পদার্থ অপসারণ যন্ত্রটি নিু রূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হইবে, যথাঃ-

(ক) উহা একটি হস্তচালিত যন্ত্র হইবে, এবং

(খ) কম্প্রেসর যন্ত্রে ঘন তরল পদার্থ (slug of liquid) অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা থাকিলে, অপসারণ যন্ত্রে নিু রূপ যে কোন একটি ব্যবস্থা থাকিবে, যথা ঃ-

(অ)এইরূপ তরল পদার্থ অপসারণের সক্ষম স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা,

(আ) কম্প্রেসর যন্ত্রটি বন্ধ করার মত একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা;

(ই) এইরূপ তরল পদার্থ কম্প্রেসর যন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌছাইলে তৎসম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশক একটি সংকেত ব্যবস্থা ।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উলেখিত অপসারণ যন্ত্রটি, উক্ত উপ-বিধিতে উলেখিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়া ছাড়াও, আমেরিকান সোসাইটি অব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স এর Boiler and Pressure Vessel Code Gi Section VIII অনুসারে প্রস্তুতকৃত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত যন্ত্র যদি অভ্যন্তরীণ ঝালাই (welding) ব্যতিরেকেই পাইপ এবং সংশিষ্ট ফিটিংস সমন্বয়ে নির্মিত হয়, তাহা হইলে যন্ত্রটির ডিজাইন ফ্যাক্টর হইবে ০.৪ বা তদপেক্ষা কম।

১৮। জরুরী অবস্থায় কম্প্রেসর ষ্টেশন বন্ধকরণ ব্যবস্থা ইত্যাদি।- (১) অনুর্ধ ১০০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন কোন কম্প্রেসর ষ্টেশন যেখানে তত্ত্বধানকারী কোন ব্যক্তি থাকে না সেইরূপ ষ্টেশন ব্যতীত অন্য সকল কম্প্রেসর ষ্টেশনে এমন একটি জরুরী ব্যবস্থা থাকিবে, যাহা-

(ক) ষ্টেশন গ্যাসের প্রবেশ বন্ধ করিতে এবং বো-ডাউন ভালভের সাহায্যে ষ্টেশনের পাইপের গ্যাসকে বায়ূমন্ডলের নির্গত করিতে পারে;

(খ) কম্প্রেসর যন্ত্র, গ্যাস হইতে পূর্বে সৃষ্ট আগুন, গ্যাস হেডার (gas header) এর নিকটস্থ ও কম্প্রেসর ভবনের অভ্যন্তরস্থ বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করিতে সক্ষম হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কম্প্রেসর ভবন এবং গ্যাস হেডার অধ্যুষিত এলাকা কালি করার কাজে প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থাকরণের জন্য জরুরী বিদ্যুৎ সরবরাহকারী লাইন চালু রাখা যাইতে পারে;

(গ) অন্তত এমন দুইটি স্থান হইতে পরিচালনা করা যায় যে স্থানে-

(অ) উক্ত ষ্টেশনের গ্যাস এলাকার বাহিরে অবস্থিত;

(আ) বিধি ১৬(৪) এর উলিখিত ফটক বা স্থানের নিকট অবস্থিত, অথবা এইরূপ ফটক বা স্থান না থাকিলে বিধি ১৬(৩) এ উলিখিত বর্হিগমণ পথের নিকটে অবস্থিত; এবং

(ই) ষ্টেশনের সীমানা হইতে ১৫০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত।

(২) যদি কম্প্রেসর ষ্টেশনটির মাধ্যমে সরাসরি এমন কোন বিতরণ লাইনে গ্যাস সরবরাহ করা হয় যাহাতে অন্য কোন উৎস হইতে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা নাই, তাহা হইলে উপ-বিধি (১) এ উলিখিত বন্ধকরণ ব্যবস্থার ডিজাইন এইরূপ হইবে যেন ভুল সময়ে উক্ত ব্যবস্থা চালু না হয় ও বিতরণ লাইনে উক্ত ব্যবস্থা হইতে সৃষ্টি অনভিপ্রেত প্রভাব না পড়ে।

১৯। কম্প্রেসর ষ্টেশনের চাপ প্রশমন ব্যবস্থা।- (১)কোন কম্প্রেসর ষ্টেশনে স্থাপিত পাইপসমূহ এবং যন্ত্রপাতির জন্য সর্বাধিক অনুমোদনযোগ্য পরিচালন চাপ যাহাতে উক্ত চাপের অতিরিক্ত ১০ শতাংশ অথবা ৪ কেজি, যাহা নিম্নতম মাত্রা অতিক্রম না করে তাহা নিশ্চিত করার মত উপযুক্ত চাপ প্রশমন ব্যবস্থা উক্ত ষ্টেশনে রাখিতে হইবে।

(২) কোন কম্প্রেসর ষ্টেশনের চাপ রিলিফ ভাল্ব হইতে গ্যাস নিষ্কাশক নল এইরূপ স্থান পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইবে যাহাতে নিষ্কাশিত গ্যাস হইতে কোন বিপদ সৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকে।

২০। কম্প্রেসর ষ্টেশনে অগ্নিকান্ড প্রতিরোধ ও নির্বাপন ব্যবস্থা।- (১) প্রত্যেক কম্প্রেসর ষ্টেশনে যথাযথ অগ্নি-নির্বাপন ও অগ্নি-প্রতিরোধক সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে অগ্নি-নির্বাপক পম্প যদি উক্ত ব্যবস্থার অংশ হয় তাহা হইলে উহাকে জরুরী বন্ধকরণ ব্যবস্থা হইতে স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনযোগ্য রাখিতে হইবে।

(২) পিচ্ছিল পদার্থ (Lubricant) গ্যাসেলিন, পেইন্ট এবং কম্প্রেসর ষ্টেশন চালানোর জন্য অন্যান্য দাহ্য উপকরণ একটি স্বতন্ত্র ভান্ডারগৃহে কম্প্রেসর যন্ত্র হইতে অন্ততঃ ২০ মিটার দূরত্বে রাখিতে হইবে।

(৩) কম্প্রেসর ষ্টেশনের ভিতরে ও চতুপার্শ্বে সকল বিশিষ্ট স্থানে অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সতর্কতামূলক ও জরুরী অবস্থার করণীয় কার্যসম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে।

২১। কম্প্রেসর ষ্টেশনে কতিপয় অতিরিক্ত নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামের ব্যবস্থা।- (১) প্রত্যেক কম্প্রেসর ষ্টেশনের প্রধান চালক যন্ত্রে (ঢ়ৎরসব সড়াবৎ) এমন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র থাকিতে হইবে যাহা উক্ত চালক যন্ত্রের গতি সর্বাধিক নিরাপদ গতি অতিক্রম করার পূর্বেই যন্ত্রটিকে বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

(২) কম্প্রেসর ষ্টেশনের প্রতিটি কম্প্রেসর যন্ত্রের এমন একটি বন্ধকরণ ব্যবস্থা বা সতর্কতা নির্দেশক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যেন উক্ত যন্ত্রে শীতলীকরণ (cooling) বা পিচ্ছিলিকরণ ব্যবৃস্থা অপর্যাপ্ত হইয়া পড়িলে যন্ত্রটি স্বযংক্রিয়ভাবে বন্ধ হইয়া যায় বা উক্ত অপর্যাপ্ততা সম্পর্কে সংকেত পাওয়া যায়।

২২। কম্প্রেসর ষ্টেশনে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা।- প্রত্যেক কম্প্রেসর ষ্টেশনের কোন কক্ষ, গহবর বা অন্য কোন বেষ্টিত স্থানে গ্যাস জমা হওয়ার ফলে যাহাতে কর্মরত ব্যক্তিগণ বিপদাপন্ন না হয় তাহা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত ষ্টেশনের ভবনে বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

২৩। অবলম্বন ও আঙটা প্রত্যেকটি পাইপলাইন নিম্ন বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হইবে, যথাঃ-

(ক) পাইপলাইন এবং তৎসংশিষ্ট সরঞ্জাম এইরূপ আঙটা বা অবলম্বন যুক্ত হইবে, যাহাতে-

(অ) পাইপের সহিত সংযুক্ত সরঞ্জামের বিকৃতি না ঘটে;

(আ) পাইপলাইন হইতে উহার শাখা বাহির হওয়ার বা পাইপলাইনের বক্রতার ফলে সৃষ্ট লম্বালম্বি (longitudinal) বলের প্রভাব প্রতিহত হয়;

(ই) স্পন্দন নিবারণ বা স্তিমিত করা যায়;

(খ)প্রত্যেক অনাবৃত পাইপ পর্যাপ্ত অবলম্বন বা আঙটা (anchor) যুক্ত হইবে যাহাতে উহার অনাবৃত সংযোগসমূহ অভ্যন্তরীণ চাপের কারণে সৃষ্ট সর্বাধিক প্রান্তিক বল এবং তাপীয় প্রসারণ বা সংকোচন অথবা [১][হাইড্রোষ্টাটিক টেষ্টের পানিসহ] পাইপের ওজনের ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত বলের প্রভাব হইতে রক্ষা পায় [১][এবং ডমিনো এফেক্ট প্রতিহতকরণ নিশ্চিত হয়;]

(গ) অনাবৃত পাইপলাইনের প্রত্যেকটি আঙটা টেকসই ও আলাহ্য উপকরণ দ্বারা তৈরী হইতে হইবে এবং উহার ডিজাইন ও স্থাপন নিম্ন রূপ হইবে, যথাঃ-

(অ)অবলম্বন বা আঙটার মধ্যে পাইপলাইনের অবাধ প্রসারণ বা সংকোচনের সুযোগ থাকিবে;

(আ) প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামত কার্য পরিচালনার সুযোগ থাকিবে;

(ই)পাইপলাইনের নড়াচড়ার ফলে যেন উহার অবলম্বন ব্যবস্থার কোন সংযোগস্থলে বিচ্যুতি না ঘটে;

---

[১] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।*

(ঘ) কোন পাইপলাইন আবৃত থাকিলে এবং উহার জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম চাপ সহন ক্ষমতার শতকরা ৫০ ভাগ অথবা ততোধিক পীড়নস্তরে গ্যাস পরিচালীত হইলে, উহার কোন অবলম্বন সরাসনি পাইপের সহিত ঝালাইকৃত হইবে না এবং অবলম্বনটিতে এইরূপ একটি সরঞ্জাম থাকিতে হইবে যাহা পাইপকে সম্পূর্ণ বেষ্টিত রাখে এবং এই বেষ্টনকারী সরঞ্জামটি পাইপের সহিত ঝালাই করিবার প্রয়োজন হইলে, উক্ত বেষ্টনীর সম্পূর্ণ পরিধি জুড়িয়া ঝালাই করিতে হইবে;

(ঙ) কোন ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন তদপেক্ষা অধিক দৃঢ়বদ্ধ বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইলে এইরূপ সংযোগের ফলে পাইপলাইনের সম্ভাব্য নড়াচড়া বাধাপ্রাপ্ত হওয়া চলিবে না, তবে উক্ত পাইপলাইনের অতিরিক্ত নড়াচড়া সীমিত করণের জন্য একটি আঙটার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(চ) নতুন শাখার সহিত সংযুক্ত হইতেছে এইরূপ প্রত্যেকটি ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন এবং উক্ত শাখা উভয়ই একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবে যাহাতে উহাদের উপর আপতিত উলম্ব (vertical) ও পার্শ্ব চাপের প্রভাব প্রতিহত করা যায়।

২৪। [1]*[পাইপ লাইনের পথ পরিকল্পনা।-* (১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, পাইপ লাইনের পথ পরিকল্পনা এইরূপে প্রণয়ন করিতে হইবে যেন পরিকল্পিত স্থানে পাইপ লাইন স্থাপনের ফলে জান-মালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।

(২) অফশোর পাইপ লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে পাইপ লাইনের জন্য পথ পরিকল্পনা করিবার আগে সমুদ্রতল ভালভাবে জরিপ করিয়া পাইপকে এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে পাইপ অপেক্ষাকৃত সমতল পৃষ্ঠে স্থাপিত হয়।

(৩) পাইপ এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে সমুদ্রতলের খালের মধ্যে পাইপ ঝুলিয়া না থাকে।

(৪) সমুদ্রতলে অবস্থিত খালের তলদেশে স্বীকৃত নিরাপদ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পাইপ স্থাপন করিতে হইবে অথবা যথাযথ সাপোর্টিংসহ স্থাপন করিতে হইবে।

২৫। অনুমোদন ব্যতীত পাইপ লাইন স্থাপন, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।- (১) কোন ব্যক্তি প্রধান পরিদর্শকের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ৭ কেজি/ বর্গ সেন্টিমিটার চাপসম্পন্ন পাইপ লাইন স্থাপন, উহার কোন অংশের প্রতিস্থাপন বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রেলপথ অতিক্রমকারী অথবা রেলসেতু বা সড়ক সেতুর সহিত সংযুক্ত যে কোন চাপমাত্রাসম্পন্ন পাইপ লাইনের কোন অংশের প্রতিস্থাপন বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শকের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(২) দূর্ঘটনার ফলে বা জরুরী পরিস্থিতিতে প্রধান পরিদর্শককে অবহিত করিয়া ১২ (বার) মিটার পর্যন্ত উচ্চ চাপসম্পন্ন পাইপ লাইন মেরামত বা প্রতিস্থাপন করা যাইবে এবং ৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে ঘটনাত্তোর অনুমোদনের জন্য প্রধান পরিদর্শকের নিকট বিধি ২৬ অনুসারে দরখাস্ত করিতে হইবে ।]

২৬। অনুমোদনের আবেদন।- (১) কোন পাইপলাইন নির্মাণের জন্য বিধি ২৫ অনুসারে অনুমোদন প্রয়োজন হইলে, নির্মাণ কাজ শুরু করিবার অন্ততঃ ৩০ দিন পূর্বে উক্ত নির্মাণ কাজ সম্পর্কে অনুমোদন লাভের জন্য সংশিষ্ট পরিচালক প্রধান পরিদর্শকের নিকট দরখাস্ত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উলিখিত দরখাস্তের সহিত নিম্ন লিখিত কাগজাদি সংযোজন করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) পাইপলাইনের সর্বাধিক পরিচালন চাপসহ নির্দিষ্ট স্কেলে অংকিত ম্যাপ আকারের পাইপলাইনের পথ-পরিকল্পনার এবং পাইপলাইন ও তৎসংশিষ্ট স্থাপনায় ব্যবহার্য সামগ্রীর বিবরণের ৩টি অনুলিপি;

---

[1] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত।*

(খ) প্রতি কিলোমিটার বা উহার অংশ বিশেষের জন্য [1][সরকার কর্তৃক, সময় সময়, গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, নির্ধারিত ফি ১-৪২৩২-০০০০-২৬৮১ কোডে] জমা দেওয়ার ট্রেজারী চালানের মূল কপি;

(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিধি ৪৮(১) অনুসারে সংশিষ্ট পরিকল্পনার বিবরণ।

[1][(৩) উপ-বিধি(১) এর অধীন দাখিলকৃত দরখাস্ত বিবেচনার সুবিধার্থে প্রধান পরিদর্শক দরখাস্তকারীর নিকট যে কোন তথ্য তলব করিতে পারিবেন এবং দরখাস্তটি অনুমোদনযোগ্য বিবেচিত হইলে প্রধান পরিদর্শক, তাঁহার বিবেচনায় যথাযথ শর্তাধীনে দরখাস্ত দাখিলের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা অনুমোদন করিবেন।]

(৪) বিধি ২৫ এর শর্তাংশে উলিখিত অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে সংশিষ্ট পরিচালক সম্ভাবিত প্রতিস্থাপন বা পরিবর্তন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সহকারে প্রধান পরিদর্শকের নিকট আবেদন করিবেন এবং উক্ত আবেদন বিবেচনাক্রমে প্রধান পরিদর্শক, তাঁহার বিবেচনায় যথাযথ শর্তাধীনে, অনুমোদন দান করিবেন।

২৭। *কাজের অগ্রগতি রিপোর্ট ইত্যাদি।- (১)* বিধি ২৬ এর অধীনে অনুমোদন লাভের পর সংশিষ্ট পরিচালক অনুমোদিত পাইপলাইন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ১৫ দিন অন্তর অন্তর প্রধান পরিদর্শকের নিকট লিখিত রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

(২) উক্ত নির্মাণ কাজ এ এই বিধিমালার বিধানাবরী ও অনুমোদন পত্রের শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইতেছে কিনা তাহা যাচাইয়ের জন্য সংশিষ্ট পরিচালক প্রধান পরিদর্শক বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রদত্ত কোন ব্যক্তিকে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবেন।

২৮। *নির্মিত পাইপলাইনের গ্যাস পরিবহণের অনুমতি।-* (১) বিধি ২৬ এর অধীন অনুমোদিত পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হইবার পর উহার পরিচালক, প্রধান পরিদর্শকের লিখিত অনুমতি ব্যতিত, উক্ত পাইপলাইনে গ্যাস পরিবহণ শুরু করিতে পারিবেন না।

(২) পরিচালক উপ-বিধি (১) এ উলেখিত অনুমতি লাভের উদ্দেশ্যে প্রধান পরিদর্শকের নিকট নিম্ন বর্ণিত কাগজাদি দাখিল করিবেন, যথাঃ-

(ক) স্বীকৃত যোগ্যতা সম্পন্ন একজন প্রকৌশলী প্রদত্ত একটি প্রত্যায়ন পত্র, যাহাতে উলেখ থাকিতে হইবে যে, এই বিধিমালার বিধানাবলী এবং অনুমোদন পত্রের শর্ত অনুসারে পাইপলাইনটি নির্মিত হইয়াছে;

(খ) একটি প্রতিবেদন, যাহাতে নির্মিত পাইপলাইনটি সম্পর্কে গৃহীত প্রাসংগিক সকল পরীক্ষার ফলাফল উলিখিত থাকিবে।

২৯। *পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ।-* (১) পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ ঠিকাদার দ্বারা করানো হইলে সংশিষ্ট চুক্তিতে এইরূপ শর্ত থাকিতে হইবে যে, উক্ত নির্মাণ কাজ এই বিধিমালা অনুসারে সম্পন্ন হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে পাইপলাইনের পরিচালক এই ঠিকাদারের সংশিষ্ট কর্মচারীগণ যাহাতে তাদের স্ব স্ব কাজের সহিত সংশিষ্ট এবং বিধিমালার বিধানাবলী সম্পর্কে ওয়াকেফহাল তাকেন সেই ব্যাপারে পরিচালক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(২) পাইপলাইন নির্মাণ ও স্থাপনকালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বারা উক্ত নির্মাণ ও স্থাপন কার্য ঘন ঘন পরিদর্শন করানোর জন্য সংশিষ্ট পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

---

[1] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত।*

(৩) উপ-বিধি (৩) এ উলিখিত পরিদর্শনকারী-

(ক) পাইপে প্রলেপন শরম্ন পূর্বে উহার উপরিভাগে কোন দৃশ্যমান ত্রম্নটি আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন;

(খ) পাইপটি গর্তে নামানোর সময় প্রলেপযুক্ত পাইপটির উপরিতল পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, যে, পাইপে উহার ক্ষতিকর কোন প্রলেপন ক্ষত আছে কিনা;

(গ) ঝালাই করিবার পূর্বে পাইপের সংযোগকারী উপকরণ ও সংযোগস্থল পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং কৃত ঝালাইগুলি প্রলেপন দ্বারা আচ্ছাদনের পূর্বে পুনরায় পরীক্ষা করিবেন;

(ঘ) পাইপ গর্তে নামানোর পূর্বে গর্তের তলা সমতল আছে কিনা এবং উহাতে পাইপের জন্য ক্ষতিকারক কোন বস্তু আছে কিনা তাহা নিরীক্ষণ করিবেন;

(ঙ) মাটি দ্বারা গর্তটি ভর্তির পূর্বে দেখিয়া লইবেন যে, পাইপটি গর্তে ঠীকমত বসানো হইয়াছে কিনা;

(চ) পাইপ লাইনে কোন মেরামত বা উহার কোন উপকরণের পরিবর্তে তদস্থলে নূতন উপকরণ লাগানো বা অন্য কোন পরিবর্তনের আদেশ দেওয়া হইলে, তাহা সম্পন্ন হওয়ার পর পাইপলাইনের সংশিষ্ট স্থানটি প্রলেপযুক্ত বা অন্য কোনভাবে আচ্ছাদিত করার পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন;

(ছ) পাইপলাইনে কৃত ঝালাই এবং প্রলেপের প্রতিরোধ ক্ষমতা পরীক্ষণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে কিনা তাহা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবেন;

(জ) পাষ্টিক পাইপে কোন কাটা দাগ, আঁচড় বা অন্যবিধ ত্রম্নটি আছে কিনা তাহা উক্ত পাইপ স্থাপনের পূর্বেই পরীক্ষা করিবেন; এবং উহাতে যদি কোন ক্ষতিকর ত্রম্নটি ধরা পড়ে, তবে সংশিষ্ট পাইপ বাতিল করিবেন;

(ঝ) সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখিবেন যে, দ্রবণীয় সিমেন্টের দ্বারা পাষ্টিক পাইপে সংযোগ লাগাইবার ক্ষেত্রে, দক্ষ কারিগর এবং যথাযথ যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার করা হইতেছে কিনা; এবং উক্ত সংযোগে কোন ত্রম্নটি রহিয়াছে বলিয়া মনে করিলে তাহা বাতিল করিয়া দিবেন ;

[১][(ঞ) সমুদ্রতলে পাইপ স্থাপনের ক্ষেত্রে এংকরিং, পরিখা খনন বা অন্য কোন স্বীকৃত ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থাপন করিতে হইবে;

(ট) অফশোর পাইপলাইনে কনক্রিট প্রলেপনে ব্যবহৃত সিমেন্ট সমুদ্রে ব্যবহার উপযোগী হইতে হইবে।

(৪) পাইপ লাইন নির্মাণের পূর্বে পাইপ লাইনের নির্মাণ কাজের বিস্তৃারিত স্পেসিফিকেশন (Work Specifications) এবং যে সমস্তৃকোড পাইপ লাইন নির্মাণে অনুসৃত হইবে তাহা সুনির্দিষ্টভাবে উলেখসহ বিস্তৃারিত কার্যপত্র প্রধান পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।]

---

[১] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।*

৩০। প্লাষ্টিক পাইপ স্থাপন।- (১) প্লাষ্টিক পাইপ মাটির উপরে স্থাপন করা যাইবে না।

(২) কোন ভল্ট বা বেষ্টনীবদ্ধ কোন স্থানে প্লাষ্টিক পাইপ ব্যবহার করা যাইবে না, যদি না প্লাষ্টিক পাইপটি ক্ষয় প্রতিরোধক্ষম এবং গ্যাসরোধী ধাতব পাইপও ধাতব ফিটিংস দ্বারা তৈরী খাঁচায় আবদ্ধ রাখা হয়।

(৩) প্লাষ্টিক পাইপ এইরূপে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে উহার গর্ত ভরাটকরণ, তাপীয় সংকোচন অথবা বাহ্যিক ভরের কারণে উক্ত পাইপ প্রসারিত হইবার সম্ভাবনা ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে।

(৪) উপ-বিধি (১) এর বিধান সত্ত্বেও, কোন প্লাষ্টিক নির্মিত সার্ভিস লাইনের শেষ প্রান্ত মাটির উপরিবাগে স্থাপিত হইতে পারে, যদি-

(ক) উক্ত প্রান্ত ক্ষয় পরিরোধক্ষম শক্ত ধাতব-টিউব বা ধাতব-পাইপের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয় এবং উক্ত টিউব বা পাইপ মাটির নীচে কমপক্ষে ১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত প্রোথিত থাকে;

(খ) উক্ত লাইন গ্রাহক মিটার বা সংযোগকারী কোন পাইপ হইতে সৃষ্ট বর্হিচাপের শিকার না হয়; এবং

(গ) উক্ত প্রান্ত কোন ভবনের ভিতরে না থাকে।

৩১। [1][নিরাপদ দূরত্ব।- প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ১০.৫ কেজি বা ১৫০ পি,এস,আই,জি বা ততোধিক চাপবিশিষ্ট সকল উচ্চ চাপসম্পন্ন পাইপ লাইনের প্রত্যেক পার্শ্বের গাত্র হইতে সংরক্ষণীয় পূর্তকর্মের মধ্যে নিম্নের টেবিলে উলিখিত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে এবং উক্ত দূরত্ব লংঘন করিয়া কোন ব্যক্তি কোন সংরক্ষণীয় পূর্তকর্ম স্থাপন করিতে পারিবেন না।

টেবিল

পাইপের সাইজ	১৫০ পিএস আই চাপ হইতে ৩৫০ পিএস আই চাপ পর্যন্ত	৩৫০ পিএসআই চাপের উর্দ্ধে
১	২	৩
অনধিক ২০" ব্যাস	২ মিটার	২.৫ মিটার
২০" ব্যাসের উর্দ্ধে	৩ মিটার	৩.৫ মিটার

৩২। নিরাপদ দূরত্ব লংঘন।- পরিচালক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি নিরাপদ দূরত্ব লংঘন করিয়া কোন সংরক্ষণীয় পূর্তকর্ম স্থাপন করিলে অথবা পাইপের ক্ষতিসাধন হইতে পারে এমন কোন সংরক্ষণীয় পূর্তকর্ম স্থাপন করিলে অথবা পাইপের ক্ষতিসাধন হইতে পারে এমন কোন খনন কার্য করিলে অথবা অন্যবিধভাবে পাইপ লাইন বা তৎসংশিষ্ট ব্যবস্থাদির ক্ষতি হইতে পারে এমন কোন কার্য করিলে পরিচালক, উক্ত ক্ষতিকারক কার্যের বিষয়ে অবহিত হইবার অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, বিষয়টি প্রধান পরিদর্শককে অবহিত করিবেন এবং সংশিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে Petroleum Act, 1934 (XXX of 1934) এর section 23 বিধান মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।]

[1] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত।*

৩৩। প্রোথিত পাইপের আবরণ-অবস্থান।- (১) কোন পাইপলাইন ভূগর্ভে স্থাপনের ক্ষেত্রে উহা যে স্থানে স্থাপন করা হইবে সেই স্থানের উপরিতল হইতে নিম্ন -টেবিলে বর্ণিত গভীরতায় প্রোথিত থাকিবে, যথা ঃ-

পাইপের বর্হিদেয়ালের ব্যাস (সেঃমিঃএ)	সর্বাধিক অনুমোদনযোগ্য পরিচালন চাপ (কেজি/সেমি[২]এ)				
	অনূর্ধ ৭	৭ হইতে ৯	১০ হইতে ১৫	১৬ হইতে ২৪	২৫এবং তদূর্ধ
	উপরিতল হইতে ন্যূনতম গভীরতা (সেঃ মিঃ এ)				
অনূর্ধ ২০	৯০	৯৫	১০০	১০৫	১১০
২১-৪০	৯১	৯৬	১০১	১০৬	১১২
৪১-৬০	৯২	৯৭	১০২	১০৭	১১৫
৬১-৮০	৯৩	৯৮	১০৩	১০৮	১২০
৮১ এবং তদূর্ধ	৯৪	৯৯	১০৪	১০৯	১২৫

(২) প্রধান পরিদর্শক পরিচালকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উপ-বিধি (১) এ নির্ধারিত ন্যূনতম গভীরতা, পরিচালক কর্তৃক বিধি ৩৯ (১) অনুসারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহন সাপেক্ষে, হ্রাসের অনুমোদন দিতে পারেন।

৩৪। পথাধিকার।- পরিচালকের নিজস্ব জমি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির জমিতে কোন পাইপলাইন স্থাপনের পরিকল্পনা থাকিলে উক্ত পরিচালক পাইপলাইন গমণ পথের জন্য এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন হইলে উক্ত দূরত্ব বজায় রাখিবার জন্য সংশিষ্ট জমির উপর প্রয়োজনীয় অধিকার অর্জন করিবেন, যাহা পথাধিকার (right of way) নামে অভিহিত হইবে।

৩৫। পাইপলাইনের অবস্থান নির্দেশক চিহ্ন।- (১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, উচ্চ চাপ সম্পন্ন পাইপলাইনের গমণ পথের উভয় পার্শ্বে উহার অবস্থান নির্দেশক [১][লাল রং বিশিষ্ট] চিহ্ন স্থাপন করিতে হইবে এবং পাইপলাইনের এক পার্শ্বে স্থাপিত এইরূপ দুইটি চিহ্নের দূরত্ব হইবে অনধিক [২][৫০০ মিটার ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ২০০ মিটার বা একটি চিহ্ন হইতে অপর চিহ্ন এমন দূরত্বে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে উহা সহজে দৃশ্যমান হয়] ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান পরিদর্শক, পাইপলাইনের বক্রতার ক্ষেত্রে বা যথাযথ মনে করিলে অন্য কোন পরিস্থিতিতে উক্ত দূরত্ব কমাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন।

---

[১] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।*
[২] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত।*

(২) যে কোন সড়ক, নদী, খাল বা রেলপথ অতিক্রমকারী পাইপলাইন, উহার পরিচালন চাপ যাহাই হউক না কেন, এর উভয় পাশে অতিক্রম স্থলের সন্নিকটে উক্ত পাইপলাইনের অবস্থান নির্দেশক চিহ্ন স্থাপন করিতে হইবে।

[১][(৩) সমূদ্র উপকূলে মৎস্য আহরণকারী জাহাজ বা ব্যক্তিবর্গ, বাণিজ্যিক জাহাজের নোঙর, সমুদ্রে জরীপ কাজে নিয়োজিত জাহাজ এবং তেল-গ্যাস উত্তোলনকারী জাহাজের কার্যক্রমের মাধ্যমে যাহাতে পাইপ লাইন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেইলক্ষ্যে বয়া বা অন্যবিধ ব্যবস্থা দ্বারা পাইপের অবস্থান নির্দেশক উপযুক্ত চিহ্ন সমুদ্রে পাইপের গমন পথে স্থাপন করিতে হইবে।]

৩৬। ভূগর্ভস্থ খালি জায়গা।- (১) যদি ভূ-গর্ভে কোন পাইপলাইন প্রোথিত থাকে এবং ভূ-গর্ভে উহার আশে পাশে যদি এমন কোন কাঠামো থাকে যাহা উক্ত লাইনের সহিত কোনভাবেই সম্পর্কযুক্ত নহে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা হইবে এবং কাঠামোটি সঞ্চালন লাইন হইতে কমপক্ষে ২০ সেন্টিমিটার, বিতরণ লাইন হইতে কমপক্ষে ১৫ সেন্টিমিটার এবং সার্ভিস লাইন হইতে কমপক্ষে ১০ সেন্টিমিটার দূরত্বে থাকিতে হইবে। কোন ক্ষেত্রে ্যুক্ত দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হইলে পাইপলাইনটিকে উক্ত কাঠামোর প্রবাবমুক্ত রাখিবার জন্য খাচা, সেতু বা অপরিবাহী বস্তু দ্বারা পৃথক রাখিতে বা অন্যবিধ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

[১][(২) ভূ-গর্ভে আড়াআড়িভাবে স্থাপিত দুইটি উচ্চ চাপসম্পন্ন পাইপ লাইনের মধ্যে ন্যূনতম ০.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রক্ষণাবেক্ষন কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যতে স্থাপিতব্য পাইপ পূর্বের স্থাপিত পাইপের নীচে স্থাপন করিতে হইবে।

(৩) ভূ-গর্ভস্থ দুইটি সমান্তরাল উচ্চ চাপসম্পন্ন সঞ্চালন লাইনের মধ্যে ন্যূনতম ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে, তবে গ্যাদারিং পাইপের জন্য এই দূরত্ব প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনসমূহ ভূ-গর্ভস্থ উচ্চ চাপসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার হইতে যথাক্রমে ন্যূনতম ১ মিটার ও ০.৫ মিটার দূরত্বে স্থাপন করিতে হইবে।

(৫) ওভারহেড হাইটেনশন বৈদ্যুতিক তারের নিকট সঞ্চালন বা বিতরণ পাইপ লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে, হাইভোল্টেজ বিদ্যুৎ প্রবাহ জনিত আবেশের কারণে পাইপ লাইনের ক্যাথোডিক পদ্ধতি ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা যথাযথভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তদনুযায়ী উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) স্যুয়ারেজ লাইন বা ড্রেনের মধ্য দিয়া পাইপ লাইন নির্মাণ সর্বক্ষেত্রে পরিহার করিতে হইবে, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে, প্রয়োজন হইলে, আড়াআড়িভাবে অতিক্রম বিবেচনা করা যাইতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি মোতাবেক এইরূপে ইস্পাতের তৈরী খাঁচা নির্মাণ করিতে হইবে যেন জরুরী মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষনের প্রয়োজনে গমন পথ ভেন্টিলেশনসহ সুগম থাকে।

(৭) সঞ্চালন এবং বিতরণ লাইনসমূহের সর্বোচ্চ গভীরতা ভূ-পৃষ্ঠ হইতে সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ২ মিটার হইবে, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন- নদীর তলদেশ, সড়কপথ, রেলপথ ইত্যাদি অতিক্রমকালে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।]

---

[১] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।*

৩৭। প্রাকৃতিক দূযোর্গ হইতে রক্ষাব্যবস্থা।- কোন পাইপলাইন যদি এমন স্থানে স্থাপন করা হয় যে, উহা বন্যা, ভূমি-ধ্বস, অদৃঢ় মৃত্তিকার স্খলন বা অন্যবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হইতে পারে, তাহা হইলে পরিস্থিতি অনুসারে নি¤œ রূপ রক্ষমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত পাইপলাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) পাইপলাইনের পাত্রের গুর"ত্ব বর্ধণ;

(খ) পাইপলাইনের রক্ষক দেয়াল নির্মাণ;

(গ) আঙটা লাগানো;

(ঘ) মাটির ক্ষয়রোধ।

৩৮। পাইপলাইনের অবলম্বন।- ভূগর্ভে পাইপলাইন স্থাপন করা হইলে সংশিষ্ট পরিকারি তলা এইরূপ হইবে যেন পাইপলাইনের সকল অংশ একই সমতলে অবস্থান করিতে পারে এবং উহা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভারক্ষক অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩৯। পাইপলাইনের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।- (১) কোন পাইপলাইন স্থাপনে বিধি ৩১ বা ৩৩ এর বিধান পালন করা সম্ভব না হইলে বা কোন পাইপলাইনের উপর বর্হিস্থ চাপ আপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, প্রধান পরিদর্শকের অনুমোদনক্রমে এবং পরিস্থিতির প্রয়োজন মোতাবেক, নি¤œ রূপ এক বা একাধিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত পাইপলাইনের নিরাপত্তা বিধান করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) পাইপলাইনের গাত্রের পুর"ত্ব বর্ধন;

(খ) পাইপলাইনের ইস্পাতের তৈরী খাঁচা লাগানো;

(গ) অনধিক ২৪ কেজি/সেমি^{2} চাপ সম্পন্ন পাইপলাইনের ক্ষেত্রে, বৃটিশ কোর্ড অনুসারে বিকল্প নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

(২) পাইপলাইনের কোন অংশ অনাবৃত থাকিলে, যান চলাচল বা অন্যবিধ ক্ষতিকর কার্যকলাপ হইতে উহাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে উক্ত অংশ রক্ষামূলক বেষ্টনী দ্বারা আবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) উচ্চ চাপসম্পন্ন ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইনের কোন অংশ কোন সড়ক অতিক্রম করিলে উক্ত অংশ ইস্পাতের তৈরী খাঁচা দ্বারা আবদ্ধ রাখিতে হইবে।

(৪) পরিচালন চাপ যাহাই হউক না কেন, ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইনের কোন অংশ রেলপথ অতিক্রম করিলে, উক্ত অংশ ইস্পাতের তৈরী খাঁচা দ্বারা বেষ্টিত রাখিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৩) ও (৪) এ উলিখিত খাঁচার শীর্ষদেশ হইতে উহার উপরস্থ ভূমির উপরিতলের দূরত্ব হইবে অন্যূন ১.৫ মিটার।

৪০। [১]***[পাইপ লাইনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিনষ্টকারী কার্যক্রম নিষিদ্ধ।-*** কোন ব্যক্তি বিধি ৩১, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯ এবং ৬০ এ উলেখিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত করিয়া কোন কাজ করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন জন-উপযোগিতামূলক সংস্থা (যেমন- ওয়াসা, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ডেসা, ডেসকো, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বোর্ড, ইত্যাদি) উহার সেবা প্রদানের স্বার্থে, পরিচালককে অন্যূন ৭ (সাত) দিনের অগ্রিম নোটিশ প্রদান করিয়া, নিজ দায়িত্বে পাইপ লাইন এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখিয়া প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে ঃ

তবে আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত এলাকায় সেবা প্রদানকালীন সময়ে কোন দূর্ঘটনা সংঘটিত হইলে তাহার যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতির দায়দায়িত্ব সেবা প্রদানকারী সংস্থার উপর বর্তাইবে।]

---

[১] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে পরিবর্তিত।*

৪১। ইস্পাত-খাঁচার ডিজাইন ও নির্মান ।- (১) পাইপলাইনের জন্য ব্যবহার্য্য ইস্পাত কাঁচার ডিজাইন এমন হইবে যেন উক্ত খাঁচা পাইপলাইনের উপর আপতিত বহিস্থ চাপ সহ্য করিতে সক্ষম হয়।

(২) কোন পাইপলাইন রেললাইন অতিক্রম করিলে উক্ত পাইপলাইনের জন্য ইস্পাতের খাঁচা ব্যবহৃত হইলে উক্ত খাঁচা-

(ক) নিু চাপ সম্পন্ন পাইপলাইনের ক্ষেত্রে, রেল-বাঁধের পাদদেশ হইতে অন্যূন ১ মিটার এবং রেললাইনের ক্ষেত্রে, দফা (ক) তে উলিখিত পাদদেশ ও বহিস্থ বিন্দু হইতে যথাক্রমে ২ মিটার এবং ১০ মিটার পর্যন্ড়বিস্তৃত থাকিবে।

(৩) উক্ত খাঁচা উহার সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যব্যাপী সমতল বিশিষ্ট হইবে, তবে উহার এক প্রান্ড়ালু হইবে।

(৪) উক্ত খাঁচার উভয় প্রান্ড়বন্ধ অবস্থায় থাকিবে এবং খাঁচার অভ্যন্ড়স্থ বায়ু নিস্কাশনের নির্মিত্ত উহাতে একটি বায়ু নিস্কাশক নল (Vent Pipe) লাগাইতে হইবে যাহার শীর্ষভাগ মাটির উপরিতল হইতে অন্ড়তঃ ৫০ সেন্টিমিটার উচ্চতায় থাবে। এইরূপ বায়ু নিস্কাশক নলের অন্ড়স্থ ব্যাস অন্যুন ৫ সেন্টিমিটার এবং উহার উপর দিকে প্রান্ড়ভাগ হইবে নিু মুখী এওবং উক্ত প্রান্ড়েএকটি বিস্ফোরণ নিরোধক তারজালী লাগাইতে হইবে।

(৫) উক্ত খাঁচার অন্ড়স্থ ব্যাস উহাতে রক্ষিত পাইপলাইনের বহিস্থ ব্যাস অপেক্ষা অন্ড়তঃ ৫ সেন্টিমিটার বেশী হইবে।

৪২। সড়ক সেতুর সহিত পাইপলাইন সংযোজন।- কোন সড়ক সেতুর সহিত পাইপলাইন সংযোজনের পরিকল্পনা থাকিলে, বিধি ২৬ এর অধীনে অনুমোদন লাভের দরখাস্ড়ের সহিত উক্ত পরিকল্পনার বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উলেখ করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে সংশিষ্ট পরিচালক [1][সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের] নিকট হইতে এই মর্মে একটি ছাড়পত্র সংগ্রহ করিবেন যে, উক্তরূপ সংযোজনে উক্ত দপ্তরের কোন আপত্তি নাই।

৪৩। পাইপলাইনে ঝালাই।- (১)পাইপলাইনের ঝালাই কার্য স্বীকৃত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা অভিজ্ঞ কারিগর দ্বারা সম্পন্ন করাইতে হইবে।

(২) কোন ঝালাইকারীর দক্ষতা বা তিনি বিগত ছয় মাসে কোন ঝালাইকার্যে নিয়োজিত ছিলেন কিনা সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকিলে তৎকর্তৃক সম্পাদিতব্য ঝালাইকার্য বা ঝালাই পদ্ধতির উপর তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে এবং সংশিষ্ট নির্মাতা এইরূপ পরীক্ষার তারিখ ও ফলাফলের একটি রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) যে কোন সময়ের আবহাওয়ার প্রভাবে ঝালাইকার্যের গুণগত মান যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঝালাইকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) ঝালাইকার্য যথাযথ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহা চাক্ষুষ পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করিতে হইবে এবং আমিরিকান পেট্রেরিয়অম ইন্সটিটিউটের ষ্ট্যান্ডার্ড নং ১১০৪ অনুসারে উক্তরূপ পরিদর্শনের মাধ্যমে বা ঝালাই-অবিনাশী পরীক্ষণের (non destructive testing) মাধ্যমে ঝালাইকার্যের সঠিকত যাচাই করা যাইবে।

(৫) ঝালাই-অবিনাশী পদ্ধতিতে ঝালাইয়ের সঠিকতা পরীক্ষার কাজ রেডিওগ্রাফিক পদ্ধতিতে বা আমেরিকান বা বৃটিশ কোডে উলিখিত কোন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যাইবে।

(৬) ঝালাই-অবিনাশী পরীক্ষার সংখ্যা হইবে,-

(ক) উচ্চচাপ সম্পন্ন সরল রৈখক পাইপলাইনের ক্ষেত্রে, উহাতে কৃত ঝালাই সংখ্যার অন্যূন ১০% ; এবং

---

[1] এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে পরিবর্তিত।

(খ) জলপথ, রেলপথ বা সড়ক অতিক্রমকারী কোন পাইপলাইন বা পাইপলাইনের বক্র অংশ বা কম্প্রেসর ষ্টেশনের [১][বা চাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের] পাইপলাইনের ক্ষেত্রে, চাপমাত্রা নির্বিশেষে, উক্ত পাইপলাইনে বা অংশে কৃত ঝালাই সংখ্যার ১০০%;

(গ) যে সকল ঝালাইকার্যের চাপ-সহন-ক্ষমতা চতুর্থ অধ্যায় এর অধীনে পরীক্ষিত না হয় সেই সকল ঝালাইকার্যের ১০০%।

(৭) ত্রুটিপূর্ণ ঝালাইস্থলঅপসারণ বা সম্ভব হইলে মেরামত করিতে হইবে, এইরূপ মেরামতের ক্ষেত্রে আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের স্ট্যান্ডার্ড নং ১১০৪ অনুসরণ করিতে হইবে।

(৮) ইস্পাত পাইপ বা উহার কোন অংশ তৈরীর সময় প্রয়োজনীয় ঝালাইকার্যের ক্ষেত্রে এই বিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

৪৪। ঝালাই ব্যতীত অন্যান্য পদ্ধতিতে সংযোগ।- ঝালাইকার্য ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতিতে পাইপলাইন বা তৎসংশিষ্ট যন্ত্রপাতির কোন উপকরণ সংযোগের ক্ষেতে বৃটিশ কোড বা আমেরিকান কোডে বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৪৫। নির্মাণ সংক্রান্ত রেকর্ড।- পাইপলাইনে যেভাবে বসানো হইয়াছে উহার একটি পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড সংশিষ্ট পরিচালক প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন এবং উহাতে নিু বর্ণিত বিষয়াদির বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিবে, যথা ঃ-

(ক) পাইপের গ্রেড;

(খ) পাইপ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উহার খাঁচার গাত্রের পুরুত্ব;

(গ) ব্যবহৃত রক্ষক উপকরণসমূহ;

(ঘ) ভূ-গর্ভে স্থাপিত পাইপলাইনের ক্ষেত্রে, যে গভীরতায় উহা স্থাপিত হইয়াছে;

(ঙ) ক্যাথোড পদ্ধতির রক্ষা ব্যবস্থার বিবরণ;

(চ) ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইনের ক্ষেত্রে, ভূ-গর্ভে অবস্থিত নিকটবর্তী অন্যান্য কাঠামোর বিবরণ; এবং

(ছ) অন্যান্য তথ্যাদি যাহা মাটির উপরিভাগ হইতে পরিদর্শণ করিয়া জানা সম্ভব নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রেল কর্তৃপক্ষের ভূমিতে পাইপলাইন স্থাপন ইত্যাদি

৪৬। রেলপথ অতিক্রম।- (১) কোন পাইপলাইন স্থাপনে কোন রেলপথ অতিক্রমনের পরিকল্পনা থাকিলে, পাইপলাইনের পরিচালক রেল কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলীর নিকট হইতে এই মর্মে একটি ছাড়পত্র সংগ্রহ করিবেন যে, উক্ত অতিক্রমনে রেল কর্তৃপক্ষের কোন আপত্তি নাই।

(২) কোন রেলপথ অতিক্রমনের ক্ষেত্রে, অতিক্রমনকারী পাইপলাইনটি বিধি ৩৯ এর শর্ত পূরণ করিবে এবং উহাকে এইরূপে স্থাপন করিতে হইবে যেন উহা যথাসম্ভব সমকোনে (৯০°) রেললাইনটি অতিক্রম করে।

৪৭। বিশেষ সতর্কতা।- (১) পারিপার্শ্বিকতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রেলপথ অতিক্রমন স্থানের উভয় পার্শ্বে জরুরী শার্ট-অফ-ভাল্ভ স্থাপন করিতে হইবে এবং পরিচালক ও রেল কর্তৃপক্ষ, পরস্পর সম্মতিক্রমে, রেলপথ হইতে উক্ত ভালভের দূরত্ব নির্ধারণ করিবে।

---

[১] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।*

(২) যে সকল পাইপলাইন রেল কর্তৃপক্ষের জমিতে অথবা উক্ত কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সংরক্ষণীয় পূর্তকর্ম হইতে নিরাপদ দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত সেই সকল পাইপলাইন প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার এবং যে পাইপলাইন রেলসেতু অতিক্রম করে বা রেলসেতুর সহিত সংযুক্ত উহা ২৪ ঘন্টায় কমপক্ষে একবার, চৌকীর (Patrol) ব্যবস্থা পরিচালক কর্তৃক গৃহীত হইবে।

(৩) কোন পাইপলাইনে রেলপথ হইতে ১৫ মিটারের মধ্যে কোন ছিদ্র দিয়া গ্যাস নির্গমন দেখা গেলে, বিধি ৭৪ পর উপ-বিধি (৬) এর বিধান পালন করা ছাড়াও, সংশিষ্ট পরিচালক উক্ত নির্গমন সংক্রান্ড় সংবাদ এবং রেলপথের দূরত্ব নির্দেশক ফলকের উলেখক্রমে উক্ত ছিদ্রের অবস্থানগত বিবরণাদি সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় নিকটতম রেলষ্টেশনে জানাইয়া দিবেন, এবং উক্ত পরিচালক ও রেল কর্তৃপক্ষের সংশিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত ছিদ্র হইতে ১৫ মিটার দূরত্বের মধ্যে যাহাতে ধূমায়ন ও রন্ধনসহ আগুনের ব্যবহারজনিত বা অগ্নি স্ফুলিংগ সৃষ্টি হয় এমন যে কোন কাজ বন্ধ থাকে তাহা নিশ্চিত করিবেন।

(৪) উক্ত ছিদ্র সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর সংশিষ্ট ষ্টেশন মাষ্টার অবিলম্বে-

(ক) ছিদ্রের অবস্থানের অপরদিকে অবস্থিত রেল ষ্টেশনে উক্ত সংবাদ জানাইয়া দিবেন এবং উক্ত ছিদ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকার রেলপথে চলাচলকারী সকল যানের চলাচল স্থগিত রাখিবেন, যতক্ষণ না তিনি পাইপলাইনের পরিচালকের নিকট হইতে এই মর্মে ছাড়পত্র প্রাপ্ত হন যে, রেলগাড়ী চলাচলের ক্ষেত্রে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই;

(খ) উক্ত ছিদ্র সম্পর্কিত সংবাদ সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় নিু বর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন, যথা ঃ-

(অ) রেল কর্তৃপক্ষের সংশিষ্ট মহা ব্যবস্থাপক;

(আ) গভর্ণমেন্ট ইন্সপেকটর অব বাংলাদেশ রেলওয়ে;

(ই) যে সকল কর্তৃপক্ষের নিকটস্থ class দুর্ঘটনা (General and Subsidiary Rules for Railways এর সংজ্ঞানুযায়ী) এই সংবাদ প্রেরণ করিতে হয় সেই সকল কর্তৃপক্ষ; এবং

(ঈ) প্রধান পরিদর্শক।

(৫) রেলপথের যে স্থান দিয়া কোন পাইপলাইন উক্ত রেলপথ অতিক্রম করে সেই স্থানের উভয় দিকে এক কিলোমিটার দূরে এবং সংশিষ্ট রেলপথের উভয় পার্শ্বে উক্ত পাইপের অবস্থান নির্দেশক একটি করিয়া বোর্ড স্থায়ীভাবে স্থাপন করিতে হইবে, এইরূপ বোর্ডের মাপ হইবে ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি এবং উহাতে সাদা পটভূমির উপর একটি আনুভূমিক সুস্পষ্ট ও চওড়া কাল রেখা থাকিবে। বোর্ডগুলি সংশিষ্ট রেলপথের মধ্যবিন্দু হইতে তিন মিটার দূরত্বে স্থাপন করিতে হইবে এবং উহাদের নিম্ম প্রান্ড় সমূহ রেলের উপরিতল হইতে ২৫ সেন্টিমিটার উর্দ্ধে থাকিবে।

(৬) উপ-বিধি (৪) এর অধীনে গ্যাস নির্গমনের সংবাদ অবহিত হওয়ার সংগে সংগে সংশিষ্ট ষ্টেশন মাষ্টার সংশিষ্ট পাইপলাইনের অবস্থান নির্দেশক বোর্ডের নিকট একটি বিপদ সংকেত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৫) এর বিধান মোতাবেক স্থাপিত নির্দেশক বোর্ড অতিক্রম করিবার সময় রেলগাড়ী চালক লক্ষ্য রাখিবেন যে কোন বিপদ সংকেত আছে কিনা এবং কোন বিপদ সংকেত দেখানো হইলে তিনি রেল গাড়ী থামাইয়া দিবেন।

৪৮। রেল সেতুতে পাইপলাইন সংযোজন।- (১) কোন রেলসেতুতে পাইপলাইন সংযোজনের পরিকল্পনা থাকিলে সংশিষ্ট পরিচালক বিধি ২৬ এর অধীনে দরখাস্ড়দাখিল করিবার সময় উক্ত পরিকল্পনার বিবরণ বিশদভাবে একটি আলাদা পীটে দাখিল করিবেন।

(২) এইরূপ পাইপলাইন সংযোজনের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট পরিচালক রেল কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলীর নিকট হইতে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিবেন যে, সংশিষ্ট রেলসেতুতে প্রস্তাবিত পাইপলাইন সংযোজনের ব্যাপারে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোন আপত্তি নাই।

(৩) পাইপলাইনের যে অংশ রেলসেতুর সহিত সংযোজিত থাকে সেই অংশের উভয় দিকে একটি করিয়া শার্ট-অফ-ভাল্‌ভ ও বো-ডাউন-ভাল্‌ভ নিকটতম রেল লাইন হইতে ৯০ মিটার এবং সেতুর নিকটতম

প্রান্তহইতে ৩০০ মিটারের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। পাইপলাইনের পরিচালক উক্ত ভাল্‌ভগুলি কমপক্ষে প্রতি তিনমাসে একবার করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে তাহারা সঠিকভাবে সচল আছে কিনা। এইরূপ পরীক্ষার ফলাফল প্রধান পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং উহার একটি অনুলিপি রেল কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলীর নিকটও প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) রেল সেতুর সহিত সংযুক্ত পাইপলাইন হইতে গ্যাস নির্গমন পরিলক্ষিত হইলে অবিলম্বে শাট-অফ-ভালভসমূহ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং বো-ডাউন ভাল্‌ভগুলি চালু করিতে হইবে যাহাতে পাইপলাইনে গ্যাসের চাপ হ্রাস পায়।

(৫) পাইপলাইনের যে অংশ রেল সেতু সংলগ্ন এবং উপ-বিধি (৩) এ উলিখিত ভাল্‌ভ পর্যন্তবিস্তৃত সেই অংশ নির্মাণে ব্যবহৃত পাইপ হইবে জোড়া-বিহীন (seamless) এবং উক্ত পাইপের বৈশিষ্ট্য হইবে আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট এর স্পেশিফিকেশন নং [১][অন্যূন 5LX Grade X 42] এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

[২][(৬) রেল লাইন সংযুক্ত কনক্রিট নির্মিত বহুমুখী সেতুর ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।]

৪র্থ পরিচ্ছেদ
পাইপ লাইনের পরীক্ষণ এবং কার্যারম্ভ

৪৯। সাধারণ বিধান।- কোন পাইপলাইন বা উহার কোন অংশে গ্যাস পরিবহন করা যাইবে না, যদি না-

(ক) এই পরিচ্ছেদের বিধান মোতাবেক উহা পরীক্ষা করা হয় এবং তাহা সর্বাধিক অনুমোদনযোগ্য পরিচালন-চাপ সহ্য করিবার মত উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়, এবং

(গ) প্রত্যেকটি ছিদ্রের অবস্থান নির্ণয় করিয়া সংশিষ্ট পাইপাংশ অপসারণ বা উক্ত ছিদ্র বন্ধ করা হয়।

৫০। ছিদ্র পরীক্ষণ পদ্ধতি।- ছিদ্র পরীক্ষণ পদ্ধতি এইরূপ হইবে যাহা পরীক্ষাধীন পাইপাংশের যাবতীয় ছিদ্রানুসন্ধান করিতে সক্ষম এবং প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত।

৫১। পরীক্ষণ মাধ্যম।- (১) [৩][২০.৫ কেজি/ বর্গসেন্টিমিটার চাপ সম্পন্ন] গ্যাস পরিবহনের জন্য ব্যবহার্য পাইপলাইন পরীক্ষণের মাধ্যমে হইবে পানি ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরিস্থিতির প্রয়োজনে এবং প্রধান পরিদর্শকের অনুমোদনক্রমে, বায়ু বা গ্যাস উক্ত পরীক্ষণের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

(২) [৩][২০.৫ কেজি/ বর্গসেন্টিমিটার এর নিম্নের চাপসম্পন্ন] গ্যাস পরিবহণের জন্য ব্যবহার্য পাইপলাইন পরীক্ষণের মাধ্যমরূপে পানি, বায়ু বা গ্যাস যে কোনটিই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৫২। পরীক্ষণের স্থিতিকাল।- সঞ্চালন লাইন বা মুখ্য বিতরণ-লাইনে ব্যবহার্য পাইপলাইনের ছিদ্র অনুসন্ধানের পরীক্ষণ কার্য অন্যূন ২৪ ঘন্টা ধরিয়া চালাইতে হইবে, তবে অনাবৃত পাইপাংশের পরীক্ষার জন্য সময় থাকিবে আট ঘন্টা। এই সময় গণনার ব্যাপারে পরীক্ষণ শুরুর পর হইতে পাইপলাইনের অভ্যন্তরে চাপ স্থির হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় হইতে বাদ দিতে হইবে।

---

[১] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে 5LX Grade X 42 to X 60 এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।*

[২] *এস.আর.ও.নং১৯৬- আইন/২০০৩ তারিখঃ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।*

[৩] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত ।*

৫৩। পরীক্ষণকালীন নিরাপত্তা।- (১) যে কোন পাইপলাইনের নির্মাণোত্তর পরীক্ষণকালে উহাতে কর্মরত ব্যক্তি ও জনসাধারণের নিরাপত্তার প্রতি সতর্ক থাকিতে হইবে। পরীক্ষাধীন পাইপ-লাইনের কোন অংশ জনপথ বা জনসমাগম হয় এইরূপ স্থান দিয়া অতিক্রম করিলে উক্ত পথে বা স্থানে পাহারার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পরীক্ষণ কাজ চলার বিষয় নির্দেশক বিজ্ঞপ্তি সহজে দৃশ্যমান আকারে স্থাপন করিতে হইবে।

(২) পরীক্ষণ মাধ্যম হিসাবে বায়ু বা গ্যাস ব্যবহার করা হইলে, পরীক্ষণ চাপ বিধি ৫৪ বা ক্ষেত্র বিশেষে বিধি ৫৫ অনুসারে যে সময়ব্যাপী সংশিষ্ট পাইপলাইনের জন্য অনুমোদনযোগ্য সর্বাধিক পরিচালন চাপ অপেক্ষা বেশী থাকে সেই সময়ে পরীক্ষণ এলাকায় পরী্কষণকর্মী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেওয়া চলিবে না।

৫৪। উচ্চচাপসম্পন্ন পাইপলাইনের পরীক্ষণ।- কোন পাইপলাইনের উচ্চচাপসম্পন্ন পরিবহনের পরিকল্পনা থাকিলে উহাতে ন্মিনরূপ চাপমাত্রায় পরীক্ষণ চালাইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) জনপদের বাহিরে স্থাপনযোগ্য পাইপলাইনের ক্ষেত্রে উহার জন্য অনুমোদনযোগ্য সর্বাধিক পরিচালন চাপের ১.২৫ গুণ চাপমাত্রায়;

(খ) অন্য যে কোন অঞ্চলে স্থাপনযোগ্য পাইপলাইনের ক্ষেত্রে, উহার জন্য অনুমোদনযোগ্য সর্বাধিক পরিচালন চাপের ১.৫ গুন চাপমাত্রায়।

৫৫। [১][**] পাইপলাইনের পরীক্ষণ পদ্ধতি।- (১) [২][৩.৫ কেজি/ সি এম[২]] হইতে [২][১০.৫ কেজি/ সি এম[২]] চাপমাত্রায় গ্যাস পরিবহনের জন্য ব্যবহার্য পাইপলাইনে উহার জন্য অনুমোদনযোগ্য সর্বাধিক পরিচালন চাপের [২][১.৫ গুণ] চাপমাত্রায় পরীক্ষণ চালাইতে হইবে।

(২) [২][৩.৫ কেজি/ সি এম[২]] অপেক্ষা কম চাপমাত্রায় গ্যাস পরিবহনের জন্য ব্যবহার্য পাইপলাইনে গ্যাস পরিবহনের পূর্বেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে উহা ছিদ্রমুক্ত কি না।

৫৬। পরীক্ষণ এর রেকর্ড সংরক্ষণ।- (১) বিধি ৫৪ ও ৫৫ অনুযায়ী সম্পাদিত প্রতিটি পরীক্ষণ কার্য পাইপলাইন পরিচালকের একজন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত প্রতিনিধি পরীক্ষণের একটি রেকর্ড প্রস্তুত করিবেন এবং সংশিষ্ট পাইপ খন্ড যতদিন ব্যবহার উপযোগী থাকে পরিচালক ততদিন উক্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ-উলিখিত রেকর্ডে নিে াক্ত তথ্যাদি থাকিবে, যথা ঃ-

(ক) ঠিকাদার, পরীক্ষণকারী প্রকৌশলী এবং পাইপলাইনের পরিচালকের প্রতিনিধির নাম ও ঠিকানা;

(ঘ) পরীক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত মাধ্যম;

(ঙ) পরীক্ষণ কার্যে প্রযুক্ত চাপমাত্রা;

(চ) পরীক্ষণের স্থিতিকাল;

(ছ) পরীক্ষণকালীন চাপমাত্রার চাট বা চাপমাত্রা নির্দেশক অনুরূপ অন্য কোন রেকর্ড

(জ) পাইপলাইন কোন সড়ক বা রেললাইন, নদী বা খাল অতিক্রম করিলে, বা উহা কোন সড়ক, সেতু বা রেলসেতুর সহিত সংযোজিত থাকিলে, বা উহার কোন অংশ অনাবৃত থাকিলে, উহাদের বিবরণ;

(ঝ) আবিস্কৃত ছিদ্র; এবং

(ঞ) কোন বিভ্রাট ও উহার নিস্পত্তি।

---

[১] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে " নিম্ন চাপসম্পন্ন" শব্দগুলি বিলুপ্ত।*

[২] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত।*

৫৭। প্রধান পরিদর্শকের বরাবরে নোটিস।- উচ্চ চাপসম্পন্ন পাইপলাইনের ছিদ্র অনুসন্ধান করা বা উহার চাপমাত্রা সহন-ক্ষমতা নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষণ কার্যে যাহাতে প্রধান পরিদর্শক বা তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে উক্ত পাইপ লাইনের পরিচালক, পরীক্ষণ কার্য শুর হইবার অন্যূন পাঁচ দিন পূর্বে প্রধান পরিদর্শকের নিকট একটি নোটিস প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত পরীক্ষণ কার্য যথাযথভাবে পরিদর্শনের ব্যাপারে প্রধান পরিদর্শককে বা তাহার প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বে স্থাপিত কোন পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখা জরুরী প্রয়োজন থাকিলে এবং উহার কোন অংশ প্রতিস্থাপিত হইয়া থাকিলে অন্যূন ২৪ ঘন্টার আগাম নোটিস দিলেও চলিবে।

৫৮। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা ইত্যাদি।- এই অধ্যায়ের অধীনে পরীক্ষণ কার্য পরিচালনার জন্য পুলিশের সহায়তার প্রয়োজন হইলে পাইপলাইনের নির্মাতা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন উক্ত সহায়তা সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই অবহিত করিবেন এবং পুলিশ প্রশাসন উক্ত নির্মাতাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবেন।

৫৯। পাইপ বিশোধন ইত্যাদি।- [১][(১)পাইপে ছিদ্রানুসন্ধানের কাজে পানি ব্যবহৃত হইলে উহা হইতে পানি ও গাদ (Scale) অপসারণের জন্য পর্যায়ক্রমে ব্রাশ পিগ (Cleaning Pig), কাপ পিগ (Batching Pig) এবং ফোম পিগ (Swabbing Pig/ Drying Pig) বা অনুরূপ পিগ (Pig) ব্যবহার করিতে হইবে ।]

(২) উপ-বিধি (১) এর শর্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূরণের পর পাইপলাইনকে বায়ু মুক্ত করিতে হইবে।

(৩) পাইপলাইনকে বায়ুমুক্ত করার উদ্দেশ্যে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর শর্ত পূরণের পর, উহাকে অবশিষ্ট পানিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে শুষ্ক নাইট্রোজেন দ্বারা পৃথকীকৃত অবস্থায় মিথোনেলের দুইটি প্রবাহ পাইপলাইনের মধ্য দিয়া চালাইয়া পানিমুক্ত করার কাজ সম্পন্ন করা যাইতে পারে।

(৪) বিশোধন প্রক্রিয়ায় মিথোলেন ব্যবহৃত না হইলে, পাইপলাইনে যাহাতে বায়ু বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা গ্যাস-মিশ্রণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে তাহা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পাইপলাইনের গ্যাস পরিবহণ পরিকল্পনা সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

৫ম পরিচ্ছেদ
ক্ষয়রোধ

৬০। সাধারণ শর্তাবলী।- (১) প্রত্যেকটি ধাতব পাইপলাইনের বাহ্যিক ক্ষয় রোধের উদ্দেশ্যে পাইপে প্রলেপন ও ক্যাথোড পদ্ধতির সাহায্যে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইবে।

(২) পরিচালক যদি প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ, অনুসন্ধান বা অন্যবিধভাবে প্রমাণ করিতে পারেন যে, ক্যাথোড পদ্ধতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহা হইলে প্রধান পরিদর্শক উপ-বিধি (১) এর বিধান পালন করা হইলে উক্ত পরিচালককে অব্যাহতি দিতে পারেন।

৬১। প্রলেপন।- (১) পাইপলাইনের বাহ্যিক প্রলেপন এমন বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিতে হইবে যাহাতে উহা পাইপের ব্যাস, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পাইপলাইন পরিচালনা পদ্ধতির পক্ষে উপযুক্ত ও টেকসই হয়। প্রলেপ শক্তভাবে পাইপের সংগে আটকাইয়া থাকিবে এবং পাইপের সহিত ক্যাথোড পদ্ধতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংযুক্ত থাকিলে সংযোগস্থলে কোন ফাকা স্থান থাকিবে না।

---

[১] এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত।

[১][(২) পাইপের প্রলেপন ব্যবস্থা বজায় আছে কিনা তাহা প্রতি তিন বৎসর অন্তর অন্তর যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং প্রলেপন ব্যবস্থা অকার্যকর হইলে উহা দ্রুততম সময়ের মধ্যে মেরামত করিতে হইবে।

(৩) সমুদ্রপৃষ্ঠে স্থাপনকারী পাইপকে এমনভাবে প্রলেপন দিতে হইবে যাহাতে সমুদ্রের পানি কোনভাবেই পাইপের গায়ে না লাগে।

(৪) সমুদ্রপৃষ্ঠে স্থাপিত পাইপে এমন যান্ত্রিক ও কারিগরী ব্যবস্থা স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে পাইপের প্রলেপন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ বা অকেজো হইলে দ্রুততম সময়ে উহা নির্ণয় করা যায়।]

৬২। ক্যাথোড পদ্ধতি প্রতিরোধ।- (১) পাইপলাইন নির্মিত হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে, যতদুর সম্ভব বৃটিশ ষ্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন কোর্ড অব প্র্যাটিস নং ১০২১ অথবা আমেরিকান ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব করোশন ইঞ্জিনিয়ার্স কোড জ.চ. ০১-৭২ অনুযায়ী পাইপলাইনে ক্যাথোড পদ্ধতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উলিখিত ক্যাথোড পদ্ধতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা স্যাকরিফিসিয়াল অ্যানোড পদ্ধতি অথবা বিদ্যুৎ প্রবাহ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োগ করা যাইবে।

(৩) ক্যাথোড পদ্ধতির প্রতিরোধ মাত্রা এইরূপ হইবে যাহাতে পাইপের প্রতিরোধক প্রলেপ ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

[১][(৪) সমুদ্রপৃষ্ঠে স্থাপিত পাইপের কোন অংশ সমুদ্রের পানির সংস্পর্শে আসিলে উক্ত অংশের জন্য সেক্রিফেসিয়েল এনোডের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং উক্ত অংশকে অপরিবাহী ফ্ল্যান্স দ্বারা পাইপের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে এবং পাইপের অবশিষ্ট অংশকে ক্যাথোডিক রক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনয়ন করিতে হইবে।

(৫) বৈদ্যুতিকভাবে ক্যাথোডিক রক্ষা ব্যবস্থার আওতায় পাইপ লাইন আনয়ন করা কারিগরিভাবে সুবিধাজনক না হইলে পাইপের ক্ষয়রোধের জন্য কার্যকরভাবে সেক্রিফিসিয়েল এনোডের ব্যবস্থা করিতে হইবে।]

৬৩। মনিটরিং।- (১) কোন পাইপলাইনের ক্যাথোড পদ্ধতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংযুক্ত হইলে উক্ত ব্যবস্থা বিধি ৬২(১) এ উলেখিত স্পেসিফিকেশন অনুসারে যথাযথভাবে কার্যকর আছে কিনা তাহা প্রত্যেক পঞ্জিকা বৎসরে কমপক্ষে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে এবং এইরূপ দুইটি পরীক্ষার ব্যবধান ১৫ মাসের বেশী হওয়া চলিবে না

(২) পাইপলাইনের সংযুক্ত ক্যাথোড পদ্ধতির প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সংযুক্ত বিদ্যুৎ শক্তির উৎস সচল আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য অনধিক ৭৫ দিন অন্তর এবং সারা বৎসরে অন্তত ছয়বার উক্ত পাইপলাইন পরিদর্শন করিতে হইবে ঃ

[১][তবে শর্ত থাকে যে, সমুদ্রতলে স্থাপিত পাইপলাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা প্রতি বৎসর কমপক্ষে দুইবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।]

(৩) যে সকল রিভার্স কারেন্ট, সুইচ ডাইওড এবং ইন্টারফিয়ারেন্স বন্ড ক্যাথোড পদ্ধতির ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্র অপরিহার্য, সেইগুলিকে অনধিক ৭৫ দিন অন্তর এবং সারা বৎসরে মোট ছয়বার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষা করিতে হইবে অন্যান্য ইন্টারফিয়ারেন্স বন্ড প্রত্যেক পঞ্জিকা বৎসরে একবার পরীক্ষা করিতে হইবে। এবং এইরূপ দুইটি পরীক্ষা ব্যবধান ১৫ মাসের বেশী হওয়া চলিবে না।

(৪) কোন পরিচালক কোন পাইপলাইনের ব্যাপারে বিধি ৬০ (২) এর অধীনে অব্যাহতি পাইয়া থাকিলে, তিনি অনধিক তিন বৎসরে অন্তর উক্ত পাইপলাইনের অবস্থা মূল্যায়ন করিবেন এবং উক্ত পাইপলাইনের কোন অংশে বিপজ্জনক ক্ষয় পরিলক্ষিত হইলে সেই অংশে ক্যাথোড পদ্ধতির প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) এই বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত পরীক্ষণ বা পরিদর্শনের মাধ্যমে কোন পাইপলাইনের ত্রুটি ধরা পড়িলে উক্ত ত্রুটি সংশোধনকল্পে পাইপলাইনের পরিচালক অবিলম্বে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) এই পরিচ্ছেদের অধীনে সকল পরীক্ষণ বা মূল্যায়ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা অভিজ্ঞ কর্মীর দ্বারা সম্পন্ন করাইতে হইবে।

(৭) প্রধান পরিদর্শক অথবা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রতি তিন বৎসরে কমপক্ষে একবার উচ্চ-চাপ সম্পন্ন পাইপলাইনে উক্তরূপ পরীক্ষণ বা মূল্যায়ন সম্পাদিত হইবে, এবং প্রধান পরিদর্শক অথবা

---

[১] এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।

তাহার প্রতিনিধিকে সংশিষ্ট পাইপলাইনের ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পরিস্থিতি এবং ক্ষয়মুক্ত অবস্থা বাস্তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে।

৬৪। টেষ্ট ষ্টেশন।- এই অধ্যায়ের বিধান মোতাবেক ক্যাথোড পদ্ধতির প্রতিরোধ ব্যবস্থাধীন প্রত্যেক পাইপলাইনে অনুরূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের দ্বারা নির্ধাণকল্পে পাইপলাইনের বিভিন্ন স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক পরীক্ষণ কেন্দ্র বা অনুরূপ সুবিধার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৬৫। টেষ্টি রড।- (১) প্রত্যেক পাইপলাইনের সহিত একটি বিদ্যুৎ পরিবাহী টেষ্টিং রড সংযুক্ত থাকিবে।

(২) উক্ত টেষ্টিং রড পাইপলাইনের সহিত এইরূপে সংযুক্ত রাখিতে হইবে যাহাতে পাইপের উপরে উহার পীড়ন জনিত প্রভাব সম্ভাব্য নিম্নতম পর্যায়ে থাকে।

৬৬। রেকর্ড।- ক্যাথোড পদ্ধতির প্রতিরোধ ব্যবস্থাধীন পাইপলাইনের পরিচালক উক্ত পাইপলাইন যতদিন কার্যোপযোগী থাকে ততদিন নিম্নরূপ রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন, যথা্ ঃ-

(ক) উক্তরূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত সকল পার্শ্ববর্তী কাঠামো সংক্রান্ত রেকর্ড ;

(খ) উক্ত পাইপলাইন ও কাঠামোর অবস্থান নির্দেশক নকশা;

(গ) যে সকল পরীক্ষণ বা মূল্যায়নের ভিত্তিতে কোন পাইপলাইনের ক্ষয় নিয়ন্ত্রণকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে অথবা উক্তরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল না বলিয়া দেখা গিয়াছে সেই সকল পরীক্ষণ বা মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ড।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

৬৭। সাধারণ শর্তাবলী।- (১) পাইপলাইনের কোন অংশ এই বিধিমালার বিধান অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হইলে কোন ব্যক্তি উক্ত অংশ পরিচালনা করিতে পারিবেন না।

(২) পাইপলাইনের কোন অংশ বিপদমুক্ত নয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে উহা প্রয়োজনমত মেরামত করিতে হইবে অথবা উহা অপসারণ করিয়া তদস্থলে উপযুক্ত পাইপ লাগাইতে হইবে।

(৩) পাইপের কোন ছিদ্রের ফলে বিপদ হইতে পারে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে উক্ত ছিদ্র অবিলম্বে বন্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

[1][(৪) সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণের ২৫ বৎসর পর হইতে সাধারণতঃ প্রতি ৫ বৎসর অন্তর ইন্টেলিজেন্স পিগিং করিয়া তাহার পুরুত্ব নির্ণয় করিতে হইবে, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে পাইপ লাইনের কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতির আশংকা থাকিলে অবিলম্বে ইন্টেলিজেন্স পিগিং এর ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যদি পুরুত্ব ডিজাইন এ্যালাউন্স অপেক্ষা অধিক ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তবে পাইপ লাইন বা তাহার অংশ বিশেষ পরিত্যক্ত বা প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

(৫) সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপ লাইনের পিএসপি (পাইপ টু সয়েল পোটেনশিয়াল) রিপোর্টে যদি দেখা যায় যে, কারেন্ট ড্রেনেজ নির্দিষ্ট সীমা অপেক্ষা অধিক, তবে সেই অংশে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) বিতরণ পাইপ লাইনে ক্ষয়জনিত ছিদ্র দেখা দিলে সে অংশ প্রতিস্থাপন বা ক্ল্যাম্পিং করিতে হইবে।]

৬৮। অনুমোদিত চাপমাত্রা অধিক চাপে গ্যাস পরিবহণ নিষিদ্ধ।- প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত মাত্রার অতিরিক্ত চাপে কোন পরিচালক কোন পাইপলাইনে গ্যাস পরিবহণ করিবেন না।

---

[1] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।*

৬৯। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিরাপদ পদ্ধতি।- (১) প্রত্যেক পরিচালক তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন পাইপলাইন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধানকল্পে এই বিধিমালা অনুসারে একটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এই ধীন প্রনীত বা পরিকল্পনার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিু বর্ণিত বিষয় বিশেষভাবে উলেখিত থাকিবে, যথা ঃ-

(ক) স্বাভাবিক অবস্থায় পাইপলাইনের ও গ্যাস সংক্রান্ড়অন্য সকল সরঞ্জামাদির পরিচালনা ও মেরামত পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা এবং কর্মীগণ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশ;

(খ) বিধি ৭০ এ উলিখিত জর"রী অবস্থার মোকাবিলা;

(খ) বিধি ৭৩, ৭৪ ও ৭৫ এর বিধান পালনের উদ্দেশ্যে কর্মীগণের কর্তব্য;

(গ) সংকটজনক জর"রী অবস্থায় বা নির্মাণ কাজ বা অস্বাভাবিক মেরামত কাজের ফলে, পাইপলাইনের কোন অংশ বা গ্যাস-সংক্রান্ড়কোন নির্দিষ্ট সরঞ্জাম হইতে জনসাধারণের বিপদ হইবার সম্ভাবনার ক্ষেত্রে কর্মীগণের কর্তব্য;

(ঘ) উচ্চ চাপসম্পন্ন সঞ্চালন লাইন বা মূখ্য বিতরণ লাইন নিদ্দিষ্ট সময় অন্ড়র অন্ড়র পরিদর্শনের নিয়ম ও নির্দেশ।

৭০। জর"রী অবস্থার জন্য পরিকল্পনা।- প্রত্যেক পরিচালক-

(ক) পাইপলাইনে গ্যাসের স্বাভাবিক পরিবহন বিঘ্নিত হওয়া বা তৎসংক্রান্ড়সরঞ্জাম অচল হওয়া বা অন্যবিধ সংকটজনক জর"রী অবস্থা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে একটি জর"রী পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবেন;

(খ) রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার সহিত সংশিষ্ট কর্মীগণকে উক্ত পরিকল্পনার প্রযোজ্য অংশ সম্পর্কে সম্যক অবহিত করিবেন;

(গ) প্রয়োজনের সময় যথাযথ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সংগে এই পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন করিবেন।

৭১। পাইপলাইনের অকার্যকারিতা অনুসন্ধান।- (১) পাইপলাইনের অকার্যকারিতা বা কোন দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণকল্পে এবং উহাদের পুনরাবৃত্তি রোধ করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পরিচালক প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও বিশেষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) উক্ত অনুসন্ধান ও বিশেষণের ফলাফল একটি প্রতিবেদন আকারে, সংশিষ্ট অকার্যকারিতা বা দুর্ঘটনার ত্রিশ দিনের মধ্যে, প্রধান পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৭২। সর্তক পর্যবেক্ষণ।- (১) প্রত্যেক পরিচালক পাইপলাইন ও তৎসংশিষ্ট অন্যান্য সরঞ্জামাদির সম্ভাব্য সর্বাধিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে উহাদের সতর্ক পর্যবেক্ষণের (ংঁৎ রষষধহপব) ব্যবস্থা করিবেন।

(২) পাইপলাইনের কোন অংশের অবস্থা অসন্ড়োষজনক বলিয়া নিরূপিত হইলে প্রয়োজন মোতাবেক উহা বাদ দেওয়া, বদলাইয়া ফেলা বা মেরামতের জন্য পরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। উক্তরূপ কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ পরিচঅলনচাপ হ্রাস করিতে হইবে।

৭৩। পাইপলাইনে চৌকী দেওয়া।- (১) পাইপলাইনের উপরিতলের অবস্থা, পথাদিকারের অক্ষুন্নতা, পাইপলাইনের ছিদ্রের আভাষ পরিচালক ব্যতীত অন্য কাহারও নির্মাণ কার্যাদি এবং পাইপলাইনের নিরাপত্তা ও পরিচালনা ব্যবস্থা বিঘ্নিত করিতে পারে এইরূপ কারণসমূহ, পর্যবেক্ষণকল্পে প্রত্যেক পরিচালক প্রতিটি পাইপলাইনে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্ড়র চৌকির ব্যবস্থা করিবেন।

(২) দুইটি চৌকির, সময়ের ব্যবধান নির্ধারণকল্পে পাইপের আকার, পরিচালন-চাপ, পাইপলাইনের গমনপথ, আবহাওয়া এবং অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়াদি বিবেচনা করিতে হইবে, তবে সঞ্চালন লাইনের ক্ষেত্রে দুইটি চৌকীর সর্বাধিক ব্যবধান নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ-

(ক) জনপদেরবাহিরে [1][৩ মাস] ; এবং

(খ) অন্যান্য অবস্থানে [2][১ মাস], তবে প্রত্যেক পঞ্জিকা বৎসরে কমপক্ষে ছয়বার।

(৩) যে কোন সড়ক বা রেল সেতুর সহিত সংযুক্ত পাইপলাইনে ২৪ ঘন্টার কমপক্ষে একবার চৌকীর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) কোন সঞ্চালন লাইন বা মুখ্য বিতরণ লাইন যদি এইরূপ স্থানে স্থাপিত থাকে যেখানে যানবাহন চলাচল বা অন্যবিধ বাহ্যিক ভরের প্রভাবে উহা অকার্যকর বা উহাতে ছিদ্র সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে উক্ত স্থানে প্রতি ২৪ ঘন্টায় কমপক্ষে একবার চৌকীর ব্যবস্থা করিতে হইবে; এবং প্রয়োজনবোধে প্রধান পরিদর্শক এইরূপ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

৭৪। ছিদ্র জরীপ।- (১) প্রত্যেক পরিচালক তাহার পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনায় পাইপলাইনের ছিদ্রসমূহ অনুসন্ধানের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর জরীপের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উলেখিত জরীপকার্য পরিচালনার জন্য এমন পদ্ধতির বাছাই করিতে হইবে যাহাতে প্রকৃত ঝুকিপূর্ণ ছিদ্রগুলির সন্ধান পাওয়া যায়; এতদুদ্দেশ্য নিম্নরূপ পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা যাইতে পারে, যথা ঃ-

(ক) গ্যাস অনুসন্ধান জরীপ;

(খ) পাইপলাইনের পার্শ্ববর্তী গাছপালা, তৃণ বা লতাগুল্ম জরীপ;

(গ) চাপমাত্রা হ্রাস জরীপ;

(ঘ) অনাবৃত পাইপ এবং ফিটিংসমূহ সাবানের ফেনার সাহায্যে জরীপ ঃ
তবে শর্ত থাকে যে, জনবসতিপূর্ণ এবং ঘর বাড়ী বহুল এলাকায় আবশ্যিকভাবে গ্যাস অনুসন্ধান জরীপ পরিচালিত হইবে।

(৩) কোন সঞ্চালন লাইন বা মুখ্য বিতরণ লাইনে ছিদ্র জরীপের কাজ বিধি ৭৩ (২) এ নির্ধারিত পৌনঃপুনিকতায় পরিচালিত হইবে।

(৪) জরীপের মাধ্যমে পাইপলাইনে যে সকল ছিদ্র বিহ্নত হয় উহাদের মূল্যায়ন করিয়া প্রয়োজনীয় মেরামত অথবা সংশিষ্ট পাইপটি প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) গ্রাহক বা অন্য কোন সূত্রের মাধ্যমে জ্ঞাত ছিদ্রসমূহের ক্ষেত্রে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) পাইপলাইনের কোন বড় ধরণের ফাটল বা ছিদ্র চিহ্নত হইলে, তৎসম্পর্কে সংশিষ্ট চৌকিদার অথবা গ্যাস জরীপকারক নিকটতম থানায় সম্ভাব্য দ্রুততম পন্থায় খবর দিবেন; বিপদজ্জনক ছিদ্রের ক্ষেত্রে, পরিচালক ছিদ্রস্থানের নিকটবর্তী পাহারাদার মোতায়েন করিবেন এবং উক্ত অঞ্চলে অননুমোদিত ব্যক্তিদের যাতায়াত বন্ধ করিবেন এবং রেললাইনের ১৫ মিটারের মধ্যে কোন ছিদ্র দেখা দিলে বিধি ৪৭ (৩) এর বিধান পালন করিতে হইবে।

৭৫। রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কর্মী।- (১) সঞ্চালন লাইন বা মুখ্য বিতরণ লাইন বা বিতরণ ব্যবস্থার যে কোন অংশে ছিদ্র সৃষ্টি দুর্ঘটনা ঘটা অথবা উক্ত লাইন বা ব্যবস্থা অচল হওয়ার খবর পাওয়ার সংগে সংগে যাহাতে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং অন্যান্য স্থায়ী ও অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তজ্জন্য পরিচালক প্রয়োজনীয় সংখ্যক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কর্মী নিয়োজিত রাখিবেন।

---

[1] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ -আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে " ১০ মাস" এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।*
[2] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ -আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে " ৩ মাস" এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।*

(২) কোন পাইপলাইনে যদি এমন ছিদ্র বা গর্ত বা খাঁজ দেখা দেয় যে, উহা হইতে যে কোন মূহুর্তে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে জান-মালের নিরাপত্তা বিধানকল্পে পরবর্তীতে স্থায়ী প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে, অবিলম্বে কোন অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৭৬। পাইপলাইনের গ্যাস গন্ধযুক্তকরণ।- [১][(১) গ্রাহকগণের নিকট বিতরণযোগ্য গ্যাস বিশেষ গন্ধযুক্ত করিতে হইবে যাহাতে পাইপ লাইনে কোন ছিদ্র দেখা দিলে বা অন্যভাবে গ্যাস নির্গত হইলে উক্ত ছিদ্র দিয়া গ্যাস নির্গত হওয়া মাত্রই পরিচালকের কর্মচারীগণ বা জনসাধারণ বা ব্যবহারকারী উহা বুঝিতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, গ্যাস গন্ধযুক্তকরণের রাসায়নিক দ্রব্য যাহাতে পরিবেশ দুষণ না করে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।]

(২) গ্যাস গন্ধযুক্তকরণের সরঞ্জাম স্থাপনের ফলে যাহাতে আশে-পাশের লোকের উপর উৎপাত সৃষ্টি না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৩) পরিচালক গন্ধযুক্তকরণ সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন এবং উক্ত সরঞ্জামাদি প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন।

(৪) গ্যাসে কি ধরণের গন্ধযুক্ত হইবে এবং গন্ধযুক্তকরণ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত হইবে তৎসম্পর্কে পরিচালক প্রধান পরিদর্শকের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

[২][(৫) গ্যাস কি ধরণের গন্ধযুক্ত হইবে এবং গন্ধযুক্তকরণ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত হইবে পরিচালক তৎসম্পর্কে প্রধান পরিদর্শকের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

(৬) সার, চা বাগান, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে গ্যাস গন্ধযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই সমস্ত স্থানে গ্যাস লিকেজ নির্ণয়ের জন্য স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক গ্যাস ডিটেক্টর স্থাপন করিতে হইবে ঃ

তবে আরো শর্ত থাকে যে, এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত গ্যাসে অবশ্যই গন্ধযুক্ত করিতে হইবে ।]

৭৭। কম্প্রেসর ষ্টেশনের রক্ষণাবেক্ষণ।- (১) প্রত্যেক পরিচালক প্রতিটি কম্প্রেসর ষ্টেশনের সকল ইউনিটের কার্যারম্ভ, পরিচালনা ও গন্ধকরণের ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট ও যথাযথ পদ্ধতি সম্বলিত একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়া উহা অনুসরণ করিবেন।

(২) কম্প্রেসর ষ্টেশনে স্থাপিত গ্যাস-চাপ প্রশমনকারী যন্ত্রপাতি বিধি ৭৯ (১) অনুযায়ী পরিদর্শন ও পরীক্ষণ করিত হইবে, এবং গ্যাস যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ডিস্ক (rupture disk) ও রিমোট শার্ট-ডাউন যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্যান্য যন্ত্রপাতি কার্যোপযোগী আছে কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য প্রতি ৭৫ দিনে অন্তঃ একবার উক্ত অন্যান্য যন্ত্রপাতি চালু করিয়া দেখিতে হইবে এবং সকল রিমোট শার্ট-ডাউন যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে কাজ করে কিনা তাহ নিরূপণকল্পে বৎসরে কমপক্ষে একবার পরিদর্শন ও পরীক্ষণ করিতে হইবে। এইরূপ পরিদর্শন ও পরীক্ষণের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ বা অচল হিসাবে চিহ্নিত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন অনুসারে মেরামতের বা উহা প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৭৮। পাইপাকৃতি বা বোতলাকৃতি আধার রক্ষণাবেক্ষণ।- (১) কোন পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে পাইপাকৃতি বা বোতলাকৃতি আধার থাকিলে, উহাদের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে তিনি নির্দ্দিষ্ট সয় অন্তর অন্তর উহাদের পরিদর্শন, পরীক্ষণ ও তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি সম্বলিত একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়া উহা অনুসরণ করিবেন।

(২) উক্ত আধারসমূহের কার্যক্ষমতা ক্ষয়ের ফলে নষ্ট হওয়ার পূর্বেই উক্ত ক্ষয় চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

---

[১] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত।*

[২] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।*

(৩) উক্ত আধারে সঞ্চিত গ্যাস জমা হওয়া বাষ্পের শিশিরাঙ্ক নির্ধারণকল্পে প্রতি ছয় মাসে কমপক্ষে একবার গ্যাসের নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, যে উক্ত বাষ্প শিশিরে পরিণত হয় কি না এবং হইলে উহার পরিমাণ সংশিষ্ট আধারকে ক্ষয় করার বা উক্ত আধার নিরাপদে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত কি না।

(৪) চাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও সীমিতকরণ সরঞ্জামাদি নিরাপদে পরিচালনযোগ্য এবং পর্যাপ্ত কার্যক্রম আছে কি না তাহা নিরূপনকল্পে উহাদিগকে মাঝে মাঝে পরিদর্শন ও পরীক্ষণ করিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেক পরিচালক উপ-বিধি (১) এ বিধৃত কর্মসূচী প্রণয়ন করতঃ তাহা অনুসরণ করিবেন এবং সম্পাদিত পরিদর্শন ও পরী্কষণ কার্যের বিবরণ, পরিলক্ষিত অবস্থা ত্রূটি এবং গৃহীত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন।

৭৯। চাপমাত্রা সীমিতকরণ এবং চাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ।- (১) সকল চাপমাত্রা সীমিতকরণ কেন্দ্র, চাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, চাপমাত্রা প্রশমন যন্ত্রাদি এবং সংশিষ্ট অন্যান্য সরঞ্জামাদিকে একটি সুনির্দিষ্ট পন্থায় এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর এইরূপে পরিদর্শন ও পরীক্ষণ ব্যবস্থার অধীনে রাখিতে হইবে, যদ্ধারা বুঝা যায় যে, -

(ক) উহাদের যান্ত্রিক কার্যকরতা উত্তম অবস্থায় রহিয়াছে;

(খ) উহারা সঠিক চাপমাত্রায় কার্যোপযোগী আছে;

(গ) উহারা যথাযথভাবে স্থাপিত রহিয়াছে এবং ময়লা, তরল পদার্থ বা এমন অন্যান্য অবস্থা হইতে মুক্ত আছে যাহা উহার সঠিক কার্যক্ষমতা ব্যাহত করিতে পারে।

(২) এই বিধির অধীন দুইটি পরিদর্শনের ব্যবধান ৭৫ দিনের অধিক হইবে না।

৮০। ভাল্ভ রক্ষণাবেক্ষণ।- (১) সঞ্চালন লাইনের যে সকল ভাল্ভ জরুরী অবস্থায় ব্যবহৃত হইতে পারে সে সকল ভাল্ভ মাঝে মাঝে পরিদর্শন করিতে হইবে; এবং উহ দের নিরাপদ ও সঠিক পরিচালন অবস্থা নিরূপণকল্পে উহাদিগকে প্রতি ছয় মাসে কমপক্ষে একবার আংশিকভাবে চালাইয়া দেখিতে হইবে।

(২) বিতরণ-লাইন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ভাল্ভসমূহের সন্তোষজনক পরিচালন অবস্থা নিরূপণকল্পে প্রতি ছয় মাসে উহাদিগকে কমপক্ষে একবার পরীক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজনমত উহাদিগকে তৈলনিষিক্ত (lubrication) বা অন্যবিধভাবে মেরামত করিতে হইবে।

(৩) রঙ্গমঞ্চ, মসজিদ, স্কুল ও হাসপাতালসহ অন্যান্য জনসমাগম স্থলের সার্ভিস লাইন স্থাপিত ভাল্ভসমূহের সন্তোষজনক পরিচালন অবস্থা নিরূপণকল্পে উহাদিগকে প্রতি ছয় মাস অন্ততঃ একবার পরিদর্শন করিতে হইবে, এইরূপ পরিদর্শনকালে কোন অসন্তোষজনক অবস্থা পরিলক্ষিত হইলে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে ভাল্ভকে তৈলনিষিক্ত করিতে হইবে।

৮১। ভল্ট সংরক্ষণ।- (১) চাপমাত্রা সীমিতকরণ বা প্রষমন বা নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র কোন ভল্টে রাখা হইলে, উক্ত যন্ত্র পরিদর্শকালে ভল্টটিও পরিদর্শন করিতে হইবে। ভল্টে কোন কর্মচারী প্রবেশের পূর্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, উহার অভ্যন্তরস্থ বায়ুতে কোন দাহ্য গ্যাস আছে কিনা, এবং দাহ্য গ্যাস পাওয়া গেলে উহার উৎস নিরূপণ করিতে হইবে। ভল্টের অভ্যন্তরস্থ কোন নল যথাযথভাবে ফাঁকা আছে কিনা এবং ভল্টের ঢাকনা জননিরাপত্তার পক্ষে ঝুকিপূর্ণ কি না তাহাও পরীক্ষা করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে কৃত পরিদর্শন ও পরীক্ষায় কোন ত্রূটি ধরা পড়িলে উহা দূর করিতে হইবে।

৮২। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ রেকর্ড।- (১) প্রত্যেক পরিচালক তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্যেক পাইপলাইন সম্পর্কে নিম্নরূপ রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন, যথা ঃ

(ক) পাইপলাইনের সকল অংশের পরিচালন চাপ ও উহার পরিচালন;

(খ) এই পরিচ্ছেদের বিধান মোতাবেক নিয়মিত ও নিয়মিত সতর্ক পর্যবেক্ষণ, ছিদ্র জরীপ, পরিদর্শন ও পরীক্ষণ;

(গ) এই পরিচ্ছেদের বিধান মোতাবেক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাদির বিবরণ।

(২) প্রধান পরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর অধীন রক্ষণীয় রেকর্ড দেখিতে চাহিলে বা তলব করিলে তাহার নির্দেশ মোতাবেক পরিচালক উহা প্রদর্শন বা দাখিল করিবেন।

৮৩। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যের প্রতিবেদন।- প্রত্যেক পরিচালক বিধি ৮২ এর বিধান মোতাবেক রক্ষনীয় যাবতীয় রেকর্ডের একটি দ্বিবার্ষিক সমনিত প্রতেবেদন পরবর্তী বৎসরের ৩১শে মার্চের মধ্যে প্রধান পরিদর্শকের নিটক দাখিল করিবেন ।

৮৪। প্রধান পরিদর্শক ইত্যাদির উপস্থিতিতে পরীক্ষণ।- (১) এই পরিচ্ছেদের অধীন পরীক্ষণ কার্য প্রতি তিন বৎসরে কমপক্ষে একবার প্রধান পরিদর্শক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন বিস্ফোরক পরিদর্শকের উপস্থিতিতে পরিচালিত হইবে, যাহাতে তিনি নিশ্চিত হইতে পারেন যে পাইপলাইনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি জনজীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা হানিকর নহে।

(২) উক্তরূপ পরীক্ষণের যথাযথ যাচাইয়ের জন্য পরিদর্শক বা উক্ত বিস্ফোরক পরিদর্শককে পরিচালক প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবেন।

৭ম পরিচ্ছেদ
মজুদ ও বিতরণ

[1][***৮৫। গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদের ক্ষেত্রে গ্যাসাধার* (Pressurre Vessel) *বিধিমালা, ১৯৯৫ এর প্রয়োগ।-*** যে কোন প্রকার গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদের ক্ষেত্রে গ্যাসাধার (Pressure Vessel) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।]

৮৬। গ্যাস [2][ও কনডেনসেট] ***মজুদের লাইসেন্স ইত্যাদি।-*** (১) কোন ব্যক্তি [1][গ্যাসাধার (Pressure Vessel) বিধিমালা, ১৯৯৫ এর আওতায় মঞ্জুরীকৃত] লাইসেন্স ব্যতিরেকে কোন পাইপাকৃতি বা বোতলাকৃতি গ্যাসাধারে অথবা ভূ-গর্ভস্থ প্রাকৃতিক গ্যাসাধার ব্যতীত অন্য কোন ভূ-গর্ভস্থ গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ করিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এক বা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক আধারে অনধিক ৩ ঘনমিটার গ্যাস এক স্থানে মজুদের ক্ষেত্রে কোন লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না।

[1][(২) কনডেনসেট মজুদ, পরিবহন ইত্যাদির ক্ষেত্রে Petroleum Rules, 1937 এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং উক্ত বিধিমালার আওতায় লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।]

[3][(৩)-(৭)

৮৭। বিতরণ ব্যবস্থার চাপ নিয়ন্ত্রণ।- (১) কোন বিতরণ ব্যবস্থায় উহার জন্য অনুমোদিত সর্বোচ্চ পরিচালন চাপমাত্রা অপেক্ষা উচ্চতর চাপমাত্রা সম্পন্ন উৎস হইতে গ্যাস সরবরাহকৃত হইলে উক্ত সরবরাহ গ্রহণের স্থানে এইরূপ কার্যকর চাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, অতঃপর এই বিধিতে প্রাথমিক চাপ নিয়ন্ত্রক বলিয়া উলিখিত, হইবে যাহাতে যন্ত্রটি উক্ত উচ্চতর চাপ মাত্রাকে উক্ত সর্বোচ্চ পরিচালন চাপমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখিতে সক্ষম হয়।

(২) প্রাথমিক চাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটি ছাড়াও বিতরণ ব্যবস্থাকে আকস্মিক উচ্চ চাপ হইতে রক্ষার নিমিত্ত উহাতে নি্ বর্ণিত ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে যে কোন একটি ব্যবস্থা যুক্ত করিতে হইবে,যথাঃ-

---

[1] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত।*

[2] *এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।*

[3] এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখ ঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে বিলুপ্ত।

(ক) রিলিফ ভাল্‌ভ স্থাপন;

(খ) প্রাথমিক চাপ নিয়ন্ত্রকের সহিত একটি মনিটরিং রিগুলেটর স্থাপন;

(গ) প্রাথমিক চাপ নিয়ন্ত্রকের উজানে একটি সিরিজ রেগুলেটর স্থাপন;

(ঘ) প্রাথমিক চাপ রেগুলেটরের সহিত স্বয়ংক্রিয় শাট অফ যন্ত্র স্থাপন।

৮৮। *বিতরণ ব্যবস্থা অনুমোদনযোগ্য সর্বাধিক পরিচালন চাপ।-* কোন বিতরণ ব্যবস্থার জন্য অনুমোদনযোগ্য সর্বাধিক পরিচালন চাপ নিু বর্ণিত চাপমাত্রা অপেক্ষা বেশী হইবে না, যথা ঃ-

(ক) উক্ত বিতরণ ব্যবস্থার সংশিষ্ট অংশের দুর্বলতম উপকরণ যে সর্বঅধিক চাপমাত্রা সহ্য করিত পারে সেই চাপমাত্রা;

(খ) উক্ত বিতরণ ব্যবস্থার সার্বিস লাইনে কোন চাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র অথবা চাপ সীমিতকরণ যন্ত্র সংযুক্ত না হইলে ০.১ কেজি/ সেমি^{২};

(গ) বিতরণ ব্যবস্থার কোন অংশ বিধি ১০ (৩) এর শর্ত পূরণ না করিলে ৪ কেজি/ সেমি^{২}।

৮৯। *গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার্য পাইপলাইনের জন্য অনুমোদনযোগ্য সর্বাধিক পরিচালন চাপ।-* গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার্য পাইপলাইনের জন্য অনুমোদনের যোগ্য সর্বাধিক পরিচালন চাপ হইবে পাইপলাইনের সহিত সংযুক্ত গ্যঅস চুলী ক্ষতিগ্রস্ড়বা উহা হইতে কোন বিশদ হইতে পারে। এইরূপ চাপমাত্রা অপেক্ষা অথবা ০.১ কেজি/ সেমি^{২}, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম।

৯০। *কতিপয় ব্যবহারকারীকে সরবরাহকৃত গ্যাসের চাপ নিয়ন্ত্রণ।-* (১) কোন বিতরণ ব্যবস্থার পরিচালন চাপ ০.১ কেজি/ সেমি^{২} এর বেশী কিন্তু অনধিক ৪ কেজি/ সেমি^{২} হইলে, উহাতে এমন একটি সার্ভিস রেগুলেটর ব্যবহার করিতে হইবে, যেন-

(ক) উহা উক্ত পরিচালন চাপকে পাইপলাইনের সহিত সংযুক্ত চুলীর প্রস্তুতকারক কর্তৃক সুপারিশকৃত চাপমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখিতে হইবে।

(খ) উক্ত রেগুলেটর এমন একটি সিংগেল পোর্ট ভাল্‌ভ সংযুক্ত থাকে যাহার ব্যাস রেগুলেটরের নির্মাতা কর্তৃক সুপারিশকৃত রন্দ্র ব্যাস (orficediameter) অপেক্ষা কম;

(গ) উহার সহিত সংযুক্ত পাইপলাইনের ব্যাস ৫ সেন্টিমিটারের বেশী না হয়।

(২) উপ-বিধি (১) এ উলিখিত সার্ভিস রেগুলেটরটি উক্ত উপ-বিধির দফা (ক), (খ) ও (গ) এর শর্তসমূহ পূরণ না করিলে, উহাতে মনিটরিং রেগুলেটর অথবা স্বয়ংক্রিয় শার্ট-অফ-ভাল্‌ভ অথবা অন্যবিধ উপযুক্ত যন্ত্রাদি স্থাপন হইবে যাহাতে সার্ভিস রেগুলেটর অকার্যকর হইয়া পড়িলে ব্যবহারকরীর যন্ত্রপাতির উপর আকস্মিক চাপ বৃদ্ধি নিবারণ করা সম্ভব হয়।

(৩) বিতরণ ব্যবস্থার কোন অংশে পরিচালন বাপ ৪ কেজি/ সেঃ মিঃ^{২} অপেক্ষা বেশী হইলে, ব্যবহারকারীর যন্ত্রে সরবরাহকৃত গ্যাসের চাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকল্পে নিু রূপ পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) উপ-বিধি (১) বর্ণিত ধরণের একটা সার্ভিস রেগুলেটর এবং উহার উজানে একটি প্রাথমিক চাপ নিয়ন্ত্রক স্থাপন করিতে হইবে;

(খ) উক্ত প্রাথমিক চাপ নিয়ন্ত্রকের চাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এইরূপ হইবে যেন উহা পরিচালন চাপকে ৪ কেজি/সেঃ মিঃ^{২} এর মধ্যে সীমিত রাখিতে পারে;

(গ) রিলিফ ভাল্ভ কিংবা স্বয়ংক্রিয় শার্ট-অফ ভাল্ভ বা অনুরূপ একটি চাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, প্রাথমিক চাপ নিয়ন্ত্রক এবং সার্ভিস রেগুলেটরের মধ্যবর্তী কোন স্থানে, স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে প্রাথমিক চাপ নিয়ন্ত্রক কোন কারণে অকার্যকর হইয়া পড়িলে পরিচালন চাপ ৪ কেজি/ সেঃ মিঃ^{২} এ সীমিত রাখা সম্ভব হয়।

৯১। *মিটার ও রেগুলেটরসমূহের অবস্থান*।- (১) ব্যবহারকারীর মিটার ও রেগুলেটর সমূহ, স্থানীয় অবস্থা ভেদে, ভবন বা অংগনের অভ্যন্তরে বা বাহিরে স্থাপন করা যাইবে, তবে বিধি ৯০ (৩) (ক)-তে উলিখিত প্রাথমিক চাপ নিয়ন্ত্রকটি সংশিষ্ট ভবন বা অংগনের বাহিরে স্থাপন করিতে হইবে।

(২) কোন ভবন বা অংগনের অভ্যন্তরে সার্ভিস রেগুলেটর বা মিটার স্থাপনের ক্ষেত্রে উহা এইরূপ স্থানে স্থাপন করিতে হইবে যে, উহা সংশিষ্ট গ্রাহক লাইনের আরম্ভ স্থানের নিকটে হয়; যথাসম্ভব সহজেই উহার নাগাল পাওয়া যায় এবং রেগুলেটরটি বায়ু চলাচল উপযোগী স্থানে থাকে।

(৩) উক্ত মিটার বা রেগুলেটর শয়নকক্ষে বা গোসলখানায় বা রান্নাঘরে বা সহজ দাহ্য সিড়িঘরে বা সহজে প্রবেশযোগ্য নয় বা পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল করে না এইরূপ স্থানে স্থাপন করা চলিবে না, এবং উহাদিগকে বৈদ্যুতিক চুলী বা অগ্নিশিখা সৃষ্টিকারী যে কোন উৎস হইতে কমপক্ষে ১ মিটার দূরত্বে স্থাপন করিতে হইবে।

৮ম পরিচ্ছেদ
দুর্ঘটনার রিপোর্ট

৯২। *দুর্ঘটনার রিপোর্ট*।- কোন পাইপলাইনে বা সংযুক্ত ব্যবস্থাদিতে সংঘটিত কোন দুর্ঘটনাহেতু জান, মাল বা গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতি হইলে, সংশিষ্ট পরিচালকের কোন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা তৎসম্পর্কে অবিলম্বে প্রধান পরিদর্শকের নিকট এবং নিকটতম থানায় দ্রুততম পন্থায় দুর্ঘটনার খবর পৌছাইবেন, অতঃপর দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে তৎসম্পর্কে প্রধান পরিদর্শকের নিকট বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

৯৩। *কতিপয় ছিদ্র সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন*।- (১) বিধি ৯২ এর বিধান পালন ছাড়াও প্রত্যেক পরিচালক পাইপলাইনের সেই সকল ছিদ্র সম্পর্কে একটি পূর্ণাংগ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রধান পরিদর্শকের নিটক দাখিল করিবেন, যে সকল ছিদ্রের কারণে-

(ক) পাইপলাইনের কোন অংশে গ্যাস পরিবহন বন্ধ রাখিতে হইয়াছে;

(খ) গ্যাসের প্রজ্জ্বলন সংঘটিত হইয়াছে;

(গ) জন নিরাপত্তা বিধানকল্পে উক্ত ত্বরিত মেরামতের ব্যবস্থাসহ পার্শ্ববর্তী কোন ভবন খালি বা পার্শ্ববর্তী রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ বা অন্য কোন রাস্তা দিয়া যান চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উলিখিত ছিদ্র ছাড়াও, যদি কোন পাইপলাইনের এমন কোন ছিদ্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহার ক্ষেত্রে উক্ত উপ-বিধির (ক), (খ) বা (গ) দফায় শর্ত প্রযোজ্য না হইলেও অন্য কোন সম্পর্কেও উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন উলেখ করিতে হইবে।

(৩) এই বিধির অধীন প্রেরিতব্য প্রতিবেদনে নিম্নরূপ তথ্যাবলী উলেখ করিতে হইবে যথা ঃ-

(ক) ছিদ্রের অবস্থান.

(খ) ছিদ্রটি সৃষ্টি হওয়ার সময়,

(গ) ছিদ্রের ফলে সংঘটিত যে কোন ধরণের ক্ষতি;

(ঘ) অন্যান্য প্রাসংগিক তথ্য যাহা ছিদ্র সৃষ্টির কারণ বা উহার ফলজনিত ক্ষতির সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া পরিচালক মনে করেন।

(৪) সংশিষ্ট বৎসরে বিধি ৯২ এর অধীনে কোন প্রতিবেদন প্রেরিত হইয়া থাকিলে তাহাও বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।

(৫) এই বিধির অধীনে প্রেরিতব্য বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট পঞ্জিকা বৎসরের পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে প্রধান পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৯ম পরিচ্ছেদ

বিবিধ

৯৪। বিধিমালার অপর্যাপ্ততার ক্ষেত্রে আমেরিকান বা বৃটিশ কোডের [1][বা নরসক ষ্ট্যান্ডার্ড (NORSOK STANDARD) এর] ***প্রয়োগ।-*** গ্যাস সঞ্চালন, বিতরণ, মজুদ বা গ্রাহকের নিকট সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সব ধরণের পাইপ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদির ডিজাইন, গঠন, নির্মাণ, পরীক্ষণ পদ্ধতি, পরিদর্শন, পরিচালনা, জরীপ ও উহাদের রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্য যে কোন বিষয়ে এই বিধিমালার সংশিষ্ট বিধান অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হইলে, উক্ত বিষয়ে প্রধান পরিদর্শকের অনুমোদন সাপেক্ষে, আমেরিকান কোডের অথবা বৃটিশ কোডের [বা নরসক ষ্ট্যান্ডার্ড (NORSOK STANDARD)]এর নিয়মাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৯৫। রহিত করণ ও হেফাজত।- (১) Mineral Gas Safety Rules, ১৯৬০ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্বেও, রহিত Rules এর অধীন প্রদত্ত কোন অনুমোদন, আদেশ বা লাইসেন্স, এই বিধিমালার বিধানের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, বহাল থাকিবে।

---

[1] এস.আর.ও. নং ১৯৬ - আইন/২০০৩ তারিখঃ ১/৭/০৩ এর মাধ্যমে সংযোজিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৩, ২০০৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ই আষাঢ় ১৪১০/১লা জুলাই ২০০৩

এস,আর,ও নং ১৯৬-আইন/২০০৩।—Petroleum Act, 1934 (XXX of 1934) এর section 4, 14(2), 21, 29 (1) এবং 30 (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যাহা উক্ত Act এর section 29 (2) এর বিধান মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ তারিখের গেজেটে প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও ৫৬-আইন/২০০৩, তারিখ ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ এর মাধ্যমে প্রাক-প্রকাশিত হইয়াছিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ২ এর—

(ক) দফা (৩) এ "কমপ্রেসর স্টেশন" শব্দগুলির পর "বা বুস্টার স্টেশন" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (৪) এর পর নিম্নরূপ দফাসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(৪ক) "কনডেনসেট" অর্থ গ্যাস হইতে উপজাত হিসাবে সংগৃহীত তরল, যাহা মূলতঃ পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ;

(৪খ) "গ্যাদারিং লাইন" অর্থ গ্যাস কূপ হইতে গ্যাস প্রসেস প্লান্টে গ্যাস পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত পাইপ লাইন;";

(গ) দফা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৫) "গ্যাস" অর্থ শিল্প, বিদ্যুৎ, সার, বাণিজ্যিক, গৃহস্থালী বা অন্য যে কোন কার্যে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস;";

মূল্য ঃ টাকা ৩.০০

(ঘ) দফা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৬) "গ্যাস পরিবহন" অর্থ গ্যাস গ্যাদারিং, প্রবাহ, সঞ্চালন, বিতরণ বা সরবরাহ করা;";

(ঙ) দফা (৯) এ "regulator" শব্দটির পরিবর্তে "regulating" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) দফা (১৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১৪) "পাইপ" অর্থ গ্যাস পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত পাইপ;";

(ছ) দফা (১৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১৭) "বিতরণ লাইন" অর্থ এমন পাইপ লাইন যাহা সঞ্চালন লাইন বা মুখ্য বিতরণ লাইন হইতে গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সার্ভিস লাইনে গ্যাস সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়;";

(জ) দফা (২০) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২০) "বৃটিশ কোড" অর্থ Institution of Gas Engineers, U.K. কর্তৃক প্রণীত কোড;";

(ঝ) দফা (২৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২৩) "মুখ্য বিতরণ লাইন" অর্থ এমন বিতরণ লাইন যাহা সঞ্চালন লাইন হইতে কোন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাহির হইয়া গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এক বা একাধিক বিতরণ লাইনে গ্যাস সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয় ;";

(২) বিধি ৪ এর পর নিম্নরূপ বিধি সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৪ক। **পাইপ লাইন অপসারণ বা পুনঃস্থাপন**।—(১) ৫ (পাঁচ) বৎসর বা তদূর্ধ্ব সময়কাল ব্যবহার হয় নাই এইরূপ পাইপ লাইন বা পরিত্যক্ত পাইপ লাইন ও সংশ্লিষ্ট স্থাপনাদি অপসারণ বা পুনঃস্থাপন করিতে হইলে উক্ত বিষয়ে অনুমতি চাহিয়া প্রধান পরিদর্শকের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উল্লিখিত আবেদন প্রাপ্তির পর প্রধান পরিদর্শক, সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ বা অগ্নি দূর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া, লিখিত অনুমতি প্রদান করিবেন অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকতর পরীক্ষণের প্রয়োজন হইলে আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) ফি প্রাপ্তির পর প্রধান পরিদর্শক স্বয়ং বা অপর কোন বিস্ফোরক পরিদর্শকের মাধ্যমে গ্যাস পরীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট পাইপ লাইন এবং সংযুক্ত আবদ্ধ খালি স্থান (Confined Space) পরীক্ষা করিবেন এবং আবেদনকারীর গৃহীতব্য কার্যক্রম অগ্নিময় কাজ (Hot Work) এর জন্য নিরাপদ বিবেচিত হইলে তদমর্মে আবেদনকারীর অনুকূলে সনদপত্র প্রদান করিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ'নির্ধারিত ফি' অর্থ সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য সরকার কর্তৃক, সময় সময় নির্ধারিত ফি।";

(৩) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-বিধিসমূহ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) অন্তচাপ, বহির্চাপ এবং উহার তারতম্যজনিত পীড়ন (Stress) এবং ক্ষয়জনিত পুরুত্ব হ্রাস বিবেচনায় আনিয়া ডিজাইন সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৪) বহির্চাপজনিত কম্পন, টর্সন (Torsion), তাপ হ্রাসজনিত পীড়ন, হাইড্রোস্টাটিক চাপ ও অন্যান্য ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরসমূহ বিবেচনায় আনিয়া পাইপ লাইনের পুরুত্ব নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৫) স্টীল পাইপের ডিজাইন নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করিয়া হিসাব করিতে হইবে ঃ

$$P=(2St/D)\times F\times E\times T$$

যেখানে—

P=ডিজাইন চাপ, প্রতি বর্গইঞ্চিতে পাউন্ড (পি.এস.আই.জি) ;

S=ইলড্স্টেন্থ, পি.এস.আই.জি ;

D=পাইপের বাহ্যিক ব্যাস, ইঞ্চি ;

t=পাইপের গাত্রের পুরুত্ব, ইঞ্চি ;

F=ডিজাইন ফ্যাক্টর ;

E=লম্বালম্বি জয়েন্ট ফ্যাক্টর ;

T=তাপীয় প্রভাব ফ্যাক্টর বা তাপ ডিরেটিং ফ্যাক্টর।

(৬) প্লাস্টিক পাইপের ডিজাইন নিম্নোক্ত সূত্র হইতে নির্ণয় করিতে হইবে ঃ

$$P=(2St/D-t)\times 0.32$$

যেখানে—

P=ডিজাইন চাপ, পি.এস.আই.জি;

D=পাইপের বাহ্যিক ব্যাস, ইঞ্চি;

D=থার্মপ্লাস্টিকের দীর্ঘস্থায়ী চাপসহন ফ্যাক্টর;

t=পাইপের গাত্রের পুরুত্ব, ইঞ্চি।

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারী ১৫, ১৯৯৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩শে পৌষ, ১৪০২বাং/৬ই জানুয়ারী, ১৯৯৬ইং

নং-বিজ্বাখস/পিআইসি-৪৩/৯৫—গত ১১-৯-৯৫ইং তারিখে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় জ্বালানী নীতিটি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে।

এ, কে, এম, সামসুদ্দীন

উপ-সচিব :

NATIONAL ENERGY POLICY

1.0 INTRODUCTION

1.1 Background

In recognition of the importance of energy in socio-economic development, the Government of Bangladesh has given continuing attention to the overall development of energy sector. It involved survey, exploration, exploitation and distribution of indigenous natural gas; survey and exploitation of hydropower; survey of coal and peat; establishment of petroleum refining facility and distribution systems; and establishment of power generation plants and networks for

মূল্য : টাকা ১৫·০০

transmission and distribution of electricity. During last two decades, about 20 percent of total public sector investment was allocated for the development of energy sector.

Despite all these efforts per-capita consumption of commercial energy and generation of electricity in 1990 were 56 KGOE/year and 73 kWh/year respectively. Per capita consumption of commercial energy and electricity in Bangladesh is one of the lowest among the developing countries. In 1990, more than 73% of total final energy consumption was met by different type of biomass fuels (e.g. agricultural residues, wood fuels, animal dung etc.).

In 1990 only 2.2% of total households (mostly in urban areas) had piped natural gas connections for cooking and 10% of households had electricity connections and only 3.9% of total households used kerosene for cooking.

Shortcomings of the past energy development programmes and management practices are identified as follows.

(a) Due to shortage of capital it has not been possible to undertake systematic survey, exploration and exploitation of energy resources throughout the country. As a result, it has not been possible to ensure balanced development of energy resources of different zones of the country and balanced development of different sub-sectors of the energy sector.

(b) Necessary attention has not been given to formulate appropriate policies to encourage private sector participation in energy sector development programme to meet the shortage of fund.

(c) Development programmes of energy consuming sectors (e.g. industrial sector) have been constrained due to shortage and unreliable supply of commercial energy.

(d) Energy agencies have not been operated and managed efficiently.

(e) Energy prices have not been set on a rational basis.

(f) Effective measures have not been taken to ensure rational use of energy.

(g) Unplanned use of biomass fuels are contributing to environmental degradation.

(h) Adequate attention has not been given to meet the total energy needs of rural areas.

(i) Adequate attention has not been given to undertake systematic research programmes to develop indigenous technological capabilities.

(j) Adequate attention has not been given to develop trained manpower for the efficient management of the sector.

In the above context the Government has decided to formulate National Energy Policy (NEP) to ensure proper exploration, production, distribution and rational use of energy sources to meet the growing energy demand of different zones, consuming sectors and consumers groups on a sustainable basis.

1.2 Objectives

The objectives of the National Energy Policy (NEP) are outlined as follows.

(i) To provide energy for sustainable economic growth so that the economic development activities of different sectors are not constrained due to shortage of energy.

(ii) To meet the energy needs of different zones of the country and socio-economic groups.

(iii) To ensure optimum development of all the indigenous energy sources.

(iv) To ensure sustainable operation of the energy utilities.

(v) To ensure rational use of total energy sources.

(vi) To ensure environmentally sound sustainable energy development programmes causing minimum damage to environment.

(vii) To encourage public and private sector participation in the development and management of the energy sector.

2.0 EXISTING INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

In addition to the Planning Commission, different Ministries and agencies are involved directly and indirectly with the planning of commercial energy resources and biomass fuels as shown in Table 2.1. Different Ministries and agencies involved with overall development and management of energy resources are shown in Table 2.2.

3.0 ENERGY RESOURCES

3.1 Primary Commercial Energy Resources

Presently known primary commercial energy resources of the country include natural gas, oil, coal, peat and hydro-electricity. Estimated quantity of known and exploitable commercial energy resources are shown in Table 3.1. Potential reserves of primary commercial energy resources are shown in Table 3.2. Existing known reserves of commercial energy sources are very modest in comparison to development needs of the country.

It is known that in Bangladesh the exploration for energy resources is neither comprehensive nor systematic. There are prospects for augmentation of reserves through systematic surveys and exploration, for which investment by the public and private sector is essential.

3.2 Primary Biomass Fuels

Biomass is defined as all organic matters produced by photosynthesis process in plant kingdom. Depending upon their characteristics and quality, biomass resources are used as food, fodder, building materials, fuel and manure. Only a fraction of total biomass is used as fuel. In Bangladesh, biomass fuels are obtained from three sources: Trees (e.g. woodfuels), Field crops (e.g. agricultural residues) and Livestock (e.g. animal dung). Land is the ultimate resource base that supports the production of total biomass resources.

Bangladesh Energy Planning Project (BEPP) made an approximate estimate of biomass fuels from different type of land for the base year 1981 and the data are shown in Table 3.3. As the biomass fuels are consumed near the place of its production, for their planned development, there is a need to assess the demand and regenerative supply of different biomass fuels specific to different locations (e.g. district/thana/village etc).

3.3 Animal Power

There are about 10.3 million draught animals including 0.7 million cows. Milch cows are used for land preparation to meet the shortage of draught cattle. At present power tillers and tractors are used to meet the shortage of animal draught power. Energy need for these devices is accounted under agriculture sector.

3.4 New Renewable Energy Technologies

3.4.1 Mini-hydropower

According to the report of the Working Committee on Mini-hydropower Generation of Bangladesh, there is potential for producing 10 GWh of electricity annually.

3.4.2 Solar

The average daily solar radiation varies from 5.05 kWh/sqm in Winter to 8.76 kWh/sqm in Summer. At present solar energy is mainly used as a convenient and low cost means of drying crops, fish and salt. Some PV units have been installed in different parts of the country mainly for demonstration. Solar photovoltaic technology for the generation of electricity is being costly, its prospects are to be ascertained for specific end uses and locations.

3.4.3 Wind

Average wind speeds are low (less than 3 m/s). The prospect of wind power generation using low speed wind turbines in selected areas and for specific end-uses.

3.4.4 Tidal and Wave Power

The prospects of tidal and wave power in coastal areas need to be assessed.

3.5 Imported Fuels

Total yearly import of petroleum fuels is about 2 million tonnes, of which about 1.2 million tonnes is imported as crude, while the import of refined diesel and kerosene account for rest. In comparison to this, indigenous production of liquid fuels (oil, natural gas liquid) is only about 2.5% total annual demand.

4.0 STATUS OF ENERGY CONSUMPTION

4.1 Primary Energy Sources

4.1.1 Use of Natural Gas

Energy balance table of the country in 1990 has been presented in Table 4.1. It may be observed from the table that in 1990, 34.5% and 65.5% of primary energy were supplied by commercial energy and biomass fuels respectively. Natural gas accounted for 21.4% of total fuel or 61.8% of commercial fuels.

So far 17 gas fields have been discovered in the country, of which 8 gas fields are in operation. Their total recoverable reserve was 12.42 TCF and the remaining recoverable reserve as of June 1993 was 10.44 TCF is shown in Table 4.2. Maximum daily production capacity of the wells in 1993 was 644 MMCFD in comparison to average demand of 578 MMCFD. Peak gas demand was 760 MMCFD. The existing transmission network is capable of handling a throughput of 800 MMCFD.

Total consumption of natural gas in 1990 was 0.165 TCF, which was equivalent to 163 PJ (3.8 MTOE) and the consumption mix were as follows: power 47%, fertilizer 35%, industries 9%, domestic and commercial 9%. The consumption of natural gas has increased to 0.21 TCF (208 PJ or 4.87 MTOE) in 1993. The shares of different end users were as follows: power 44%, fertilizer 33%, industries 7%, tea garden and brick fields 9%, domestic and commercial 7%.

It may be noted that during 1993 total system losses of all the gas systems were 0.017 TCF (8% of total gas) in comparison to acceptable loss of 1.5-2.0%. All out efforts are to be made to reduce the system losses to acceptable limits.

4.1.2 Use of Biomass Fuels

Biomass fuels play an important role (contributed 65.5% of primary energy in 1990) in meeting total energy need of the country; but they are now being consumed beyond their regenerative limits. Unplanned and uncontrolled use of biomass fuels are causing environmental degradation.

In the foreseeable future there are limited prospects of increasing the supply of biomass fuels. On the other, hand it is not economically possible to substitute all the biomass fuels by commercial fuels. From environmental consideration there is a need to maintain the supply of biomass fuels within the regenerative limits and the demand of biomass fuels in excess of sustainable limits is to be met by commercial fuels.

In future, the demand of commercial energy will increase to meet the growing needs of different end use sectors as well as to meet the demand exceeding their regenerative limits.

4.1.3 Use of Renewable Energy Sources.

In 1990, 65.9% of total primary energy sources was supplied by indigenous renewable energy sources (e.g. biomass fuels 65.5%, and hydropower 0.4%). With the present state of technology, unavailability of land and paucity of exploitable hydro power there is very limited opportunity for further increasing the contributions of renewable sources of energy in meeting the total energy need.

4.1.4 Use of Imported Fuels

Of the total energy consumed in 1990, 87.2% was met from indigenous energy sources (e.g. natural gas 21.4%, hydropower 0.4%, biomass fuels 65.4%) and 12.7% from imported sources (e.g. petroleum fuels 11.1%, coal 1.6%).

Of the total petroleum product (about 2 million tonnes) consumed in the country, about half is imported as refined product, while about 1.20 million tonnes of imported crude is refined in Eastern Refinery Ltd. in Chittagong.

In 1993, total quantity of petroleum fuels consumed in the country was 1.9 million tonnes and the shares of different end uses were: transport 47.5%, domestic 24.0%, agriculture 13.0%, industry 12.0%, power 3.5%.

Total amount of coal imported in 1990 was about 4,50,000 tonnes and was used mostly for brick burning.

4.2 Power

4.2.1 Power Generation Distribution & Consumption

Total installed power plants of the country is about 2600 MW of which 2100 MW is located in the East Zone and 500 MW in the West Zone. Of the total installed power plants, the effective operational capacity is about 1900 MW against the peak demand of about 1800 MW. Timely maintenance and replacement of old units have not been possible due to non-availability of funds. As a result, it is difficult to maintain a reliable supply with reserve margin of only about 6% against desirable level of 20-25%. In case of emergency outage and/or major overhauling, the supply is managed by load shedding. In 1993, load shedding occurred for 268 days for a total duration of 621 hours. The situation may aggravate in future unless emergency measures are taken to increase the firm capacity by installing new power plants and by undertaking maintenance and rehabilitation of existing power plants.

Indigenous energy sources (e.g. natural gas, hydro) are used for the generation of power in the East Zone and imported petroleum fuels (e.g. Furnace oil LDO, SKO, HSD) are used to generate power in the West Zone. In order to minimize the effect of fuel cost on power generation, electricity generated in East Zone is transferred to the West Zone via East-West inter-connector established in 1982. The transfer capability of the inter-connector has almost reached its limit

(450 MW). In order to maintain adequate and reliable power supply in the West Zone a second inter-connector was planned to be installed by 1992-93. However, it has been decided to be built over the Jamuna Bridge, which itself is expected to be completed by 1998. Power supply in the West Zone will be severely constrained till the second inter-connector is established and new power plants are built in the West Zone.

In 1990, total electricity generation was 7732 GWh and fuel mix was as follows: hydro (11.4%), natural gas (84.3%) and petroleum fuels (4.3%). Total electricity generation in 1993 was 9206 GWh and the fuel mix was as follows: hydro (6.6%), natural gas (86.6%), petroleum fuels (6.8%).

In 1993, the average tariff of BPDB was Tk. 1.90/kWh against the cost of supply of Tk. 2.47/kWh. As a result, the utility had to incur financial losses for each unit of power sold to the consumers.

Distribution of service connections in 1993 among the three utilities were as follows: BPDB 925,510 (43%), DESA 426,868 (19.8%), REB 798,441 (37.2%). Distribution of energy sales by the three utilities were as follows: BPDB 6906 GWh (including bulk sale to DESA and REB), DESA 2309 GWh (including bulk sale to REB) and REB 652 GWh.

The consumption of electricity in 1993 in different end-use sectors were as follows: domestic (36.8%), commercial (11.8%), industrial (42.3%), irrigation (4.6%) and others (7.3%). During the period from 1982 to 1993 the share of domestic consumption of electricity has increased from 15.3% to 36.8%; whereas the productive use (commercial, industrial, agriculture) has decreased from 77.3% to 60.3%. In order to increase the contribution of electricity in economic growth it is necessary to increase the productive use of electricity.

4.2.2 Rural Electrification Programme

The overall programme of rural electrification is administered by the Rural Electrification Board; and the specific distribution system within a particular area is owned and managed by the respective Rural Electricity Co-operative known as Pallibiddyut Samity (PBS).

On the average, a PBS covers an area of 1500 km² and 4 to 6 thanas (thana head quarter and adjacent rural areas). Total number of PBSs established upto 1993 was 40. Average investment costs of establishing a PBS during the period from 1986-1993 was Tk. 512 million/PBS.

The total installed transformer capacity of 40 PBSs upto September 1993 was 660 MVA as against the peak demand of 210 MW (using 0.8 as the factor of coincidence). Thus the capacity utilisation of the installed distribution network in terms of peak demand was only 33.8%.

In 1993, total number of consumers of REB were 7,98,441 and the mix of consumers was as follows: domestic 80.7%, commercial 12.9%, irrigation 3.8%, industry 2% and street lighting 0.6%. The total energy consumption in 1993 was 652 GWh and the shares of different categories of consumers were as follows: domestic 30.7%, irrigation 22.3%, industry 41.2%, commercial and other 5.8%.

Based on the REB standard of 4 km per village, the network now covers about 12,500 villages. Additional 2000 villages have been electrified by Bangladesh Power Development Board. Thus now roughly 21.3% of villages have electricity network.

4.2.3 Load Management

The annual load factor of the national electricity grid is about 57%. The characteristic of demand is such that the evening peak is very sharp. In order to improve the performance of the system, reduce investment as well as to rationalise the energy use there is a need to undertake appropriate measures for the management of loads. Recently Government has decided to adopt some load management measures to reduce electricity consumption during peak hours such as early closer of commercial shops, prohibition of using irrigation pumps during evening peak hours etc. These measures are however, yet to be implemented fully.

4.2.4 System Losses

High system loss is a major concern for Bangladesh Power Sector. During the last twenty years overall losses including station auxiliary use have varied between 30.1% and 42.6% of gross generation. During this period losses at transmission and distribution (T&D) level varied

between 27.2% and 40.2% of net generation. A high proportion of losses at T&D level includes non-technical losses (e.g. theft, pilferage etc.).

Analyses of BPDB and DESA systems show that present T&D technical losses should be about 18% of gross generation, including transmission loss of about 5.4%. Thus total loss including station use should not be more than 23.4%. But in fiscal year 1993 the loss was 36.9%. Therefore, balance 13.5% of gross generation accounted for non-technical loss.

Existing T&D loss in DESA system is 32% with respect to energy received at 132 kV. According to calculations technical losses of DESA including 132 kV transmission loss should be between 15%-18%. Overall distribution losses in REB is reported as 16% with respect to energy received at 33kV. According to a recent calculation technical losses for REB system varied between 4.2% to 14% at 20 different sub-stations.

Reduction of technical losses depends on large investment for upgradation and reinforcement of transmission and distribution network and retrofiting of plants with more efficient auxiliary devices. Reduction of non-technical losses depend on good management through administrative measures with some investment on supportive hardware such as meters and test instruments. Poor management, weak administration, indisciplined employees, corruption both at utility and consumer levels, lack of firm political support were responsible for high non-technical losses in the power sector.

Recently, BPDB and DESA have laid down procedures for better management in commercial operation. In DESA this could not be implemented due to resistance from employees. In BPDB also this has not yet been fully implemented. Nevertheless losses could be brought down from 41% in 1991 to 36.9% in 1993. Continuance of high losses is totally undesirable for sustainable operation of the utilities. All out efforts should be made to eradicate non-technical system loss. The procedures introduced by BPDB and DESA should be fully implemented to reduce non-technical loss.

4.3 Final Energy Consumption

The total final energy consumption in 1990 was estimated as 683 PJ (Table 4.1). The share of different type of energy sources in final energy mix were as follows: natural gas 12.2%, oil 10.1%, coal 1.8%, electricity 2.8% and biomass fuels 73.1%. Various end uses of final energy were as follows: domestic 64.8%, industrial 19.5%, commercial 1.3%, transport 4.0%, agriculture 1.7% and non-energy (fertilizer) 8.7%.

The consumption of high proportion of final energy in domestic sector and heavy dependence on biomass fuels are indicators of subsistence nature of the economy. In order to enhance economic growth, energy demand in productive sectors are to be increased and the demand is to be met by commercial fuels.

4.4 Energy Conservation

In Bangladesh efficiency of energy use is quite low. There are good potential to reduce energy demand through conservation measures (introduction of efficient technologies and better management practices) in all the end-use sectors: domestic, industrial, commercial, transport and agriculture. Some attempts have been made to implement energy conservation projects in industrial sector and domestic sector; but it could not achieve notable success.

4.5 Rural Energy Needs

More than 80 percent of total population of the country lives in rural areas. At present major portion of total energy needs is met by locally produced biomass fuels which is mostly consumed in the household sector for cooking. Ongoing rural electrification programme meets a small portion of total rural energy needs. For overall national development there is a need to pay special attention so that the energy needs of rural areas for subsistence and productive requirements (e.g. agriculture, industries, transport) are met on a sustainable basis. An area based planning methodology will have to be considered to meet the energy needs of different locations.

5.0 DEMAND SCENARIOS

Two economic growth scenarios (Low Scenario and Reference Scenario) considered to forecast future energy demands are shown in Table 5.1. Projected demands of commercial energy and electricity upto the year 2020 under Low Scenario and Reference Scenario are shown in Table 5.2 and Table 5.3 respectively.

6.0 SUPPLY OPTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ENERGY RESOURCES

Two supply options (Current Option, Reference Option) have been proposed to meet the projected energy demand. Salient features of the two supply options are presented below.

6.1 Current Option

The basic principle of Current Option is that the existing practices of energy development programme will continue in future. There will be no major change in strategies. The important conditions for the Current Option are listed below.

(i) Development of known indigenous natural gas will continue;

(ii) Development of indigenous coal at Barapukuria will continue;

(iii) Development of known oil deposits and use of natural gas liquid will continue;

(iv) Development of peat will continue;

(v) Imported oil will meet the major energy needs of liquid fuels;

(vi) Imported coal will meet part of the energy need mainly for brick industries;

(vii) Indigenous natural gas, coal, hydropower and imported petroleum fuels will be used for power generation;

(viii) There will be no effective programme on energy conservation;

(ix) Development and management of biomass fuels will be considered without having any linkages with commercial energy development programme.

Demand-supply balance corresponding to the conditions mentioned under Current Option is shown in Table 6.1. It may be observed from the table that indigenous natural gas will continue to play a dominating role in meeting the non-renewable energy needs of the country. The average daily supply of natural gas will attain its maximum level of 1000 MMCFD (0.365 TCF per year) by the year 2000. This supply will continue upto the year 2020. The extraction of 1 million tonne of indigenous coal will start by the year 2000 and will continue at the same rate upto the end of the life of the mine (about 65 years).

It may be noted from Table 6.1 that even under Low Scenario the dependence on imported commercial fuels will increase from 19.4% in the year 2000 to 79.9% in the year 2020. Correspondingly the need for deficit fuels will increases from 2.32 MTOE in 2000 to 38.34 MTOE in 2020. In order to reduce the gap between the projected demands and indigenous supply the country will have to implement a more serious exploration programme or it would be very difficult to meet the huge gap from imported sources.

Primary energy mix for power generation is shown in Table 6.2. It may be noted that even under Low Scenario the dependence on imported commercial fuels for power generation will increased from 7.0% in the year 2000 to 70.5% in the year 2020. Serious attention will have to be given to meet the primary energy needs for future power generation.

6.2 Reference Option

In comparison to Current Option, additional issues to be considered in Reference Option are as follows: (i) enhancement of exploration, appraisal and extraction of indigenous non-renewable energy sources, (ii) implementation of effective programmes on energy conservation

and (iii) integration of commercial energy and biomass fuels programme to maintain sustainable supply of biomass fuels. Specific assumptions for the Reference Options are presented below :

(i) Exploration and appraisal of oil and natural gas will be enhanced;

(ii) Development of natural gas will continue;

(iii) Development of coal will be enhanced;

(iv) Development of oil and use of natural gas liquid will continue;

(v) Development of peat resources will be enhanced;

(vi) Harnessing of new-renewable sources of energy will be undertaken;

(vii) Imported oil will meet the major energy demand of liquid fuels;

(viii) Imported coal and gas will meet a part of total energy needs;

(ix) Indigenous natural gas, coal, hydropower and imported coal, petroleum fuels and nuclear power will be used for electricity generation;

(x) Effective programme will be undertaken for conservation of commercial energy and biomass fuels;

(xi) Development of biomass fuels will be considered along with the development of commercial energy sources.

6.3 Observations on the Supply Options

It is felt that implementation of Current Option would create strain on the economy by the sharp increase in energy import bill. It would also require additional fuel due to lack of conservation measures; and would cause severe environmental degradation due to neglect of biomass fuels problem under energy sector development programme. Therefore, considering the long-term benefit, it is recommended that country should aim to follow the Reference Option.

6.4 Observations on the Use of Indigenous Natural Gas

Natural gas can be used either as fuel or as rawmaterial for various petrochemical products depending on its composition. Natural gas available in Bangladesh contains mostly methane; it is not a good rawmaterial for producing different petrochemical products, except chemical fertilizer and methanol.

Bangladesh has no indigenous source of commercial fuel other than natural gas and recently discovered coal. In order to reduce the burden of fuel import bill on national economy, during the last two decades, Government has been following a persistent policy to reduce dependence on imported oil and increase the use of indigenous natural gas in meeting the total energy demand of the country.

Considering the importance of electricity in boosting national economy and the prospect of distributing the benefit of indigenous natural gas to different parts of the country through national electricity grid, Government has given priority in maximising the use of natural gas for power generation. Moreover, extension of natural gas pipe networks to power generation centres has helped in improving the financial return on of investment in gas infrastructures.

From the year 2000, indigenous coal output will be one million tonne per year; most of which will be consumed for power generation. However, availability of indigenous coal will not appreciably reduce dependence on natural gas for power generation in the foreseeable future.

Chemical fertilizer plays an important role in increasing agricultural production. For strategic reasons Government has given necessary attention to allocate a substantial portion of natural gas to produce chemical fertilizer for meeting local needs as well as for export. It may be mentioned that on the same consideration natural gas for fertilizer production is being supplied at a price cheaper than its economic price. Implications of export of fertilizer at such a price of gas should be assessed properly in determining future allocation of gas for fertilizer production. It is therefore, recommended, to limit the total production of natural gas based fertilizer to domestic demand.

Because of the above mentioned reasons, it is recommended to allocate adequate quantity of natural gas to meet the demand of commercial fuels for various end use sectors such as power, industrial, commercial, domestic etc.

It is, therefore, considered appropriate to allocate existing reserve and projected supply of 1000 MMCFD natural gas as follows:

Power Generation	45-50%
Fertilizer Production	25-27%
Industry	13-18%
Commercial and Domestic	8-10%

It may be noted that in the present world it is not competitive to use natural gas as a feedstock (rawmaterial) for petrochemical industries in comparison to higher hydrocarbon gases obtained as byproducts during extraction and refining of crude oil. In future if sufficient natural gas is discovered the possibility of establishing a methanol plant may be given due consideration.

7.0 POLICY ISSUES AND RECOMMENDED POLICIES

Policy formulation is a continuing process for decision making at different levels by different institutions and individuals. At the time of operationalising National Energy Policy there is a need to ensure that these decisions are taken in a synchronised manner to achieve the stated objectives. Various levels at which there is a need for synchronised decision making are stated as follows:

(i) At macro level, policy decisions are to be synchronised to ensure that the outputs of the energy sector meets the energy demands of all the end use sectors, zones and socio-economic groups on a sustainable basis.

(ii) At the sectoral (energy sector) level, policy decisions are to be synchronised to ensure balanced development of different sub-sectors (e.g. coal, oil, gas, power etc.). As for example, development in power sector may be affected due to inadequate development in natural gas sub-sector.

(iii) At the sub-sector (utility) level, policy decisions are to be synchronised to ensure balanced development of different programmes under a particular sub-sector. As for example, the ultimate outcome of gas-subsector depends chronological development of exploration, appraisal, extraction, processing, transmission and distribution projects. Similarly, in Power Sub-sector, it is necessary to consider chronological development of generation, transmission and distribution systems.

Major policy issues and recommended policies are to be considered to achieve the objectives of National Energy Policy have been presented in the following paragraphs.

7.1 Policy Issues

7.1.1 Database

A reliable database on different type of energy sources, their conversion, supply, consumption, prices etc. are to be established and maintained by the utilities, concerned agencies and the Planning Commission for systematic planning (e.g. forecasting) and development of energy resources of the country. These data are to be published on a regular basis to support planned development of energy resources.

7.1.2 Resource Assessment

Geological Survey of Bangladesh and Petrobangla are to complete the geological and geophysical survey of the whole country, so that the survey results can be used to assess the prospects of mineral and fuel resources of the country.

For energy planning purpose assessment of all type of energy resources (e.g. oil, gas, coal, nuclear minerals, hydropower, biomass fuels, solar, wind, tidal, wave etc.) are to be undertaken on a regular/continuing basis by the appropriate authorities.

Special incentives are to be given to undertake exploration and appraisal of petroleum resources in the West Zone and off-shore ares.

7.1.3 Technology Assessment

Necessary arrangements are to be made to select appropriate technologies for application in energy sector programmes. Different factors to be considered in assessing the technologies are: conversion efficiency, transferability, adaptability, environmental effects, cost etc.

7.1.4 Management of Gas Systems

National gas grid will be established for maintaining reliable gas supply. To improve management efficiency, production, transmission and distribution systems of gaseous fuels will be managed as separate cost and profit centers. Each of the units will be corporatised and allowed to operate on a commercial basis.

To consider development of gas fields through private sector, as a part of Government's privatization policy.

In allocation of additional reserves the West Zone will get the priority.

7.1.5 Management of Petroleum Fuels

In course of time import, processing, distribution and marketing of petroleum fuels will be opened to the private sector provided the private sector investors develop their own infrastructure like pipeline(s) including common carriers, storage and distribution/ handling facilities.

7.1.6 Management of Coal

Coal will play an important role in meeting the future energy needs of the country. A coal mining project is under implementation to extract coal from Barapukuria Coal Field. To ensure efficient management a Coal Mining Company need to be established for the management of Barapukuria Coal Mine. In future when mining of coal at Khalaspir will be considered, a separate mining company may need to be formed.

7.1.7 Management of Power System

To improve management efficiency; generation, transmission and distribution systems of power sector will be managed as separate cost and profit centers. Existing power utilities will be corporatised and allowed to operate on commercial basis.

Rural Electrification Board will be allowed to continue the implementation and management of Area Coverage Rural Electrification (ACRE) programme for designated rural areas of the country.

7.1.8 Energy Conservation

End use based energy planning method is to be undertaken to incorporate energy conservation measures in energy planning process. Energy conservation measures will be considered in generation of power, refining of crude oil and use of energy for various end-uses (e.g. domestic, industrial, commercial, transport, agriculture). Necessary incentives (e.g. technical support, preferential credit, tax exemption etc.) will be given to achieve the targets of energy conservation.

There is a need to adopt Energy Conservation Act (under preparation) to provide a legal basis and to decide appropriate strategies for energy conservation.

7.1.9 Environmental Consideration

Environmental issues will be considered for all type of fuels and in each and every step of fuel cycle; namely, exploration, appraisal, extraction, conversion, transportation and consumption.

It may be reiterated that at present per capita emission of carbon dioxide gas is very low. It is envisaged that in foreseeable future, emission of carbon dioxide gas would not exceed the existing average emission of low income developing countries.

7.1.10 Pricing Policy

Tariffs of different type of final energy will be fixed on the basis of economic cost. When it is decided to give any subsidy it will be made at end users' level and Government shall make necessary arrangement with the utilities on this account.

7.1.11 Investment Policy

To allow healthy competition and to ensure efficient operation both public and private sector enterprises will enjoy similar/uniform investment incentives offered by the Government.

Corporatised public sector utilities shall be allowed to raise finance from the market through floating of shares and debentures and also bank loans.

Considering the energy sector as the infrastructure for development, its projects, when financed by the Government shall be allowed interest rates not more than the lowest slab of interest for commercial loans.

7.1.12 Zonal Distribution of Energy

Different projects being considered and that may be considered to meet the energy demand of the West Zone are presented below:

(i) Special incentives for the survey; exploration and development of oil and gas.

(ii) Development of Barapukuria coal mine.

(iii) Implementation of energy conservation projects.

(iv) Construction of LPG pipe line upto Elenga for the assured delivery of LPG in the West Zone.

(v) Development of coal bed methane.

(vi) Development of peat

(vii) Development of Khalaspir coal mine.

(viii) Establishment of coal and oil based power plants.

(ix) Exploration and development of coal in unexplored areas.

(x) Establishment of petroleum depots at Chalna Port and up country to maintain reliable supply of petroleum fuels.

(xi) Establishment of handling facilities of coal at Chalna, if coal has to be imported for power generation.

(xii) Expansion of natural gas pipe line.

(xiii) Construction of Electric Inter-connectors.

(xiv) Implementation of Rooppur Nuclear Power Project.

(xv) Establishment of Petroleum Refinery.

(xvi) Augmentation of tree plantation programme (by the Department of Forest).

7.1.13 Area-based Energy Planning

Area-based energy planning methodology is to be followed to ensure sustainable supply of biomass fuels and to meet the energy needs of rural areas. At the implementation stage commercial energy development programmes and biomass fuels development programmes are to be co-ordinated. Areas (thana/district) having scarcity of biomass fuels will be given priority attention under commercial energy distribution programme and biomass fuels conservation programme (e.g. improved stoves). Reliable supply of commercial fuels to rural areas is to be ensured.

7.1.14 Strategic/Emergency Stock

(a) Petroleum Fuels

The strategic stock of petroleum products is to be increased from the present level of 40 days to 60 days consumption. Such reserves in storage tanks are to be distributed all over the country and reserve capacity for each location are to be determined by considering extreme natural events like cyclone, drought and flood.

(b) Coal

Adequate emergency stock of coal is to be maintained in off-shore islands and flood prone areas to meet the cooking fuel needs of such places at the time of emergency.

(c) Natural Gas

Stand-by wells are to be provided to meet emergency situation. The reserve margin in this case is recommended to be 20% of the producing wells.

7.1.15 Implementation and Evaluation of Projects

A Master Plan for the sector is to be developed, identifying projects along with the recommended phasing of implementation. Bankable project documents are to be produced for projects in accordance with its schedule identified in the Master Plan.

Necessary attention should be given for reducing the delay in the approval process. The existing procedure should be modified as to enable the concerned utility to complete the project in time.

In addition to existing practices followed by IMED, Performance Evaluation Report (PER) should be prepared to evaluate the actual performance of the projects after some time of its completion.

7.1.16 Research and Development

Systematic research programmes will be undertaken for each type of the energy utility. Necessary facilities and resources will be made available to implement different research programme on a continuous basis. Collaborative linkages among universities-utilities and R&D institutions will be strengthened to implement different research programmes. A certain percentage of earnings of the utilities should be dedicated for R&D purpose.

7.1.17 Human Resources Development

Comprehensive programme on human resources development will be undertaken for each type of energy utility. Necessary funds will be provided to implement different training programmes. Collaborative arrangements between universities and utilities will be established and strengthened to plan and implement need based training programme linked with career planning of professionals. A certain percentage of earnings of the utilities should be dedicated for human resources development programme.

Training programmes are also to be organised for consumer groups to create awareness on efficient use of energy.

7.1.18 Institutional Issues

Energy Modelling and Economics Wing of the Planning Commission and data management units of different utilities need to be strengthened and closely linked to maintain reliable sets of database for national energy planning. All utilities are to develop their respective Management Information System (MIS).

Planning Commission along with the Ministry of Energy and Mineral Resources should undertake the tasks of preparing a long-term energy plan (perspective plan) including all type of energy sources covering the period upto 2020. The proposed plan should ensure balanced and sustainable development of different parts of the country. There is a need to develop in-house institutional capabilities to prepare National Energy Plan.

One single Ministry (Ministry of Energy and Mineral Resources) shall administer and co-ordinate the entire range of energy related activities of all the sub-sectors (e.g. non-renewable, renewable, power, rural etc.).

Appropriate institutional arrangements are to be established to implement area-based energy development programmes to ensure sustainable development of biomass fuels and to meet rural energy needs.

Renewable Energy Developments Agency (REDA) is to be established under the Ministry of Energy and Mineral Resources for the development and diffusion (dissemination/extension) of different type of renewable energy technologies.

A Coal Mining Company is to be established for the management of Barapukuria Coal Mine. In future when mining of coal at Khalaspir will be considered a separate mining company may be formed. Depending on the development of coal mining activities and the growth in coal demand of the country the need for establishing a Coal Marketing Company may be considered.

A national regulatory authority (National Energy Authority) attached to the Ministry of Energy and Mineral Resources is to be established to carry out the following regulatory functions:

(a) Issue license to different agencies (both public sector and private sector agencies) to deal with energy/fuel;

(b) Create and implement methodology for setting tariffs at retail and bulk dispatch sale points and approval of proposed tariff changes according to agreed formula;

(c) In collaboration with the Planning Commission review the demands of energy/electricity projected by different organisations/utilities and determine agreed national energy demand. Allocate the use of primary energy sources for different end-uses;

(d) Establish, monitor and enforce technical standards for the energy agencies/utilities;

(e) Investigate and resolute complains of customers and utilities;

(f) Any other function to be entrusted with it by the Government time to time.

National Energy Authority (NEA) may have different wings/divisions to deal with non-renewable energy, renewable energy and power.

Existing function of Electrical Advisor and Chief Electric Inspector and Chief Inspector of Explosive would come under the jurisdiction of NEA.

7.1.19 Legal Issues

(i) Implementation of National Energy Policy will necessitate introduction of Energy Conservation Act and modifications of the relevant Acts and Ordinances in this regard.

(ii) Environmental issues to be considered under National Energy Policy are to be mandated under National Environment Policy and Environment Act.

7.1.20 Regional/International Cooperation

Regional/International Cooperation on energy may be explored for minimising the gaps in energy supply of the countries in the region.

7.2. RECOMMENDED ENERGY POLICY

I. NON-RENEWABLE ENERGY POLICY

I.1 Assessment of Indigenous Resources

a. A comprehensive assessment of non-renewable energy resource base is essential irrespective of the actual prospects of their exploitation under prevailing techno-economic situation.

b. A comprehensive data base, containing all information and data required for exploration, is required to be developed by continuously updating geological, geophysical and geochemical information.

c. Extensive exploration need to be continued to upgrade structural leads to established structures.

d. Steps are to be taken to drill the established structures/plays to ascertain their status.

e. Intensive exploration need to be continued to delineate new structures in the hitherto unexplored frontier and virgin areas.

f. Special incentive packages similar to those offered for oil and gas exploration in off-shore areas are to be given for exploration of oil and gas resources in the west zone.

g. Foreign and local entrepreneurs are to be encouraged to invest in exploration for petroleum and solid fuels in the country.

h. The public sector utilities are to intensify exploration. For this, the present policy of the Government to allow one exploration drilling per year with internal resources is inadequate. Number of exploration drilling with internal resources is to be increased to at least four per year.

I.2 Supply and Augmentation of Indigenous Resources

I.2.1 Oil and Gas

a. Comprehensive reservoir study of the developed gas fields need to be undertaken to determine their actual field potential.

b. Systematic appraisal of the discovered, partially developed and undeveloped gas/oil fields is to be undertaken to determine actual recoverable reserve. In this context, the possible reserves of presently exploited gas fields and the discovered oil fields at Haripur, Kailashtila and Fenchuganj are to be given priority.

c. Efforts are to be made to reduce the abandonment pressure to optimum level wherever possible, to augment the recoverable reserve of natural gas.

d. The number of production wells are to be increased by the year 2000 to 77, including 15 stand-by wells for ensuring reliability and an average supply of 1000 MMCFD gas.

e. Producible wells, which may now be idle for different reasons, are to be brought under production on a priority basis. If needed, internal resources are to be allocated for attaining this target.

f. Gas fields having higher NGL content are to be given priority for development in order to increase NGL supply. In this context, the Beanibazar gas field is to be brought into production at the earliest.

g. NGL plants at Ashugonj and Kailashtila are to be commissioned at the earliest.

h. Development of the national gas grid, inter-connecting all the producing fields with the transmission network as well as connecting the demand centres with it should be completed as soon as possible.

i. Since reserve of Kutubdia Gas Field has been considered in the energy balance, due consideration is to be given to its development and availability for use.

I.2.2 Coal

a. The target of producing one million tonne of coal from Barapukuria by the turn of the century is to be achieved.

b. Techno-economic feasibility of Khalaspir coal deposit in Rangpur is to be taken up at the earliest.

c. Appraisal of coal basins in Rangpur-Dinajpur belt is to be completed and depending on the findings, techno-economic feasibility of their exploitation are to be taken up.

d. Exploration for coal in the north-western part of the country including the identified potential coal basins is to be undertaken on a priority basis.

e. The feasibility study on extraction of Coal Bed Methane (CBM) from Jamalgonj and Khalaspir is to be undertaken on a priority basis, if needed internal resources are to be allocated for this. Depending on the findings of the Feasibility study, commercial exploitation of CBM is to be considered for these and other prospective areas of coal deposit. Private entrepreneurs may be encouraged to extract CBM.

I.2.3 Peat

a. A number of semi-commercial to commercial scale projects on peat extraction and briquetting plants may be set up at different peat deposit areas on the basis of findings of the under-implementation project on peat.

b. Problems like reclamation of land after extraction of peat, drying, briquetting of peat as well as the logistics of transportation and distribution are to be solved before this fuel is considered for use on a large scale.

I.2.4 Nuclear Minerals

Areas having prospects of uranium and thorium deposits are to be appraised and, studies may be conducted on the techno-economic viability of production at prospective sites.

I.3 Reduction of Imbalance in Energy Consumption

I.3.1 Rural-Urban

a. Penetration of commercial fuels backed up by appropriate pricing policy is to be accelerated to ensure equitable distribution of benefits.

b. Reliability of energy supply to the rural areas in terms of availability in adequate quantity, in time and at a fair price is to be ensured.

I.3.2 East Zone and West-Zone

Considering the importance of equitable development of different regions of the country, it is important to undertake special measures for the planned development of energy supply in the west zone. The following measures/projects for the west zone are to be considered in this connection:

a. Special incentives for exploration and production of oil and gas;

b. Exploration and development of coal, including that at Barapukuria and Khalaspir, and CBM;

c. Use of furnace oil from ERL for power plants and industries;

d. Establishment of adequate oil depots at the Chalna port and up country;

g. Ensuring reliable supply of LPG through extension of LPG pipeline to Elenga and establishment of bottling plants there;

h. Extension of natural gas pipeline;

i. Development of infrastructure for handling and inland transportation of imported fuels like coal and oil;

j. Establishment of Petroleum Refinery.

I.4. Fuel-Mix

a. Supply of indigenous fuels is to be maximized to the extent possible in meeting the future demands. The deficit is to be a mix of coal,oil and nuclear energy.

b. The mix of imported fuels and their end-uses are to be determined on the basis of their relative advantages and disadvantages. Reliance on a single fuel type is to be avoided in order to minimize the effect of any future global energy crisis. Security of energy supply, logistics of transportation and handling, environmental pollution along with economics of energy supply will influence the evolution of the mix of the imported fuels.

c. Import of liquid fuels is to be determined by the market force. However, its consumption is to be limited primarily to such uses, like transport for which alternatives are not either available or affordable by the vast majority of the population.

d. Size of new refinery(ies), whenever required, is to be determined on the basis of growth in demand. At least one of the new refineries may be considered for installation in the west zone.

e. Infrastructure for transportation of crude to the refinery site, including pipeline if the site is inland, should be developed in parallel to installation of the refinery(ies).

f. Logistics of handling at the port and inland transportation are to be developed in keeping with the growth in import of coal.

I.5. Allocation of Non-Renewable Energy Sources

I.5.1 Natural Gas

a. Existing reserve and projected supply of 1000 MMCFD is to be allocated as follows:

Power Generation	45 - 50%
Fertilizer Production	25 - 27%
Industry	13 - 18%
Commercial and domestic	8 - 10%

b. In case of any commercial discovery in the west zone, the same is to be developed on a priority basis.

I.5.2 Petroleum Products

a. Allocation of liquid petroleum products will depend on the dynamics of market economy.

b. Furnace oil produced in the ERL is to be allocated mostly for power generation and other industries in the public and the private sectors of the west zone.

c. In the event of Compressed Natural Gas being available, the share of the transport sector in the consumer-mix may be slightly changed as it will be possible to replace part of the liquid fuel by CNG in engines operating in the dual fuel mode.

I.5.3 Liquified Petroleum Gas (LPG)

Most of the LPG is to be allocated for the west zone, primarily for the domestic sector. LPG may also be imported for meeting the demand of the country.

I.5.4 Coal

a. Local coal is to be used mostly in the west zone, while a part of it may be allocated for brick burning in both the zones. The indicative allocation for indigenous coal is as follows.

Power generation	75-85%
Domestic/Industrial	15-25%

b. Allocation of imported coal will depend on the dynamics of the market economy.

I.5.5 Coal Bed Methane

The future production of Coal Bed Methane is to be used for power generation, domestic, commercial and industrial purposes in the west zone.

I.5.6 Peat

Use of peat is to be popularised. Private sector is to be encouraged to participate in extraction, processing and distribution of peat.

I.6 Pricing

I.6.1 Overall Policy

a. All forms of non-renewable energy are to be priced at their economic cost of supply.

b. A cross-subsidy or trade-off may be made among different forms of energy or within different products of a particular form of energy to promote growth and ensure social justice. A differential price structure for different groups of consumers based on social and other considerations may be retained.

c. An equalized pricing principle for a particular product throughout the country, at least upto certain point of delivery, say, district/thana/depot level is to be continued.

I.6.2 Specific Policy

a. The present price of natural gas is to be raised annually to reach its economic cost of supply in course of next five years.

b. In case of large scale participation of the private sector in the oil and gas exploration under PSC, the price of gas is to be linked to the price of high sulphur furnace oil as recommended in the Petroleum Policy.

c. The present subsidy on gas price for power and fertilizer is to be removed gradually. Subsidy, if required, is to be given at the end-user level and the related liabilities can not be passed on to the utilities.

d. Differential tariff is to be applied for use of gas by the bulk user (e.g. power and fertilizer) for the off-peak and peak hours.

e. Some subsidy on gas price for domestic use may be given on social considerations.

f. Cross-subsidy of liquid fuels may, however, be considered to promote growth, substitution and social justice.

g. While fixing up price for Diesel, MS, Kerosene, LPG etc., adequate care has to be taken to prevent adulteration of one product by the other or to discourage smuggling of the product outside the country.

h. The price of coal is to be set at its economic cost of production and supply.

I.7 Conservation

Following categories of conservation measures are to be strictly enforced to ensure rational,economic and efficient use of energy.

I.7.1 Energy Audit

Energy audit is to be enforced at all levels, so that wastage of energy can be checked and corrective measures taken. To this end, the Energy Conservation Act is to be introduced and the role of Energy Monitoring and Conservation Centre (EMCC) is to be strengthened.

I.7.2 Reduction of Wastage

a. Use of efficient processes in fertilizer production, BMRE, retrofiting and other measures are to be taken to reduce specific gas consumption in fertilizer production first to the level of the present average consumption of the national fertilizer factories and then at least to the specific consumption of Jamuna Fertilizer Factory. Any new fertilizer factory must have an specific gas consumption no more than that of the Jamuna Fertilizer Factory.

b. Use of efficient technologies for power generation, BMRE or retrofitting are to be undertaken for the existing power plants of different types having efficiency lower than the national average of that technology. Future power plants must have an efficiency acceptable at the international level.

I.7.3 Demand Management

a. Single/double shift industries are to be operated during off peak period.

b. Decision on establishing gas-based new fertilizer factories will be taken in such a way that total production is limited to the level of national demand.

c. Export of Fertilizer produced with subsidized price of gas is to be discouraged.

d. Incentives for fuel efficiency for all categories of end-uses may be given.

e. Fiscal incentives, including reduced taxes and duties may be given to promote the use of Compressed Natural Gas (CNG) in transports.

1.7.4 Efficient Use

a. Use of improved cooking appliances and lighting devices using commercial fuels are to be encouraged.

b. Use of efficient engines and furnaces as well as co-generation in industries, are to encouraged wherever feasible.

1.8 System Loss Reduction

a. All types of technical system losses are to be reduced to acceptable levels and non-technical losses are to be eliminated.

b. Adequate number of meters (system meters) are to be installed by the utilities at designated points of the gas network at the earliest.

c. Gas meters are to be checked and calibrated periodically and on a regular basis.

d. Power, fertilizer and all other industrial consumers are to provide their annual production and total gas consumption in order to estimate specific consumption.

1.9 Environment Policy

a. Environmental Impact Assessment should be made mandatory and should constitute an integral part of any new energy development project.

b. Use of economically viable environment friendly technology are to be promoted.

c. Use of fuel wood is to be discouraged and replacement fuels are to be made available at an affordable price.

d. Popular awareness to be promoted regarding environmental conservation.

e. In case of coal based power plants, disposal of ash and reduction of environmental emission are to be considered in technology selection.

f. In case of nuclear power plant, internationally acceptable criteria on radiation emission are to be observed. Abandoned hard rock mine faces may be considered for final disposal of such wastes.

g. Use of lead free petrol will be encouraged.

I.10 Emergency Stocks

I.10.1 Petroleum Fuels

The emergency stock is to be increased from the present level of 40 days to 60 days of consumption. Such reserves in storage tanks are to be distributed all over the country and reserve capacity for each location are be determined by considering extreme natural events like flood and cyclone, as well as drought.

I.10.2 Coal

Adequate emergency stock of coal, say equivalent to one month's consumption of off-shore island and flood prone areas may be maintained.

I.10.3. Natural Gas

Stand-by wells are to be provided to meet emergency situation. The reserve margin in this case is recommended to be 20% of the producing wells.

I.11 Investment and Lending Terms

a. Dependence on external donors is to be gradually replaced by internal financing to the extent possible. Public sector utilities are to be encouraged to mobilize own resources for their projects. The existing formalities for using internal resources of the utilities for implementation of their projects are to be simplified.

b. A part of the contributions of Petrobangla and the BPC towards the national exchequer is to be made available to the public sector utilities for investment in development of the non-renewable energy sector.

c. Public sector utilities are to be allowed to mobilize finance from the market through bank loans, debentures and floating shares.

d. Private sector financing is to be encouraged.

e. In case of government funding, same set of financing conditions are to be applicable for both the private and the public sector.

f. Considering the importance of energy as a vital infrastructure for development, interest on loans provided by the Government is to be equal to the lowest slab of interest for industrial loans.

g. Protection from foreign exchange fluctuations should be given to energy sector projects.

I.12 Project Planning and Implementation

a. A Master Plan for the sub-sector is to be developed, identifying projects along with the recommended phasing of implementation. The master plan may also include information on the project cost and economic analysis. Bankable documents are to be produced for a project in accordance with its schedule identified in the master plan.

b. Necessary attention should be given for reducing the delay in the process of project approval. The existing procedure should be modified so as to enable the concerned utility to implement the project according to the time schedule given in the project proforma.

I.13 Institutional Issues

Though Petrobangla has been organised in the functional line and operating companies have been registered as Public Limited Company, yet Petrobangla continues to remain as a Government Agency in the form of a Corporation. Petrobangla is to be corporatised and converted into a Public Limited Company (Holding Company) under the Companies Act of 1994 with necessary organisational and financial restructuring and the ownership to remain with Government. The new Company should have the right to select employees on its own terms and conditions of employment so as to attract and retain high quality staff.

A regulatory organization (National Energy Authority) is to be set up to facilitate co-ordination of the activities related to the future development of non-renewable energy and also to help the private and the public sector play complimentary roles in achieving various development targets. Terms of Reference of the proposed organization may include the followings, among others.

a. to decide a consensus projection on demand for commercial energy for planning of non-renewable energy sub-sector;

b. to develop tariff structures for commercial fuels in consultation with the public and the private sectors as well as the consumer groups;

c. to evolve a rational allocation of different fuel types.

I.13.1 Participation of Private Sector

a. Incentive packages defined through the Petroleum Policy are to be offered to the local and foreign entrepreneurs. Similar incentive packages is to be developed for the solid fuels as well.

b. In case of marketing of fuels by the private sector, the price fixation and the reliability of supply to all categories of consumers in the rural as well as the urban areas are to be regulated through the proposed regulatory authority (e.g. National Energy Authority).

I.14 Research and Development

a. A comprehensive R & D programme addressing the problems of development of non-renewable energy is to be drawn up and implemented in co-operation with the existing R & D and educational institutions of the country.

The areas for priority attention may include the following:

Policy Research

Resource Assessment

- Material
- Technology
- Management/Manpower

New Technology Acquisition and Adaptation.

Impact Assessment (Policy/Programme/Projects).

Standardization of Equipment and Procedures.

Data Base.

b. Sufficient funds are to be allocated for conducting the R & D programme according to a defined schedule. A certain percentage of PSC shares and revenue generated by the utilities is to be earmarked for this purpose.

c. Petrobangla should have a Research and Development Wing to help in achieving the above objectives.

I.15 Human Resource Development

a. A comprehensive programme on training linked with career planning of professionals is to be drawn up and implemented.

b. Sufficient funds are to be allocated for human resource development. A certain percentage of PSC shares and revenue generated by the utilities is to be earmarked for this purpose.

I.16 Legal Issues

Appropriate modifications/ revisions of the existing law, acts, regulations, ordinances, etc are to be made in consultation with the Ministry of Law in order to facilitate implementation of various provisions of the National Energy policy.

II. PETROLEUM POLICY[1]

(As approved by the Cabinet in its meeting held on 18.7.93)

II.1. Objective

The basic objectives underlying the policy are to:

i. undertake systematic survey, exploration and exploitation of petroleum resources and to ensure their rational use for sustainable development of the country,

ii. adopt uniform policy instrument for both public and private sector (local and foreign) enterprises,

iii. expedite exploration and development of indigenous petroleum resources,

iv. mobilize domestic and external financial and technical resources from private and public sector especially the former for the development of petroleum exploration, refining, import, export, storage, distribution and marketing,

v. consider development of gas fields through private sector, as a part of Government's privatization policy,

[1] For the purpose of the Petroleum Policy, Petroleum means any naturally occurring hydrocarbon, whether in liquid, gaseous or solid state as defined in the Bangladesh Petroleum Act, 1974.

vi. replace oil import by gas as far as possible and to augment energy supply by other undeveloped commercial energy sources such as coal, coal bed methane, peat as well as LPG and all other possible sources of conventional and non-conventional energy,

vii. strengthen the research, technical and administrative capabilities of the government agencies responsible for making policies and their effective implementation,

viii. encourage involvement of private sector in the petroleum industry and trade,

ix. create a competitive environment for giving the best deal to the consumer in price and quality, and

x. promote measures for environmental impact assessment in this sector.

II.2. Implementation

For achieving these policy objectives, the measures specific to various segments of the oil and gas sector are spelled out below:

II.2.1. Legal and Procedural

i. steps will be taken to amend the existing acts and rules to implement the policy wherever necessary,

ii. all applications for exploration licenses will be decided within six months and disputed or contested applications will be decided within nine months,

iii. a comprehensive data base necessary for exploration promotion will be developed and made available on payment of necessary fees for the use of exploration companies and the confidentiality rules will be amended to bring it in line with the international practice wherever necessary, and

iv. the model production sharing contract will be reviewed at intervals.

II.2.2 Fiscal

i. repatriation of profit as per production sharing contract (PSC) provision will be allowed,

ii. private and public sectors will be treated uniformly,

iii. no administering fee or signature bonus will be necessary on signing of PSC. Contract service fee to be paid annually will be biddable with a minimum of US $50,000.00 (Fifty thousand US dollars),

iv. special consideration will be given to application for PSC in offshore areas,

v. for offshore production, rate of bonuses and the Government's share would be lower than onshore production,

vi. no duty will be levied on machinery, equipment and consumables imported for petroleum operation during exploration, development or production stage,

vii. the equipment imported for enhahced oil and gas recovery will also be subject to the same concessionary rate of duty, and locally manufactured machinery and equipment used by the exploration companies will be entitled to all such benefits as are admissible on their export,

viii. pre-shipment inspection of machinery and other imported items will be mandatory,

ix. companies will remain harmless of all corporate tax and such other taxes as are determined under the terms of PSC, and

x. incentive oriented agreements will be made for exploration in and recovery from deeper horizons.

II.2.3. Commercial

i. local private companies will be encouraged to seek joint ventures with foreign companies and/or with BAPEX in exploration,

ii. the current practice of accepting a commercial discovery on the basis of the first exploration well followed by one appraisal well to determine the extent of the reservoir will be changed and declaration of commerciality on conclusive ground will be accepted even on the basis of one well,

iii. the gas producing companies will be assured a market outlet within a reasonable time of commercial discovery, and if indication of an outlet is not given by the government within 12 months of the declaration of commercial discovery, the producer would be free to find market outlet within the country, and

iv. the companies would be required to undertake optimal development of oil and gas fields for maximum recovery.

II.2.4. Pricing

i. The pricing for associated gas would be on a cost plus basis, while for non-associated gas it will be 75% of international price of high sulfur heavy fuel oil with negotiated discounts, and to encourage exploration in offshore areas, associated or non-associated gas from such fields will be priced at 25% higher than those from onshore areas,

ii. the price of locally produced LPG will be linked to international kerosene price on BTU basis with appropriate discount to encourage its local production, and

iii. the value of oil from each production area will be determined on the basis of market value comparable to Asia Pacific Petroleum Price Index (APPI).

II.3 Oil Refining

i. Private sector will be free to set up new refineries,

ii. private sector will be encouraged to install secondary conversion units for upgrading residual fuel to higher value products in collaboration with the existing refinery,

iii. new marketing companies linked with investment in development of infrastructure (storage, pipelines, wharves and other facilities) will be allowed,

iv. joint venture companies for i., ii. and iii. outlined above will be encouraged,

v. the pricing formula for refinery products will be based on import parity prices with a negotiated discount,

vi. refineries will be allowed to import required crude oil after lifting locally produced crude oil allocated from local source(s), and foreign exchange for import of crude oil will be made available,

vii. refineries will be free to sell their products to any marketing company or directly from the plant to any customer(s) within the country, and

viii. foreign companies investing in refinery or in blending plants whether on their own or in association with local investors will enjoy the benefits of Foreign Private Investment (Promotion and Protection) Act, 1980.

II.4. Lubricating Oil

i. Lubricating oil products will be free from price control,

ii. no permission will be required for establishing lubricating oil blending plants, grease and wax manufacturing plants subject to registration for quality check,

iii. investors will be free to procure raw materials from local or foreign sources,

iv. used lubricating oil will be sold only to registered reclamation plants or their authorized agents operating on prescribed guidelines,

v. quality standards will be defined according to the international standards and enforced through checks; each plant will be required to establish adequate testing facilities; penalty for non compliance will be imposed, and

vi. it will be preferable to have a licensing arrangement with internationally reputed oil company(s) or lubricant blending plants for product formulation.

II.5. Marketing and Distribution

i. In consultation with the Government the prices of products will be fixed and equalized for main installation and depots at various places in the country and freight will be added beyond these points,

ii. subject to uniformity in coverage development of retail outlets will be done by the marketing companies and individual investors based on environment, explosives and safety rules,

iii. the commission of the marketing companies and dealers will be excluded from the notified prices, and the dealers' commission will be left out to be determined by the marketing company or by the individual retailer,

iv. the private sector will be encouraged to invest in infrastructure like pipeline(s) including common carriers, storage, and distribution/handling facilities,

v. private sector may also be involved in phases in import and distribution of POL,

vi. marketing companies (under BPC) may import POL products after lifting the locally produced products, and

vii. to check adulteration and to enforce quality existing laws will be enforced.

II.6 Liquified Petroleum Gas (LPG)

LPG may be imported for meeting the demand of the country.

II.7. Research and Development

To enforce this policy, the monitoring, research and development capabilities of Petrobangla, Bangladesh Petroleum Institute, Bangladesh Petroleum Corporation, Geological Survey of Bangladesh, Universities and other Institutions will be strengthened by allocating a fixed percentage of the government share of the PSC and by utilizing the technical assistance provided by the petroleum producing companies under production sharing contracts.

II.8. CNG in Transport

The use of CNG in all types of road and riverine transports including locomotives replacing motor spirit and diesel will be commercialized. No duty, sales tax or surcharges will be levied on equipment imported for compression and refueling of natural gas and for conversion of vehicles. Local as well as foreign private capital will be encouraged to invest in all phases of CNG business.

II.9. Consultation

A standing panel will be constituted by the Ministry of Energy and Mineral Resources to advise the government on policy and operational issues relating to all phases of petroleum operation.

II.10. Safety and Environmental Protection

Laws, rules and policies formulated by the Government in this regard will be followed.

II.11. Welfare

The private companies in consultation with the Ministry of Energy & Mineral Resources/Petrobangla will contribute towards the:

i. development of roads, water supply, health and education facilities in the areas of their operation and towards any such other activities to be undertaken,

ii. undertake programs to improve the state of environment in their areas of operation.

III. RENEWABLE AND RURAL ENERGY POLICY

III.1. General Policy Issues

III.1.1 Sustainable Energy Development

All energy development programmes are to be aimed at sustainable development with minimal environmental effect.

III.1.2 Rural Energy

Rural sector plays a vital role in the national life in terms of economic activities, agricultural production and population. Therefore, energy needs of the rural areas are to be given priority in all activities related to the overall development of the energy sector.

III.1.3 Biomass Fuels

Direct and total replacement of biomass by commercial energy will be prohibitive for financial and infrastructural constraints. Biomass fuels will, therefore, continue to play an important role in the energy scene of the country for many years to come.

III.1.4 Commercial Fuels

Upper limit of supply of biomass fuels, imposed by the availability of land, would necessitate supplementing the supply side in the rural areas with commercial fuels. Penetration of commercial fuels into rural areas and all other activities related thereto are to be planned and implemented when the overall programme for development of the commercial fuels are drawn up.

III.1.5 Energy-Mix

Demand for total energy in the rural areas are to be met by a mix of bio-mass fuel, commercial fuels and the renewable energy technologies, and their composition would vary from place to place.

III.2 Specific Policy Issues

III.2.1 Resource Assessment and Planning Methodology

a. Systematic assessment of bio-mass resources of all types are to be made. In this process, scopes for alternate use of a part of such resources, like recycling a part of agro-residues into soil are to be identified.

b. Potentials of renewable sources of energy like solar, wind, mini/micro hydro, tidal, wave and geothermal are to be assessed along with the potentials for their harnessing as useful energy.

c. It would be prudent to conduct such assessment on an area basis, preferably considering Union or Thana as a unit for resource assessment.

d. End use based demands are to be balanced with the supply of fuel for each planning unit, which are to be used for planning and for projections , thereby turning such areas into individual units for a decentralized planning structure.

e. Rural and renewable energy database are to be established and updated on a regular basis to facilitate systematic planning.

III.2.2 Technology Assessment

a. Assessment of different technologies related to harnessing, conversion and consumption of bio-mass fuel and other types of new and renewable sources of energy is to be undertaken.

b. Testing, evaluation and standardization of different technologies are to be undertaken to assess their advantages and disadvantages under socio-economic conditions of Bangladesh, economic parameters, adaptability and other factors influencing their dissemination.

c Systematic research on other innovative technologies and for harnessing, conversion and consumption of bio-mass fuels and other renewable energy technologies is to be conducted.

III.2.3 Conservation

a. Conservation at end use level of biomass fuels is to be implemented through technological intervention, primarily by dissemination of technologies like improved stoves and biogas digestors, provided that these are otherwise found suitable on the basis of financial, socio-economic and technological considerations.

b. Conservation measures for use of woodfuel in urban households, for commercial places like hotels and restaurants and as fuel for certain industrial activities are to be encouraged. In this connection similar measures for households are to be given priority.

c. Motivation and incentives shall be provided in the rural areas for implementing conservation measures.

III.2.4 Environmental Policy

a. Ban on the use of woodfuel for brick burning is to be enforced strictly.

b. Use of woodfuel for melting bitumen for road carpeting is to be banned.

c. Use of woodfuel in urban areas and for brick burning shall be discouraged and at a later stage restricted by making alternate fuels (e.g. coal, peat, LPG, etc.) available for such purposes.

d. Alternate fuels are to be supplied in rural areas at an affordable price to encourage increase in recycling of agricultural residues back to soil in order to achieve and maintain sustainable agricultural production.

e. Watershed management should be an integral part of Hydropower project. Concerned government agencies should take care to the soil conservation and afforestation/reforestation issues and other activities to arrest soil erosion and consequently siltation within the dam area.

III.2.5 Afforestation/Reforestation

a. Afforestation/reforestation programmes are to be primarily aimed at bringing the forest coverage of the country to an environmentally acceptable level.

b. Availability of fuel wood as source of energy is to be considered only after afforestation has attained a sustainable level and an excess amount is available after meeting demands for its alternate value added uses like a source for timber.

c. Motivation is to be strengthened to establish that afforestation is a social and moral obligation for every citizen.

d. Research on identification of fast growing species of trees, having better fuel and/or timber values shall be strengthened keeping local climatic and soil conditions in view.

e. Extension programmes, especially those related to community or villages forestry, shall be planned and implemented through participation of the population living in that locality.

f. Phasing of afforestation/reforestation programmes shall be such that the areas like north-western part of the country, where deforestation has already assumed an alarming proportion, are taken up and continued on a priority basis.

III.2.6 Penetration of Commercial Fuels

a. Penetration of commercial fuels, including end user level distribution and retail outlets, shall be ensured and related projects planned and implemented with the same priority as in the case of urban areas.

b. Demand for commercial fuel for irrigation being extremely concentrated to specific season, the logistics of supply of such forms of energy shall be such that supply is reliable and price is fair at all times and particularly during the irrigation season.

c. Decentralized demand in rural areas may appear less lucrative to a private company as compared to the concentrated demand in the urban areas. Therefore, as and when the private sector is allowed to market commercial fuels, it should be made mandatory to ensure reliability of supply to rural areas at fair prices. Provisions of penalties should be incorporated for the failure of the distributor in ensuring this.

d. Retail outlets in the distribution network for commercial fuels shall be located so that the users can reach the nearest outlet easily and without spending much time.

III.2.7 Rural Electrification

a. The present concept of area coverage electrification with involvement of the population is to be extended to bring the entire country under electricity coverage in phases.

b. Rural electrification is to incorporate a component aimed at stimulating industrial activities and its other value added utilization. Linkages of the REB with different sectors, particularly the industrial sector, are to be established for identification and implementation of such potential end uses.

c. In order to enhance the impact of rural electrification programme, efforts are to be made to stimulate its demand at household levels. In mid-term perspective, the aim may be to provide electricity for at least 2 fluorescent tubes of 20 W capacity to each household under each PBS.

d. Planning of rural electrification is to be coordinated with that of the BPDB in order to avoid any mismatch between the demand and supply of electricity, particularly during the irrigation season.

e. Same set of criteria on reliability of power supply for different categories of consumers are to be applicable to the urban and rural consumers.

f. Rural consumers are to be motivated to adapt measures on conservation, to avoid wasteful uses of electricity and to support all measures leading to conservation, reduction of system losses, efficient load management and economic operation.

III.2.8 Renewable Energy Technologies

a. Biomass fuels have to be supplemented by commercial energy in order to help meet the demands in rural areas on a sustainable basis. But since resource constraints and other problems of logistics may actually impede attainment of such a target, renewable energy technologies are to be considered to bridge the resulting gap between demand and supply.

b. Remote and isolated areas, including the off-shore islands, Beel and Haor areas, which are not likely to be brought under the networks of commercial fuels in foreseeable future are to be considered as potential sites for implementing renewable energy technologies, in spite of their high capital cost.

c. Technologies like Solar Photovoltaic may also be considered even in other places for specific purposes like preservation of temperature sensitive drugs and vaccines, lighting and disaster management in cyclone shelters, where supply of reliable emergency power is more important than any other technical or financial/economic considerations.

d. Other technologies like those involving solar thermal conversion, may be considered for use in industries and rural hospitals.

e. Assessment of wind turbine technology, compatible with the average wind speed, is to be conducted and such units shall be built at specific locations depending on its economic performance and other technological considerations.

f. Technologies like mini/micro hydro, geothermal, tidal power, wave energy and others are to be assessed and considered for implementation based on their relative advantages/ disadvantages of economic, financial and technical parameters.

III.2.9 Tariff and Fiscal Policy

a. Pricing of commercial energy may influence both demand and mix of energy consumption in rural areas. Therefore, pricing policy at the macro level shall take due cognizance of its possible impact on rural energy demand-supply matrix.

b. Kerosene is used for lighting in the rural areas and lighting is indispensable for attaining socio-economic advancement including the government goal on universal literacy. Therefore, subsidy on kerosene price is to be considered.

c. All types of taxes and duties on renewable energy technologies shall be waived to encourage their promotion.

d. Finance for new and renewable energy technologies shall be provided at comparatively softer terms and conditions in order to encourage their promotion.

III.2.10 Legal Issues

a. Legal framework shall be developed and implemented to restrain use of fuel wood for brick burning and road carpeting, with the condition that alternate replacement fuel like coal and peat shall be made available for such purposes.

b. Legal framework is to be introduced for inter-connecting small and isolated electricity generating units with the national grids where applicable.

III.2.11 Human Resources Development

Management and utilization of bio-mass fuels, renewable energy technologies and overall rural energy are highly decentralized. Therefore, development of human resources for such task is to be taken up in a planned way.

III.2.12 Investment

a. Development of rural energy, and especially introduction of renewable energy technologies would require substantial financial support, especially as most of the rural population may not have such financial capability. As such, a separate financial institution may be organized with the mandate to provide financial support to the rural people on relatively softer term and conditions for helping implementation of energy related projects. Alternatively, existing commercial banks may be encouraged to earmark funds for such purposes.

b. Adequate funds are to be allocated for implementation of different programmes and projects related to renewable energy technologies and biomass fuels. Private sector investment shall also be encouraged.

c. Bank loans are to be provided for implementation of renewable energy technologies in the urban areas.

III.2.13 Institutional Issues

a. The Ministry of Energy and Mineral Resources is to administer all activities related to rural and renewable energy.

b. An institutional framework, like Renewable Energy Development Agency (REDA), is to be established for meeting the challenges of planned development of renewable energy technologies and efficient use of biomass fuels. This institution is to be under the Ministry of Energy and Mineral Resources.

c. Government funding for various programmes (including R & D, extension, studies, human resource development) related to rural energy, bio-mass fuels and renewable energy technologies shall be managed and coordinated by this institution (REDA).

d. At least 10% of the overall energy R&D fund, generated from contributions from production sharing contracts and also from government or external sources is to be made available for R&D in rural energy, biomass fuels and renewable energy technologies.

e. Extension of identified rural energy technologies is to be made through various government agencies dealing with extension and/or by the NGO's and the private sector.

IV. POWER POLICY

IV.1 Demand Forecast

a. The methodology of forecasting linking electricity with socio-economic goals of the country is to be used for projecting demands for electricity.

b. An agreed overall projection on demand is to be developed and used for all planning purposes. The projection is to be updated and if needed readjusted periodically based on achievement of targets.

c. A data base on the power sector is to be developed which shall be continuously updated .

IV.2 Long Term Planning and Project Implementation

a. Long term planning for development of the power sector is to be drawn up on the basis of the projection on demand, cost of supply, reliability and quality of supply and adequate transmission and distribution facilities.

b. Least cost approach is to be the basis for generation planning. Realistic exogenous constraints like transportation and logistics of fuel supply, energy security, maximum unit size, project management and environmental impact of technologies are to be defined and used as inputs for least cost expansion planning. Sufficient constraints may be built into the controlling factors related to supply in the west zone.

c. An overall master plan for electricity is to be developed incorporating the least cost generation expansion plan, transmission plan and distribution plan and phasing of projects. This master plan shall be the basis for all development programmes and projects of the power sector.

d. Bankable documents and detailed feasibility studies of such identified projects to be implemented at specific sites are to be prepared in advance by the respective utilities/ private companies for financing either by the Government or the commercial banks.

e. Special projects are to be identified (for example power plants in the west zone or the off-shore islands), implementation of which within a time frame are essential either to improve operational performance of the grid or to provide electricity on socio-economic considerations. Criteria for their acceptance may differ from the overall criteria for other projects of the sub-sector.

f. Distribution agencies such as REB, DESA as well as BPDB and the possible distribution companies in the private sector are to take up marginal expansion projects for their respective franchise area or a part or parts of it in annual rolling sequences under five year plans.

IV.3 Investment and Lending Terms

a. Development of the power sub-sector is to be such that the utilities can function economically and reliably and their financial situation permits generation of resources internally for financing at least a part of their development activities.

b. Utilities are to develop appropriate corporate financial structures along with efficient systems of accounting and financial management in order to facilitate accountability, transparency, to help assessing financial performance, decision making in investment, cost control and economic operation.

c. The terms of lending for finance offered by the Government to the utilities is to be fixed in such a way that the interest does not exceed the lowest slab of interest on loans offered by the commercial banks of the country.

d. The utilities are to be permitted to procure generating plants and other items of generation, transmission and distribution through international competitive bids and local suppliers/ manufacturers to be provided with adequate incentives to participate in such bids.

e. Efforts are to be made to raise capital from the market for the utilities as a whole or its individual projects through bank loans, floating share certificates and bonds. Efforts are to be made to encourage non-resident Bangladeshis, including wage earners abroad, to invest in the power sub-sector.

f. Incentives like tax exemption may be provided to encourage investments in the energy sector. A tax holiday of at least 5 years may be offered for the energy related projects.

g. No duty (including VAT) is to be levied on machinery, equipment, spares and other consumables for energy related projects. In case it becomes necessary to impose customs duties and taxes, then separate budgetary allocations are to be made to cover such expenses.

h. Public sector utilities, implementing Government financed projects, are to be allowed moratorium periods for repayment of loans covering at least the implementation phases of their projects.

i. Existing public sector institutions are to be transformed into public limited companies over a period of time in phases and when so done are to be registered with stock exchanges in Dhaka and overseas.

j. Public sector utilities are to have the option to enter into joint venture with private sector (Local and Foreign) in the fields of generation and distribution of electricity.

k. Protection from foreign exchange fluctuations should be given to power sector development projects.

IV.4 Fuels and Technologies

a. Efforts are to be made to maximize use of indigenous fuels, namely natural gas, coal, hydro-electricity and coal bed methane in the future generation mix of the country.

b. A mix of fuel for power generation is to be evolved so as to reduce reliance on any particular fuel type. Least cost fuel option for generation of electricity should be chosen.

c. Criteria for selection of a technology are to include its provenness, maintainability, reliability, adaptability, and efficiency and environmental compatibility.

d. Local coal is to be given preference for the future coal fired plants. In case of import of coal, infrastructure for its handling and transportation are to be developed in keeping with the volume of coal import for power generation.

e. Construction of nuclear power plants is to be considered on the basis of its cost-economics viz-a-viz alternatives using imported fuels and the problems of logistics of handling and transportation of oil and coal. Safety and waste management are to be given priority in selecting technology for nuclear power project.

f. Efforts are to be made to standardize systems, sub-systems and components of energy equipment so as to optimize cost, improve reliability of the system, facilitate operation and maintenance and optimize inventory of spares.

IV.5 Power Supply to the West Zone

a. Efforts are to be made to gradually bridge the gap in electricity supply between the west and the east zone.

b. The combined firm capacity of power plants in the west zone and the interconnector(s) is to be raised to at least half of the peak demand of the grid excluding the peak demand of Metropolitan Dhaka. This target is to be attained by the year 2010. The second East-West Interconnector is to be taken up on a priority basis.

c. The first coal fired plant in the west zone is to be taken up for implementation urgently.

d. Efforts are to be made to implement the Rooppur Nuclear Power Project, if this option is found competitive with the imported fuels, e.g. coal and oil.

e. Transmission and distribution network shall be developed in keeping with the planned growth in demand in the west zone.

f. Reliability and quality of supply in the west zone is to be improved.

IV.6 Power Supply to Isolated and Remote Load Centres

a. Plans for generation of electricity for isolated and remote areas like off-shore islands are to be drawn up separately and criteria for its acceptance shall be fixed on the basis of fuel and technology options relevant to such areas.

b. Transmission and distribution plans for similar load centres are to be developed on an area basis.

IV.7 Tariff

a. The tariff is to be reviewed and fixed in such a way that the utilities can be financially viable, can generate internal resources and at the same time the consumers can get electricity at a reasonable cost.

b Long run marginal cost is to form the basis for tariff formulation.

c. Subsidies, if provided due to social reasons, are to be given at the end-user level and the related liabilities can not be passed on to the utilities.

d. The slab system for domestic consumers and the tariff applicable for the low income group are to be reviewed periodically to decide on extent of relief.

e. Differential tariff related to time of the day is to be designed to facilitate efficient demand management. The difference in tariff shall be such that the consumers may have the incentive to avoid use of electricity during peak hours. Domestic consumers may be excluded from differential tariff.

f. Cross subsidy is to be provided in order to reduce burden of energy cost on identified consumer groups. In doing so, the burden on the other consumer groups is to be kept within reasonable limits.

IV.8 Captive and Stand-by Generation

a. Permission to install captive generation facilities are to be accorded by the regulatory authority.

b. Categories of activities where captive generation may be allowed shall include the following:

   i. Process industries, where loss of power may cause loss of a batch of production.

   ii. Co-generation by industries.

   iii. Industrial activities like paper and rayon where fluctuations in frequency may cause the loss of a batch of production.

   iv. Stand-by generation for Cinema halls, recreational facilities with capacity for not less than 100 persons, hospitals and other facilities of the health services like preservation of temperature sensitive drugs needing reliable power supply, cold storage, aviation, railway communication and related facilities, media services, including TV and radio, telecommunication and for high rise buildings.

c. Stand-by generation facilities allowed for the uses identified above shall be established to meet only extreme contingency. Capacity however should cover only the loads for maintaining essential services.

d. Price of gas used as fuel for captive generation (including stand-by) shall be at least equal to the price offered to the industrial sector. However, gas at concessional rate may be supplied to stand by generators having separate meter.

e. Price of diesel or other petroleum products for captive generation will be at least at par with that offered to the industrial sector.

f. Individuals/organisations living in an area not covered by the utilities can install captive generation facilities.

IV.9 System Loss Reduction

a Total system loss is to be brought down to a level typical to the successful utilities of the developing countries in the region, subject to cost effectiveness of such reduction in loss.

b. The auxiliary consumption of existing power plants is to be reviewed and attempts to be made to minimize such consumption through retrofiting subject to availability of financial resources.

c. Measures like transmission at higher voltages, optimum sizing of conductors, use of appropriate reactive power sources and adaptation of other technical measures are to be explored. Identified measures are to be implemented if found cost effective.

d. Optimization of the distribution systems through rehabilitation of distribution lines, sizing of transformers, use of capacitor banks are to be undertaken to reduce distribution loss. Standards for the distribution network are to be developed and implemented. Elevation of the existing distribution voltage is to be considered on the basis of its cost economics.

e. Energy meters are to be checked and calibrated periodically as follows:

i.	Bulk commercial and industrial consumers	:	at least once every 5 years.
ii.	Domestic consumers	:	at least once every 10 years
iii.	System meters	:	at least once every two years.

f. All industrial consumers are to provide information on their total production and total consumption of electricity in order to estimate their specific energy consumption.

g. Consumers are to be motivated through a social movement to realise that paying for electricity consumed is a social and moral obligation of each citizen.

h. Dishonest consumers and the personnel of the utility found guilty of collaborating with such dishonest consumers are to be liable to severe punishment.

i. Attractive incentive and prohibitive punishment scheme is to be developed and implemented in order to motivate utility employees to improve commercial operation.

IV.10 Load Management and Conservation

a. Measures are to be taken to reduce peak hour load. The possible areas where policy intervention can help implement such measures are as follows:

   i. Commercial activities in shopping centres and malls are to be closed down at 6 P.M. on working days. Exception to this shall be restaurants, medicine shops, groceries and shops for provisions.

   ii. Ceremonial illumination (for the purpose of private receptions, parties, wedding ceremonies) etc are to be restricted.

   iii. Industries are to stagger their holidays so that the holidays are distributed over the week.

   iv. Second off-peak tariff may be introduced for consumption between 11 P.M and 5 A.M. to encourage industries to stagger their second shift.

b. Following measures are to be taken for conservation of energy.

   i. Use of Power Factor Improvement plants are to be mandatory for all new consumers using induction motors in industries, bulk commercial consumers and irrigation pumps. Existing consumers of these categories are also to be encouraged to instal such plants.

ii. Attempts are to be made by the utilities to improve efficiency of the operating plants to the extent possible through rehabilitation. Replacement of power plants shall be made if this is more economic than rehabilitation.

iii. High efficiency appliances like fluorescent lamps with efficient ballast, electronic regulators for fans and high efficiency electric motors are to be used. Replacement of existing devices shall be encouraged.

iv. Industries producing conventional appliances are to be encouraged to change/modify their production line for manufacturing identified efficient appliances.

v. The utilities, local R & D and educational institutions shall undertake a joint survey to identify measures of conservation at the end-use level. Consumers will be motivated to adapt such identified measures.

c. Commercial banks should be encouraged to provide loans at softer terms for implementation of conservation measures at the end-use level.

IV.11 Reliability of Supply

a. Adequate generation capacity is to be installed on an emergency basis to overcome the existing power crisis.

b. Adequate reserve margin is to be provided by installing capacities in excess of peak demand (say 25%) so that the system can reliably accommodate planned maintenance and forced outage. Reliability criteria like Loss of Load Probability of the system are also to be prescribed and reviewed from time to time, which are to be considered for generation expansion plans.

c. Planning of major maintenance, including overhauling, retrofiting and rehabilitation is to be done meticulously and ahead of time so that necessary spares, experts and logistics are available in time. Interim replacement or rehabilitation of power plants are to be ensured at appropriate time (12 to 15 years for steam turbine and 8 to 10 for gas turbines), for which adequate funds are to be made available in time.

d. Yearly maintenance schedule is to be drawn up and implemented strictly without any exception.

e. Procurement method for spares and expert services are to be simplified so that supplies and services can be procured on call from abroad. An optimum inventory of spares and consumable is to be maintained.

f. Continued training of maintenance personnel is to be ensured to develop an adequate number of maintenance manpower. Dissemination of knowledge and use of feedback from past maintenance works are also to be ensured. Attractive salaries, remuneration and other forms of incentives and facilities are to be given to such personnel.

g. Expertise is to be developed in the field of protection engineering so as to ensure coordination, reliability and availability of protection systems.

h. Maintenance of distribution system is to be separated from functions of commercial operations. Maintenance personnel are to be dedicated exclusively for operation and maintenance works.

IV.12 System Stability

a. Adequate transmission links between generators and major load centers are to be provided to enhance system stability.

b. Fast acting relays and breakers, auto reclosing of transmission line, co-ordination among protective devices, quick acting governors and excitation system along with automatic load shedding scheme are to be provided.

c. Continuous monitoring and analysis of problems, setting and resetting of control and protective devices to respond to changed conditions are to be ensured.

IV.13 Load Despatching

a. Load despatching Centre is to ensure coordination among the power stations and load centres for economic, efficient and reliable operation of the power system through continuous control of load flows, regulation of voltage and reactive powers, and reduction of transmission losses.

b. The load despatch centre of the concerned utility is to be equipped with state of the art techniques for ensuring the above objectives.

IV.14 Institutional Issues

a. The utilities of the power sector are to be presently divided into two following major groups according to functional responsibilities :

i. generation and transmission

ii. distribution

b. BPDB is to be restructured along functional lines. The functions of generation and transmission are to be separated from those of distribution of electricity and two separate corporatised entities, one for carrying out generation and transmission functions and the other for carrying out distribution function in those areas that are now being served by BPDB are to be established over a period of time in phases. These two (new) public limited companies are to be formed under the Companies Act of 1913 with necessary organizational and financial restructuring and the ownership remaining with the Government. In the longer-term, generation and transmission functions may also be needed to be separated.

c. DESA is to be corporatised and converted into a public limited company under the Companies Act of 1913 with necessary organizational and financial restructuring with the ownership remaining with the Government.

d. There is to be a Board of Directors, to be appointed by the Government for each of the companies as mentioned under (b) and (c) above, for directing and monitoring the performance of the company. Majority of the Directors, including the Chairman are to be from various interest groups outside the Government. Government may retain indirect control on specified matters through nominated Directors (from within the Government) with voting rights.

e. The new companies should have the right to select employees on their own terms and conditions of employment so as to attract and retain high quality staff.

f. Regulatory functions of the power sector are to be administered by a regulatory body to be initially attached to the Ministry of Energy and Mineral Resources. Its responsibilities may include, among others, licensing, tariff, safety standards, codes, performance standards and definition of franchise area of operation and licensing and development and updating of an agreed forecast.

g. The responsibility of policy formulation involving the power sector are to continue to be vested with the Government.

IV.15 Private Sector Participation

a. Local and expatriate entrepreneurs are to be allowed to participate in development of the power sector. Possible modes of participation in functional areas may be as follows.

   i Generation: Specific projects included in the list of generation projects identified through national planning should be offered for private investment. Competitive tenders on the basis of Build-Own-Operate (BOO) and Joint Venture should be invited. Unsolicited offers received upto the approval date of this policy will be appraised by a competent group of experts (local and foreign) formed by the Ministry of Energy & Mineral Resources.

   ii Distribution: The Government is to invite private parties, possibly, including co-operative societies of utility employees, to supply power in one or more localities on an experimental basis, after evaluating alternative ways to organize their participation (e.g. franchise, contract).

   iii Contracting of Services: The government may consider contracting out some functions currently performed by BPDB and DESA particularly meter reading, billing and/or collections.

   iv Wheeling Arrangement: The electricity generated by private generators may be supplied to the grid system of the Generation and Transmission Company of agreed terms and conditions. The private/public generators may also sell directly to large consumers though the transmission and distribution facilities of other companies provided the facilities are adequate and the commercial terms and conditions of such wheeling arrangements are acceptable to all concerned.

b. Terms and conditions under which the private sector shall participate in generation and distribution are to be settled jointly by the Government, the proposed regulatory authority, entrepreneur(s), and the concerned utility companies.

c. Privatization of the power sector is to be considered in future depending on experience with corporatisation.

IV.16 Human Resource Development

a. Organization charts for operation and maintenance of new plants are to be designed in such a way that total manpower is not allowed to exceed the optimum level.

b. Present manpower of the utilities are to be reviewed to identify excess manpower. Such excess manpower may be utilized for future projects and plants.

c. Persons specifically hired for project implementation are to be employed on a contract basis and their service conditions shall preclude their automatic absorption in the utility.

d. Distribution utility boundaries are to be rationalized in order to avoid parallel operation and to optimize human resource utilization.

e. Employment opportunities or labour intensiveness should never be a criterion for acceptance of projects of power sub-sector.

f. A comprehensive training programme is to be developed for the power sector, which shall encompass all functional areas of the power sector and specifically include system planning, construction management, system operation and maintenance, utility management, financial management and computer aided operation.

g. Training is to be linked to career planning of professionals of the utilities.

h. The Government and/or the utilities are to provide adequate funds for implementation of the training programme.

i. A personnel, trained in a specific functional discipline, is not to be transferred to any other discipline.

j. Local training facilities are to be strengthened. Professionals receiving training abroad are to participate in local training as resource personnel in specific training programmes for ensuring smooth dissemination of technology and knowledge.

k. Local training facilities are to be made available to the future entrepreneurs of the private sector on payment of prescribed charges.

l. Inter-utility linkage in the field of human resource development is to be strengthened.

IV.17 Regional/International Cooperation

i. Possibility of importing electricity from neighbouring countries may be examined.

ii. Attempts may be made to include inter utility cooperation in the list of SAARC activities.

iii. Linkages of local utilities with those in other countries are to be established to form a basis for exchange of experience in power development and training of human resources.

IV.18 Technology Transfer and Research Programme

i. Transfer of technology is to be given due consideration in development of the power sector.

ii. Efforts are to be made to substitute import by local inputs. This may include both hardware and software like engineering, design and project management. At distribution level in particular, locally produced materials and equipment are to be used to substitute import.

iii. Local industries are to be assessed in order to identify manufacturing capabilities relevant to projects of power sector. Industries, thus identified, are to be encouraged to manufacture identified items as per standards.

iv. Utilities are to form a group of experts to provide advisory and consulting service in the power sector. Such groups shall be allowed to function on a commercial basis.

v. A comprehensive Research and development programme addressing problems of electrical energy is to be drawn up and implemented in cooperation with local universities/ BITs and R & D institutions. Adequate funds are to be made available for implementation of the R & D programme.

IV.19 Environmental Policy

i. Development of power sub-sector shall be such that it is sustainable environmentally and cost-effective at the same time.

ii. Environmental Impact Assessment shall be mandatory for any project of electricity generation. Clearance of projects from environmental point of view shall be accorded without undue delay so as to avoid cost and schedule over runs.

IV.17 Regional/International Cooperation

i. Possibility of importing electricity from neighbouring countries may be examined.

ii. Attempts may be made to include inter utility cooperation in the list of SAARC activities.

iii. Linkages of local utilities with those in other countries are to be established to form a basis for exchange of experience in power development and training of human resources.

IV.18 Technology Transfer and Research Programme

i. Transfer of technology is to be given due consideration in development of the power sector.

ii. Efforts are to be made to substitute import by local inputs. This may include both hardware and software like engineering, design and project management. At distribution level in particular, locally produced materials and equipment are to be used to substitute import.

iii. Local industries are to be assessed in order to identify manufacturing capabilities relevant to projects of power sector. Industries, thus identified, are to be encouraged to manufacture identified items as per standards.

iv. Utilities are to form a group of experts to provide advisory and consulting service in the power sector. Such groups shall be allowed to function on a commercial basis.

v. A comprehensive Research and development programme addressing problems of electrical energy is to be drawn up and implemented in cooperation with local universities/ BITs and R & D institutions. Adequate funds are to be made available for implementation of the R & D programme.

IV.19 Environmental Policy

i. Development of power sub-sector shall be such that it is sustainable environmentally and cost-effective at the same time.

ii. Environmental Impact Assessment shall be mandatory for any project of electricity generation. Clearance of projects from environmental point of view shall be accorded without undue delay so as to avoid cost and schedule over runs.

iii. The Department of Environment shall prescribe standard contents and formats of EIA to be submitted on electricity projects and also define other regulatory codes, guides and standards on emission and thermal pollution from generating plants. Same environmental standards shall be applicable to the new plants in the private and the public sectors.

iv. All new projects shall conform to the limits, codes, guides and standards that may exist at the time of project planning. In case of power plants already existing or under implementation, efforts shall be made to reduce the pollution as close as possible to the permissible level. In such cases economics of power generation and its effect on tariff shall be taken into account in reducing their pollution level.

v. Provisions under the Nuclear Safety and Radiation Control Act (Act 21 of 1993, the Government of Bangladesh) and its regulations in addition to environmental standards of the Department of Environment shall be mandatory in installation, operation and maintenance of nuclear power plants.

vi. Mode of disposal of wastes in case of coal-fired plants and radioactive wastes of nuclear power plants, as defined by the Department of Environment and the Nuclear Safety and Radiation Protection Division of BAEC, shall be followed.

vii. Watershed management should be an integral part of a hydropower project. Concerned government agencies should take care of the soil conservation and afforestation/reforestation issues and other activities to arrest soil erosion and consequently siltation within the dam area.

IV.20 Legal Issues

Appropriate modification/revisions of the existing Law, Acts, Ordinances, Regulations, etc are to be made in consultation with the Ministry of Law in order to facilitate implementation of various provisions of the National Energy Policy.

V. RURAL ELECTRIFICATION POLICY

V.1. General Policy Issues

a. Planning of rural electrification is to be made consistent with the overall goals of socio-economic development of the country.

b. Economic viability and overall economic sustainability are to be considered at the time of extension of rural electrification programme.

V.2. Specific Policy Issues

V.2.1. Demand Estimation and Planning

a. Demand for electricity in any rural area is to be duly assessed for different time horizons based on the demands for different categories of end-users.

b. Factors influencing growth in demand like possibilities of surplus income, changes in life style, scopes for diversification of economic activities and interdependence of end-uses and their effect on the demand for electricity are to be taken into cognizance and to be reflected in demand forecasts.

c. Area of coverage within a PBS or the PBS itself is to be determined on the basis of load quantum, numbers and mix of consumers and load factor.

d. Phasing of coverage of an area within a defined utility boundary and also an utility unit (PBS) is to be drawn up on the basis of growth of load and economics of extension.

e. The existing Master Plan is to be updated to provide a realistic programme on bringing all the rural areas of the country under electrification in phases. Such a Master Plan, delineating load centres and their growth potentials, is to be the basis for rural electrification irrespective of the utility to be actually involved in its implementation. Area based micro planning is to be integrated for preparing the Master Plan on rural electrification.

V.2.2 Approach for Extension

a. Primarily the techno-economic considerations are to determine the priority of areas to be electrified.

b. In case of resource constraints, areas with better prospects of utilization and better economic return shall be given preference over others.

c. In case an area within a PBS or a PBS itself is taken up for electrification for reasons other than technical and economic viability, then the concerned PBS is to be given financial support, including rescheduling of debt servicing (e.g. extended moratorium).

V.2.3 Palli Bidyut Samity

a. Electrification through Palli Bidyut Samity with scopes for participation of rural consumers in the entire programme is to be continued.

V.2.4. Financing for Extension of REB Network

a. Adequate financial resources are to be allocated for implementation of the Master Plan on rural electrification.

b. Conditions of financing (interest rate and repayment schedule) are to be such that a PBS can meet the debt servicing liabilities without frequently increasing the tariff rates.

c. The existing system of repayment of debts by the PBSs for 30 years including a grace period of 5 years may be continued. The conditions for repayment of debt may be further relaxed for financially weaker PBSs (having low load density and low utilization factor), especially during the initial years of their commercial operation.

V.2.5 Cost Optimization and Need for Import Substitution

a. Capital cost for establishing PBS and construction of distribution lines including other equipment is to be reduced by gradually replacing import with equivalent locally produced items.

b. The private sector is to be encouraged to produce identified items of rural electrification in sufficient quantities and according to the standard and quality to be specified by REB.

c. Local producers are to be offered the opportunity and terms and conditions equivalent to the imported items for rural electrification network in order to encourage them to produce such items locally. Reduced duties may be charged on imported raw materials to be used by the concerned manufacturing industries.

V.2.6 Number of PBS and the Average Size

a. Each PBS may cover on the average 6 Thanas and the average size of a PBS is to be of the order of 1,500 Sq. Kilometers.

b. Minimum size of a PBS in terms of installed capacity is to be 20 MVA, while the maximum size is to be determined by the trend of growth in demand. If management of a PBS of size larger than 100 MW appears to be difficult, then the PBS may be split into two PBS or a part of its load may be merged with an adjacent smaller PBS, if available.

c. Depending on the area served, physical distance of the furthest consumer from the PBS Headquarters, a PBS may be split into more than one rural electrification districts. In this case the overhead of maintaining district offices is to be optimized.

d. If a utility other than REB is given the responsibility for electrification of the districts in Chittagong Hill Tracts, then the expansion of rural electrification network in those areas is to meet the criteria followed for the REB network.

V.2.7. Capacity Utilization and Load Factor

a. Efforts are to be made to increase capacity utilization of the existing and future PBS in order to improve their economic performance.

b. Target minimum annual sale of a PBS is to be not less than 60 GWh in order to help them attain an economic break even point.

c. The annual load factor of a PBS is to be as close to the national grid as possible in order to improve economic performance.

V.2.8 Demand Management

a. Demand in a PBS is to be managed efficiently, so that the average to peak demand ratio may be as high as possible. The peak demand is also to be restricted so as to facilitate efficient demand management and economic operation of the national grid.

b. Use of energy during off-peak hours is to be encouraged in order to improve financial performance of the rural electrification network and the national grid.

V.2.9 Domestic Use of Electricity

a. Domestic connections to as many households in an electrified area as possible is to be aimed so that an average household can have two fluorescent tubes of 20 Watt capacity each.

b. Domestic consumers are to be encouraged to avoid wasteful use of energy.

V.2.10. Industrial Demand

a. Scopes for growth in industrial demand for electricity shall be exploited to the extent possible.

b. A congenial atmosphere and incentive packages are to be developed and offered to the private sector for establishing industrial units in the rural areas.

c. Categories of industries for implementation in rural areas are to be identified, and if needed new industries of such categories are to be allowed to be set up in rural areas only.

d. A list of industries may be drawn up for each PBS based on analysis of resources available, priority and other techno-economical considerations. Such a list of industries may be annexed to the master plan for rural electrification.

e. PBS with surplus cash may be encouraged to invest in local industrial ventures. The local financial institutions may be encouraged to accept a solvent PBS as a collateral security.

f. Credit for rural industries may be provided at softer terms and conditions based on the consideration that the resulting improvement in rural economy, diversification of activities and improvement in life style will help restriction of migration and unplanned urbanization.

V.2.11 <u>System Loss Reduction and Conservation</u>

a. Efforts are to be made through the PBS members to bring down the non-technical loss. Villagers are to be motivated to realize their social and moral obligations to reduce loss. They should be convinced that the reduction of loss will fetch many financial benefits to them, including scopes for equity participation in industrial projects.

b. Villagers are to be motivated to avoid wasteful use of energy and the use of electricity during peak hours is to be restricted.

c. Each Palli Bidyut Samity is to identify measures at different end-use levels so that wasteful use of energy can be avoided through technological interventions.

V.2.12 Power Generation

a. If it becomes necessary to install separate power plants for the REB network, the same are to be planned keeping in view the expansion plan for the national grid and cost economics of such a project *viz-a-viz* its effect on the tariff structure.

b. Renewable energy technologies like solar photovoltaic and wind energy may be considered for rural areas on their cost economics.

c. Gestation time for the solar PV being much lower (months) than other energy projects, these may be considered for large scale deployment whenever the capital cost comes down to an acceptable level. In case of wind turbines, suitable type is to be selected which can be operated optimally at the average wind speed of the selected site.

V.2.13 Environment

a. Environmental Impact Assessment for possible future power plants built by the PBS/REB are to be conducted in the same line as applicable for any other power plant.

V.2.14 Tariff Structures

a. Tariff structure for rural consumers is to be developed in such a way that the PBS are economically viable, while the rates are within the purchasing power of the rural communities.

b. Rural industries may be offered lower tariff than the urban industries during off-peak hours in order to stimulate rural industrial activities and to facilitate efficient demand management.

c. Considering the importance of agriculture, special tariff facilities is to be offered for irrigation pumps during off-peak hours.

d. Electricity consumption in rural commercial sector during peak hours is to be discouraged through the differential tariff structure.

e. Operation of husking and milling units during peak hours are to be discouraged by imposing high rates.

V.2.15. Rationalization of Utility Areas

a. The supply areas are to be such that the network can be efficiently planned, implemented and managed. If needed an utility area with low load density may be merged with the adjacent utility area.

b. System load is to have sufficient magnitude. A minimum of about 15 MW would be necessary while optimum levels would be over 50 MW.

c. The consumers served are to be at least of the order of about 15,000 with a good mix of consumer types.

d. The demarcation between adjacent operational units is to be such that efficient net work configurations can be attained.

The supply area is to be contiguous and one utility should not have pockets of supply areas within another utility.

V.2.16 Institutional Issues

a. Scopes of REB activities may be widened by incorporating activities related to stimulation of demands for electricity, especially in the industries sector.

b. Advisory roles of external agencies (BRDB, BADC and BSCIC) are to aim at rural industrialization and diversification of economic activities. The advisory board of REB is to be widened by inclusion of private sector representative.

c. REB is to be provided with additional financial resources enabling it to enhance its capability in expansion of the network to 10,000 Km per year by the year 2000 AD based on adequate demand and generation.

Table 2.1 **Agencies Responsible for Planning of the Energy Sector**

Energy Sources	Planning Commission		Ministries and Agencies
	Division	Section/Wing	
Commercial Energy	Industry & Energy	1. OGNR 2. Power 3. Rural & Renewable 4. Energy Modeling & Economics	Ministry of Energy & Mineral Resources and concerned agencies
Biomass Fuels	Agriculture and Rural Institution	Forestry Wing	Ministry of Env. and Forests and concerned agencies
Animal Draft Power	Agriculture and Rural Institution	Livestock and Fisheries Wing	Ministry of Fisheries & Livestock & concerned agencies

Table 2.2 **Agencies Involved in Development & Management of the Energy Sector**

Functions	Ministry/Agency
1. Commercial Energy	Ministry of Energy & Mineral Resources
1.1 Indigenous fuels	
a. Survey, geological mapping, Exploration of minerals.	a. Geological Survey of Bangladesh
b. Leasing for extraction of minerals	b. Bangladesh Bureau of Mines
c. Exploration, production, transmission, distribution & marketing of indigenous petroleum fuels.	c. Petrobangla and Its subsidiaries
c1. Exploration of oil and gas	c1. BAPEX
c2. Operation of gas fields	c2. BGFCL, SGFL
c3. Transmission & distribution of gas within franchise areas.	c3. BGSL, GTC, JGTDSL, TGTDCL
c4. Marketing of CNG	c4. RPGCL
d. Research Training on Oil and Gas	d. Bangladesh Petroleum Institute
1.2 Import of crude & petroleum products; processing, distribution & marketing of petroleum products	1.2 Bangladesh Petroleum Corporation and its subsidiary companies
a. Import of crude & petroleum products & export of refinery products	a. BPC
b. Refining of crude	b. ERL
c. Bitumen production	c. ABPL
d. LPG bottling	d. LPG Bottling Plant
e. Blending of Lube Oil	e. ELBP, SAOCL
f. Distribution & marketing of petroleum products	f. BPC & Oil Companies: JOCL, MPL, POCL

Table 3.1 Presently Known and Exploitable Indigenous Primary Energy Resources

Resource (Location)	Location	Net Recoverable Reserve	Production/Supply		Comments
			Present	Projected	
Coal (West Zone)	Barapukuria	70 Million tonnes	0	1 million Tons/year from 2000	Reserve 300 Million tonnes in place
Crude Oil (East Zone)	Haripur	5.5 Million Barrels (June '93)	16.4 tonnes/day (June '93)	Not yet ascertained	Appraisal of the field needed
Natural Gas (East Zone)	17 gas fields	10.44 TCF (June '93)	558 MMCFD (June '93)	1000 MMCFD by 2000	Reserve life-time upto 2020
Natural Gas Liquid (East Zone)	Producing Gas Fields	53.5 Million Barrels (June '93)	137 tonnes/day (June '93)	479 tonnes/day	After Commissioning of Kailastila & Beanibazar fields
Hydropower (East Zone)	Kaptai	N/A	1000 GWh/year	1000 GWh/year	Only Kaptai site being exploited

Functions	Ministry/Agency
1.3 Electricity	
a. Regulatory functions	a. Office of the Electrical Advisor and Chief Electric Inspector
b. Generation	b. BPDB (REB)
c. Transmission & Distribution	c. BPDB, DESA
d. Distribution	
d1. In rural areas	d1. REB (BPDB, DESA)
d2. In Metropolitan area of Dhaka and district headquarters of Gazipur, Manikganj, Munshiganj, Narayanganj and Narshingdi.	d2. DESA
d3. All other areas excluding d1 & d2	d3. BPDB
1.4 Import of Coal	1.4 Private Sector
1.5 Energy Conservation: Conservation of energy in industrial units through energy audits and studies.	1.5 EMCC
2. Biomass Fuels and Animal Power	
2.1. Production of Agricultural Residues	2.1 Ministry of Agriculture and its agencies, farmers and households
2.2 Development and Management of Forest Resources	2.2 Ministry of Environment and Forest Department of Forest for state owned forest and also for extension support to village forests.
2.3 Development of Livestock Resources	2.3 Ministry of Fisheries and Livestock, Department of Livestock.
3. Development of other Renewable Energy Sources.	
3.1 Hydropower	3.1 BPDB
3.2 Research & Demonstration on New-renewable Energy Technologies	3.2 BAEC, BAU, BCSIR, BUET, DU, REB

Table 3.2 Prospects of Additional Reserves of Primary Energy Resources

Resource (Location)	Source	Possible Additional Reserve	Comments
Coal (West Zone)	Jamalganj	1 Billion tonnes	Mining would depend on technology & economics of mining from deep seams (1000 Meters)
	Khalashpir	450 Million tonnes	Favourable for mining. Feasibility study needed.
	Other areas in North-West part	Not known	Prospects bright. Contract Signed on royalty basis.
Coal Bed Methane (West Zone)	Jamalganj and other coal mines	One seam at Jamalgonj has a CBM potential of 0.5 TCF	Studies leading to production at Jamalgonj and feasibility studies for other locations needed.
Peat (West Zone)	Faridpur Khulna	170 Million tonnes	Demonstration project undertaken at Madaripur.
Crude Oil	Kailashtila, Fenchugonj Different off and on-shore locations	Oil prospects reported. Prospects believed to be bright	Appraisal and testing required. Exploration needed. Financial Constraints may be solved by involving private sector
Natural Gas (East Zone)	Existing fields	2.5 TCF	Increase in recoverable reserve through appraisal of possible reserve.
	Existing fields	2.6 TCF	By reducing abandonment pressure to 500 psig in case of volumetric drive. Compressors would be needed
	Proven fields, undrilled structures and structural leads	4.2 TCF	42 TCF estimated in the Hydrocarbon Habitat Study, out of which 10% is assumed to be recoverable.
Hydropower (East Zone)	Matamuhuri	300 GWh/year	Inundation of land and interference with human settlement should be considered before taking decision
	Sangu	200 GWh/year	
	Mini-hydro sites at Sylhet, Chittagong and Chittagong HT.	10 GWh/year	Feasibility studies on three sites identified in the Chinese study on Mini-hydro may be undertaken.

Table 3.3 Supply of Biomass Fuels in Bangladesh in 1981

Type of Land	Area million acre	%	Biomass Fuels Million tonnes	Peta Joule	%
Forests	5.41	15.30	0.68	10.30	2.15
Not available for					
Cultivation	6.36	18.00	0.08	1.20	0.25
Village Forests	0.74	2.10	4.66	65.60	13.70
Culturable Wastes	0.62	1.80	0.15	2.00	0.41
Current Fallow	1.40	4.00	0.33	4.70	0.98
Net Crop	20.77	58.80	23.08	288.48	60.20
Total Area	35.33	100.00	29.00	372.28	77.69
Livestock (20.5 million head)			6.70 (Dung)	77.72	16.21
Recycle Biomass			2.30	29.30	6.10
Total			38.00	479.30	100.00

Source: GOB (1987).

Table 4.1 Energy Balance Table 1990 In Peta Joule (10^{15} Joule)

Description	Commercial Energy						Biomass Fuels					
*	Natural Gas	Crude Oil	Petroleum Product	Coal	Electricity	Total Comm	Agric. Residues	Tree Residues	Fuel wood	Dung	Total Biomass	TOTAL ENERGY
I SUPPLY :												
Primary-Production	163.4	-	2.7	-	3.3	169.4	316.6	22.5	88.2	71.7	499.0	668.4
Import	-	53.4	48.0	12.3	-	113.7	-	-	-	-	-	113.7
Export	-	-	-6.3	-	-	-6.3	-	-	-	-	-	-6.3
Stock Exchange	-	-5.9	-6.8	0.1	-	-12.6	-	-	-	-	-	-12.6
Total Primary	163.4	47.5	37.6	12.4	3.3	264.2	316.6	22.5	88.2	71.7	499.0	763.2
Primary Percent	21.4	6.2	4.9	1.6	0.4	34.5	41.5	2.9	11.6	9.4	65.4	99.9
II TRANSFORMATION												
Refinery	-1.0	-47.5	44.1	-	-	-4.4	-	-	-	-	-	-4.4
Thermal Power	-69.3	-	-8.8	-	24.4	-53.7	-	-	-	-	-	-53.7
Losses & Own Use	-9.9	-	-4.0	-	-8.3	-22.2	-	-	-	-	-	-22.2
Total Final-Supply	83.2	-	68.9	12.4	19.4	183.9	316.6	22.5	88.2	71.7	499.0	682.9
III CONSUMPTION												
Domestic	9.3	-	23.6	-	4.9	37.8	243.0	22.5	67.3	71.7	404.5	442.3
Industrial	14.0	-	7.0	9.5	10.0	40.5	73.6	-	19.1	-	92.7	133.2
Commercial	3.1	-	-	0.4	3.6	7.1	-	-	1.8	-	1.8	8.9
Transport	-	-	25.0	2.5	-	27.5	-	-	-	-	-	27.5
Agricultural	-	-	11.0	-	0.9	11.9	-	-	-	-	-	11.9
Others	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3
Non-Energy Use	56.8	-	2.0	-	-	58.8	-	-	-	-	-	58.8
Total Final-Consumpn.	83.2	-	68.9	12.4	19.4	183.9	316.6	22.5	88.2	71.7	499.0	682.9
Final Energy %	12.2	-	10.1	1.8	2.8	26.9	46.4	3.3	12.9	10.5	73.1	100.0

Conversion Factors			
Natural Gas	1 MMCF = 0.00099PJ	Electricity	1 GWh = 0.0036 PJ
Crude Oil	1000 Tonne = 0.0427 PJ	Petroleum Product (Av.)	1000 Tonne = 0.0427 PJ
Coal	1000 Tonne = 0.027 PJ	Fuel-wood	1000 Tonne = 0.0151 PJ
Agri. & Tree Res.	1000 Tonne = 0.0125 PJ	Dung	1000 Tonne = 0.0116 PJ

Source: GOB 1990.

Table 4.2 Natural Gas Reserves of Bangladesh

Field	Discovery	Reserve		**			**	
		Proven+ Probable TCF	Recoverable TCF	Cummulative Production TCF	Net REC Reserve TCF	REC Condensate MMBBL	CUM Production MMBBL	Net REC Condensate MMBBL
Bakhrabad	1969	1.432	0.867	0.328	0.539	2.13	0.53	1.60
Feni	1981	0.132	0.08	0.0113	0.0687	0.24	0.03	0.21
Habiganj	1963	3.66	1.90	0.375	1.520	0.10	0.02	0.08
Kailastila	1962	3.65	2.53	0.0626	2.466	27.56	0.68	26.88
Rashidpur	1960	2.24	1.31	-	1.310	4.00	-	4.00
*Sylhet	1955	0.44	0.27	0.1521	0.114	0.89	0.52	0.37
Titas	1962	4.13	2.10	1.00	1.099	3.02	1.44	1.68
*Chatak	1959	1.90	1.14	0.026	1.114	0.08	-	0.08
*Kamta	1981	0.32	0.20	0.021	0.174	0.04	-	0.04
Beanibazar	1981	0.243	0.114	-	0.114	1.82	-	1.82
Begumganj	1977	0.025	0.015	-	0.015	0.01	-	0.02
Belabo	1990	0.194	0.126	-	0.126	0.31	-	0.31
Fenchuganj	1988	0.35	0.21	-	0.210	0.52	-	0.52
Jalalabad	1989	1.50	0.90	-	0.900	15.75	-	15.75
Kutubdia	1977	0.78	0.468	-	0.468	-	-	-
Meghna	1990	0.159	0.104	-	0.104	0.21	-	0.21
Semutang	1969	0.164	0.098	-	0.098	0.02	-	0.02
Total		21.354	12.416	1.977	10.439	56.70	3.22	53.48

* Production Suspended, ++ Cummulative Production upto June, 1993.

Source: Petrobangla.

Table 5.1 Economic Growth Rates

	1990—95	1995—2000	2000—05	2005—10	2010—15	2015—2020
Low Scenario	4.44	5.25	5.24	5.24	6.65	6.65
Reference Scenario	5.0	6.0	6.7	7.2	7.5	8.0

Table 5.2 Projected Demand for Commercial Energy and Electricity (Low Economic Growth Scenario).

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Population (million)	107	118	130	141	153	165	177
GDP Growth Rate	4.44%	5.25%	5.24%	5.24%	5.24%	6.65%	6.65%
Per capita GNP($)	190	214	242	276	317	366	424
Energy Co-efficient	1.62	1.37	1.37	1.37	1.08	1.08	1.08
Energy Growth Rate	7.13%	7.19%	7.18%	7.18%	7.18%	7.18%	7.18%
Per Capita KGOE	56	68	92	127	157	219	272
Total Energy (MTOE)	6	8	12	18	24	36	48
Total Energy (PJ)	256	342	512	769	1025	1537	2050
MJ/$ GNP	13	14	16	20	21	26	27
Electricity							
Percentage in Fuel	35%	37%	39%	37%	33%	33%	33%
Total GWH	8207	11584	18315	26063	30994	46491	61988
Per capita kWh	77	98	141	185	203	282	351
Load Factor	55%	57%	57%	57%	58%	59%	60%
Peak Load MW	1703	2320	3668	5220	6100	8995	11794

Table 5.3 Projected Demand for Commercial Energy and Electricity Reference Economic Growth Scenarios)

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Population (million)	107	118	130	141	153	165	177
GDP Growth Rate	4.5%	5.4%	6.4%	7.2%	7.7%	8.2%	8.7%
Per capita GDP($)	190	214	254	318	416	560	774
Energy Co-efficient	1.62	1.37	1.37	1.37	1.08	1.08	1.08
Energy Growth Rate	7.34%	7.4%	8.77%	9.86%	8.32%	8.86%	9.40%
Per Capita KGOE	56	72	94	131	194	269	384
Total Energy (MTOE)	6	8	12	19	31	46	72
Total Energy (PJ)	256	362	531	827	1314	1979	3055
MJ/$ GDP	13	14	16	18	20	20	21

Electricity

	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Percentage in Fuel	35%	37%	39%	37%	33%	33%	33%
Total GWH	8207	12280	18971	28060	39750	59858	92402
Per capita kWh	77	104	146	199	260	363	523
Load Factor	55%	57%	57%	57%	58%	59%	60%
Peak Load	1703	2459	3799	5620	7823	11581	17580

Table 6.1 **Demand Supply Balances of Current Option**

In Peta Joule

Description	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Demand							
Low Scenario	256.0	342.0	512.0	769.0	1025.0	1537.0	2050.0
Ref. Scenario	256.0	362.0	531.0	827.0	1314.0	1979.0	3055.0
Indigenous Supply							
Natural Gas	168.84	262.31	366.83	366.83	366.83	366.83	366.83
NGL & LPG	1.56	2.97	7.27	7.27	7.27	7.27	7.27
Oil	1.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Coal	0.0	0.0	27.0	27.0	32.4	32.4	32.4
Peat	0.0	0.0	0.0	0.08	0.15	0.15	0.15
Hydro	11.43	11.43	11.43	11.43	14.86	14.86	14.86
Sub-total	181.83	276.71	412.53	412.60	412.51	412.51	412.51
Deficit in PJ							
Low Scenario	74.17	65.29	99.47	356.40	612.49	1124.49	1637.49
Ref. Scenario	74.17	85.29	118.47	414.40	901.49	1566.49	2642.49
Deficit in MTOE							
Low Scenario	1.74	1.53	2.32	8.34	14.34	26.33	38.34
Ref. Scenario	1.74	1.99	2.77	9.70	21.11	36.68	61.88

Table 6.2 Primary Energy Mix for Power Generation

(Figures in GWh)

Type	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2020
Total Generation Low Scenario	8207	11584	18115	26063	30954	46491	61998
Ref. Scenario	8207	12280	18971	28060	39750	59858	92482
Gas	7285	10500	15000	15000	15000	15000	15000
Coal	0	0	1030	2000	2000	2000	2000
Hydro	800	800	1000	1000	1300	1300	1300
Total Generation from Indigenous Fuel	8085	11300	17030	18000	18300	18300	18300
Deficit*							
Low Scenario	122	284	1085	8063	12654	28191	43698
Ref. Scenario	122	980	1941	10060	21450	41558	74182

* To be generated by imported fuels.

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আক্তারার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF POWER, ENERGY AND MINERAL RESOURCES

NATIONAL ENERGY POLICY

DHAKA, MAY 2004

TABLE OF CONTENTS

1.0. INTRODUCTION ---------- 1

1.1 Background ---------- 1

1.2 Objectives ---------- 2

2.0. EXISTING INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS ---------- 3

3.0. ENERGY RESOURCES ---------- 4

3.1 Primary commercial energy resources ---------- 4

3.2 Primary Biomass Fuels ---------- 4

3.3 Animal Power ---------- 4

3.4 New renewable Energy Technologies ---------- 4

3.4.1 Mini-Hydro ---------- 4
3.4.2 Solar Energy ---------- 5
3.4.3 Wind Energy ---------- 5
3.4.4 Tidal Energy ---------- 6
3.4.5 Wave Energy ---------- 6
3.4.6 Bio-Mass ---------- 6
3.4.7 River Current ---------- 7
3.4.8 Waste to Electrical Energy ---------- 7

3.5 Imported fuels ---------- 7

4.0. Status of energy consumption ---------- 8

4.1 Primary energy sources ---------- 8

4.1.1 Use of Natural gas ---------- 8
4.1.2 Oil Potential ---------- 8
4.1.3 Coal Prospects ---------- 9
4.1.4 Peat Prospects ---------- 9
4.1.5 Use of Biomass Fuels ---------- 9
4.1.6 Use of Renewable Energy Sources ---------- 10
4.1.7 Use of Imported Fuels ---------- 10

4.2 Power ---------- 11

4.2.1 Power Generation Distribution & Consumption ---------- 11
4.2.2 Rural electrification Programme ---------- 11
4.2.3 Load management ---------- 12
4.2.4 System Losses ---------- 12

4.3 Final Energy Consumption ---------- 13

4.4 Energy Conservation ---------- 13

4.5 Rural Energy Needs ---------- 13

5.0. Supply options for the development of energy resources ---------- 14

5.1 Current Option ---------- 14

5.2 Reference Option ---------- 14

5.3 Observations on the Supply Options ---------- 15
5.4 Observation on the Use of Indigenous Natural Gas ---------- 15

6.0. Policy Issues ---------- 17

6.1 Database ---------- 17
6.2 Resources Assessment ---------- 17
6.3 Technology Assessment ---------- 17
6.4 Management of Gas Systems ---------- 18
6.5 Management of Petroleum Fuels ---------- 18
6.6 Management of Coal ---------- 18
6.7 Management of Power System ---------- 18
6.8 Energy Conservation ---------- 18
6.9 Environment Consideration ---------- 19
6.10 mining inside the forest areas ---------- 19
6.11 Pricing Policy ---------- 19
6.12 Investment Policy ---------- 19
6.13 Zonal Distribution of Energy ---------- 19
6.14 Area-based Energy Planing ---------- 20
6.15 Strategic / Emergency Stock ---------- 20
6.16 Implementation and Evaluation of Projects ---------- 20
6.17 Research and Development ---------- 21
6.18 Human Resources Development ---------- 21
6.19 Institutional Issues ---------- 21
6.20 Legal Issues ---------- 22
6.21 Regional / International Cooperation ---------- 22
6.22 Energy Advisory counCIl ---------- 22

7.0. recommended energy policy ---------- 23

7.1 NON-RENEWABLE ENERGY POLICY ---------- 23
7.1.1 Assessment of Indigenous Resources ---------- 23
7.1.2 Supply and Augmentation of Indigenous Resources ---------- 23
7.1.3 Reduction of Imbalance in Energy Consumption ---------- 24
7.1.4 Fuel Mix ---------- 25
7.1.5 Allocation of Non-Renewable Energy Sources ---------- 25
7.1.6 Pricing Policy ---------- 26
7.1.7 Conservation ---------- 26
7.1.8 System Loss Reduction ---------- 27
7.1.9 Environment Policy ---------- 27
7.1.10 Emergency Stocks ---------- 28
7.1.11 Investment and Lending Terms ---------- 28
7.1.12 Project Planning and Implementation ---------- 29
7.1.13 Institutional Issues ---------- 29

7.1.14 Participation of Private Sector ---------- 30
7.1.15 Research and Development ---------- 30
7.1.16 Human Resource Development ---------- 30
7.1.17 Legal Issues ---------- 31

7.2 Petroleum Policy ---------- 31
7.2.1 Objective ---------- 31
7.2.2 Implementation ---------- 31
7.2.3 Oil Refining ---------- 33
7.2.4 Lubricating Oil ---------- 33
7.2.5 Marketing and Distribution ---------- 34
7.2.6 Liquefied petroleum Gas (LPG) ---------- 35
7.2.7 Research and Development ---------- 35
7.2.8 CNG in Transport ---------- 35
7.2.9 Safety and Environmental Protection ---------- 35

7.3 Marginal Gas Field Development Policy ---------- 36
7.3.1 A. OBJECTIVES ---------- 36
7.3.2 B. DETERMINATION OF MARGINAL GAS FIELDS ---------- 36
7.3.1 Welfare ---------- 38

7.4 Renewable and Rural Energy Policy ---------- 38
7.4.1 General Policy Issues ---------- 38
7.4.2 RENEWABLE ENERGY POLICY ---------- 39

7.5 Power Policy ---------- 46
7.5.1 Demand forecast ---------- 46
7.5.2 Long Term Planning and Project Implementation ---------- 46
7.5.3 Investment and lending terms ---------- 46
7.5.4 Fuels and Technologies ---------- 47
7.5.5 Power Supply to the West Zone ---------- 48
7.5.6 Power Supply to Isolated and Remote Load Centres ---------- 48
7.5.7 Tariff ---------- 48
7.5.8 Captive and Stand-by Generation ---------- 49
7.5.9 System Loss Reduction ---------- 50
7.5.10 Load Management and Conservation ---------- 50
7.5.11 Reliability of Supply ---------- 51
7.5.12 System stability ---------- 52
7.5.13 load Dispatching ---------- 52
7.5.14 Institutional Issues ---------- 52
7.5.15 Private Sector Participation ---------- 54
7.5.16 Organizational and Human Resource Development ---------- 55
7.5.17 Regional / International Co-operation ---------- 56
7.5.18 Technology Transfer and Research Program ---------- 56
7.5.19 Environmental Policy ---------- 56
7.5.20 Legal Issues ---------- 57

7.6 Rural Electrification Policy ---------- 57
7.6.1 General Policy Issues ---------- 57
7.6.2 Specific Policy Issues ---------- 57

F. DEMAND ESTIMATION AND PLANNING ---------- 57

LIST OF TABLES

Table 2.1 Agencies Responsible for Planning of the Energy Sector

Table 2.2 Agencies Involved in Development and Management of the Energy Sector

Table 3.1 Presently Known and Exploitable Indigenous Primary Energy Resources

ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

ABPL	Asphaltic Bitumen Plant
ACRE	Area Coverage Rural Electrification
ADB	Asian Development Bank
ADP	Annual Development Programme
BAEC	Bangladesh Atomic Energy Commission
BAPEX	Bangladesh Petroleum Exploration Co. Ltd.
BAU	Business As Usual Option
BBL	Barrels
BBM	Bangladesh Bureau of Mines
BCF	Billion (109) Cubic Feet
BCSIR	Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research
BEPP	Bangladesh Energy Planning Project
BGFCL	Bangladesh Gas Fields Co. Ltd.
BGSL	Bakhrabad Gas System Ltd.
BMEDC	Bangladesh Mineral Exploration and Development Corporation
BMRE	Balancing Modernisation Rehabilitation and Expansion
BOGC	Bangladesh Oil and Gas Corporation (Short name Petrobangla)
BOGMC	Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation (Short name of Petrobangla)
BPC	Bangladesh Petroleum Corporation
BPDB	Bangladesh Power Development Board
BPI	Bangladesh Petroleum Institute
BUET	Bangladesh University of Engineering and Technology
CBM	Coal Bed Methane
CNG	Compressed Natural Gas
CUFL	Chittagong Urea Fertilizer Factory, Chittagong

DESA	Dhaka Electricity Authority
DOE	Department of Environment
DOF	Department of Forest
DU	Dhaka University
EA & CEI	Electrical Advisor and Chief Electric Inspector
EIA	Environmental Impact Assessment
ELBP	Eastern Lube Blending Plant
EMCC	Energy Monitoring and Conservation Center
ERC	Energy Regulatory Commission
ERL	Eastern Refinery Ltd.
FBCCI	Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries
FO	Furnace Oil
GOB	Government of Bangladesh
GSB	Geological Survey of Bangladesh
GT	Gas Turbine
GTC	Gas Transmission Company
GW	Giva (10^9) Watt
GWh	Giga (10^9) Watt Hour
HHS	Hydrocarbon Habitat Compound
HOBC	High Octane Blending Compound
HSD	High Speed Diesel
HYV	
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
JBO	Jute Batching Oil
JFCL	Jamuna Fertilizer Company Ltd.
JGTDSL	Jalalabad Gas Transmission and Distribution Systems Ltd.
JOCL	Jamuna Oil Company Ltd.
JP-1	Jet Petrol-1

KAFCO	Karnafuli Fertilizer Co. Ltd., Chittagong
DFAED	Kuwait Fund for Arab Economic Development
KFW	Kreditsalt Fur Wiederaufbau
KGOE	Lilogram Oil Equivalent
LDO	Light Diesel Oil
LPG	Liquefied Petroleum Gas
LRMC	Long Run Marginal Cost
MCF	Thousand Cubic Feet
MIS	Management Information System
MJ	Mega (10^6) Joule
MMCF	Million Cubic Feet
MMCFD	Million Cubic Feet Per Day
MOA	Ministry of Agriculture
MOEF	Ministry of Environment and Forest
MOEMR	Ministry of Energy and Mineral Resources
MOFL	Ministry of Fisheries and Livestock
MOI	Ministry of Industries
MPL	Meghna Petroleum Ltd.
MS	Motor Spirit
MT	Mineral Turpentine
MW	Mega (10^6) Watt
NEP	National Energy Policy
NEPFC	National Energy Policy Formulation Committee
NGFF	Natural Gas Fertilizer Factory, Fenchuganj
NGL	Natural Gas Liquid
ODA	Overseas Development Agency
OECF	Overseas Economic Co-operation Fund
PBS	Palli Biddyut Samity (Rural Electric Co-operative)

PJ	Peta Joule = 10^{15} Jule
POCL	Padma Oil Company Ltd.
PSC	Production Sharing Contract
PSIG	Pound Per Square Inch Gauge
PSMP	Power System Master Plan
PUFF	Polash Urea Fertilizer Factory, Ghorashal
REB	Rural Electrification Board
REDA	Renewable Energy Development Agency
RPDCL	Rupantarito Prakritik Gas Co. Ltd.
SAOCL	Standard Asiatic Oil Company Ltd.
SGFL	Sylhet Gas Fields Ltd.
SKO	Superior Kerosene Oil
SLA	Side Loan Agreement
ST	Stem Turbine
TCF	Trillion (10^{12}) Cubic Feet
TGTDCL	Titas Gas Transmission and Distribution Company Ltd.
TJ	Tera (10^{12}) Joule
Tonne	Thousand Kilogram
UFFG	Urea Fertilizer Factory Ltd., Ghorashal
WB	World Bank
ZFCL	Zia Fertilizer Co. Ltd, Ashuganj

UNITS AND CONVERSION FACTORS

Units	
1 MCF	1000 Cubic Feet (One Thousand Cubic Feet)
1 MMCF	1,000,000 Cubic Feet (one Million Cubic Feet)
1 KW	1 Kilo Watt = 10^3 Watt
1 MW	1 Mega Watt = 10^6 Watt
1 GW	1 Giga Watt = 10^9 Watt
1 GJ	1 Giga Joule = 10^9 Joule
1 PJ	1 Peta Joule = 10^{15} Joule
1 TOE	1 Tonne Oil Equivalent = 42.7 GJ
1 MTOE	1 Million Tonne Oil Equivalent
1 Million	10^6
1 km	1 Kilometer

CONVERSION FACTORS

Agri. & Tree Res.	1000 Tonne = 0.0125 PJ
Crude Oil	1000 Tonne = 0.0427 PJ
Coal	1000 Tonne = 0.027 PJ
Dung	1000 Tonne = 0.0116 PJ
Electricity	1 GWh = 0.0036 PJ
Fuelwood	1000 Tonne = 0.0151 PJ
Natural Gas	1 MMCF = 0.00099 PJ
Petroleum Products (Av.)	1000 Tonne = 0.0427 PJ
Peat	1000 Tonne = 0.0151 PJ

CONCEPTS AND DEFINITIONS

Commercial Energy: Energy sources that pass wholly or almost entirely through the organized market system are defined as commercial energy (e.g. coal, oil, gas electricity etc.) commercial energy sources are considered under national accounting system. Although fuelwood and charcoal are traded and fuelwood extracted from reserve forests are included in national accounting system, they are not consider as commercial energy.

Contingent Resources: Contingent resources are discovered resources but not commercially producible at present time due to economic, political, environmental or other technical reasons.

East Zone: Geographical area on the east side of the rivers Jamuna and Meghna, which means Chittangong, Dhaka and Sylhet divisions excluding greater Faridpur District.

Final Energy : The energy made available to the end-users for final utilization, or energy consumed by the final user for all energy purposes. Final energy excludes all energy lost in the transformation of primary to secondary energy, energy used within the transformation industries, and energy lost in the distribution process.

Hypothetical Resources: Hypothetical resources comprise resources which are mapped in the form of prospects, but which have not been discovered by drilling.

Marginal Gas Field: In Bangladesh 22 gas fields of sizes ranging from 25 to 4000 Bcf have so far been discovered. Fifteen of these gas fields have been brought under production. Some of these fields, which have been in the process of depletion for continued production over time, have become commercially unviable and remained unattended. There are yet other gas fields, which have not been put under operation for want of commercial viability right from the beginning. All these gas fields, which have no apparent prospect for further development under the existing techno-economic considerations, may be termed marginal/abandoned.

Non-Commercial Energy: Energy which is derived from traditional sources such as woodfuels (e.g. fuelwood, other tree Biomass and sawdust), agricultural residues (e.g. husk, straw, jute sticks etc.), animal dung are known as non-commercial energy.

Non-Renewable Resources: A more general term referring to the geological endowment of minerals in the earth's crust in such concentration that commercial extraction is either presently or potentially feasible.

Petroleum Resources originally in-place: Petroleum resources originally in-place comprises the resources, which are mapped/unmapped by geological and geophysical methods and are estimated by geological and petroleum technological methods, to be in place in a defined area/deposit.

Possible Reserves: Possible reserves are those unproved reserves which by analysis of geological and engineering data suggests are less likely to be recoverable than probable reserve.

Primary Energy : The energy available from energy sources extracted from stock of reserves within the country and imported from foreign countries. Some of the primary energy need processing (e.g. crude oil) before its use.

Probable Reserves: Probable reserves are those unproved reserves which by analysis of geological and engineering data suggest are more likely to be recoverable. Producing reserves are expected to be recovered from completion intervals, which are open and producing at the time of the estimate.

Proved Developed Reserves: Developed reserves are expected to be recovered from existing wells including reserves behind pipe. Improved recovery reserves are considered developed only after the necessary equipment has been installed, or when the costs to do so are relatively minor. Developed reserves may be subcategorized as producing or non-producing.

Proved Reserves: Proved reserves are those quantities of petroleum which, by analysis of geological and engineering data, can be estimated with reasonable certainty to be commercially recoverable, from a given date forward, from known reservoirs and under current economic conditions, operating methods and government regulations. Proved reserves can be divided into two groups: Developed Reserves and Undeveloped Reserves.

Proved Undeveloped Reserves: Undeveloped reserves are expected to be recovered from new wells on undrilled acreage, or from deepening existing wells to a different reservoir, or where a large expenditure is required to re-complete an existing well or install production or transport facilities for primary or improved recovery.

Renewable Biomass Fuels: Biomass is generally defined as the organic matter produced by photosynthesis process in plant kingdom. Biomass resources which are used as fuel such as woodfuels, agricultural residues, animal dung etc. are termed as Biomass fuels. These fuels are also termed as traditional fuels. Biomass fuels are renewable upto the limit of its sustainable yield.

Renewable Energy: Energy sources which are regenerated after a regular time cycle are commonly known as “renewable sources of energy” e.g. hydro, solar radiation, wind energy, wave power, tidal power and Biomass fuels etc.

Renewable Non-Biomass Energy: Energy sources such as solar radiation, wind energy, wave power ,tidal energy etc. are examples of renewable non-Biomass Energy Sources.

Reserves: Reserves are those quantities of petroleum, which are anticipated to be commercially recoverable from known accumulations from a given date forward.

Rural Energy: Types of energy consumed in rural areas, namely commercial energy, biomass fuels and renewable energy sources, which are used to meet the demand of different end use sectors, namely agriculture, domestic, commercial, industrial and transport.

Secondary Energy : The energy available after transformation of a primary energy source (e.g. electricity)

Speculative Resources: Speculative resources is referred to the unmapped prospects that have not been mapped in the basin. The unmapped resources are estimated by play assessment methods.

Sustainable Supply (Biomass Fuels): Sustainable supply would not cause net depletion (i.g. deforestation) of biomass fuels or would not deprive the soil from its availability as recycled natural nutrients.

Useful Energy : The amount of heat, light or work actually made available to a final user of energy (domestic, industry, transport etc.) on the output side or the user's equipment and appliances.

West Zone: Geographical area on the west side of the rivers Jamuna and Meghna, which means Barisal, Khulna, Rajshahi division and greater Faridpur District.

1.0. INTRODUCTION

1.1 BACKGROUND

In recognition of the importance of energy in socio-economic development, the Government of Bangladesh has given continuing attention to the overall development of energy sector. It involved survey, exploration, exploitation and distribution of indigenous natural gas; establishment of petroleum refining facility and distribution systems; and establishment of power generation plants and networks for transmission and distribution of electricity. During last one decade, about 20 percent of total public sector investment was allocated for the development of energy sector.

Despite all these efforts per-capita consumption of commercial energy and generation of electricity in 2000 were about 200 KGOE / year and 120 kWh / year respectively. Per capita consumption of commercial energy and electricity in Bangladesh in one of the lowest among the developing countries. At present about 65% of total final energy consumption is met by different type of biomass fuels (e.g. agricultural residues, wood fuels, animal dung etc.).

In 2000 only 2.2% of total households (mostly in urban areas) had piped natural gas connections for cooking and 30% of households had electricity connections and only 3.9% of total households used kerosene for cooking.

Shortcomings of the past energy development programmes and management practices are identified as follows.

(a) Due to shortage of capital it has not been possible to undertake systematic survey, exploration and exploitation of energy resources throughout the country. As a result, it has not been possible to ensure balanced development of energy resources of different zones of the country and balanced development of different sub-sectors of the energy sector.

(b) Due to shortage of capital it has not been possible to undertake systematic development of Power Generation, Transmission and Distribution projects and rational use of electricity in the country.

(c) Necessary attention has not been given to formulate appropriate policies to encourage private sector participation in energy sector development programme to meet the shortage of fund.

(d) Development programmes of energy consuming sectors (e.g. industrial sector) have been constrained due to shortage and unreliable supply of commercial energy.

(e) Energy agencies have not been operated and managed efficiently.

(f) Energy prices have not been set on a rational basis.

(g) Effective measures have not been taken to ensure rational use of energy

(h) Unplanned and inefficient use of fuels are contributing to environmental degradation.

(i) Adequate attention has not been given to meet the total energy needs of rural areas.

(j) Adequate attention has not been given to undertake systematic research programmes to develop indigenous technological capabilities.

(k) Adequate attention has not been given to develop trained manpower for the efficient management of the sector.

In the above context the Government formulated and announced the first National Energy Policy (NEP) of the county in 1996 to ensure proper exploration, production, distribution and rational use of energy sources to meet the growing energy demand of different zones, consuming sectors and consumers groups on a sustainable basis. With rapid change of global as well as domestic situation it has been decided to update this NEP.

1.2 OBJECTIVES

The objectives of the revised National Energy Policy (NEP) are outlined as follows.

(i) To provide energy for sustainable economic growth so that the economic development activities of different sectors are not constrained due to shortage of energy.

(ii) To meet the energy needs of different zones of the country and socio-economic groups.

(iii) To ensure optimum development of all the indigenous energy sources.

(iv) To ensure sustainable operation of the energy utilities

(v) To ensure rational use of total energy sources.

(vi) To ensure environmentally sound sustainable energy development programmes causing minimum damage to environment.

(vii) To encourage public and private sector participation in the development and management of the energy sector.

(viii) To bring entire country under electrification by the year 2020.

(ix) To ensure reliable supply of energy to the people at reasonable and affordable price.

(x) To develop a regional energy market for rational exchange of commercial energy to ensure energy security.

2.0. EXISTING INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS

In addition to the Planning Commission, different Ministries and agencies are involved directly and indirectly with the planning of commercial energy resources and biomass fuels as shown in Table 2.1. Different Ministries and agencies involved with overall development and management of energy resources are shown in Table 2.2.

3.0. ENERGY RESOURCES

3.1 PRIMARY COMMERCIAL ENERGY RESOURCES

Presently known primary commercial energy resources of the country include natural gas, oil, coal, and hydro-electricity. Established quantity known and exploitable commercial energy resources are shown in Table 3.1. Existing known reserves of commercial energy sources are modest in comparison to development needs of the country.

In Bangladesh efforts have been continuing to make the exploration for energy resources comprehensive and systematic. There are prospects for augmentation of reserves through systematic surveys and exploration, for which investment by the public and private sector is essential.

3.2 PRIMARY BIOMASS FUELS

Biomass is defined as all organic matters produced by photosynthesis process especially in plant kingdom. Depending upon their characteristics and quality, biomass resources are used as food, fodder, building materials, fuel and manure. Only a fraction of total biomass is used as fuel. In Bangladesh, biomass fuels are obtained from three sources. Trees (e.g. woodfuels), Field crops (e.g. agricultural residues) and Livestock (e.g. animal dung), Land is the ultimate resources base that supports the production of total biomass resources.

As the biomass fuels are consumed near the place of its production, for their planned development, there is a need to assess the demand and regenerative supply of different biomass fuels specific to different locations (e.g. district/thana/village etc.)

3.3 ANIMAL POWER

There are about 10.3 million draught animals including 0.7 million cows. Milch cows are used for land preparation to meet the shortage of draught cattle. At present power tillers and tractors are used to meet the shortage of animal draught power. Energy need for these devices is accounted under agriculture sector.

3.4 NEW RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES

The Global shortage of non-renewable energy sources presents one of the major concerns of mankind today. Though, energy derived from oil, gas and coal will play a vital role in meeting a growing demand for many years to come, the realization of the exhaustive nature of world's fossil fuels have focused interest and effort on harnessing alternative energy resources. Time has come to exploit full potential of renewable energy resource which is free from environmental pollution, keep control over deforestation and managing atmospheric emission.

3.4.1 Mini-Hydro

Assessment of low head hydro-power potentials in Bangladesh has been undertaken in recent years. Twenty three sites of hydro-power plant ranging in capacity from 10 kw to 5

mw have been located in the flat plains with available capacities for the 6 month, June to October. No plant has yet been installed.

3.4.2 Solar Energy

Solar heat has been used in Bangladesh for centuries in a variety of economic activities such as drying of washed clothes, food-grains, fish, vegetable, raw jute, etc. and evaporation of saline water for salt production. There are various activities in rural Bangladesh which depend totally on the use of solar energy and if these could be performed more quickly and efficiently by using simple devices, it would increase productivity without making and demand on commercial energy sources.

The long-term average sunshine data indicates that the period of bright (i.e. more than 200 watts/sq.m intensity) sunshine hours in the coastal region of Bangladesh varies from 3 to 11 hours daily. The global radiation varies from 3.8 kwh/sq.m/day to 6.4 kwh/sq.m/day. These data indicate that there are good prospects for solar thermal and photovoltaic application in Bangladesh. It was found that during and after a disaster (cyclone) over some islands and coastal belts of Bangladesh in 1991, the photovoltaic generation of Sandwip Island was the only source of energy to provide to communication link between the people of the island with the main land when all other communications were totally disrupted.

With good to excellent solar resource available in the country throughout the year, there is a good potential for PV in unelectrified villages, if affordable products meeting consumer needs can be supplied and supported with dealing cost of solar panel. In this way solar technology can be extremely beneficial for remote areas of Bangladesh.

At the moment total installed capacity is under 100 KWp in applications ranging from lanterns to power for Hospital.

3.4.3 Wind Energy

The long term wind flow of Bangladesh (specifically in islands and the southern coastal belt of the country) indicate that the average wind speed remains between 3 to 4.5 m/s for the months of March to September and 1.7 to 2.3 m/s for remaining period of the year. There is a good opportunity in island and coastal areas for the application of wind mills for pumping and electricity generation. But during the summer and monsoon seasons, (March to October) there can be very low-pressure areas and storm wind speeds of 200 to 300 kmph can be expected. Wind turbines should be strong enough to withstand these high wind speeds.

Local knowledge of wind resources appear to indicate the potential for wind energy use in the coastal areas of Bangladesh for both grid applications and for isolated village electrification. However, measured resource data of adequate quality is lacking. Bangladesh is strongly influenced by the southwest monsoon winds that blow from about March to October. These winds are further strengthened as they pass through the V-shaped coastline of Bangladesh. It is these monsoon winds that have made possible extensive wind farm developments in India, where, for example, more than 200 MW are operating in Tamil Nadu. Wind speeds are expected to be high enough for economic grid power generation to feed the main grid or for isolated grids in wind-diesel hybrid configurations.

Good quality wind date for one year is now available for Patenga, Chittagong, a potential wind farm site, where in 1995 wind speeds ranged from 4.2 to 8.1 m/s and averaged 6.5 m/s at 20 m. Winds are strongest from March to October, which exceed 5 m/s at 20 m for

over 6000 hours per year (cut in speed of large wind turbines is about 4 m/s). Preliminary estimate of net output form a 500 KW wind turbine with a 40 m hub height is 1200 MWh/year at Patenga which seems to be feasible.

There is a number of windy locations along the coast line where land is available and where there is grid and road access. Given the danger from cyclones, it is important that the survivability of wind turbines, be investigated. Wind potential at Patenga along is reportedly about 100 MW. Therefore further investigation of the potential wind power development is warranted.

3.4.4 Tidal Energy

The tides at Chittagong, south east of Bangladesh are predominantly semidiurnal with a large variation in range corresponding to the seasons, the maximum occurring during the south-west monsoon. A strong diurnal influence on the tides results in the day time tides being smaller than the night time.

In the year 1984, an attempt was made from the EEE department of BUET, Dhaka to access the possibility of tidal energy in the coastal region of Bangladesh, specially at Cox's Bazar and at the islands of Moheshkhali and Kutubdia. The average tidal range was found to be within 4-5 meter and the amplitude of the spring tide exceeds even 6 meter. From different calculation it is anticipated that there are a number of suitable sites at Cox's Bazar, Moheshkhali, Kutubdia and other places, where a permanent basin with pumping arrangements might be constructed which would be a double operation scheme. Tidal energy might be a good alternative source for Kutubdia island where about 500 kw power could be obtained. At present there are only 2x73 kva diesel generator sets to supply electricity for 5-6 hours/day for 72,000 people and there is practically no possibility of main grid supply in the future.

3.4.5 Wave Energy

Until to now no attempt has been made by Government of Bangladesh to assess the prospects for harnessing energy from sea waves in the Bay of Bengal. Wave power could be a significant alternative source of energy in Bangladesh with favorable wave conditions specially during the period beginning from late March to early October. Waves are generally prominent and show a distinct relation with the wind. Waves generated in the Bay of Bengal and a result of the south-western wind is significant. Wave heights have been recorded by a wave rider buoy and correlated with wind data. Maximum wave height of over 2 m, with an absolute maximum of 2.4 m, on the 29 July were recorded. The wave period varies between 3 to 4 sec for waves of about 0.5 m, and about 6 sec for waves of 2 m.

In Bangladesh wind speeds of up to 650 kmph (400mph), 221 kmph (138 mph) and 416 kmph (260 mph) have been recorded in the years 1969, 1970 and 1989 respectively. Severe cyclonic storms and storm surge of up to 15 m have been reported. Plant must also be able to survive the exceptional occurrence of very high waves in storm conditions.

3.4.6 Bio-Mass

There are different types of Bio Gas plant in the world. However in Bangladesh the following three types are used:

(i) Floating dome type

(ii) Fixed dome type

(iii) Bag type

(i) Floating dome type

In this type there is cylinder type tank which is placed under the soil. Above the ground there is an inlet and out let steel pipe for putting the raw materials and letting out the wastes respectively. The dome works as a gas container as well as it maintains the pressure of the produced gas.

(ii) Fixed dome type

In this model a circular type brick made tank is placed under the soil. A steel inlet pipe and a hydraulic chamber is connected with this tank. An outlet pipe is connected with the hydraulic chamber. The tank works as a gas container as well as a digester. Hydraulic chamber maintains the gas pressure.

(iii)Bag type

This is made by polythene and placed over the soil. An inlet and outlet pipe is connected with this. This works as a gas container as well as a digester. This is rarely used in Bangladesh.

3.4.7 River Current

A network of rivers, canals, streams etc. numbering about 230 with a total length of 24140 km covers the whole of Bangladesh flowing down to the Bay of Bengal. Different sizes of boats are the main carriers of people and goods for one place to another. Boatmen usually use the water-sails to run their boasts against the wind direction. But until now no research has been reported to utilize the energy of river current properly.

3.4.8 Waste to Electrical Energy

Dhaka City has been suffering for a long time from a tremendous environmental pollution caused by municipal solid waste, medical waste and various industrial wastes. In order to save the city from environmental pollution the waste management as well as electricity generation from the solid wastes programme is being taken by the Government.

3.5 IMPORTED FUELS

Total yearly (2000-2001) import of petroleum fuels is about 3.44 million tones of which about 1.34 million tones is imported as crude, while the import of refined products like Petrol, Diesel, Kerosene, Jet A-1 & Lubricating Base Oil account for the rest. In comparison to this, indigenous production of liquid fuels (condensate) is only about 2.5% of total annual demand.

4.0. STATUS OF ENERGY CONSUMPTION

4.1 PRIMARY ENERGY SOURCES

4.1.1 Use of Natural gas

Natural gas is currently the only indigenous non-renewable primary energy resource of the country, which is being produced and consumed in significant quantities. Gas, the main source of commercial energy and plays an active role towards economic growth of the country. Natural gas now accounts for about 70% of the country's commercial energy supply. According to the latest study by the Hydrocarbon Unit of the Energy and Mineral Resources Division and Norwegian Petroleum Directorate, the initial gas in place (proven+Probable) reserve of the 22 gas fields of the country is 28.4 TCF out of which 20.5 TCF is considered recoverable. Out of this recoverable reserve, 5.1 TCF has been consumed upto June 2003 leaving remaining recoverable reserve of 15.4 TCF.

United States Geological Survey (USGS) conducted a study for undiscovered gas resource of the country in 2000. According to this study there is a 50% probability of getting another 32 TCF of gas (undiscovered resource). A study jointly conducted by the Hydrocarbon Unit and Norwegian Petroleum Directorate (NPD) in 2001 suggested that there is 50% probability of striking additional 42 TCF of gas (undiscovered resource).

Out of the total 22 gas fields so far discovered, currently gas is being produced from 12 (twelve) gas fields operated by the three public and two private sector international companies.During 2002-2003, average daily gas demand is about 1155 million cubic feet per day. Gas production has been increasing sharply over the last decades. While only 83 bcf (2.3 bcm) gas was produced in 1983-84, production grew to about 265 bcf (7.5 bcm) during 1995-96; gas production reached 421 bcf (11.9 bcm) during FY 2003. Current level of natural gas related liquids production is about 4000 bbl/day.

The major driving force behind the growth of gas production is the power and fertilizer sector. Power sector is the single largest consumer of gas, and at present nearly 90% of the power generated in the country is gas based. Due to the near absence of any other major energy source, dependence on gas for power generation has spiraled and is expected to remain so.

As an agricultural country, use of fertilizer is very important to offset the food grain deficiency. Over the last decade, cultivation of HYV crops has gained popularity and consequently, demand of nitrogenous fertilizer has increased sharply, which is expected to continue.

Gas consumption in major industries like textile, dyeing, paper, pulp, cement etc. and in the commercial sector, including tea gardens is also increasing steadily. With the gradual coverage of major growth centers with gas distribution network, use of gas as domestic fuel is increasing manifold.

During 2001-2002 share of gas consumption is power 48%, fertilizer 24% and non-bulk 28% (industrial, commercial, domestic, tea estate, brick field and CNG).

4.1.2 Oil Potential

Exploration activities carried out so far could not discover any significant oil deposit. The only oil deposits so far discovered in the country is in Haripur, which produced a total of about 650,000 bbls of crude oil till 1994. The oil production has been ceased because of reduction of pressure and influx of water in the oil zone. Comprehensive exploration

efforts need to be mounted in this field for further extraction of oil. Moreover, efforts are required to be given to exploration of the anticipated liquid Hydrocarbon prospects deeper to the sub-surface high pressure zone, which has not yet been penetrated. Confirmation of the liquid Hydrocarbon may bring a revolutionary change in the vision of oil and gas sector.

4.1.3 Coal Prospects

Discovery of coal dates back to the late fifties when an exploratory oil well was drilled through coal beds in Bogra. Subsequent explorations resulted in the discovery of the Jamalgonj coal deposit at a depth of about 1000 meter and having an estimated reserve of more than 1000 million tons of coal. Feasibility studies conducted have indicated that development of this deposit is not yet feasible under the prevailing international market price. However, with increase in gas price, these deposits may become competitive. In 1984-85 Geological Survey of Bangladesh has discovered another coal deposit at Khalaspir (Pirgonj) of Rangpur at a shallower depth (150 m), with an estimated reserve of 450 million tons of coal. This deposit requires to be appraised in respect of its potential. An Australian Company BHP recently discovered another coal deposit in Phulbari with initial deposit of 400 million ton and recoverable reserve of 80 million ton.

Total coal in place in all the 4 fields are around 2527 million tons out of which about 492 million tons is recoverable. This recoverable reserve is equivalent to about 14.00 TCF of gas.

Besides the above, mineable coal deposit was also discovered in Barapukhuria area of Parbatipur, Dinajpur at a reasonably shallow depth (240 m) with an estimated reserve of about 300 million tons. Based on this, a project for construction of an underground mine has been undertaken at an estimated investment of Tk. 887.36 core with expected annual output of 1 million ton commencing from 2004-2005. The extraction of these indigenous coal deposits may be utilized as an alternative of gas fuel source in the installation of power plants similar to that as have already been considered to construct a coal-based Power Plant of capacity 250 MW at Barapukuria.

4.1.4 Peat Prospects

Deposits of peat occur at shallow depths in different low-lying areas of Bangladesh. According to Geological Survey of Bangladesh, the reserve of dry peat is about 170 million tons. The major deposits are in greater districts of Faridpur (150 million tons), Khulna (8 million tons) and Sylhet (13 million tons). Peat requires drying before making briquettes for use as fuel. Petrobangla implemented a pilot project for extraction of peat and making briquettes but the result were discouraging and economically not viable at present. This scenario may however change in future.

4.1.5 Use of Biomass Fuels

Biomass fuels play an important role (about 65% of primary energy) in meeting total energy need of the country. But they are now being consumed beyond their regenerative limits. Unplanned and uncontrolled use of biomass fuels is causing environmental degradation.

In the foreseeable future there are limited prospects of increasing the supply of biomass fuels. On the other hand, it is not economically viable to substitute all the biomass fuels by commercial fuels. From environmental consideration there is a need to maintain the supply of biomass fuels within the regenerative limits and the demand of biomass fuels in excess of sustainable limits is to be met by commercial fuels.

In future, the demand of commercial energy will increase to meet the growing needs of different end use sectors as well as to meet the demand exceeding their regenerative limits.

4.1.6 Use of Renewable Energy Sources

About 65.5% of total primary energy sources are supplied by indigenous renewable energy sources (e.g. biomass fuels 65%, and hydropower 0.5%). With the present state of technology, unavailability of land and paucity of exploitable hydro power there is very limited opportunity for further increasing the contributions of renewable sources of energy in meeting the total energy need.

Access to electricity in Bangladesh is one of the lowest in the world, coverage today stands at less than 30% of the total population. However the rural areas of Bangladesh, where 85% of the population live, is deprived of the electricity facility. Larger energy supplies and greater efficiency of energy use are thus necessary to meet the basic needs of a growing population. It will therefore, be necessary to tap different sources of renewable energy and to use them in an efficient manner for the benefit of the people. For this, renewable energy development program needed to be taken in the areas where potential renewable energy resources are available considering economical & technical viability and keeping in view the Environmental Quality Standard (EQS). Plant location, size and design may be considered on the basis of available energy resources of the area and efficient conversion of energy may be given preference. Priority may be given to the rural areas where national grid expansion is expensive. This will reduce the pressure on the demand of commercial power supply and will help to avoid costly grid expansion and will also keep environment pollution free.

Private capital investment for implementing the renewable energy is a major issue to be considered. This policy envisages accomplishment of its objectives by mobilizing a concerted national effort supplemented by co-operation with international organizations, bilateral and multilateral funding institutions, non-government organizations, research organization, universities etc. It has become increasingly clear that for the development of renewable energy, the funding windows of non-government and private sources as well as financial and development institutions should also be augmented. Furthermore, innovative new financing opportunities including micro-financing may be utilized to attract private capital to supplement the energy deficiencies in the rural areas and thus to fulfill the aspiration of the poor people.

Compared with conventional energy it is found that renewable energy is not yet a cost-effective technology. But the technology is advancing rapidly. In consideration of giving benefit to the rural areas as a commitment and social objective, many governments have formulated new policies for renewable energy development.

4.1.7 Use of Imported Fuels

In 2000-2001, total quantity of petroleum fuels consumed in the country was 3.40 million tonnes.

Total amount of coal imported in 1997-98 was about 1,72,900.00 tonnes and was used mostly for brick burning.

4.2 POWER

4.2.1 Power Generation Distribution & Consumption

Total installed power plants of the country is about 4230 MW of which 3475 MW is located in the East Zone and 755 MW in the West Zone. Of the total installed power plants, the effective operational capacity is about 4055 MW against the peak demand of about 3459 MW in 2001. Timely maintenance and replacement of old units have not been possible due to non-availability of funds. The so far maximum generation was 3171 MW (on 06-04-2002). As a result, it is difficult to maintain a reliable supply due to shortage of available generation capacity. In case of emergency outage and or/major overhauling, the supply is managed by load shedding. The situation has improved to some extend with the establishment of some new generating stations by Independent Power Producers (IPPs) and some rehabilitation of some existing power units.

Indigenous energy sources (e.g. natural gas, hydro) are used for the generation of electricity in the East Zone and imported petroleum fuels (e.g. FO, LDO, SKO, HSD) are used to generate electricity in some areas of the West Zone where natural gas supply is not available. In order to minimize the effect of fuel cost on power generation, electricity generated in the East Zone is transferred to the West Zone via East West Electrical Inter-Connector established in 1982. The transfer capacity of the Inter-Connector has almost reached its limit (450 MW). Gas is already available at Baghabari - Seraganj in the West Zone through Jamua Bridge and there is plan to extend gas network all over the West Zone. It is logical and economical to install gas based power plants in the West Zone. Accordingly, gas power plants have been planned to be built gradually in the West Zone for regional generation balance.

In 20001, total electricity generation was 17021 GWh and fuel mix was as follows: hydro (5.71%), natural gas (87.56%) and petroleum fuels (6.74%). Total electricity generation in 1999 was 13638.5 GWh and the fuel mix was as follows: hydro 6.08%, natural gas (84.29%), petroleum fuels (9.63%).

In 2001, the average tariff of BPDB (including bulk sales to REB and DESA) was Tk. 2.25 / kWh against the cost of supply of Tk. 2.51 kWh. As a result, the utility had to incur financial losses for each unit of power sold to the consumers.

Distribution of service connections in 2001 among the three utilities were as follows: BPDB 15,42,650 (28%), DESA 5,89,754 (11%), REB 33,95,721 (62%). Distribution of energy sales by the three utilities were as follows: BPDB 14003 GWh (including bulk sale to DESA and REB), DESA 5381 GWh (including bulk sale to REB) and REB 3131 GWh.

The consumption of electricity in 2001 in different end-user categories were as follows: domestic (41%), commercial (8%), industrial (44%), irrigation (5%) and others (2%). During the period from 1982 to 2001 the share of domestic consumption of electricity has increased from 15.3% to 41%, whereas the productive use (commercial, industrial, agriculture) has decreased from 77.3% to 59%. In order to increase the contribution of electricity in economic growth it is necessary to increase the productive use of electricity.

4.2.2 Rural electrification Programme

The overall programme of rural electrification is administered by Rural Electrification Board; and the specific distribution system within a particular area is owned and

managed by the respective Rural Electricity Co-operative known as Pallibiddyut Samity (PBS).

On the average, a PBS covers an area of 1800 KM^2 and 6 Upazilas (Upzila headquarters and adjacent rural areas). Total number of PBSs established upto 2000-2001 were 67. Average investment costs of establishing a PBS upto the year 2000 was approximately Tk. 1000 million (Equivalent to 20 million US Dollar).

The total installed transformer capacity of 67 PBSs upto June 2001 was 3000 MVA as against the peak demand of 900 MW (using 0.8 as the factor of coincidence). Thus the capacity utilization of the installed distribution network in terms of peak demand was only 30%.

Total number of consumers connection of REB upto June 2001 were 33,95,721 and the mix of consumers was as follows: domestic 83.5%, commercial 11.6%, irrigation 2.7%, industry 2% and others 0.2%. The total energy consumption in 2000-2001 was 3158 GWh and the shares of different categories of consumers were as follows: domestic 39.30%, irrigation 11.85%, industry 42.81%, commercial 5.77% and other 0.27% in the year 2000-2001.

Based on the REB standard of 4 km per sq-km , the network now covers about 32,500 villages. Thus now about 38% of villages out of 86,000 have electricity network.

4.2.3 Load management

The annual load factor of the national electricity grid is about 60%. The characteristic of demand is such that the evening peak is very sharp. In order to improve the performance of the system, reduce investment as well as to rationalize the energy use there is a need to undertake appropriate measures for the management of loads. Decision to adopt some load management measures to reduce electricity consumption during peak hours such as early closer of commercial shops, prohibition of using irrigation pumps during evening peak hours etc. these measures are however, yet to be implemented fully.

4.2.4 System Losses

High system loss is a major concern for Bangladesh Power Sector. During the last twenty five years overall transmission and distribution (T&D) losses varied between 27.2% and 40.2% of net generation. A high proportion of losses at T&D level includes non-technical losses (e.g. theft, pilferage etc.). In the year 2001, the T&D loss in the country was 30.97% of net generation.

Analysis show that present T&D technical losses should be about 17% of net generation. Thus total loss including station use should not be more than 22%. In BPDB system the T&D loss (including bulk sale to DESA and REB) was 15.40% of net generation in the year 2000 compared to 16.76 loss in 1999.

Reduction of technical losses depends on large investment for up-gradation and reinforcement of transmission and distribution network and retrofitting of plants with more efficient auxiliary devices. Reduction of non-technical losses depend on good management through administrative measures with some investment on supportive hardware such as meters and test instruments. Poor management, weak administration, indisciplined employees, corruption both at utility and consumer levels, lack of firm political support were responsible for high non-technical losses in the power sector. In a recent calculation technical losses for REB system varied between 8 to 10% at different 33/11 KV substations.

4.3 FINAL ENERGY CONSUMPTION

The total final energy consumption in 1990 was established as 683 PJ (Table 4.1). the share of different type of energy sources in final energy mix were as follows: natural gas 12.2%, oil 10.1%, coal 1.8%, electricity 2.8 and biomass fuels 73.1%. Various end uses of final energy were as follows: domestic 64.8%, industrial 19.5%, commercial 1.3%, transport 4.0%, agriculture 1.7% and non-energy (Fertilizer) 8.7%.

The consumption of high proportion of final energy in domestic sector and heavy dependence on biomass fuels are indicators of subsistence nature of the economy. In order to enhance economic growth, energy demand in productive sectors are to be increased and the demand is to be met by commercial fuels.

4.4 ENERGY CONSERVATION

In Bangladesh efficiency of energy use is quite low. There are good potential to reduce energy demand through conservation measures (introduction of efficient technologies and better management practices) in all the end-use sectors; domestic, industrial, commercial, transport and agriculture. Some attempts have been made to implement energy conservation projects in industrial sector and domestic sector. Energy conservation measures should be implemented more aggressively and effectively. To this end, a draft Act on Energy conservation has been prepared and it is in the process of approval by the government for enactment.

4.5 RURAL ENERGY NEEDS

More than 80 percent of total population of the country lives in rural areas. At present major portion of total energy needs is met by locally produced biomass fuels which is mostly consumed in the household sector for cooking, Ongoing rural electrification programme meets a small portion of total rural energy needs. For overall national development there is a need to pay special attention so that the energy needs of rural areas for subsistence and productive requirements (e.g. agriculture, industries, transport) are met on a sustainable basis. An area based planning methodology will have to be considered to meet the energy needs of different locations.

5.0. SUPPLY OPTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ENERGY RESOURCES

Two supply options (Current Option, Reference Option) have been proposed to meet the projected energy demand. Salient features of the two supply options are presented below.

5.1 CURRENT OPTION

The basic principle of Current Option is that the existing practices of energy development programme will continue in future. There will be no major change in strategies. The important conditions for the Current Option are listed below.

(i) Development of known indigenous natural gas will continue;

(ii) Development of indigenous coal at Bangladesh will continue;

(iii) Development of known oil deposits and use of natural gas liquid will continue;

(iv) Imported oil meet the major energy needs of liquid fuels;

(v) Imported coal will meet a part of the energy need mainly for brick industries;

(vi) Mainly indigenous natural gas, supplemented by coal, hydropower and imported petroleum fuels will be used for power generation;

(vii) There will be no effective programme on energy conservation;

(viii) Development and management of biomass fuels will continue without having any linkages with commercial energy development prorgramme.

5.2 REFERENCE OPTION

In comparison to Current Option, additional issues to be considered in Reference Option are as follows: (I) enhancement of exploration, appraisal and extraction of indigenous non-renewable energy sources, (ii) implementation of effective programmes on energy conservation (iii) Aggressive CNG conversion, (iv) Establishment of uniform gas transmission and distribution network through out the country and (v) integration of commercial energy and biomass fuels program to maintain sustainable supply of biomass fuels.

Specific assumptions for the Reference Option are presented below:

(i) Exploration and appraisal of oil and natural gas will be enhanced;

(ii) Development of natural gas will continue;

(iii) Development of coal will be enhanced;

(iv) Development of oil and use of natural gas liquid will continue;

(v) Harnessing of new-renewable sources of energy will be undertaken;

(vi) Imported oil will meet the major energy demand of liquid fuels;

(vii) Imported coal and LP gas will meet a part of total energy needs;

(viii) Mainly indigenous natural gas, supplemented by coal, hydropower and imported coal, petroleum fuels will be used for electricity generation;

(ix) Effective programme will be undertaken for conservation of commercial energy and biomass fuels;

(x) Effective program will be undertaken for establishment of gas based value added industries so that the value added items could be exported on fulfillment of national requirements.

(xi) Programs relating to strengthening of institutional and operational development of exploration and production public companies will be undertaken.

(xii) Transport vehicles will be converted into CNG fuel base with a strict time bound programme.

(xiii) Besides public sector efforts, private sector participation will also be encouraged for installation of CNG refueling stations in major cities including Dhaka and along the major highways and conversion of transport vehicles to environment friendly CNG fuel

(xiv) Program for the establishment of an unified gas transmission and distribution network through out the country (Western zone to be covered) will be undertaken.

(xv) Efforts will be made to reduce the dependence on external donors gradually by internal financing to the extent possible and new mechanisms of project financing, such as foreign private finance, joint venture, structured loan etc will be expected.

(xvi) A comprehensive program of recruitment & training linked with career development of human resources/professionals will be implemented.

(xvii) Research and Development activities will be institutionalized for productivity and cost effective activities in the energy sector.

xviii. Policy(ies) will be formulated through MOPEMR regarding phase wise private sector participation in the form of joint-venture with public transmission company(ies) in the construction of gas transmission pipelines where it is beyond the funding scope of GOB/Public Companies. GOB/Public retaining major shares and controls over the transmission networks with the government.

xix. Development of biomass fuels will be considered along with the development of commercial energy sources.

5.3 OBSERVATIONS ON THE SUPPLY OPTIONS

It is felt that implementation of Current Option would create strain on the economy with sharp increase in the demand of energy. It would also require additional fuel due to lack of conservation measurers; and would cause severe environmental degradation due to over exploitation of biomass fuels. Therefore, considering the long-term benefit, it is recommended that the country should aim to follow the Reference Option.

5.4 OBSERVATION ON THE USE OF INDIGENOUS NATURAL GAS

Natural gas can be used either as fuel or as raw material for various petrochemical products depending on its composition. Natural gas available in Bangladesh contains

mostly methane; it is not a good raw material for producing different petrochemical products, except chemical fertilizer and methanol.

Bangladesh has no indigenous source of commercial fuel other than natural gas and recently discovered coal. In order to reduce the burden of fuel import bill on national economy, during the last three decades, Government has been following a persistent policy to reduce dependence on imported oil and increase the use of indigenous natural gas in meeting the total energy demand of the country.

Considering the importance of electricity in boosting national economy and the prospect of distributing the benefit of indigenous natural gas to different parts of the country through national electricity grid, Government has given priority in maximizing the use of natural gas for power generation. Moreover, extension of natural gas pipe networks to power generation centres has been helping in improving the financial return on the investment in gas infrastructures.

From the year 2004-5, indigenous coal output is expected to be one million tonne per year; most of which will be consumed for power generation. However, availability of indigenous coal will not appreciably reduce dependence on natural gas for power generation in the foreseeable future.

Chemical fertilizer plays an important role in increasing agricultural production. For strategic reasons Government has given necessary attention to allocate a substantial portion of natural gas to produce chemical fertilizer for meeting local needs as well as for export. It may be mentioned that on the same consideration natural gas for fertilizer production is being supplied at a price cheaper than its economic price. Implications of export of fertilizer at such a price of gas should be assessed properly in determining future allocation of gas for fertilizer production. It is therefore, recommended, to limit the total production of natural gas based fertilizer to meet domestic demand only.

Because of the above mentioned reasons, it is recommended to allocate adequate quantity of natural gas to meet the demand of commercial fuels for various end use sectors such as power, fertilizer, industrial, commercial, domestic etc.

It may be noted that in the present world it is not competitive to use natural gas as a feedstock (raw material) for petrochemical industries in comparison to higher hydrocarbon gases obtained as byproducts during extraction and refining of crude oil. However the possibility of establishing a methanol plant may be given due consideration.

6.0. POLICY ISSUES

Policy formulation is a continuing process for decision making at different levels by different institutions and individuals. At the time of operationalising National Energy Policy there is a need to ensure that these decisions are taken in a synchronized manner to achieve the stated objectives. Various levels at which there is a need for synchronized decision making are stated as follows:

(i) At macro level, policy decisions are to be synchronized to ensure that the outputs of the energy sector meets the energy demands of all the end use sectors, zones and secio-economics groups on a sustainable basis.

(ii) At the sectoral (energy sector) level, policy decisions are to be synchronized to ensure balanced development of different sub-sectors (e.g. coal, oil, gas, power etc.). As for example, development in power sector may be affected due to inadequate development in natural gas sub-sector.

(iii) At the sub-sector (utility) level, policy decisions are to be synchronized to ensure balanced development of different programmes under a particular sub-sector. As for example, the ultimate outcome of gas-subsector depends on chronological development of exploration, appraisal, development, production, transmission and distribution projects. Similarly, in Power Sub-sector, it is necessary to consider chronological development of generation, transmission and distribution systems.

Major policy issues and recommended policies are to be considered to achieve the objectives of National Energy Policy have been presented in the following paragraphs.

6.1 DATABASE

A centralised database on different type of energy sources, their conversion, supply, consumption, prices etc. are to be established. These data are to be published on a regular basis to support planned development of energy resources.

6.2 RESOURCES ASSESSMENT

Resources Assessments as have been done and/or being done needs to be institutionalised and the figures updated at regular intervals (annually) by our own experts.

For energy planning purpose assessment of all types of energy resources (e.g. oil, gas, coal, nuclear minerals, hydropower, biomass fuels, solar, wind, tidal, wave etc.) are to be undertaken on a regular / continuing basis by the appropriate authorities.

Special incentives are to be given to undertake exploration and appraisal of petroleum resources in the West Zone and off shore areas.

6.3 TECHNOLOGY ASSESSMENT

Necessary arrangements are to be made to select appropriate technologies for application in energy sector programmes. Different factors to be considered in assessing the technologies are: conversion efficiency, transferability, adaptability, environmental effects, cost etc.

6.4 MANAGEMENT OF GAS SYSTEMS

National gas grid will be established for maintaining reliable gas supply. To improve management efficiency, production, transmission and distribution systems of gaseous fuels will be managed as separate cost and profit centers. Each of the units will be corporatised and allowed to operate on a commercial basis.

Development of gas fields through private sector, as a part of Government's privatization policy will be considered.

Private sector participation in the form of joint ventures may be considered for construction of gas transmission pipelines where it is beyond the funding scope of GoB/Public Companies.

Gas distribution companies may be privatised in phases for better management of the distribution system.

6.5 MANAGEMENT OF PETROLEUM FUELS

In course of time import, processing, distribution and marketing of petroleum fuels will be opened to the private sector provided the private sector investors develop their own infrastructure like pipelines(s) including carriers, storage and distribution/handling facilities.

6.6 MANAGEMENT OF COAL

Coal will play an important role in meeting the future energy needs of the country. A coal-mining project is under implementation to extract coal from Barapukuria Coal Mine. To ensure efficient management the mining activities will be conducted through Barapukuria Coal Mining Company.

6.7 MANAGEMENT OF POWER SYSTEM

To improve management efficiency; generation, transmission and distribution systems of power sector will be managed as separate cost and profit centers. Existing power utilities will be corporatised and allowed to operate on commercial basis.

Rural Electrification Board will be allowed to continue the implementation and management of Area Coverage Rural Electrification (ACRE) programme for designated rural areas of the country.

6.8 ENERGY CONSERVATION

End use based energy planning method is to be undertaken to incorporate energy conservation measures in energy planning process. Energy conservation measures will be considered in generation of power, refining of crude oil and use of energy for various end-uses (e.g. domestic, industrial, commercial, transport, agriculture). Necessary incentives (e.g. technical support, preferential credit, tax exemption etc.) will be given to achieve the targets of energy conservation.

There is a need to adopt Energy Conservation Act (in the process of approval by the Government for enactment) to provide a legal basis and to decide appropriate strategies for energy conservation.

6.9 ENVIRONMENT CONSIDERATION

Environmental issues will be considered for all type of fuels and in each and every step of fuel cycle; namely, exploration, appraisal, extraction, conversion, transportation and consumption.

6.10 MINING INSIDE THE FOREST AREAS

There should not be any commercial mining and quarrying inside the forest area (as legally defined in the Forest Act) and within 3 (three) Km from the forest boundary. However between 3 to 10 Km of forest boundary mining and quarrying may be allowed only where EIA shows that there is no negative impact on forest. Transportation of mining and quarrying materials should be controlled under the coverage of Forest Transit Rules.

6.11 PRICING POLICY

Tariffs of different type of final energy such as natural gas, petroleum products & electricity will be fixed on the basis of economic cost. When it is decided to give any subsidy it will be made at end users level and Government shall make necessary arrangement with the utilities on this accounts.

6.12 INVESTMENT POLICY

To allow healthy competition and to ensure efficient operation both public and private sector enterprises will enjoy similar / uniform investment incentives offered by the Government.

Corporatised public sector utilities shall be allowed to raise finance from the market through floating of shares and debentures and also bank loans.

Considering the energy sector as the infrastructure for development, its projects, when financed by the Government shall be allowed interest rates not more than the lowest slab of interest for commercial loans.

6.13 ZONAL DISTRIBUTION OF ENERGY

Different projects being considered and that may be considered to meet the energy demand of the West Zone are as follows:

(i) Special incentives for the survey; exploration and development of oil and gas.

(ii) Development of Barapukuria and other coal mine.

(iii) Implementation of energy conservation projects.

(iv) Construction of LPG bottling plants at suitable locations with necessary infrastructure development for the assured delivery of LPG in the West-Zone

(v) Development of coal bed methane.

(vi) Establishment of coal based power plants.

(vii) Exploration and development of coal in unexplored areas

(viii) Establishment of petroleum depots at Mongla port and up country to maintain reliable supply of petroleum fuels.

(ix) Expansion of electricity & gas transmission and distribution networks to the western zone of the country for effective regional balance in energy supply.

(x) Special incentive package similar to those offered for oil and gas exploration in off-shore areas to be offered for exploration in the west zone.

(xi) Implementation of gas based power plants in the west zone considering regional balance in energy supply.

(xii) Establishment of the second Petroleum Refinery in West Zone of the country.

(xiii) Augmentation of tree plantation programme (by the Department of Forest)

6.14 AREA-BASED ENERGY PLANING

Area-based energy planning methodology is to be followed to ensure sustainable supply of biomass fuels and to meet the energy needs of rural areas. At the implementation stage commercial energy development programmes and biomass fuels development programmes are to be co-ordinated. Areas (thana / district) having scarcity of biomass fuels will be given priority under commercial energy distribution programme and biomass fuels conservation programme (e.g. improved stoves). Reliable supply of commercial fuels to rural areas is to be ensured.

6.15 STRATEGIC / EMERGENCY STOCK

(a) Petroleum Fuels

The strategic stock of petroleum products is to be maintained at 60 days of consumption. Such reserves in storage tanks are to be distributed all over the country and reserve capacities for each location are to be determined by considering extreme natural and other events like cyclone, drought, flood and war.

(b) Coal

Adequate emergency stock of coal is to be maintained in off-shore islands and flood prone areas to meet the cooking fuel needs of such places at the time of emergency.

(c) Natural Gas

Stand-by wells are to be provided to meet emergency situation. The reserve margin in this case is recommended to be 20% of the producing wells.

6.16 IMPLEMENTATION AND EVALUATION OF PROJECTS

A master plan for the sector is to be developed, identifying projects along with the recommended phasing of implementation. Bankable project documents are to be produced for projects in accordance with its schedule identified in the Master Plan.

Necessary attention should be given for reducing the delay in the approval process. The existing procedure should be modified as to enable the concerned utility to complete the projects in time.

In addition to existing practices followed by IMED, Performance Evaluation Report (PER) should be prepared to evaluate the actual performance of the projects after its completion.

6.17 RESEARCH AND DEVELOPMENT

Systematic research programmes will be undertaken for each type of the energy utility. Necessary facilities and resources will be made available to implement different research programme on a continuous basis. Collaborative linkages among utilities and R&D institutions will be strengthened to implement different research programmes. A certain percentage of earnings of the utilities should be dedicated for R&D purpose. Accordingly various R&D institutions will also be established and strengthened (as applicable) under the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources.

6.18 HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Comprehensive programme of human resources development will be undertaken for each type of energy utility.

Training programmes are also to be organized for consumer groups to create awareness on efficient use of energy.

6.19 INSTITUTIONAL ISSUES

Ministry of Power, Energy and Mineral Resources should undertake the tasks of preparing a long-term energy plan (perspective plan). The proposed plan should ensure balanced and sustainable development of different parts of the country. There is a need to develop in-house institutional capabilities to prepare National Energy Plan.

One single Ministry (Ministry of Power, Energy and Mineral Resources) shall sponsor and co-ordinate the entire range of energy related activities.

Appropriate institutional arrangement are to be established to implement area based energy development programmes to ensure sustainable development of biomass fuels and to meet rural energy needs.

Renewable Energy Developments Agency (REDA) is to be established under the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources for the development and diffusion (dissemination / extension) of different type of renewable energy technologies. Until REDA is formed Power Cell of the Power Division of the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources will carry out all primary and initial works related to development of renewable energy.

An Energy Regulatory Commission (ERC) will be established to carry out the following regulatory functions of electricity and natural gas:

(a) To determine efficiency and standard of the machinery and appliances of the institutions using energy and to ensure through energy audit the verification, monitoring, analysis of the energy and the economy use and enhancement of the efficiency of the use of energy;

(b) To ensure efficient use, quality services, determine tariff and safety enhancement of electricity generation and transmission, marketing, supply, storage and distribution of energy;

(c) To issue, cancel, amend and determine conditions of licences, exemption of licences and to determine the conditions to be followed by such exempted persons;

(d) To approved schemes on the basis of overall program of the licencee and to take decision in this regard taking into consideration the load forecast and financial status;

(e) To collect, review, maintain and publish statistics of energy;

(f) To frame codes and standards and make enforcement of those compulsory with a view to ensuring quality of service;

(g) To develop uniform methods of accounting for all licencees;

(h) To encourage to create a congenial atmosphere to promote competition amongst the licencees;

(i) To extend co-operation and advice to the Government, if necessary, regarding electricity generation, transmission, marketing, supply distribution and storage of energy;

(j) To resolve disputes between the licencees, and between licencees and consumers and refer those to arbitration if considered necessary;

(k) To ensure appropriate remedy for consumer disputs, dishonest business practices or monopoly;

(l) To ensure control of environmental standard of energy under existing laws; and

(m) To perform any incidental functions if considered appropriate by the Commission for the fulfillment of the objectives of this Act.

6.20 LEGAL ISSUES

(i) Implementation of National Energy Policy will necessitate introduction of new Acts and modifications of the relevant Acts and Ordinances in this regard.

(ii) Environmental issues to be considered under National Energy Policy are to be mandated under National Environment Policy and Environment Act.

6.21 REGIONAL / INTERNATIONAL COOPERATION

Regional / International cooperation on energy may be explored for minimizing the gaps in energy supply of the countries in the region by developing a regional energy market.

6.22 ENERGY ADVISORY COUNCIL

A high power Energy Advisory Council consisting of representatives from politicians, policy makers, professionals and experts of the energy sector may be formed. This council, considering the overall national and international energy situation, may give necessary policy guidelines for the energy sector.

7.0. RECOMMENDED ENERGY POLICY

7.1 NON-RENEWABLE ENERGY POLICY

7.1.1 Assessment of Indigenous Resources

a. A comprehensive assessment of non-renewable energy resource base is essential irrespective of the actual prospects of their exploitation under prevailing techno-economic situation.

b. A comprehensive data base, containing all information and data required for exploration, is required to be developed by continuously updating geological, geophysical and geochemical information

c. Extensive exploration need to be continued to upgrade structural leads to established structures.

d. Steps are to be taken to drill the established structures / plays to ascertain their status.

e. Intensive exploration need to be continued to delineate new structures in the unexplored and virgin areas.

f. Special incentive packages similar to those offered for oil and gas exploration in off-shore areas are to be given for exploration of oil and gas resources in the West Zone.

g. Foreign and local entrepreneurs are to be encouraged to invest in exploration for petroleum and solid fuels in the country

h. The public sector utilities are to intensify exploration. For this number of exploration drilling with internal resources is to be increased to at least four wells per year and accordingly BAPEX, the lone public exploration and production company needs to be modernized in harmony with the development of the oil and gas industries.

7.1.2 Supply and Augmentation of Indigenous Resources

A. Oil and Gas

a. Comprehensive reservoir study of the developed gas fields need to be undertaken to determine their actual field potential.

b. Systematic appraisal of the discovered, partially developed and undeveloped gas / oil fields is to be undertaken to determine actual recoverable reserve. In this context, the oil/condensate rich fields are to be given priority.

c. Efforts are to be made to reduce the abandonment pressure wherever possible to augment the recoverable reserve of natural gas.

d. Producible wells, which may now be idle for different reasons, are to be brought under production on a priority basis. If needed, internal resources are to be allocated for attaining this target.

e. Marginal gas fields are to be developed to augment gas production volume.

f. Gas fields having higher NGL content are to be given priority for development in order to increase NGL supply.

g. NGL plants at Ashugonj and Kailashtila are to be commissioned at the earliest.

h. Development of the national gas grid, inter-connecting the demand centres with it should be completed as soon as possible.

B. COAL

a. The target of producing one million tonne of coal from Barapukuria by 2004 is to be achieved.

b. Techno-economic feasibility of Khalaspir coal deposit in Rangpur is to be taken up at the earliest.

c. Appraisal of coal basins in Rangpur Dinajpur belt is to be completed and depending on the findings, techno-economic feasibility of their exploitation are to be taken up.

d. Exploration for coal in the north-western part of the country including the identified potential coal basins is to be undertaken on a priority basis.

e. The feasibility study on extraction Coal Bed Methane (CBM) from Jamalgonj and Khalaspir is to be undertaken on a priority basis, if needed internal resources are to be allocated for this. Depending on the findings of the Feasibility study, commercial exploitation of CBM is to be considered for these and other prospective areas of coal deposit. Private entrepreneurs may be encouraged to extract CBM.

C. NUCLEAR MINERALS

Areas having prospects of uranium and thorium deposits are to be appraised and, studies may be conducted on the techno-economic viability of production at prospective sties.

7.1.3 Reduction of Imbalance in Energy Consumption

A. RURAL-URBAN

a. Penetration of commercial fuels backed up by appropriate pricing policy is to be accelerated to ensure equitable distribution of benefits.

b. Reliability of energy supply to the rural areas in terms of availability in adequate quantity, in time and at a fair price is to be ensured

B. EAST ZONE AND WEST ZONE

Considering the importance of equitable development both in East and West Zone of the country the following measures will be considered:

a. Special incentives for exploration and production of oil and gas;

b. Exploration and development of coal, including that at Barapukuria and Khalaspir, and CBM;

c. Use of furnace oil of ERL for power plants and industries;

d. Establishment of adequate oil depots at the Mongla port and up country;

e. Construction of LPG bottling plant at Ashugonj, as well as, any other suitable places in the western zone with necessary infrastructure development for the assured delivery of LPG in the West Zone

f. Extension of natural gas pipeline;

g. Development of infrastructure for handling and inland transportation of imported fuels like coal and oil;

h. Establishment of Petroleum Refinery

i. Railway should also develop appropriate facilities for POL product transportation and handling.

7.1.4 Fuel Mix

a. Supply of indigenous fuels is to be maximized to the extent possible in meeting the future demands.

b. The mix of imported fuels and their end-uses are to be determined on the basis of their relative advantages and disadvantages. Reliance on a single fuel type is to be avoided in order to minimize the effect of any future global energy crisis. Security of energy supply, logistics of transportation and handling, environmental pollution along with economics of energy supply will influence the mix of the imported fuels.

c. Import of liquid fuels is to be determined by the market force. However, its consumption is to be limited primarily to such uses for which alternatives are not either available or affordable by the vast majority of the population.

d. Size of new refinery(ies), whenever required, is to be determined on the basis of growth in demand. At least one of the new refineries may be considered for estabilishment in the west zone.

e. Infrastructure for transportation of crude to the refinery site, including pipeline if the site is inland, should be developed in parallel to installation of the refinery (ies).

7.1.5 Allocation of Non-Renewable Energy Sources

A. Petroleum Products

a. Allocation of liquid petroleum products will depend on the dynamics of market economy

b. In place of Furnace Oil (FO) produced in ERL alternate fuels with low sulfur content should be used for power generation / Industrial units for protection of environment. The FO produced in ERL should be used for production of Bitumen and international Bunkering.

c. In the event of Compressed Natural Gas being available, it will be possible to replace part of the liquid fuel by CNG.

B. Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Most of the LPG is to be allocated for the west zone until the equitable gas distribution system is established, primarily for the domestic sector. LPG may also be imported for meeting the demand of the country.

C. Coal

a. Major portion of local coal is to be used for Power generation in the west zone. The remaining part of it may be used for other purposes in both zones depending on its demand.

b. Allocation of imported coal will depend on the dynamics of the market economy.

D. Coal Bed Methane

The future production of Coal Bed Methane is to be used for power generation, domestic, commercial and industrial purposes in the west zone.

7.1.6 Pricing Policy

a. All forms of non-renewable energy are to be priced at their economic cost of supply.

b. The present price of natural gas is to be raised in phases to reach its economic cost of supply.

c. The price of PSC gas is to be linked to the price of high sulfur furnace oil as recommended in the Petroleum Policy.

d. The present subsidy on gas price for power and fertilizer is to be removed gradually. Subsidy, if required, is to be given at the end-user level and the related liabilities cannot be passed on to the utilities.

e. Differential tariff is to be applied for use of gas by the bulk user (e.g. power and fertilizer) for the off-peak and peak hours.

f. While fixing up price for Diesel, MS, Kerosene, LPG etc., adequate care has to be taken to prevent adulteration of one product by the other or to discourage smuggling of the product outside the country.

g. The price of coal is to be set at its economic cost of production and supply

7.1.7 Conservation

Following categories of conservation measures are to be strictly enforced to ensure rational, economic and efficient use of energy.

A. ENERGY AUDIT

Energy audit is to be enforced at all levels, so that wastage of energy can be checked and corrective measures taken. To this end, the Energy Conservation Act is to be introduced and the role of Energy Monitoring and Conservation Cell (EMCC) is to be strengthened.

B. REDUCTION OF WASTAGE

a. Use of efficient processes in fertilizer production, BMRE, retrofitting and other measures are to be taken to reduce specific gas consumption in fertilizer production first to the level of the present average consumption of the national fertilizer factories and then at least to the specific consumption of Jamuna Fertilizer Factory. Any new fertilizer factory must have efficiency acceptable at the international level.

b. Use of efficient technologies for power generation, BMRE or retrofitting are to be undertaken for the existing power plants of different types having efficiency lower than the national average of the technology. Future power plants must be base plants where natural gas is available and peaking power plants (Gas Turbine) must be highly efficient where natural gas may be or may not be available.

C. DEMAND MANAGEMENT

a. Single / double shift industries are to be operated during off peak period.

b. Decision on establishing gas-based new fertilizer factories will be taken in such a way that total production is limited to the level of national demand

c. Incentives for fuel efficiency for all categories of end-uses may be given.

d. Fiscal incentives, including reduced taxes and duties may be given to promote the use of Compressed Natural Gas (CNG) in transports.

D. EFFICIENT USE

a. Use of improved cooking appliances and lighting devices using commercial fuels are to be encouraged.

b. Use of efficient engines and furnaces as well as co-generation on industries, are to encouraged wherever feasible.

7.1.8 System Loss Reduction

a. All types of technical system losses are to be reduced to acceptable levels and non-technical losses are to be eliminated.

b. Adequate number of meters (system meters) are to be installed by the utilities at designated points of the gas network at the earliest.

c. Electric and Gas meters are to be checked and calibrated periodically and on a regular basis.

d. Power, fertilizer and all other industrial consumers are to provide their annual production and total electricity gas consumption in order to estimate specific consumption.

7.1.9 Environment Policy

a. Carrying out Environmental Impact Assessment (including a consideration of social impact) should be made mandatory and should constitute an integral part of any new energy development project.

b. Use of economically viable environmental friendly technology are to be promoted.

c. Use of fuel wood is to be discouraged and replacement fuels are to be made available at an affordable price

d. Popular awareness to be promoted regarding environmental conservation.

e. In case of coal based power plants, disposal of ash and reduction of environmental emission are to be considered in technology selection.

f. Use of lead free petrol is mandatory.

g. Use of low sulfur content Diesel will be encouraged.

h. Production of liquid fuels like Petrol, Kerosene, Diesel Oil from Natural Gas (NG) will be encouraged.

i. Other technical options such as use of Catalytic Converter and Diesel Particulate Filter will be encouraged to reduce vehicular emissions.

j. For improving the environment condition in the country, producing energy from wastes will be encouraged.

7.1.10 Emergency Stocks

A. PETROLEUM FUELS

The emergency stock is to be maintained at 60 days of consumption. Such reserves in storage tanks are to be distributed all over the country and reserve capacity for each location are be determined by considering extreme natural events like flood and cyclone, as well as drought.

B. COAL

Adequate emergency stock of coal, (equivalent to about one month's consumption) of off-shore island and flood prone areas may be maintained.

C. NATURAL GAS

Stand-by wells are to be provided to meet emergency situation. The reserve margin in this case is recommended to be 20% of the producing wells. To materialize the emergency reserve margin of 20% of the producing wells, immediate efforts are to be taken for further drilling of sufficient additional production wells.

7.1.11 Investment and Lending Terms

a. Dependence on external donors is to be gradually reduced by internal financing to the extent possible. Public sector utilities are to be encouraged to mobilize own resources for their projects. The existing formalities for using internal resources of the utilities for implementation of their projects are to be simplified.

b. A part of the contributions of Petrobangla and the BPC towards the national exchequer is to be made available to the public sector utilities for investment in development of the non-renewable energy sector.

c. Public sector utilities are to be allowed to mobilize finance from the market through bank loans debentures and floating shares.

d. Private sector financing is to be encouraged.

e. In case of government funding, same set of financing conditions are to be applicable for both the private and the public sector.

f. Considering the importance of energy as a vital infrastructure for development, interest on loans provided by the Government is to be equal to the lowest slab of interest for industrial loans.

g. Energy sector projects should be given protection against foreign exchange fluctuations

7.1.12 Project Planning and Implementation

a. Master Plan for the sub-sector is to be developed, identifying projects along with the recommended phasing of implementation. The master plan may also include information on the project cost and economic analysis. Bankable documents are to be produced for a project in accordance with its schedule identified in the master plan.

b. Necessary attention should be given for reducing the delay in the process of project approval. The existing procedure should be modified so as to enable the concerned utility to implement the project according to the time schedule given in the project proforma.

7.1.13 Institutional Issues

Though Petrobangla has been organized in the functional line and operating companies have been registered as Public Limited Company, yet Petrobangla continues to remain as a Government Agency in the form of a Corporation. Petrobangla is to be corporatised and converted into a Public Limited Company (Holding Company) under the Companies Act of 1994 with necessary organizational and financial restructuring and the ownership to remain with Government. The new Company should have the right to select employees on its own terms and conditions of employment so as to attract and retain high quality staff.

An Energy Regulatory Commission (ERC) will be established to carry out the following regulatory functions of electricity and natural gas:

(a) To determine efficiency and standard of the machinery and appliances of the institutions using energy and to ensure through energy audit the verification, monitoring, analysis of the energy and the economy use and enhancement of the efficiency of the use of energy;

(b) To ensure efficient use, quality services, determine tariff and safety enhancement of electricity generation and transmission, marketing, supply, storage and distribution of energy;

(c) To issue, cancel, amend and determine conditions of licences, exemption of licences and to determine the conditions to be followed by such exempted persons;

(d) To approved schemes on the basis of overall program of the licencee and to take decision in this regard taking into consideration the load forecast and financial status;

(e) To collect, review, maintain and publish statistics of energy;

(f) To frame codes and standards and make enforcement of those compulsory with a view to ensuring quality of service;

(g) To develop uniform methods of accounting for all licencees;

(h) To encourage to create a congenial atmosphere to promote competition amongst the licencees;

(i) To extend co-operation and advice to the Government, if necessary, regarding electricity generation, transmission, marketing, supply distribution and storage of energy;

(j) To resolve disputes between the licencees, and between licencees and consumers and refer those to arbitration if considered necessary;

(k) To ensure appropriate remedy for consumer disputes, dishonest business practices or monopoly;

(l) To ensure control of environmental standard of energy under existing laws; and

(m) To perform any incidental functions if considered appropriate by the Commission for the fulfillment of the objectives of this Act.

7.1.14 Participation of Private Sector

a. Incentive packages defined through the Petroleum Policy are to be offered to the local and foreign entrepreneurs. Similar incentive packages is to be developed for the solid fuels as well.

b. In case of marketing of fuels by the private sector, the price fixation and the reliability of supply to all categories of consumers in the rural as well as the urban areas are to be regulated through the Energy Regulatory Commission.

7.1.15 Research and Development

a. A comprehensive R&D programme addressing the problems of development of non-renewable energy is to be drawn up and implemented in co-operation with the existing R&D and educational institutions of the country.

b. A National Data Bank on energy will be established in any suitable location under the direct control of Ministry of Power, Energy and Mineral Resources.

7.1.16 Human Resource Development

a. A comprehensive programme on training linked with career Planning of professionals is to be drawn up and implemented.

b. Sufficient funds are to be allocated for human resource development. A certain percentage of PSC shares and revenue generated by the utilities is to be earmarked for this purpose.

7.1.17 Legal Issues

Appropriate modifications / revisions of the existing laws, acts, regulations, ordinances, etc are to be made in consultation with the Ministry of Law in order to facilitate implementation of various provisions of the National Energy policy.

7.2 PETROLEUM POLICY[1]

7.2.1 Objective

The basic objectives underlying the policy are to:

i. Undertake systematic survey, exploration and exploration of petroleum resource and to ensure their rational use for sustainable development of the country.

ii. Adopt uniform policy instrument for both public and private sector (local and foreign) enterprises,

iii. Expedite exploration and development of indigenous petroleum resources,

iv. Mobilize domestic and external financial and technical resources from private and public sector especially the former for the development of petroleum exploration, refining, import, export, storage, distribution and marketing,

v. Consider development of gas fields through private sector, as a part of Government's Privatization policy,

vi. Replace oil import by gas as far as possible and to augment energy supply by other undeveloped commercial energy sources such as coal, coal bed methane, peat as well as LPG and all other possible sources of conventional and non conventional energy,

vii. Strengthen the research, technical and administrative capabilities of the government agencies responsible for making policies and their effective implementation,

viii. Encourage involvement of private sector in the petroleum industry and trade,

ix. Create a competitive environment for giving the best deal to the consumer in price and quality, and

x. Promote measures for environmental impact assessment in this sector.

7.2.2 Implementation

For achieving these policy objectives, the measure specific to various segments of the oil and gas sector are spelled out below:

A. LEGAL AND PROCEDURAL

[1] For the purpose of the petroleum policy, petroleum means any naturally occurring hydrocarbon, whether in liquid, gaseous or solid state as defined in the Bangladesh Petroleum Act, 1974.

i. Steps will be taken to amend the existing acts and rules to implement the policy wherever necessary.

ii. All applications for exploration licenses will be decided within six months and disputed or contested application will be decided within nine months,

iii. A comprehensive database necessary for promotion exploration will be developed and made available on payment of necessary fees for the use of exploration companies and confidentiality rules will be amended to bring it in line with the international practice wherever necessary, and

iv. The model production-sharing contract will be reviewed at intervals.

B. FISCAL

i. Repatriation of profit as per production sharing contract (PSC) provision will be allowed.

ii. Private and public sectors will be treated uniformly,

iii. No administering fee or signature bonus will be necessary on signing of PSC. Contract service fee to be paid annually will be biddable with a minimum of US $ 50,000.00(fifty thousand US dollars),

iv. Special consideration will be given to application for PSC in offshore areas,

v. For offshore production, rate of bonuses and the Government's share would be lower than onshore production,

vi. No duty will be levied on machinery, equipment and consumables imported for petroleum operation during exploration, development or production stage,

vii. The equipment imported for enhanced oil and gas recovery will also be subject to the same concessionary rate duty, and locally manufactured machinery and equipment used by the exploration companies will be entitled to all such benefits as are admissible on their export,

viii. Pre-shipment inspection of machinery and other imported items will be mandatory,

ix. Companies will remain harmless of taxes as are determined under the terms of PSC. and,

x. Incentive oriented agreements will be made for exploration in and recovery from deeper horizons.

C. COMMERCIAL

i. Local private companies will be encouraged to seek joint ventures with foreign companies and /or with BAPEX in exploration,

ii. The practice of accepting a commercial discovery on the basis of the first exploration well followed by one appraisal well to determine the extent of the reservoir will be changed and declaration of commerciality on conclusive ground will be accepted even on basis of one well,

iii. The gas production companies will be assured a market outlet within a reasonable time of commercial discovery, and if indication of an outlet is not given by the government within 12 months of the declaration of commercial discovery, the producer would be free to find market outlet within the country, and

iv. The companies would be required to undertake optimal development of oil gas fields for maximum recovery.

D. PRICING

i. The pricing for associated gas would be on a cost plus basis, while for non-associated gas it will be 75% of international price of high sulfur heavy fuel oil with negotiated discounts, and to encourage exploration in offshore areas, associated or non-associated gas from such fields will be priced at 25% higher than those from onshore areas,

ii. The price of locally produced LPG will be linked to international kerosene price on BTU basis with appropriate discount to encourage its local production, and

iii. The value of oil from each production area will be determined on the basis of market value comparable to Asia Pacific Petroleum Price Index(APPI).

7.2.3 Oil Refining

i. Private sector will be free to set up new refineries, with approval from any authority designated by GOB.

ii. Private sector will be encouraged to install secondary conversion units for upgrading residual fuel to higher value products in collaboration with the existing refinery,

iii. New marketing companies linked with investment in development of infrastructure (storage, pipelines, wharves and other facilities) will be allowed,

iv. Joint venture companies for i., ii. and iii. outlined above will be encouraged,

v. The pricing formula for refinery products will be based on import parity prices with a negotiated discount,

vi. Refineries will be allowed to import required crude oil after lifting locally produced crude oil allocated from local source(s), and foreign exchange for import of crude oil will be made available,

vii. Refineries will be free to sell their products to any marketing company or directly from the plant to any customer(s) within the country, and

viii. Foreign companies investing in refinery or in blending plants whether on their own or in association with local investors will enjoy the benefit of Foreign Private Investment (Promotion and Protection) Act, 1980.

7.2.4 Lubricating Oil

i. Lubricating oil products will be free from price control,

ii. Permission may be obtained from GoB for import or establishing lubricating oil blending plants, grease and wax manufacturing plants subject to registration for quality check,

iii. Investors will be free to procure raw materials from local or foreign sources,

iv. Unless the regulations are enacted for disposal of used lubricating oil these will exclusively be used as FO (Furnace Oil) and no recycling will be allowed to protect environment.

v. Quality standards of lube oils will be defined according to the international standards and enforced through checks; each plant will be required to establish adequate testing facilities. Penalty as per "Petroleum Act & BPC Ordinance" for non compliance will be imposed.

vi. It will be preferable to have a licensing arrangement with internationally reputed oil company(s) or lubricant blending plants for product formulation.

vii. The minimum standard of lubricating oil will be API-SC/CC for engine oils and for industrial grades as per manufacturer's recommendation. For two stroke engines minimum standard should be API TC or JASO FB level.

viii. Marketing of Straight mineral oil, mild additive treated lubricating oil and any type of loose lubricating oil is prohibited. Marketing of lubricating oil are to be encouraged in small pact's/sachets.

ix. All blending plants (including private) should be of international standard and must be upgraded with laboratory facilities.

7.2.5 Marketing and Distribution

i. In consultation with the Government, the prices of products will be fixed and equalized for main installation and depots at various places in the country and freight will be added beyond these points,

ii. Subject to uniformity in coverage development of retail outlets will be done by the marketing companies and individual investors based on environment, explosive and safety rules,

iii. The commission of marketing companies and dealers will be excluded from the notified prices, and the dealers commission will be left out to be determined by the marketing company or by the individual retailer,

iv. The private sector will be encouraged to invest in infrastructure like pipeline(s) including carriers, storage and distribution /handling facilities,

v. Private sector may also be involved in phases in import and distribution of POL.

vi. Marketing companies (under BPC) may import POL products after lifting the locally produced products, and

vii. To check adulteration and to enforce quality & quantity existing laws will be updated.

7.2.6 Liquefied petroleum Gas (LPG)

After meeting the domestic LPG requirement, the surplus may be considered to be used as automotive fuel.

7.2.7 Research and Development

Research and Development measures will be implemented as stipulated in the National Energy Policy. Accordingly to implement this policy, the monitoring, research and development capabilities of Petrobangla, Bangladesh Petroleum Institute, Bangladesh Petroleum Corporation, Geological Survey of Bangladesh, and other Institutions will be strengthened by allocating a fixed percentage of the government share of the PSC and by utilizing the technical assistance provided by the petroleum producing companies under production sharing contracts.

7.2.8 CNG in Transport

In order to reduce the air pollution in Dhaka and other cities, the Government has given emphasis on the best possible use of environmental friendly fuel CNG in transport sectors. As such government has liberalised and opened the sector for private participation to supplement the activities of the public sectors. The use of CNG in all types of road and riverine transports replacing motor spirit and diesel will be commercialized. No duty, sales tax or surcharge will be levied on equipment imported for compression and refuelling of natural gas and for conversion of vehicles. Local as well as foreign private capital will be encouraged to invest in all phases of CNG business.

The strategy for the development of CNG as transportation fuels are:

(i) Banning of diesel buses and trucks in cities roads with a rigid cut off date

(ii) To convert existing petrol vehicles to CNG by establishment of sufficient number of conversion workshop by Public/Private Sector in all the major cities

(iii) To install and operate adequate number of CNG refueling station by Public and Private Sector in the major cities and the connecting highways

(iv) Set up emission standard for CNG vehicles

(v) Elimination of two-stroke baby taxi

(vi) Encourage introduction of CNG dedicated buses and four-stroke Baby Taxis through reduction of duty.

(vii) Monitor CNG converted vehicles closely to ensure quality of emission and to ensure pollution control

(viii) To introduce appropriate regulatory frame-work for more systematic monitoring, closer control and regulation. (Meanwhile, GOB has already introduced gazetted the guideline and procedure for establishment of CNG refueling station and conversion workshop).

7.2.9 Safety and Environmental Protection

Laws, Rules and Policies formulated by the Government in this regard will be followed. The following 3 (three) new rules are being framed which will provide safety and efficiency in the respective field.

(i) The CNG (automotive fuel) Rules

(ii) The Liquefied Petroleum Gas Rules

(iii) The Oil & Gas Exploration Safety Rules.

7.3 MARGINAL GAS FIELD DEVELOPMENT POLICY

In Bangladesh 22 gas fields of sizes ranging from 25 to 4000 Bcf have so far been discovered. Fifteen of these gas fields have been brought under production. Some of these fields, which have been in the process of depletion for continued production over time, have become commercially unviable and remained unattended. There are yet other gas fields, which have not been put under operation for want of commercial viability right from the beginning. All these gas fields, which have no apparent prospect for further development under the existing techno-economic considerations, may be termed marginal/abandoned. Development of marginal gas fields requires investment with significant risks. In order to provide a transparent mechanism to deal with such marginal/abandoned gas fields, a set of procedural guidelines is deemed necessary.

7.3.1 A. OBJECTIVES

The objectives if this procedure are to :

i. Facilitate development of gas resources of marginal/abandoned gas fields;

ii. Introduce the state-of-the-art technology for development of marginal/ abandoned gas fields;

iii. Maximize ultimate recovery of gas from marginal/abandoned gas fields; and

iv. Attract private investment (domestic and foreign direct) in the development of marginal/abandoned gas fields.

7.3.2 B. DETERMINATION OF MARGINAL GAS FIELDS

Petrobangla from time to time, with the approval of the Government, may declare certain gas fields as marginal/abandoned on the basis of the following procedure:

i. Petrobangla shall constitute a technical committee, which will evaluate the status of all gas fields on the basis of geological, geophysical and engineering data, production history, cost effectiveness, size of the fields, remaining recoverable reserve, well deliverability, cost of production, access to pipeline and market etc. and determine which gas fields may be considered as marginal/abandoned.

ii. The recommendations of the technical committee will be reviewed by Petrobangla and after review Petrobangla shall prepare and forward for consideration and approval of the Government the list of gas fields to be declared as marginal/abandoned.

c. Processing

1. Available data for the respective marginal/abandoned gas fields will be provided to the investors on payment of necessary fees. The confidentiality agreement will be signed in line with the international practice.

2. GOB/Petrobangla may invite proposals for private investment for the development of marginal/abandoned gas fields. The offers received will be evaluated on declared criteria and the best offer will be selected for negotiation and finalization of the contract.

3. The model production sharing contract 1997 as it relates only to gas and its associate products and as may be modified from time to time by the government shall be used as far as practicable as guidelines for negotiation. However, established norms and procedures will be taken into consideration while finalizing the contract between the parties.

4. Offers received prior to the adoption of these procedures will be appraised by a technical committee appointed by Petrobangla. After appraisal a joint venture agreement (jva) will be concluded between the selected investor and petrobangla/ company(ies) and forwarded to government for approval.

5. In line with the general GoB policy of diversification and wider participation of investors in order to minimize risks and encourage competition, foreign companies already engaged in exploration and/or production shall not be eligible for participation in the development of marginal/abandoned gas fields except specifically allowed by the government.

d. Fiscal Incentives

i. Repatriation of dividends, capitals, repayment of loans etc. shall be in accordance with the policy of the Government/Bangladesh Bank.

ii. Payment and exemptions of import duty shall be in accordance with SRO-202, issued on 28.11.95 by the National Board of Revenue.

iii. The investors will be encouraged to use locally produced equipment and services.

iv. Except as provided for in d(II) above, existing GOB rules shall apply for payment of corporate tax and all other taxes as applicable for such investment.

e. Commercial Aspects

i. The investors shall conduct all operations at their sole risks and expenses. If there is no commercially viable production in the marginal/abandoned gas field, or if the production achieved by the investors under the contract is insufficient to reimburse the costs, the investors shall bear the losses.

ii. The investors will be required to undertake optimal development of marginal/ abandoned gas fields for maximum recovery.

iii. If an indication of a market outlet it not given by Petrobangla within 6 (six) months after a request is made by the investors, they will be free to find the market outlet within the country.

iv. The investors will be entitled to recover investment within an agreed period of time under the terms of the contract. Investment recovery shall be limited only to the respective field.

v. The investors will have the right to produce annually an agreed volume of gas following good reservoir management practices.

vi. The investors will indemnify GOB/Petrobangla against any damage to resources and third parties.

vii. The investors will be required to pay annually to Petrobangla a contract administration fee and a training grant, which will not be included as recoverable cost.

f. Pricing

Price of natural gas and associate products to be produced and delivered will be determined through negotiation.

g. Safety and Environmental Protection

Laws, rules and policies formulated by the Government of Bangladesh from time to time in this regard shall be followed.

h. Right Of Interpretation

In case of any ambiguity with regard to interpretation of any provision of these procedures, the GOB's interpretation shall be final.

i. Explanatory Note:

- For the purposes of these procedures, Chhatak, Kamta and Feni gas fields shall be deemed to have been declared marginal/abandoned gas fields, and, the negotiations/ discussions conducted so far with the approval accorded by the government in 1999, shall be deemed to have been in compliance with the above procedures.

7.3.1 Welfare

The private companies in consultation with the Ministry of Energy and Mineral Resources/ Petrobangla will contribute towards the:

1. Development of roads, water supply, health and education facilities in the areas of their operation and towards any such other activities to be undertaken,

2. Undertake programs to improve the state of environment in their areas of operation.

7.4 RENEWABLE AND RURAL ENERGY POLICY

7.4.1 General Policy Issues

A. SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT

All energy development programs are to be aimed at sustainable development with minimal environmental effect.

B. RURAL ENERGY

Rural sector plays a vital role in the national life in terms of economic activities, agricultural production and population. Therefore, energy needs of the rural areas are to be given priority in all activities related to the overall development of the energy sector.

C. BIOMASS FUELS

Direct and total replacement of biomass by commercial energy will be prohibitive for financial and infrastructural constrains. Biomass fuels will, therefore, continue to play an important role in the energy scene of the country for many years to come.

D. COMMERCIAL FUELS

Upper limit of supply of biomass fuels, imposed by the availability of land, would necessitate supplementing the supply side in the rural areas with commercial fuels. Penetration of commercial fuels into rural areas and all other activities related thereto are be planned and implemented when the overall program for development of the commercial fuels are drawn up.

E. ENERGY-MIX

Demand of total energy in the rural areas are to be met by a mix of bio-mass fuel, commercial fuels and the renewable energy technologies and their composition would vary from place to place.

7.4.2 RENEWABLE ENERGY POLICY

A. INTRODUCTION

A.1 Energy is one of the most important ingredients required to alleviate poverty, realize socio-economic and human development. The energy prospect is generally assessed on the basis of available commercial sources i.e., fossil fuel like gas, coal, oil etc. In Bangladesh efficient utilization of renewable energy resources is yet to assume commercial dimensions and hence a rational policy dissemination on renewable energy usage is essential. The renewable energy covers solar, wind, biomass, small hydro, geo-thermal, tidal, wave etc. in different form.

A.2 The frightening prospect of scarce non-renewable energy sources in a strife torn world presents one of the major concerns of mankind today. Though, energy derived from oil, gas and coal will play a vital role in meeting a growing demand for many years to come, the realization of the exhaustive nature of world's fossil fuels have focused interest and effort on harnessing alternative energy resources. Time has come to give recognition to the use of renewable energy resource which is free from environmental pollution, keep control over deforestation and abating atmospheric emissions.

A.3 At present the organizations/utilities under the following ministries are responsible for taking care of the various types of energy in Bangladesh

- Ministry of Power, Energy & Mineral Resources

- Ministry of Science, Information & Communication Technology
- Local Government Engineering Department

B. GOVERNMENT POLICY

Government of Bangladesh has adopted a National Energy Policy (NEP) in the year 1996 giving emphasis for the development of Renewable Energy.

The major objectives of the NEP are:

- To provide energy for sustainable economic growth so that the economic development activities of different sectors are not constrained due to shortage of energy.
- To meet the energy needs of different zones of the country and of different socio-economic groups.
- To ensure optimum development of all the indigenous energy sources (e.g. commercial fuels, biomass fuels, and other renewable energy sources).
- To ensure sustainable operation of the energy utilities.
- To ensure rational use of total energy sources.
- To ensure environmentally sound sustainable energy development programs causing minimum damage to environment.
- To encourage public and private sector participation in the development and management of the energy sector.

In order to translate these policy objectives into actual investment projects government has taken keen interest to formulate and adopt a Renewable Energy Policy. To accelerate the growth of renewable energy sector of the country, NEP has recommended establishing Renewable Energy Development Agency (REDA).

C. IMPORTANCE OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES DEVELOPMENT

C.1 Fossil energy resources in Bangladesh consist primarily of natural gas. Domestic oil reserve is considered negligible. Bangladesh has also some deposits of peat in the south-western region of the country which have low calorific value. However, the country has substantial bituminous coal deposits in the north western region at Barapukuria and also more coal fields bear potential for large scale mining of them are under active consideration of Government for exploration.

C.2 Access to electricity in Bangladesh is one of the lowest in the world; coverage today stands around 32% of the total population. However the rural areas of Bangladesh, where 76% of the population live, is seriously deprived of the electricity facility. Larger energy supplies and greater efficiency of energy use are thus necessary to alleviate poverty and to meet the basic needs of a growing population. But it is difficult and expensive only utilizing commercial energy. It is therefore, necessary to tap different sources of renewable energy and to use them efficiently for the benefit of the people. For this, renewable energy development program will be taken in the areas where potential renewable energy resources are available considering financial, economical & technical viability and keeping in view the Environmental Quality Standard (EQS). Plant location, size and design will be considered on the basis of available energy resources of the area and efficient conversion of energy will be given preference. Priority will be given to the rural areas where national grid expansion is expensive. This will reduce the pressure on the demand of commercial power supply and will help to avoid costly grid expansion and will also keep environment pollution free.

C.3 GOB has declared its vision to provide electricity for all by the year 2020. Major electrification through grid expansion is not a viable option mainly due to inaccessibility and low consumer density. Renewable energy is environmentally sustainable, socially acceptable and economically viable option in the off-grid locations. To fulfil the GOB's objectives of electrification, development of renewable energy resources will play a vital role for off-grid electrification.

D. RENEWABLE ENERGY POLICY REQUIREMENT

D.1 Prior attempts to develop renewable energy in Bangladesh have met with limited success due to policy, institutional, financing, market, information, technical and human resource barriers. This policy intends to reduce these barriers and provide a sound and sustainable implementation framework to tap the renewable energy potential of Bangladesh.

D.2 Private capital investment for implementing the renewable energy is a major issue to be considered. This policy envisages accomplishment of its objectives by mobilizing a concerted national effort with the continued co-operation and commitment of government, international organizations, bilateral and multilateral funding institutions, Civil Society Organizations (CSOs), Community Based Organizations (CBOs), Non-government Organizations (NGOs), research organizations, universities and private sector etc. It has become increasingly clear that for the development of renewable energy, a favorable atmosphere is to be established to attract private investment as well

as cheaper sources of funding need to be exploited. Furthermore, innovative new financing opportunities including micro financing may be utilized to attract private capital to supplement the energy deficiencies in the rural areas and thus to fulfill the aspiration of the poor people.

D.3 To encourage private sector participation for the development of renewable energy resources through establishment a institutional framework, formulation of Renewable Energy Policy is essential.

E. OBJECTIVES OF RENEWABLE ENERGY POLICY

The major objectives of the renewable energy policy are:

- Promotion of renewable energy attracting private capital investment
- To accelerate electrification program using renewable energy resources
- To reduce pressure on commercial fuels
- Generation of power utilizing renewable energy to share at least 5% of total demand by 2010 and 10% by 2020.
- To ensure optimum development of all renewable energy sources
- To ensure environmentally sound sustainable energy development programs causing minimum damage to environment.
- To encourage public and private sector participation in the development renewable energy
- To promote competition among the entrepreneurs

F. MODALITY FOR IMPLEMENTATION OF RENEWABLE ENERGY PROJECTS

6.1 Renewable Energy Development Agency (REDA) will be established under the Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral for promotion and development of different type of renewable energy technologies (RETs). REDA will start functioning with GOB fund and subsequently devise its business plan for long-term sustainability. REDA will look after government interest in renewable energy projects. Until REDA is formed Power Division of the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources or its assignee will facilitate the development of renewable energy.

G. FINANCING ARRANGEMENTS

- GOB may allocate funds for financing the capital investment required for renewable energy projects.

- A revolving Renewable Energy Trust Fund may be created with grants from Global Environmental Facility (GEF) and other climate change abatement funds to support renewable energy projects in Bangladesh.

- Government of Bangladesh (GOB) may establish renewable energy projects considering carbon emission trading as a signatory of Kyoto Protocol.

- GOB may secure funds from International Donors by implementing Clean Development Mechanism (CDM).

- Funds may be raised for the development of renewable energy projects issuing Corporate Bonds with the consent of the Securities and Exchange Commission (SEC).

- Foreign banks may be allowed to underwrite the issue of shares and bonds by the private power companies with the recognition by SEC of such underwriting.

- Tax facilities for private sector instruments as available to Non-Banking Financial Institutions.

H. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA)

It is stipulated that the project proponent must follow "Bangladesh Environmental Conservation Act' 1995" and "Environmental Conservation Rules' 1997" at the time of establishing renewable energy project and clearance from the Department of Environment would also be needed in this regard.

I. TARIFF FOR SALE OF POWER

I.1 POWER OFF TAKE

It will be the responsibility of the renewable energy entrepreneurs or sponsors to find customers for electricity. Sponsor will have direct contract with the customers for the sale of electricity on terms mutually agreed upon. The distribution system required for the supply of electricity to the contracted customers may be built by the Sponsors themselves or they can use the existing transmission and distribution systems, if there is adequate capacity. The sponsor will require to pay a wheeling charge to the owner of transmission/distribution facilities. The wheeling charges and other terms and conditions will be mutually agreed upon between the sponsor and the owner of the transmission/distribution facilities. Utilities (BPDB, DESA, DESCO, REB) may buy electricity generated from grid-connected renewable energy projects through mutually agreed "Power Purchase Agreement (PPA)"

I.2 PRICE REGULATION

GOB will not regulate the price of electricity generated from renewable energy source which shall be the contracted price between the sponsor and the consumers. After establishment of ERC, it will decide about future price regulation based on GOB policies.

J. FISCAL INCENTIVES

The following Fiscal Incentives would be provided to renewable energy projects sponsors:

J.1 Renewable energy project sponsors whether public or private shall be exempted from corporate income tax for a period of 15 years.

J.2 100% depreciation in the first year for solar photovoltaic, solar thermal projects and 100% depreciation in five (5) years for wind, biomass, geothermal, tidal and small hydro projects.

J.3 The sponsors will be allowed to import plant and equipment directly related to renewable energy projects without payment of customs duties, VAT (Value Added Tax) and any other surcharges as well as import permit fee provided that the equipment is not manufactured or produced locally.

J.4 Repatriation of equity along with dividends will be allowed freely in case of foreign investors.

J.5 Exemption from income tax in Bangladesh for foreign lenders to such companies.

J.6 The foreign investors will be free to enter into joint ventures.

J.7 The companies will be exempted from the requirements of obtaining insurance/reinsurance only from the National Insurance Company, namely Sadharan Bima Corporation (SBC). Private power companies will be allowed to buy insurance of their choice as per requirements of the lenders and the utilities.

J.8 The Instruments and Deeds required to be registered under local regulations will be exempted from stamp duty payment.

J.9 Power generation has been declared as an industry and the companies are eligible for all other concessions, which are available to industrial projects.

J.10 The private parties may raise local and foreign finance in accordance with regulations applicable to industrial projects as defined by the Board of Investment (BOI).

J.11 Local engineering and manufacturing companies will be encouraged to provide indigenously manufactured equipment of international standard to renewable energy project sponsors.

K. OTHER FACILITIES AND INCENTIVES FOR FOREIGN INVESTORS

The following other facilities and incentives would be provided to renewable energy projects sponsors:

K.1 Tax exemption on royalties, technical know how and technical assistance fees and facilities for their repatriation.

K.2 Tax exemption on interest on foreign loans.

K.3 Tax exemption on capital gains from transfer of shares by the investing company.

K.4 Avoidance of double taxation in case of foreign investors on the basis of bilateral agreements.

K.5 Exemption of income tax for upto three years for the expatriate personnel employed under the approved industry.

K.6 Remittance of upto 50% of salary of the foreigners employed in Bangladesh and facilities for repatriation of their savings and retirement benefits at the time of their return.

K.7 No restrictions on issuance of work permits to project related foreign nationals and employees.

K.8 Facilities for repatriation of invested capital, profits and dividends.

K.9 TAKA, the national currency, would be convertible for international payments in current account.

K.10 Re-investment of remittable dividend to be treated as new foreign investment.

K.11 Foreign owned companies duly registered in Bangladesh would be on the same footing as locally owned companies with regard to borrowing facilities.

K.13 All the fiscal incentives listed in section J (Fiscal Incentives) & K (Other Facilities and Incentives for Foreign Investors) will also be applicable for renewable energy based captive generation having separate accounts and inventory statement.

L. RIGHT OF INTERPRETATION

In case of any ambiguity with regard to interpretation of any provision of this policy document, the GOB interpretation shall be final.

7.5 POWER POLICY

7.5.1 Demand forecast

a. The methodology of forecasting linking electricity with socio-economic goals of the country is to be used for projecting demand for electricity.

b. An agreed overall projection on demand is to be developed and used for all planning purposes. The projection is to be updated and if needed readjusted periodically based on achievement of targets.

c. A database on the power sector is to be developed which shall be continuously updated.

7.5.2 Long Term Planning and Project Implementation

a. Long term planning for development of the power sector is to be drawn up on the basis of the projection on demand, cost of supply, reliability and quality of supply and adequate transmission and distribution facilities.

b. Least cost approach is to be the basis for generation planning. Realistic exogenous constrain like transportation and logistic of fuel supply, energy security, maximum unit size, project management and environment impact of technologies are to be defined and used as inputs for least cost expansion planning. Sufficient constraints may be built into the controlling factors related to supply in the west zone.

c. An overall master plan for electricity is to be developed incorporating the least cost generation expansion plan, transmission plan and distribution plan and phasing of projects. This master plan shall be the basis for all development programs and projects of the power sector.

d. Bankable documents and detailed feasibility studies of such identified projects to be implemented at specific sites are to be prepared in advance by the respective utilities/private companies for financing either by the Government or the commercial banks.

e. Special projects are to be identified (for example power plants in the west zone or the off-shore islands), implementation of which within a time frame are essential either to improve operational performance of the grid or to provide electricity on socioeconomic considerations. Criteria for their acceptance may differ from the overall criteria for other projects of the sub-sector.

f. Distribution agencies such as REB, DESA as well as BPDB and the possible distribution companies in the private sector are to take up marginal expansion projects for their respective franchise area or a part or parts of it in annual rolling sequences under five year plans.

7.5.3 Investment and lending terms

a. Development of the power sub-sector is to be such that the utilities can function economically and reliably and their financial situation permits generation of resources internally for financing at least a part of their development activities.

b. Utilities are to develop appropriate corporate financial structures along with efficient systems of accounting and financial management in order to facilitate accountability, transparency, to help assessing financial performance, decision making in investment, cost control and economic operation.

c. The terms of lending for financing offered by the Government to the utilities is to be fixed in such a way that the interest does not exceed the lowest slab of interest on loans offered by the commercial banks of the country.

d. The utilities are to be permitted to procure generating plants and other items of generation, transmission and distribution through international competitive bids and local suppliers/manufacturers to be provided with adequate incentives to participate in such bids.

e. Efforts are to be made to raise capital from the market for the utilities as a whole or its individual projects through bank loans, floating share certificates and bonds. Efforts are to be made to encourage non-resident Bangladeshi, including wage earners abroad, to invest in the power sub-sector.

f. Incentives like tax exemption may be provided to encourage investments in the energy sector. A tax holiday of at least 5 years may be offered for the energy related projects.

g. No duty (including VAT) is to be levied on machinery, equipment, spares and other consumables for energy related projects. In case it becomes necessary to impose customs duties and taxes, then separate budgetary allocations are to be made to cover such expenses.

h. Public sector utilities, implementing government financed projects, are to be allowed moratorium periods for repayment of loans covering at least the implementation phases of their projects.

i. Existing public sector institutions are to be transformed into public limited companies over a period of time in phases and when so done are to be registered with stock exchanges in Dhaka and overseas.

j. Public sector utilities are to have the option to enter into joint venture with private sector (Local and Foreign) in the fields of generation and distribution of electricity.

k. Protection from foreign exchange fluctuations should be given to power sector development projects.

7.5.4 Fuels and Technologies

a. Efforts are to be made to maximize use of indigenous fuels, namely natural gas, coal, hydro-electricity and coal bed methane in the future generation mix of the country.

b. A mix of fuel for power generation is to be evolved so as to reduce reliance on any particular fuel type. Least cost fuel option for generation of electricity should be chosen.

c. Criteria for selection of a technology are to include its provenness, maintainability, reliability, adaptability and efficiency and environmental compatibility.

d. Local coal is to be given preference for the future coal fired plants. In case of import of coal, infrastructure for its handling and transportation are to be developed in keeping with the volume of coal import for power generation.

e. Construction of nuclear power plants is to be considered on the basis of its cost-economics viz-a-viz alternatives using imported fuels and the problems of logistics of handling and transportation of oil and coal. Safety and waste management are to be given priority in selecting technology for nuclear power project.

f. Efforts are to be made to standardize systems, sub-systems and components of energy equipment so as to optimize cost, improve reliability of the system, facilitate operation and maintenance and optimize inventory of spares.

7.5.5 Power Supply to the West Zone

a. Efforts are to be made to gradually bridge the gap in electricity supply between the west and east zone.

b. Gradually a regional lead generation balance is to be established in the West Zone. The inter-connector should not be loaded beyond 50% of its capacity so that outage of one circuit will not overload the other circuit. The second East West inter-connector may be taken up in future for reliability and stability of the power system.

c. More Gas based power plants should be planned and implemented in the West Zone. The first coal-fired plant in the west zone is to be taken up for implementation urgently.

d. Effort are to be made to implement the Ruppoor Nuclear Power Project, if this option is found competitive with the imported fuels, e.g. coal and oil.

e. Transmission and distribution network shall be developed in keeping with the planned growth in demand in the west zone.

f. Reliability and quality of supply in the west zone is to be improved.

7.5.6 Power Supply to Isolated and Remote Load Centres

a. Plans for generation of electricity for isolated and remote areas like off-shore islands are to be drawn up separately and criteria for its acceptance shall be fixed on the basis of fuels and technology options relevant to such areas

b. Transmission and distribution plans for similar load centres are be developed on an area basis.

7.5.7 Tariff

a. The tariff setting will be consistent with the financial requirements of the power sector institution.

- Meets operating expenses
- Earns adequate return for self investment in future expansion

b. The tariffs will take into account

   - Load management and energy conservation
   - Efficiency improvement

c. The GOB's policy objectives will be addressed in tariff setting and recommendations especially on social commitments.

   - Tariff to each consumer class reflects the cost of supply
   - BPDBs be subsidised by direct transfer from the GOB with the aim of promoting rural development
   - Gradual withdraw of subsidy for agriculture consumers
   - Gradual withdraw of subsidy for domestic consumers except those fall in the life line slab (0-100) units presently).
   - In the interim subsidies to domestic and agriculture consumers be supported through the national budget.

d. Automatic price adjustment due to change of the following using a well specified formula:

   - Exchange rate
   - Consumer / industrial price index
   - Fuel price

7.5.8 Captive and Stand-by Generation

a. Permission to install captive generation facilities is to be accorded by the regulatory authority.

b. Categories of activities where captive generation may be allowed shall include the following:

   - Process industries, where loss of power may cause loss of a batch of production.
   - Co-generation by industries.
   - Industrial activities like fertilizer, paper and rayon where fluctuations in frequency may cause the loss of a batch of production.
   - Stand by generation for Cinema halls, recreational facilities with capacity for not less than 100 persons, hospitals and other facilities of the health services like preservation of temperature sensitive drugs needing reliable power supply, cold storage, aviation, railway communication and related facilities, media services, including TV and radio, telecommunication and for high rise buildings.

c. Price of gas used as fuel for captive generation (including stand-by) shall be fixed from time to time as done for other gas consumers.

7.5.9 System Loss Reduction

a. Total system loss is to be brought down to a level typical to the successful utilities of the developing countries in the region, subject to cost effectiveness of such reduction in loss.

b. The auxiliary consumption of existing power plants is to be reviewed and attempts to be made to minimize such consumption through retrofitting subject to availability of financial resources.

c. Measures like transmission at higher voltages, optimum sizing of conductors, use of appropriate reactive power sources and adaptation of other technical measures are to be explored. Identified measures are to be implemented if found cost effective.

d. Optimization of the distribution systems through rehabilitation of distribution lines, sizing of transformers, use of capacitor banks are to be undertaken to reduce distribution loss. Standards for the distribution network are to be developed and implemented. Elevation of the existing distribution voltage is to be considered on the basis of its cost economics.

e. Energy meters are to be checked and calibrated periodically as follows:

- Bulk commercial and industrial consumers : at least twice every years
- Domestic consumers : at least once every 5 years
- System meters : at least once a year

f. All industrial consumers are to provide information on their total production and total consumption of electricity in order to estimate their specific energy consumption.

g. Consumers are to be motivated through a social movement to realise that paying for electricity consumed is a social and moral obligation of each citizen.

h. Dishonest consumers and the personnel of the utility found guilty of collaborating with such dishonest consumers are to be liable to severe punishment.

i. Attractive incentive and prohibitive punishment scheme is to be developed and implemented in order to motivate utility employees to improve commercial operation.

7.5.10 Load Management and Conservation

a. Measures are to be taken to reduce peak hour load. The possible areas where policy intervention can help implement such measures are as follows:

(i) Commercial activities in shopping centers and malls are to be closed down at 6 P.M. on working days. Exception to this shall be restaurants, medicine shops, groceries and shops for provisions.

(ii) Ceremonial illumination (for the purpose of private receptions, parties, wedding ceremonies) etc are to be restricted.

(iii) Industries are to stagger their holidays so that the holidays are distributed over the week.

(iv) Second off-peak tariff may be introduced for consumption between 11 P.M. and 5 A.M. to encourage industries to stagger their second shift.

(v) The use of Fluorescent tube lights / compact fluorescent tubelights (CFL) and energy saving bulbs are to be encouraged in place of incandescent lamps resulting in drastic reduction in system demand.

b. Following measures are to be taken for conservation of energy.

(i) Use of Power Factor Improvement plants are to be made mandatory for all new consumers using induction motors in industries, bulk commercial consumers and irrigation pumps. Existing consumers of these categories are also to be encouraged to install such plants.

(ii) Attempts are to be made by the utilities to improve efficiency of the operating plants to the extent possible through rehabilitation. Replacement of power plants shall be made if this is more economic than rehabilitation.

(iii) High efficiency appliance like fluorescent lamps with efficient ballast, electronic regulators for fans and high efficiency electric motors are to be used. Replacement of existing devices shall be encouraged.

(iv) Industries producing conventional appliances are to be encouraged to change / modify their production line for manufacturing identified efficient appliances.

(v) The utilities, local R & D and educational institutions shall undertake a joint survey to identify measures of conservation at the end-use level. Consumers will be motivated to adapt such identified measures.

c. Commercial banks should be encouraged to provide loans at softer terms for implementation of conservation measures at the end-use level.

7.5.11 Reliability of Supply

a. Adequate generation capacity is to be installed on an emergency basis to overcome the existing power crisis.

b. Adequate reserve margin is to be provided by installing capacities in excess of peak demand (say 25%) so that the system can reliably accommodate planned maintenance and forced outage. Reliability criteria like loss of load probability of the system are also to be prescribed and reviewed from time to time, which are to be considered for generation expansion plans.

c. Planning of major maintenance, including overhauling, retrofitting and rehabilitation is to be done meticulously and ahead of time so that necessary spares, experts and logistics are available in time. Interim replacement or rehabilitation of power plants

are to be ensured at appropriate time (12 to 15 years for steam turbine and 8 to 10 for gas turbines), for which adequate funds are to be made available in time.

d. Yearly maintenance schedule is to be drawn up and implemented strictly without any exception.

e. Procurement method for spares and expert services are to be simplified so that supplies and services can be procured on call from abroad. An appropriate inventory of spares and consumable is to be maintained.

f. Continued training of maintenance personnel is to be ensured to develop an adequate number of maintenance manpower. Dissemination of knowledge and use of feedback from past maintenance works are also to be ensured. Attractive salaries, remuneration and other forms of incentives and facilities are to be given to such personnel.

g. Expertise is to be developed in the field of protection engineering so as to ensure co-ordination, reliability and availability of protection systems.

h. Maintenance of distribution system is to be separated from functions of commercial operations. Maintenance personal are to be dedicated exclusively for operation and maintenance works.

7.5.12 System stability

a. Adequate transmission links between generators and major load centers are to be provided to enhance system stability.

b. Fast acting relays and breakers, auto re-closing of transmission line, co-ordination among protective devices, quick acting governors and excitation system along with automatic load shedding scheme are to be provided.

c. Continuous monitoring and analysis of problems, setting and resetting of control and protective devices to respond to changed conditions are to be ensured.

7.5.13 load Dispatching

a. Load dispatching center is to ensure co-ordination among the power stations and load centers for economic, efficient and reliable operation of the power system through continuous control of load flows, regulation of voltage and reactive powers and reduction of transmission losses.

b. The load dispatch center of the concerned utility is to be equipped with state of the art technology for ensuring the above objectives.

7.5.14 Institutional Issues

Power Sector is to be restructured along functional lines. The functions of generation transmission and distribution of electricity are to be separated.

A. GENERATION

Measures to improve efficiency and operations in the existing generation stations should be pursued along with the addition of more capacity in the private and public sectors. All existing power generation units are to be separated through a

corporatized national power generation entity which will pave the way for restructuring power generation on commercial lines. Individual power stations may be incorporated as independent power generation companies in future, if deemed appropriate and necessary. In case of new generation, projects would be selected to enable the desired security of supply at generation level to be met at least cost. The new generation capacity would be sought through a mix of sources i.e. both public and private.

Private sector power generation policy of Bangladesh has been announced to facilitate private sector participation in the power generation.

B. TRANSMISSION

Efficient network development, expansion and management capable of accessing the most efficient supply of power and transport it to customers should be designed and implemented. Resources, domestic and foreign have to be arranged for these purposes. The transmission network will be owned, operated, planned and developed by a corporatized entity in the public sector.

C. DISTRIBUTION

Commercial and financial performances of the distribution entities are to be improved in order to reduce system loss. Moreover projects and programs should be put in place to expand the scope for demand management and explore the possibilities of innovative solutions like remote reading, computer networking, dividing BPDB and DESA's distribution system into a number of profit center based on commercial lines etc. These steps would ensure the viability of the industry, increase its attractiveness for investment and serve more customers within any given supply of electricity. In this context the specific measures to be considered to strengthen the distribution segment are as follows:

- Introduction of consumer voice and organisational accountability in the form of citizen/client charter.
- The existing distribution system of BPDB and DESA is to be transformed into a number of new corporatized entities to be incorporated under the Companies Act. 1994. A new distribution company named Dhaka Electric Supply Company Ltd. (DESCO) has been created in November 1996
- Introduction of private capital and management participation in distribution companies
- The rural Electric co-operatives (PBSs) under the overall assistance, co-ordination, advice, supervision and monitoring of REB to continue functioning and additional PBSs to be formed as and when required.
- Remote Area Power Supply System (RAPSS): Introduction of distributed generation along with distribution area franchise for a certain period for rapid coverage of off-grid remote areas. Adequate government support including fiscal incentives is to be provided to private entrepreneurs to attract private investment.
- Frontier application of technologies such as remote reading, monitoring and control including accessing intranet network

D. REMOTE AREA POWER SUPPLY SYSTEM (RAPSS)

An approach of off-grid distribution

Access to electricity by the majority people by 2020 is a befitting national goal. But it is not possible only through national grid system. To increase the electricity penetration special effort need to be given on remote area electrification programme. To this end, Government is considering “Remote Area Power Supply System (RAPSS)” programme. It will be implemented in the private sector. Such off-grid area will be given to the entrepreneurs/investors by allowing distributed generation and providing distribution area franchise for a certain period. Adequate government support including fiscal incentives is to be provided to the sponsors promote RAPSS programme and to make electricity available to the consumers at reasonable and affordable price.

E. POLICY GUIDELINES FOR SMALL POWER PLANTS (SPP) IN PRIVATE SECTOR:

Policy Guidelines for Small Power Plants (SPP) in Private Sector has been approved in 1998 to serve non-grid areas and provide opportunity for sale of excess power from captive generators to consumers in the neighbouring area. SPPs have given similar fiscal and other incentives as provided in “Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh.

Single Buyer

A single buyer model may be adopted where the buyer purchases all the required power from the generators based on economic load dispatch and sells to different distribution companies. The Single Buyer shall be a public sector company.

a. There may be a board of Directors, to be appointed by the Government for each of the companies as mentioned above, for directing and monitoring the performance of the company. Majority of Directors, including the chairman are to be from various interest groups outside the Government. Government may retain indirect control on specified matters through nominated Directors (from within the Government) with voting rights.

b. The new companies should have the right to select employees on their own terms and conditions of employment so as to attract and retain high quality staff. The Government shall ensure that the interests of the employees of the existing utilities are protected during the restructuring process.

7.5.15 Private Sector Participation

a. Local and expatriate entrepreneurs are to be allowed to participate in development of the power sector.

   In order to create appropriate and enabling conditions for improved public sector performance, attracting private and multilateral capital flows on a sustained basis and giving value for money to customers, a series of reform measures have been undertaken which would be continued and to be updated/revised as and when necessary.

i. Generation: To introduce competition, induct foreign private capital and more importantly, to increase power supply to alleviate the acute shortage, specific projects included in the list of generation projects identified through national planning should be offered for private investment. Competitive tenders on the basis of Build-Own-Operate (BOO) and joint venture should be invited. For existing old Power Plants, Rehabilitate, Operate & Maintain (ROM) project may be considered as & where appropriate.

ii. Distribution: To encourage and attract local entrepreneurs in distributed generation and supply in remote off grid areas, Remote Area Power Supply System (RAPSS) policy may be adopted providing similar fiscal and other incentives as provided in the "Policy Guideline for Small Power Generation (SPP) in Private Sector.

iii. Contracting of Services: Contracting out some of the commercial functions currently performed by BPDB and DESA may be considered particularly meter reading, billing and/or collections.

iv. Wheeling Arrangement: The electricity generated by private generators may be supplied to grid system as per agreement with the power purchaser/single buyer and Transmission Company. The private / public generators may also sell directly to large consumers through the transmission and distribution facilities of other companies provided the facilities are adequate and the commercial terms and conditions of such wheeling arrangements are acceptable to all concerned.

b. Terms and conditions under which the private sector shall participate in generation and distribution are to be settled jointly by the Government, the proposed regulatory commission, entrepreneur and the concerned utility companies.

7.5.16 Organizational and Human Resource Development

a. Organization charts for operation and maintenance of new corporatized entities are to be designed in such a way that total manpower does not exceed the optimum level.

b. Present manpower of the utility are to be reviewed to identify excess manpower. Such excess manpower may be utilized for future projects and expansion.

c. Distribution utility boundaries are to be rationalized in order to avoid parallel operation and to optimize human resource utilization.

d. Employment opportunities or labour intensiveness should never be a criterion for-acceptance of projects of power sub-sector.

e. A comprehensive training program is to be developed for the power sector, which shall encompass all functional areas of the power sector and specifically include system planning, construction management, system operation and maintenance, utility management, financial management and computer aided operation.

f. Training is to be linked to career planning of professionals of the utilities.

g. The Government and/ or the utilities are to provide adequate funds for implementation of the training program.

h. Training facilities available in other local institution are to be utilized.

i. Local training facilities are to be strengthened. Professionals receiving training abroad are to participate in local training as resource personnel in specific training program for ensuring smooth dissemination of technology and knowledge.

j. Local training facilities are to be made available to the future entrepreneurs of the private sector on payment of prescribed charges.

k. Inter-utility linkage in the field of human resource development is to be strengthened.

7.5.17 Regional / International Co-operation

a. Possibility of Cross Border electricity trade among neighbouring countries may be examined.

b. Linkages of local utilities with those in other countries are to be established to form a basis for exchange of experience in power development and training of human resources.

7.5.18 Technology Transfer and Research Program

a. Transfer of technology is to be given due consideration in development of the power sector.

b. Efforts are to be made to substitute import by local inputs. This may include both hardware and software like engineering, design and project management. At distribution level in particular, locally produced materials and equipment are to be used to substitute import.

c. Local industries are to be assessed in order to identify manufacturing capabilities relevant to projects of power sector. Industries, thus identified, are to be encouraged to manufacture identified items as per standards.

d. Utilities are to form a group of experts to provide advisory and consulting service in the power sector. Such groups shall be allowed to function on a commercial basis.

e. A comprehensive Research and development program addressing problems of electrical energy is to be drawn up and implemented in cooperation with local universities/ BITs and R & D institutions. Adequate funds are to be made available for implementation of the R & D program.

7.5.19 Environmental Policy

a. Development of power sub-sector shall be such that it is sustainable environmentally and cost-effective at the same time.

b. Environmental Impact Assessment shall be mandatory for any project of electricity generation. Clearance of projects from environmental point of view shall be accorded without undue delay so as to avoid cost and schedule over runs.

c. The Department of Environment shall prescribe standard contents and formats of EIA to be submitted on electricity projects and also define other regulatory codes, guides and standards on emission and thermal pollution from generating plants. Same

environmental standards shall be applicable to the new plants in the private and the public sectors.

d. All new projects shall conform to the limits, codes, guides and standards that may exist at the time of project planning. In case of power plants already existing or under implementation, efforts shall be made to reduce the pollution as close as possible to the permissible level. In such cases economics of power generation and its effect on tariff shall be taken into account in reducing their pollution level.

e. Provisions under the Nuclear Safety and Radiation Control Act (Act 21 of 1993, the Government of Bangladesh) and its regulations in addition to environmental standards of the Department of Environment shall be mandatory in installation, operation and maintenance of nuclear power plants.

f. Mode of disposal of wastes in case of coal-fired plants and radioactive wastes of nuclear power plants, as defined by the Department of Environment and the Nuclear Safety and Radiation Protection Division of BAEC, shall be followed.

g. Watershed management should be an integral part of a hydropower project. Concerned government agencies should take care of the soil conservation and afforestation /reforestation issues and other activities to arrest soil erosion and consequently siltation within the dam area.

7.5.20 Legal Issues

Appropriate modification/revisions of the existing Law, Acts, Ordinances, Regulations, etc are to be made in consultation with the Ministry of Law in order to facilitate implementation of various provisions of the National Energy Policy.

7.6 RURAL ELECTRIFICATION POLICY

7.6.1 General Policy Issues

a. Planning of rural electrification is to be made consistent with the overall goals of socio-economic development of the country.

b. Economic viability and overall economic sustainability are to be considered at the time of extension of rural electrification program.

7.6.2 Specific Policy Issues

F. DEMAND ESTIMATION AND PLANNING

a. Demand for electricity in any rural area is to be duly assessed for different time horizons based on the demands for different categories of end-users.

b. Factors influencing growth in demand like possibilities of surplus income, changes in life style, scopes for diversification of economic activities and interdependence of end-uses and their effect on the demand for electricity are to be taken into cognizance and to be reflected in demand forecasts.

c. Area of coverage within a PBS or the PBS itself is to be determined on the basis of load quantum, numbers and mix of consumers and load factor.

d. Phasing of coverage of an area within a defined utility boundary and also an utility unit (PBS) is to be drawn up on the basis of growth of load and economics of extension.

e. The existing Master Plan is to be updated to provide a realistic program on bringing all the rural areas of the country under electrification in phases. Such a Master Plan, delineating load center and their growth potentials, is to be the basis for rural electrification irrespective of the utility to be actually involved in its implementation. Area based micro planning is to be integrated for preparing the Master Plan on rural electrification.

G. APPROACH FOR EXTENSION

a. Primarily the techno-economic considerations are to determine the priority of areas to be electrified.

b. In case of resource constraints, areas with better prospects of utilization and better economic return shall be given preference over others.

c. In case an area within a PBS or a PBS itself is taken up for electrification for reasons other than technical and economic viability, then the concerned PBS is to be given financial support, including rescheduling of debt servicing {e.g. extended moratorium).

H. PALLI BIDYUT SAMITY (PBS)

a. Electrification through Palli Eidyut Samity with scopes for participation of rural consumers in the entire program is to be continued.

I. FINANCING FOR EXTENSION OF REB NETWORK

a. Adequate financial resources are to be allocated for implementation of the Master Plan on rural electrification.

b. Conditions of financing (interest rate and repayment schedule) are to be such that a PBS can meet the debt servicing liabilities without frequently increasing the tariff rates.

c. The existing system of repayment of debts by the PBSs for 30 years including a grace period of 5 years may be continued with some relaxation for financially weaker PBSs (having low load density and low utilization factor), especially during the initial years of their commercial operation.

J. COST OPTIMIZATION AND NEED FOR IMPORT SUBSTITUTION

a. Capital cost for establishing PBS and construction of distribution lines including other equipment is to be reduced by gradually replacing import with equivalent locally produced items.

b. The private sector is to be encouraged to produce identified items of rural electrification in sufficient quantities and according to the standard and quality to be specified by REB.

c. Local producers are to be offered the opportunity and terms and conditions equivalent to the imported items for rural electrification network in order to encourage them to produce such items locally. Reduced duties may be charged on imported raw materials to be used by the concerned manufacturing industries.

K. NUMBER OF PBS AND THE AVERAGE SIZE

a. Each PBS may cover on the average 6 Thanas and the average size of a PBS is to be of the order of 1,800 Sq. Kilometers.

b. Minimum size of a PBS in terms of installed capacity is to be 20 MVA, while the maximum size is to be determined by the trend of growth in demand. If management of a PBS of size larger than IOO MW appears to be difficult, then the PBS may be split into two PBS or a part of its load may be merged with an adjacent smaller PBS, if available.

c. Depending on the area served, physical distance of the furthest consumer from the PBS Headquarters, a PBS may be split into more than one rural electrifications district. In this case the overhead of maintaining district offices is to be optimized.

d. If an utility other than REB is given the responsibility for electrification of the districts in Chittagong Hill Tracts, then the expansion of rural electrification network in those areas is to meet the criteria followed for the REB network.

L. CAPACITY UTILIZATION AND LOAD FACTOR

a. Efforts are to be made to increase capacity utilization of the existing and future PBS in order to improve their economic performance.

b. Target minimum annual sale of a PBS is to be not less than 60 GWh in order to help them attain an economic break-even point.

M. DEMAND MANAGEMENT

a. Demand in a PBS is to be managed efficiently, so that the average to peak demand ratio may be as high as possible. The peak demand is also to be restricted so as to facilitate efficient demand management and economic operation of the national grid.

b. Use of energy during off-peak hours is to be encouraged in order to improve financial performance of the rural electrification network and the national grid.

N. DOMESTIC USE OF ELECTRICITY

c. Domestic connections to as many households in an electrified area as possible is to be aimed so that an average household can have two incandescent lamps of 100 W each or 3x60 Walt bulbs and one fan (70 W).

d. Domestic consumers are to be encouraged to avoid wasteful use of energy.

O. INDUSTRIAL DEMAND

e. Scopes for growth in industrial demand for electricity shall be exploited to the extent possible.

f. A congenial astrosphere and incentive packages are to be developed and offered to the private sector for establishing industrial units in the rural areas.

g. Categories of industries for implementation in rural areas are to be identified, and if needed new industries of such categories are to be allowed to be set up in rural areas only.

h. A list of industries may be drawn up for each PBS based on analysis of resources available, priority and other techno-economical considerations. Such a list of industries may be annexed to the master plan for rural electrification.

i. PBS with surplus cash may be encouraged to invest in local industrial ventures. The local financial institutions may be encouraged to accept a solvent PBS as a collateral security.

j. Credit for rural industries may be provided at softer terms and conditions based on the consideration that the resulting improvement in rural economy, diversification of activities and improvement in life style would help restriction of migration and unplanned urbanization.

P. SYSTEM LOSS REDUCTION AND CONSERVATION

a. Efforts are to be made through the PBS members to bring down the non-technical loss. Villagers are to be motivated to realize their social and moral obligations to reduce loss. They should be convinced that the reduction of loss would fetch many financial benefits to them, including scopes for equity participation in industrial projects.

b. Villagers are to be motivated to avoid wasteful use of energy and the use of electricity during peak hours is to be restricted.

c. Each Palli Bidyut Samity is to identify measures at different end-use levels so that wasteful use of energy can be avoided through technological interventions.

Q. POWER GENERATION

If it becomes necessary to install separate power plants for the REB network, the same are to be planned keeping in view the expansion plan for the national grid and cost economics of such a project viz-a-viz its effect on the tariff structure.

R. ENVIRONMENT

a. Environmental Impact Assessment for possible future power plants built by the PBS/REB are to be conducted in the same line as applicable for any other power plant.

S. TARIFF STRUCTURES

a. Tariff structure for rural consumers is to be developed in such a way that the PBS is economically viable, while the rates are within the purchasing power of the rural communities.

b. Rural industries may be offered lower tariff than the urban industries during off-peak hours in order to stimulate rural industrial activities and to facilitate efficient demand management.

c. Considering the importance of agriculture, special tariff facilities is to be offered for irrigation pumps during off-peak hours.

d. Electricity consumption in rural commercial sector during peak hours is to be discouraged through the differential tariff structure.

e. Operation of husking and milling units during peak hours are to be discouraged by imposing high rates.

f. Any concession allowed to the agriculture, industries etc. due to tariff setting below cost of service may be compensated by the Government.

T. RATIONALIZATION OF UTILITY AREAS

a. The supply areas are to be such that the network can be efficiently planned, implemented and managed. If needed a utility area with low load density may be merged with the adjacent utility area.

b. System load is to have sufficient magnitude. A minimum of about 15 MW would be necessary while optimum levels would be over 50 MW.

c. The consumers served are to be at least of the order of about 50,000 with a good mix of consumer types.

d. The demarcation between adjacent operational units is to be such that efficient network configurations can be attained.

e. The supply area is to be contiguous and one utility should not have pockets of supply areas within another utility.

U. INSTITUTIONAL ISSUES

a. Scopes of REB activities may be widened for rapid rural electrification by incorporating activities related to stimulation of demands for electricity; especially in the industrial sector.

b. Advisory roles of external agencies (BPDB, BRDB, BADC and BSCIC) are to aim at rural industrialization and diversification of economic activities. The advisory board of REB is to be widened by inclusion of private sector representative.

c. REB is to be provided with additional financial resources enabling it to enhance its capability in expansion of the network to 20,000 Km per year in place of present 12,000 km/year to electrify the rural areas of the whole country by the year 2020.

Table 2.1 Agencies Responsible for Planning of the Energy Sector

Energy Sources	Planning Commission		Ministries and Agencies
	Division	Section/Wing	
Commercial Energy	Industry & Energy	1. OGNR 2. Power 3. Rural & Renewable 4. Energy Modeling & Economics	Ministry of Power, Energy & Mineral Resources and concerned agencies
Biomass Fuels	Agriculture and Rural Institution	Forestry Wing	Ministry of Environment & Forests and concerned agencies
Animal Draft Power	Agriculture and Rural Institution		Ministry of Fisheries & Livestock & concerned agencies

Table 2.2 Agencies Involved in Development & Management of the Energy Sector

Functions	Ministry / Agency
1. Commercial Energy 1.1 Indigenous Fuels	Ministry of Power, Energy & Mineral Resources
a. Survey, geological mapping, Exploration minerals	a. Geological Survey of Bangladesh, IOCs
b. Leasing for extraction of Minerals	b. Bangladesh Bureau of Mines
c. Exploration, Production, Transmission distribution & marketing of indigenous petroleum fuels	c. Petrobangla and its subsidiaries
c1. Exploration of oil & gas	c1. BAPEX, IOCs
c2. Operation of gas fields	c2. BGFCL, SGFL, BAPEX, IOCs
c3. Transmission & distribution of gas within franchise areas	c3. BGSL, GTC, JGTDSL, TGTDCL, WESGAS
c4. Marketing of CNG	c4. RPGCL, Private Company
d. Research, Training on Oil & Gas	d. Bangladesh Petroleum Institute
1.2 Import of crude & petroleum product processing, distribution & marketing of petroleum products	1.2 Bangladesh Petroleum Corporation & its subsidiary companies
a. Import of crude & petroleum products & export of refinery products	a. BPC
b. Refining of crude	b. ERL
c. Bitumen production	c. ABPL

Functions	Ministry / Agency
d. LPG Botting	d. LPGL, Private Company
e. Blending of Lube Oil	e. ELBL, SAOCL and private Company
f. Distribution & marketing of petroleum products	f. PADMA, MEGHNA AND JAMUNA OIL COMPANY
1.3 Electricity	
a. Regulatory functions	a. Energy Regulatory Commission (ERC) and chief Electric Inspector
b. Generation	b. BPDB, RPC, IPP
c. Transmission & distribution	c. BPDB, DESA, REB, PGCB
d. Distribution	
d1. In rural areas	d1. REB
d2. In metropolitan area of Dhaka	d2. DESA, DESCO
d3. All other areas excluding d1 & d2	d3. BPDB
1.4 Import of Coal	1.4 Private Sector
1.5 Energy Conservation: Conservation of energy in industrial units through energy audits and studies.	1.5 EMCC
2. Biomass Fuels and Animal Power	
2.1 Production of Agricultural Residues	2.1 Ministry of Agriculture and its agencies, farmers and households
2.2 Development & Management of Forest Resources	2.2 Ministry of Environment and Forest Department of Forest for state owned forest and also for extension support to village forests.
2.3 Development of livestock resources	2.3 Ministry of Fisheries and Livestock Department of Livestock
3. Development of other Renewable Energy Sources	
3.1 Hydropower	3.1 BPDB
3.2 Research & Development on New-renewable Energy Technologies	3.2 BAEC, BAU, BCSIR, BUET, DU, REB and Private Sector.

Table 3.1 Presently Known and Exploitable Indigenous Primary Energy Resources

Resource (location)	Location	Net Recoverable Reserve	Production / Supply		Comments
			Present	Projected	
Coal (West Zone)	Barapukuria	64 Million tonnes	310,000 tons/yr (trial production)	1 Million tonnes/year from 2004	Reserve 300 Million tonnes in place
	Khalaspir	137 Million tonnes	-	-	-
	Phulbari	80 Million tonnes	-	-	-
Crude Oil (East Zone)	Haripur	5.5 Million barrels (June'93)	0	Not yet ascertained	Appraisal of the field needed
Natural Gas (East Zone)	22 gas fields	15.4 TCF (June 2001)	1250 MMCFD (April 2004)		
Natural Gas Liquid (East Zone)	Producing gas Fields	45.4 Million barrels (June 2003)	532 tonnes/day (June 2003)		After Commissioning of Kailastila & Beanibazar fields
Hydropower (East Zone)	Kaptai	N/A	1000 GWh/year	1000 GWh/year	Only kaptai site being exploited

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ২৬, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১১ শ্রাবণ, ১৪২৩/২৬ জুলাই, ২০১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১১ শ্রাবণ, ১৪২৩ মোতাবেক ২৬ জুলাই, ২০১৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৬ সনের ৩২ নং আইন

Petroleum Act, 1934 রহিতক্রমে কতিপয় সংশোধনসহ উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু পেট্রোলিয়াম এবং অন্যান্য প্রজ্জ্বলনীয় পদার্থ আমদানি, পরিবহন, মজুদ, উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার উপযোগীকরণ, বিপণন ও বিতরণ সম্পর্কিত বিধান প্রণয়নকল্পে Petroleum Act, 1934 (Act No. XXX of 1934) রহিতক্রমে কতিপয় সংশোধনসহ উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই আইনে,—

(১) **"আমদানি"** অর্থ স্থল, জল বা আকাশপথে বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম আনয়ন;

(২) **"আড়তদার (stockist)"** অর্থ কোনো ব্যক্তি, যিনি, সরকারের অনুমোদনক্রমে, কোনো তৈল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের উদ্দেশ্যে, এবং এজেন্ট ও ডিলারদের মধ্যে বিতরণের কাজে আড়তদার হিসাবে নিয়োজিত;

(৩) **"এজেন্ট"** অর্থ তৈল বিপণন কোম্পানির ক্ষেত্রে, কোনো ব্যক্তি, যিনি, সরকারের অনুমোদনক্রমে, কোনো তৈল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে এজেন্ট হিসাবে নিয়োজিত;

(৪) **"ডিলার"** অর্থ কোনো ব্যক্তি, যিনি, সরকারের অনুমোদনক্রমে, কোনো তৈল বিপণন কোম্পানি কর্তৃক প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে ডিলার হিসাবে নিয়োজিত;

(৫) **"তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম"** অর্থ এমন পেট্রোলিয়াম যাহার জ্বলনাঙ্ক ৬২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিম্নে নহে;

(৬) **"তৈল বিপণন কোম্পানি"** অর্থ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কোম্পানি, সংস্থা বা অন্য কোনো ব্যক্তি, বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কোম্পানি, সংস্থা বা অন্য কোনো ব্যক্তি যাহার বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম বিপণনের অধিকার রহিয়াছে;

(৭) **"দ্বিতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম"** অর্থ এমন পেট্রোলিয়াম যাহার জ্বলনাঙ্ক অন্যূন ২৩ ডিগ্রি এবং অনধিক ৬১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড;

(৮) **"পরিবহন"** অর্থ বাংলাদেশের মধ্যে স্থল, জল বা আকাশপথে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে পেট্রোলিয়াম স্থানান্তরকরণ;

(৯) **"পেট্রোলিয়াম"** অর্থ তরল হাইড্রোকার্বন বা হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ, ও তরল হাইড্রোকার্বন সম্বলিত প্রজ্জ্বলনীয় পদার্থ ও মিশ্রণ (তরল, আঠালো বা কঠিন);

(১০) **"প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম"** অর্থ এমন পেট্রোলিয়াম যাহার জ্বলনাঙ্ক ২৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিম্নে;

(১১) **"প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক"** অর্থ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ (Chief Inspector of Explosives in Bangladesh);

(১২) **"পেট্রোলিয়ামের জ্বলনাঙ্ক (flashing point)"** অর্থ যে কোনো পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রে, এমন পেট্রোলিয়াম যাহা—

(ক) সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় এমন পরিমাণ বাষ্প উৎপন্ন করে যাহাতে প্রজ্জ্বলন প্রয়োগ করা হইলে উহা ক্ষণস্থায়ী ঝলক (Momentary flash) সৃষ্টি করে; এবং

(খ) এই আইন ও তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি অনুসারে নির্ধারিত হয়;

(১৩) **"ফৌজদারী কার্যবিধি"** অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No V of 1898);

(১৪) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৫) **"ব্যক্তি"** অর্থে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য কোনো সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) **"মজুদকরণ"** অর্থ কোনো স্থানে পেট্রোলিয়াম সংরক্ষণ করা, তবে পরিবহনের সময় কোনো স্থানে পেট্রোলিয়াম রাখা হইলে উহা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(১৭) **"মোটরযান"** অর্থ চালিকাশক্তি উৎপাদনে পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত হয় এমন কোনো জলযান, স্থলযান বা উড়োজাহাজ যাহার দ্বারা জল, স্থল বা আকাশপথে কোনো মানুষ, জীবজন্তু বা পণ্যসামগ্রী, পরিবহন করা হয়;

(১৮) **"লাইসেন্স"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(১৯) **"লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ"** অর্থ ধারা ১১ এর অধীন গঠিত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা আইনের মর্যাদাসম্পন্ন অন্য কোনো আইনগত দলিলে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পেট্রোলিয়ামের উপর নিয়ন্ত্রণ

৪। **পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন, মজুদ ও বিতরণ**।—কোনো ব্যক্তি—

(ক) ধারা ৩১ এর অধীন প্রণীত বিধির বিধানবলী অনুসরণ ব্যতীত পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন, মজুদ বা বিতরণ, বা

(খ) লাইসেন্স ও উহাতে বিধৃত শর্ত প্রতিপালন ব্যতীত প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম আমদানি, এবং কোনো পেট্রোলিয়াম পরিবহন, মজুদ বা বিতরণ,

করিতে পারিবে না।

৫। **পেট্রোলিয়াম উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ, ইত্যাদি**।—ধারা ৩১ এর অধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতীত, পেট্রোলিয়াম উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার করা যাইবে না।

৬। **কতিপয় ক্ষেত্রে লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না**।—এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না, যথা :—

(ক) অনধিক ২০০০ (দুই হাজার) লিটার পরিমাণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদ বা পরিবহন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পেট্রোলিয়াম ১০০০ (এক হাজার) লিটার বা উহার কম ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পাত্রে সংরক্ষণ (contain) করিতে হইবে;

(খ) বিক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লিটার পরিমাণ প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদ, পরিবহন বা আমদানি:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পেট্রোলিয়াম দৃঢ়ভাবে মুখ বন্ধ কোনো প্লাস্টিক, পাথর বা ধাতব পাত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথা:—

(অ) প্লাস্টিক বা পাথরের পাত্রের ক্ষেত্রে ১ (এক) লিটার, এবং

(আ) ধাতব পাত্রের ক্ষেত্রে ২৫ (পঁচিশ) লিটার,

পরিমাণের অধিক হইবে না;

(গ) বাহক (carrier) হিসাবে Railways Act, 1890 (Act No. IX of 1890) এর section 3 এর sub-section (6) এ সংজ্ঞায়িত railway administration এর হেফাজতে (possession) রাখা পেট্রোলিয়াম আমদানি বা পরিবহন।

৭। **মোটরযান বা স্থির ইঞ্জিনের (stationary engines) ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহণ হইতে অব্যাহতি**।—(১) আপাতত বলবৎ কোনো আইন প্রতিপালনক্রমে নিবন্ধন ও লাইসেন্স গ্রহণ করা হইয়াছে এমন কোনো মোটরযানের স্বত্ত্বাধিকারী বা উহার চালক বা পাইলট বা, কোনো স্থির অন্তর্দাহ ইঞ্জিনের স্বত্ত্বাধিকারীর নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহণ প্রয়োজন হইবে না, যদি—

(ক) মোটরযানের মধ্যে নিবিষ্ট অথবা অন্তর্দাহ ইঞ্জিনের সহিত সংযুক্ত জ্বালানি ট্যাংকে ধারণকৃত পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন বা মজুদ করা হয়; বা

(খ) দফা (ক) এর অধীন অধিকারে রাখা পেট্রোলিয়ামের অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব ৯০ (নব্বই) লিটার প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদ বা পরিবহন করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পেট্রোলিয়াম মোটরযান বা ইঞ্জিনের চালিকাশক্তি উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য হইতে হইবে;

(২) উক্ত স্বত্ত্বাধিকারীর অন্য কোনো মোটরযান বা ইঞ্জিন থাকা সত্ত্বেও, লাইসেন্স বিহীনভাবে ধারণকৃত প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদের পরিমাণ দফা (খ) তে উল্লিখিত পরিমাণের অধিক হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীন লাইসেন্স ব্যতিরেকে প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম মজুদ বা পরিবহনের ক্ষেত্রে ধারা ৬ এর দফা (খ) এর বিধান অনুসরণ করিতে হইবে, এবং উক্ত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) লিটারের বেশি হইলে, যে কক্ষ বা স্থানে লোক বসবাস বা কর্ম সম্পাদন করে বা জমায়েত হয় সেই স্থান হইতে বিচ্ছিন্ন স্থানে মজুদ করিতে হইবে।

৮। **প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের আধারে (receptacles) সতর্কবাণী প্রদর্শন**।—(১) প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের সকল আধারের বাহিরতলে অথবা আধারের বাহিরতলে লিপিবদ্ধ করা দুষ্কর বা সম্ভব না হইলে উক্ত আধার যে স্থানে মজুদ রাখা হয় সেই স্থানে "পেট্রোল" বা "মোটর স্পিরিট" প্রথম শ্রেণির প্রকৃতির পেট্রোলিয়ামের সহিত সমার্থক অনুরূপ কোনো সতর্কবাণী এমন সুস্পষ্ট অক্ষরে, খোদাই, অঙ্কন, ছাপা বা মুদ্রণ করিতে হইবে যাহাতে উহা সহজে দৃশ্যমান হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:—

(ক) ৯ (নয়) লিটারের কম ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দৃঢ়ভাবে মুখ বন্ধ প্লাস্টিক, পাথর বা ধাতবের কোনো আধার যাহাতে বিক্রয়ের জন্য নহে এমন প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম থাকে;

(খ) কোনো মোটরযানের মধ্যে নিবিষ্ট অন্তর্দাহ ইঞ্জিনের সহিত সংযুক্ত ট্যাংক যাহা মোটরযান বা ইঞ্জিনে চালিকাশক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের নিমিত্ত ধারণ করা হয়;

(গ) পেট্রোলিয়াম পরিবহনের পাইপলাইন;

(ঘ) সম্পূর্ণভাবে ভূগর্ভে স্থাপিত কোনো ট্যাংক; বা

(ঙ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই ধারার কার্যকারিতা হইতে অব্যাহতি প্রদানকৃত এইরূপ কোনো শ্রেণির আধার।

৯। **অব্যাহতি**।—৯৫ (পঁচানব্বই) ডিগ্রি সেলসিয়াস ও তদূর্ধ্ব জ্বলনাঙ্কের পেট্রোলিয়াম মজুদ, পরিবহন এবং আমদানির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

১০। **স্থান পরিদর্শন**।—(১) সরকার কোনো কর্মকর্তাকে তাহার নাম বা পদবিতে, পেট্রোলিয়াম আমদানি, মজুদ, বিতরণ, উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারোপযোগীর স্থান বা পরিবহনরত যানে প্রবেশের, এবং এই অধ্যায় ও বিধির বিধানাবলী অনুসারে উক্ত পেট্রোলিয়ামের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ধারণপাত্র, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদিতে যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইতেছে কিনা উহা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে উহা পরিদর্শনের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রবেশ ও পরিদর্শনের কর্মপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

লাইসেন্স, ইত্যাদি

১১। **লাইসেন্স, ইত্যাদি**।—(১) লাইসেন্স প্রদানের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ হইবে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক বা তদ্‌কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো বিস্ফোরক পরিদর্শক।

(২) লাইসেন্সের জন্য প্রতিটি আবেদন লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) লাইসেন্সের জন্য আবেদন, লাইসেন্স নবায়ন, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, স্থগিতকরণ, বাতিল ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। **লাইসেন্স ইস্যুকরণ**।—লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি, মেয়াদ ও শর্তে এবং ফি প্রদান সাপেক্ষে, লাইসেন্স ইস্যু করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

পেট্রোলিয়াম পরীক্ষণ

১৩। **পেট্রোলিয়ামের নমুনা সংগ্রহ**।—(১) সরকার কোনো কর্মকর্তাকে তাহার নাম বা পদবিতে, পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন, মজুদ, বিতরণ, উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারের স্থানে প্রবেশ, পরিদর্শন এবং পরীক্ষণের নিমিত্ত উক্ত স্থানে প্রাপ্ত পেট্রোলিয়ামের নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) পরীক্ষণের নিমিত্ত পেট্রোলিয়ামের নমুনা সংগ্রহ, সংগৃহীত নমুনার মূল্য পরিশোধ, এবং নমুনা সংগ্রহের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রবেশ, পরিদর্শন ও পরীক্ষণের কর্মপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৪। **আদর্শ পরীক্ষণ সরঞ্জাম**।—(১) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট পেট্রোলিয়ামের জ্বলনাঙ্ক নির্ণয়ের আদর্শ পরীক্ষণ সরঞ্জাম (Standard Test Apparatus) সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) উক্ত সরঞ্জামে "আদর্শ পরীক্ষণ সরঞ্জাম" শব্দগুলি দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত বা খোদাই করা থাকিবে, এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা যাচাই ও সংশোধনসহ, প্রয়োজনে, উহা প্রতিস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত যে কোনো সময়ে সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক, আদর্শ পরীক্ষণ সরঞ্জাম পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে উক্ত সরঞ্জাম পরিদর্শনের নিমিত্ত উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

১৫। **পরীক্ষণ সরঞ্জামের সনদপত্র প্রদান**।—(১) পেট্রোলিয়ামের জ্বলনাঙ্ক নির্ধারণের জন্য ধারা ১৪ এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট আদর্শ পরীক্ষণ সরঞ্জামের সহিত তুলনা করিবার নিমিত্ত, সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক, যদি থাকে, কোনো সরঞ্জাম দাখিল করা হইলে উক্ত কর্মকর্তা উক্ত সরঞ্জাম তুলনা করিবেন।

(২) যদি কোনো সরঞ্জাম আদর্শ পরীক্ষণ সরঞ্জামের সহিত তুলনা করিয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা উক্ত সরঞ্জামে একটি বিশেষ সংখ্যা এবং তুলনা করিবার তারিখ দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত বা খোদাই করিয়া দিবেন, এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে একটি সনদপত্র প্রদানপূর্বক এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন যে, সরঞ্জামটি উক্ত তারিখে আদর্শ পরীক্ষণ সরঞ্জামের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ প্রদানকৃত সনদপত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সরঞ্জামটি দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষার ফলাফলে কতটা শুদ্ধিকরণ আবশ্যক তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন প্রদানকৃত সনদপত্র বিধি দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদে বৈধ থাকিবে।

(৫) ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, এই ধারার অধীন প্রদানকৃত কোনো সনদপত্র যে মেয়াদের জন্য বৈধ থাকিবে সেই মেয়াদে উক্ত সনদপত্রে উল্লিখিত যে কোনো বিষয়ের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হইবে।

(৬) এই ধারার অধীন কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদানকৃত সকল সনদপত্র বিধি দ্বারা নির্ধারিত একটি নিবন্ধন বহিতে সংরক্ষণ করিবেন।

১৬। **পরীক্ষণ কর্মকর্তা**।—সরকার কোনো কর্মকর্তাকে তাহার নাম বা পদবিতে, এই আইনের অধীন সংগৃহীত বা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরীক্ষণের নিমিত্ত তাহার নিকট আনীত পেট্রোলিয়ামের নমুনা পরীক্ষণ করিতে, এবং উক্ত পরীক্ষণের ফলাফলের সনদপত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে, ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

১৭। **পরীক্ষণের ধরন**।—এই আইনের অধীন পেট্রোলিয়ামের পরীক্ষণ, ধারা ১৫ এর অধীন বৈধ সনদপত্র প্রাপ্ত পরীক্ষণ সরঞ্জাম দ্বারা, সনদপত্রে নির্ধারিত শুদ্ধি (Correction Specified) যথাযথভাবে বিবেচনাক্রমে, এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতি অনুসারে, করিতে হইবে।

১৮। **পরীক্ষণ সনদ**।—(১) পেট্রোলিয়ামের নমুনা পরীক্ষণ করিবার পর, পরীক্ষণ কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত ফরমে প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণি বা তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়াম এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রে উহার জ্বলনাঙ্ক উল্লেখপূর্বক একটি সনদপত্র প্রদান করিবেন।

(২) পরীক্ষণ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, উক্ত সনদপত্রের সত্যায়িত কপি প্রদান করিবেন এবং এইরূপ সত্যায়িত কপি মূল সনদে উল্লিখিত বিষয়ের প্রমাণ হিসাবে আদালতে উপস্থাপন করা যাইবে।

(৩) এই ধারার অধীন সংগৃহীত পেট্রোলিয়ামের নমুনা বা প্রদত্ত সনদপত্র কোনো কার্যধারায় প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে, এবং ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পেট্রোলিয়াম, প্রথম শ্রেণি বা, ক্ষেত্রমত, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রে উহার জ্বলনাঙ্কের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

১৯। **পুনঃপরীক্ষণের অধিকার**।—(১) পেট্রোলিয়ামের মালিক বা তাহার প্রতিনিধি পেট্রোলিয়াম পরীক্ষণের ফলাফলে অসন্তুষ্ট হইলে, তিনি পরীক্ষণের ফলাফল গ্রহণের ৭(সাত) দিনের মধ্যে ধারা ১৩ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট নূতনভাবে পেট্রোলিয়ামের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণের নিমিত্ত আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কৃত আবেদন, নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক, দাখিল করা হইলে, উক্ত মালিক বা তাহার প্রতিনিধি বা তদ্কর্তৃক নিয়ুক্ত কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিতে নূতনভাবে পেট্রোলিয়ামের নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং উক্ত মালিক বা তাহার প্রতিনিধি বা তদ্কর্তৃক নিয়ুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে পরীক্ষণ সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কৃত পুনঃপরীক্ষণে যদি প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বের পরীক্ষণ ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তাহা হইলে পরীক্ষণ কর্মকর্তা ধারা ১৮ এর অধীন প্রদানকৃত মূল সনদপত্র বাতিলপূর্বক একটি নূতন সনদপত্র ইস্যু করিবেন, এবং পেট্রোলিয়ামের মালিক বা তাহার প্রতিনিধিকে, কোনো ফি প্রদান ব্যতিরেকে, উহার সত্যায়িত কপি প্রদান করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

অপরাধ, দণ্ড, ইত্যাদি

২০। **এই আইনের বিধান লঙ্ঘন করিবার দণ্ড।**—(১) যদি—

(ক) কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় অধ্যায়ের কোনো বিধান বা তদ্সংশ্লিষ্ট প্রণীত বিধির বিধানাবলী লঙ্ঘনপূর্বক পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন, মজুদ, বিতরণ, উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার করেন; বা

(খ) কোনো ব্যক্তি ধারা ৪ বা ধারা ৫ এর সহিত সংশ্লিষ্ট ধারা ৩১ এর অধীন প্রণীত কোনো বিধির বিধানাবলী লঙ্ঘন করেন; বা

(গ) লাইসেন্স গ্রহীতা বা তদ্কর্তৃক পেট্রোলিয়াম আমদানি, মজুদ, বিতরণের স্থান বা পরিবহনরত যানের নিয়ন্ত্রণে বা তত্ত্বাবধানে নিয়ুক্ত কোনো ব্যক্তি লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করেন; বা

(ঘ) কোনো পেট্রোলিয়াম আমদানি, মজুদ, বিতরণ, উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারের স্থান বা পরিবহনরত যানের আপাতত নিয়ন্ত্রণে বা দায়িত্বে নিয়ুক্ত কোনো ব্যক্তি ধারা ১৩ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে—

(অ) উক্ত স্থানে বা, ক্ষেত্রমত, যানে কোনো পেট্রোলিয়াম পরিদর্শনের সময় বা উক্ত পরিদর্শনে যুক্তিসঙ্গত সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, অথবা

(আ) পেট্রোলিয়ামের নমুনা সংগ্রহ করিতে অসহযোগিতা করেন;

(ঙ) ধারা ২৪ এর অধীন সংঘটিত কোনো দুর্ঘটনার সংবাদ প্রদানে ব্যর্থ হন,

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) যদি পেট্রোলিয়াম আমদানি, মজুদ, বিতরণ, উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারের স্থান বা পরিবহনরত যানের আপাতত নিয়ন্ত্রণে বা দায়িত্বে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি ধারা ১০ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তাকে—

(অ) উক্ত স্থান বা, ক্ষেত্রমত, যান পরিদর্শনে বাধা প্রদান করেন বা যুক্তিসঙ্গত সহযোগিতা প্রদানে ব্যর্থ হন, অথবা

(আ) উক্ত পেট্রোলিয়ামের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোনো ধারণপাত্র, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদি প্রদর্শন করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন,

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ, এবং তজ্জন্য তিনি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করিলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডিত হইবেন।

২১। **পেট্রোলিয়াম এবং ধারণপাত্র বাজেয়াপ্তকরণ।**—ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (খ) বা (গ) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে দণ্ডপ্রদানকারী মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট—

(ক) অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পেট্রোলিয়াম, বা

(খ) পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন, মজুদ ও বিতরণের জন্য অনুমোদিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ পেট্রোলিয়াম আমদানি বা, ক্ষেত্রমত, পরিবহন, মজুদ বা বিতরণের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে, উক্ত পেট্রোলিয়ামের মধ্যে যে পরিমাণ পেট্রোলিয়াম অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সেই পরিমাণ পেট্রোলিয়াম,

উহার ধারণপাত্রসহ বাজেয়াপ্তির নির্দেশ প্রদান করিবেন।

২২। **কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**—(১) কোন কোম্পানি কর্তৃক কোনো অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে, উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানির এইরূপ প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত ব্যক্তিস্বত্বা বিশিষ্ট সংস্থা (Body Corporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারি মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে কেবল অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।―এই ধারায়―

(ক) "কোম্পানি" অর্থে কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, "পরিচালক" অর্থে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত।

২৩। **প্রবেশ এবং তল্লাশির ক্ষমতা**।―(১) এই আইন বা বিধির বিধান অনুসরণ ব্যতিরেকে কোনো স্থানে পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন, মজুদ, বিতরণ, উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার উপযোগী করা হইতেছে মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে, সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা উক্ত স্থানে প্রবেশ ও তল্লাশি করিতে এবং এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইলে উক্ত কর্মকর্তা উক্ত পেট্রোলিয়ামের সকল বা উহার অংশ বিশেষ জব্দ, আটক বা উক্ত স্থান হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন সকল তল্লাশির ব্যাপারে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৪। **পেট্রোলিয়ামজনিত দুর্ঘটনা সম্পর্কিত প্রতিবেদন**।―কোনো পেট্রোলিয়াম বা উহার বাষ্পের প্রজ্জ্বলনে, বা সম্ভাব্য বিপজ্জনক অবস্থায় কোনো স্থান বা উহার নিকটবর্তী কোনো স্থানে পেট্রোলিয়াম রাখিবার ফলে উক্তরূপ কোনো প্রজ্জ্বলনে যদি বিস্ফোরণ বা অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা ঘটে, এবং উহাতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে বা কোনো ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হইলে বা কোনো সম্পত্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, তাহা হইলে যে ব্যক্তির কর্তৃত্বে আপাতত উক্ত পেট্রোলিয়াম রহিয়াছে সেই ব্যক্তি অবিলম্বে তাহার নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে উক্ত বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করিবেন।

২৫। **পেট্রোলিয়ামজনিত গুরুতর দুর্ঘটনার অনুসন্ধান**।―(১) যদি কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়াম বাষ্পের প্রজ্জ্বলনের ফলে সৃষ্ট দুর্ঘটনায় কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭৬ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অনুসন্ধান পরিচালনা করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দুর্ঘটনায় কোনো ব্যক্তির মৃত্যু না হইলেও, যদি কোনো ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হন বা কোনো সম্পত্তি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সুরতহাল করিবার ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত দুর্ঘটনাটি অনুসন্ধান করিবেন, যদি তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, পেট্রোলিয়াম বা পেট্রোলিয়াম বাষ্পের প্রজ্জ্বলনের কারণে উক্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

(৩) এই ধারার অধীন সম্পন্ন সকল অনুসন্ধানের ফলাফল, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকার এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২৬। **অপরাধের বিচার**।—এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ একজন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

২৭। **ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ**।—এই আইনের অধীন কৃত কোনো অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিবিধ

২৮। **প্রতিবেদন দাখিল**।—ধারা ১০, ১৩ ও ২৩ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা উক্ত ধারাসমূহের বিধান অনুসারে তৎকর্তৃক সম্পাদিত কোনো তল্লাশি বা অনুসন্ধান প্রতিবেদনের একটি কপি বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিবেন।

২৯। **অন্যান্য প্রজ্জ্বলনীয় পদার্থের ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ**।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিস্ফোরক ব্যতীত কোনো বিপজ্জনক প্রজ্জ্বলনীয় পদার্থের ক্ষেত্রে এই আইন এবং তদ্‌ধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলীর সকল বা যে কোনো বিধান, কোনো সংশোধন থাকিলে উহা নির্দিষ্টক্রমে, প্রয়োগ করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ প্রয়োগকৃত বিধানাবলী এইরূপে কার্যকর হইবে যেন উক্ত পদার্থ পেট্রোলিয়ামের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোনো প্রজ্জ্বলনীয় পদার্থের ক্ষেত্রে এই আইনের কোনো বিধান প্রয়োগ করা হইলে সরকার উক্ত পদার্থের পরীক্ষণের জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপ বিধান উক্ত পরীক্ষণের বিশেষ প্রয়োজনে চতুর্থ অধ্যায়ের কোনো বিধানের সম্পূরক বিধান হিসাবে অভিযোজিত করা যাইবে।

৩০। **স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা সীমিতকরণ**।—কোনো আইন দ্বারা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর পেট্রোলিয়াম পরিবহন বা মজুদ সম্পর্কিত কোনো ক্ষমতা অর্পণ করা হইলে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,—

(ক) উক্ত আইনের কার্যকারিতা, বা

(খ) যুক্তিযুক্ত মর্মে বিবেচিতভাবে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র,

সীমিত করিতে পারিবে।

৩১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত যে কোনো বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে, যথা:—

(ক) পেট্রোলিয়াম আমদানির স্থান নির্ধারণ এবং উক্ত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে উহার আমদানি নিষিদ্ধকরণ;

(খ) পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণ;

(গ) প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম আমদানির লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিবার সময় নির্ধারণ, এবং কোনো প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়ামের ক্ষেত্রে লাইসেন্সের জন্য উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদন করা না হইলে বা লাইসেন্সের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইলে এবং উক্ত পেট্রোলিয়াম রপ্তানি করা না হইলে উহা বাজেয়াপ্ত বা অন্য কোনোভাবে নিষ্পত্তিকরণ;

(ঘ) পেট্রোলিয়াম পরিবহনের ধারণপাত্র এবং পাইপ লাইনের প্রকৃতি ও অবস্থা নির্দিষ্টকরণ;

(ঙ) পেট্রোলিয়াম মজুদের স্থান এবং মজুদ করিবার শর্ত নির্ধারণ;

(চ) পেট্রোলিয়াম মজুদ করিবার ধারণপাত্রের প্রকৃতি, অবস্থান এবং অবস্থা নির্দিষ্টকরণ;

(ছ) প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম আমদানি, এবং সকল শ্রেণির পেট্রোলিয়াম পরিবহন ও মজুদের লাইসেন্সের ফরম ও শর্তাবলি নির্ধারণসহ উক্ত লাইসেন্সের আবেদন পদ্ধতি, প্রদেয় ফি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি নির্ধারণ;

(জ) পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য উহার প্রেরক, প্রাপক বা বাহকের লাইসেন্স গ্রহণ সংক্রান্ত বিধানাবলী নির্ধারণ;

(ঝ) পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন, মজুদ ও বিতরণের জন্য সম্মিলিত লাইসেন্স বা উক্ত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে যে কোনো দুইটি উদ্দেশ্যে যৌথ লাইসেন্স ইস্যু সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রণয়ন;

(ঞ) পেট্রোলিয়ামে নির্দিষ্ট কোনো বিষাক্ত পদার্থ সংযুক্তিকরণের অনুপাত নির্ধারণসহ উক্ত অনুপাতের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট কোনো বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত পেট্রোলিয়ামের আমদানি, পরিবহন বা মজুদ নিষিদ্ধকরণ;

(ট) এজেন্ট, ডিলার ও আড়তদার নিয়োগ এবং লাইসেন্স ইস্যু ও উহার শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ঠ) এজেন্ট বা ডিলারের লাইসেন্স এবং তেল বিপণন কোম্পানি ও উহার এজেন্ট, ডিলার বা আড়তদারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল বা পুনর্বহাল সংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন;

(ড) এজেন্ট, ডিলার বা আড়তদার এবং তেল বিপণন কোম্পানির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, এবং এজেন্ট বা ডিলার লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও উহা বাতিল সংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন;

(ঢ) পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন, মজুদ এবং বিতরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়াদি নির্ধারণ;

(ণ) পেট্রোলিয়াম উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার উপযোগীকরণের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ত) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরীক্ষণে উত্তীর্ণ হয় নাই এমন প্রথম শ্রেণির পেট্রোলিয়াম ব্যতীত অন্য কোনো পেট্রোলিয়াম যে স্থানে উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার উপযোগী করা হয়, সেই স্থান হইতে উহা অপসারণ পদ্ধতি নির্ধারণ এবং মজুদকরণ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ আরোপ;

(থ) কোনো স্থানে প্রবেশ ও পরিদর্শনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ;

(দ) পরীক্ষণের নিমিত্ত পেট্রোলিয়ামের নমুনা সংগ্রহ, সংগৃহীত নমুনার মূল্য পরিশোধ, এবং নমুনা সংগ্রহের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রবেশ, পরিদর্শন ও পরীক্ষণের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ;

(ধ) আদর্শ পরীক্ষণ সরঞ্জামের স্পেসিফিকেশন, প্রতিপাদন, সংশোধন এবং প্রতিস্থাপন পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ন) আদর্শ পরীক্ষণ সরঞ্জাম পরিদর্শনের ফি এবং উক্ত সরঞ্জামের সহিত অন্য কোনো পরীক্ষণ সরঞ্জাম তুলনাকরণের ফি ও উহার পদ্ধতি নির্ধারণ;

(প) কোনো পরীক্ষণ সরঞ্জাম তুলনা করিবার পর প্রদেয় সনদপত্রের ফরম এবং উক্ত সনদপত্রের বৈধতার মেয়াদসহ উক্ত সনদপত্রের রেজিস্ট্রেশন ফরম নির্ধারণ;

(ফ) পেট্রোলিয়ামের একাধিক নমুনা পরীক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে, প্রাপ্ত ফলাফলের গড় ও আদর্শ তাপমাত্রার বিচ্যুতির মানদণ্ড নির্ধারণ;

(ব) আঠালো বা কঠিন বা তলানি অথবা ঘনকারী উপাদানযুক্ত পেট্রোলিয়াম পরীক্ষণ;

(ভ) পেট্রোলিয়াম পরীক্ষণের সনদপত্রের ফরম ও উহার ফি নির্ধারণ;

(ম) পরীক্ষণাধীন নমুনাসমূহের পরীক্ষণের বিভিন্ন ফল কোনো পেট্রোলিয়ামের লটের অভিন্ন গুণগতমান সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হইলে উক্ত লট-কে সাব-লটে বিভক্ত করিবার এবং প্রতিটি সাব-লট হইতে নমুনা গ্রহণ ও পরীক্ষণ, এবং উক্ত নমুনা পরীক্ষণের ফলাফল অনুযায়ী গড় ফলাফল গ্রহণের বিধান;

(য) পুনঃপরীক্ষণের ফি নির্ধারণ এবং ক্রটিপূর্ণ পরীক্ষণের ক্ষেত্রে উহা ফেরত প্রদানের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(র) পেট্রোলিয়াম পরীক্ষণের সহিত যুক্ত সকল কর্মকর্তার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং উক্তরূপ পরীক্ষণের সহিত প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিধান প্রণয়ন।

(৩) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি প্রাক-প্রকাশনা সাপেক্ষে হইবে।

৩২। **নির্দেশনা প্রদানের বিশেষ ক্ষমতা**।—পেট্রোলিয়াম আমদানি, পরিবহন, মজুদ, বিতরণ, উৎপাদন, শোধন, মিশ্রণ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহার উপযোগীকরণের প্রক্রিয়া হইতে সৃষ্ট বিপদ হইতে জনসাধারণকে রক্ষার্থে সরকার, প্রয়োজনে, এই আইন ও বিধির বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাসঙ্গিক যে কোনো নির্দেশনা প্রদানসহ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। **অসুবিধা দূরীকরণ**।—এই আইনের কোনো বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ, ব্যাখ্যা প্রদান ও উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৪। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের অনুমোদিত ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) Petroleum Act, 1934 (Act No. XXX of 1934), অতঃপর রহিতকৃত Act বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিতকৃত Act এর অধীন—

(ক) কৃত কোন কার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) দায়েরকৃত কোনো মামলা বা গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে; এবং

(গ) সম্পাদিত কোনো চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন সম্পাদিত হইয়াছে।

(৩) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকৃত Act এর অধীন প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধান, জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন এবং সুপারিশ উক্তরূপ রহিতের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে, এই আইনের কোনো বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উহা এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন প্রণীত, জারীকৃত, এবং প্রদত্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৭

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৬ আশ্বিন, ১৪২৪/২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৬ আশ্বিন, ১৪২৪ মোতাবেক ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৭ সনের ২১ নং আইন

Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 রহিতক্রমে যুগোপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সনের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

মূল্য : টাকা ২০.০০

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) রহিতক্রমে যুগোপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"অধিগ্রহণ"** অর্থ ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন বা উভয়ের বিনিময়ে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার জন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব ও দখল গ্রহণ;

(২) **"আরবিট্রেটর"** অর্থ ধারা ২৯ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো আরবিট্রেটর;

(৩) **"কমিশনার"** অর্থে বিভাগীয় কমিশনার এবং অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৪) **"জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প"** অর্থ সরকার কর্তৃক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসাবে ঘোষিত কোনো প্রকল্প;

(৫) **"জেলা প্রশাসক"** অর্থে জেলা প্রশাসক এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা, ক্ষেত্রমত, জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৬) **"দেওয়ানি কার্যবিধি"** অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);

(৭) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(৮) **"প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা"** অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখলের জন্য প্রস্তাবকারী সরকারি বা বেসরকারি কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা;

(৯) **"মালিক"** অর্থে কোনো স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী ও বৈধ দখলকারও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(১০) **"যৌথ তালিকা"** অর্থ অধিগ্রহণ বা হুকুম দখলের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির উপর বিদ্যমান স্বত্ব বা অধিকার এবং উহার উপরিস্থিত অবকাঠামো, ফসল ও বৃক্ষরাজিসহ সকল বিষয়ের বিবরণ সংবলিত তালিকা;

(১১) **"স্থাবর সম্পত্তি"** অর্থ কোনো ভূমি এবং উহাতে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত যে কোনো কিছুর স্বত্ব বা অধিকার;

(১২) **"স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি"** অর্থ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুম দখলের কারণে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন বা উভয়ের দাবিদার বা দাবি করিবার যোগ্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান; এবং

(১৩) **"হুকুম দখল"** অর্থ প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার জন্য ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণ।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অধিগ্রহণ

৪। **স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য প্রাথমিক নোটিশ জারি**।—(১) জেলা প্রশাসকের নিকট কোনো স্থাবর সম্পত্তি জনপ্রয়োজনে বা জনস্বার্থে আবশ্যক মর্মে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে উল্লেখ করিয়া উক্ত সম্পত্তির উপর বা সম্পত্তির নিকটবর্তী সুবিধাজনক স্থানে, নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে, নোটিশ জারি করিবেন।

(২) বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থার জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া আরম্ভের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) জেলা প্রশাসক, উপ-ধারা (১) এর অধীন—

(ক) নোটিশ জারির পূর্বে, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা ও প্রকৃতি এবং উপরিস্থিত অবকাঠামো, ফসল ও বৃক্ষরাজিসহ সকল কিছুর ভিডিও ও স্থিরচিত্র অথবা অন্য কোনো প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ধারণ করত উহাদের বিবরণী প্রস্তুত করিবেন; এবং

(খ) নোটিশ জারির পর, নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে, প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত যৌথভাবে একটি যৌথ তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(৪) বাস্তবে কোনো জমির রেকর্ডিয় শ্রেণি পরিবর্তিত হইলে জেলা প্রশাসক, যৌথ তালিকা প্রস্তুতকালে, উক্ত শ্রেণি পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৫) অবৈধভাবে লাভবান হইবার নিমিত্ত অধিগ্রহণাধীন বা অধিগ্রহণ হইতে পারে এমন ভূমির উপর জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে কোনো ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো নির্মাণ করা হইয়াছে কিনা বা নির্মাণাধীন কিনা তাহা, জেলা প্রশাসক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যৌথ তালিকায় উল্লেখ করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর অধীন প্রস্তুতকৃত যৌথ তালিকা স্থানীয় ভূমি অফিসের নোটিশ বোর্ডে এবং প্রকল্পের সুবিধাজনক স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৭) অধিগ্রহণাধীন বা অধিগ্রহণ হইতে পারে এমন ভূমির উপর, উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণের পর, অসদুদ্দেশ্যে নির্মিত বা নির্মাণাধীন ঘরবাড়ি বা অবকাঠামোর দ্বারা সংশ্লিষ্ট ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করা হইলে, উক্তরূপ পরিবর্তন জেলা প্রশাসক যৌথ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবেন না।

(৮) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৭) এর অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, পরবর্তী ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, কমিশনারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৯) কমিশনার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপ-ধারা (৮) এর অধীন প্রাপ্ত আপিল শুনানি করিবেন এবং পরবর্তী ১৫(পনের) কার্যদিবস অথবা, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(১০) উপ-ধারা (৯) এর অধীন কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১১) উপ-ধারা (৯) এর অধীন কোনো আপিল নিষ্পত্তি হইলে অথবা উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আপিল করা না হইলে, পরবর্তী ২৪(চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি হইতে সকল অবৈধ ঘরবাড়ি বা অবকাঠামো নিজ খরচে অপসারণ করিবেন; অন্যথায় জেলা প্রশাসক প্রচলিত বিধি-বিধান মোতাবেক উহা উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(১২) জেলা প্রশাসক, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থান নির্বাচনের পর, আদেশ দ্বারা, সংশ্লিষ্ট এলাকার জমি ক্রয় বিক্রয় ও জমিতে অবকাঠামো তৈরির বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারিবেন।

(১৩) সাধারণভাবে ধর্মীয় উপাসনালয়, কবরস্থান এবং শ্মশান হিসাবে ব্যবহৃত কোনো ভূমি অধিগ্রহণ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, জনপ্রয়োজনে বা জনস্বার্থে একান্ত অপরিহার্য হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রত্যাশিত ব্যক্তি বা সংস্থার অর্থে স্থানান্তর ও পুনঃনির্মাণ সাপেক্ষে কেবল উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় **"জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্য"** বলিতে প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা প্রদান, বিঘ্ন সৃষ্টি বা বিলম্বিত করিবার লক্ষ্যে কোনো কাজ বা ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বা অন্য কোনোভাবে আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যকে বুঝাইবে।

৫। **অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আপত্তি।**—(১) ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসকের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) জেলা প্রশাসক, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত আপত্তি, আপত্তিকারী বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে, দ্রুত শুনানি করিবেন, এবং উক্ত শুনানি বা প্রয়োজনে পুনরায় অনুসন্ধানের পর, উক্ত আপত্তি সম্বন্ধে তাহার মতামতসহ একটি প্রতিবেদন, সাধারণ ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পর ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে এবং জাতীয় গুরত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে, প্রস্তুত করিবেন।

(৩) জেলা প্রশাসক,—

(ক) স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৫০(পঞ্চাশ) বিঘার (১৬.৫০ একর) উর্ধ্বে হইলে তাহার মতামত সংবলিত প্রতিবেদনসহ নথি ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৫০(পঞ্চাশ) বিঘার (১৬.৫০ একর) নিম্নে হইলে তাহার মতামত সংবলিত প্রতিবেদনসহ নথি কমিশনারের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আপত্তি দাখিল করা না হইলে, জেলা প্রশাসক, সাধারণ ক্ষেত্রে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত সময়ের পরবর্তী ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে অথবা কমিশনারের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, এবং এতদ্বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **অধিগ্রহণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত**।—(১) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরণকৃত প্রতিবেদন বিবেচনার পর, ক্ষেত্রমত,—

(ক) সরকার উক্ত প্রতিবেদন দাখিলে অনূর্ধ্ব ৬০(ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে, এবং

(খ) কমিশনার উক্ত প্রতিবেদন দাখিলের ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে অথবা এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া অনূর্ধ্ব ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে—

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(২) সরকার, কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, জেলা প্রশাসক কর্তৃক, উপ-ধারা (১) অথবা ধারা ৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণে গৃহীত সিদ্ধান্ত জনপ্রয়োজন বা জনস্বার্থে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান**।—(১) সরকার, কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, জেলা প্রশাসক কর্তৃক, ধারা ৫ বা ধারা ৬ এর অধীন কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে, জেলা প্রশাসক তদ্‌মোতাবেক দখল গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির উপর বা উহার নিকটবর্তী সুবিধাজনক ও দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে একটি সাধারণ নোটিশ জারি করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশে অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং উক্ত সম্পত্তির স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধিকে নোটিশ জারির ১৫(পনের) কার্যদিবস অথবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭(সাত) কার্যদিবস পর জেলা প্রশাসকের নিকট নোটিশে বর্ণিত সময় এবং স্থানে হাজির হইতে হইবে এবং উক্ত সম্পত্তিতে তাহাদের প্রত্যেকের দাবির পরিমাণ এবং ক্ষতিপূরণে তাহাদের স্বত্বের অংশ উল্লেখ করিতে হইবে মর্মে বর্ণনা থাকিতে হইবে।

(৩) অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবকৃত স্থাবর সম্পত্তির দখলকার, যদি থাকে, এবং জ্ঞাত বা বিশ্বাসযোগ্য সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ধারিত ফরমে একই পদ্ধতিতে নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(৪) জেলা প্রশাসক নোটিশের মাধ্যমে, নোটিশ জারির ১৫(পনের) কার্যদিবস অথবা জাতীয় গুরত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭(সাত) কার্যদিবস পর, নোটিশে উল্লিখিত স্থানে সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তিতে অথবা উহার কোনো অংশে অংশীদার হিসাবে, বা বন্ধকগ্রহীতা হিসাবে অথবা অন্য কোনো উপায়ে কোনো দাবি থাকিলে এবং উক্ত দাবির প্রকার, দাবিদারগণের নাম এবং দাবির ফলে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য লভ্যাংশ বর্ণনাসহ যথাসম্ভব বাস্তবভিত্তিক একটি বিবরণী যে কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দাখিল বা হস্তান্তর করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারায় বর্ণিত বিবরণী দাখিল বা হস্তান্তর করিবার জন্য আদেশপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি Penal code, 1860 (Act XLV of 1860) এর section 175 এবং 176 এর মর্মানুযায়ী উক্ত বিবরণী দাখিল বা হস্তান্তর করিবার জন্য আইনত বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

৮। **জেলা প্রশাসক কর্তৃক রোয়েদাদ প্রস্তুত।**—(১) জেলা প্রশাসক, ধারা ৭ এর অধীন নোটিশে শুনানির জন্য কার্য তারিখে অথবা অন্য কোনো মুলতবি তারিখে, ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির সময় স্থাবর সম্পত্তির মূল্য এবং ক্ষতিপূরণের জন্য দাবিদারগণের পরস্পরের দাবি এবং দাবিকৃত অংশের বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়ে একটি রোয়েদাদ প্রস্তুত করিবেন, যথা :—

(ক) স্থাবর সম্পত্তির জন্য যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ তাহার বিবেচনায় প্রদান করা হইবে; এবং

(খ) অধিগ্রহণ প্রস্তাবাধীন মৌজার সর্বশেষ জরিপের রেকর্ড ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত সম্পত্তিতে সকল জ্ঞাত এবং আইনানুগ দাবিদারগণের ক্ষতিপূরণের অংশ।

(২) জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদ, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) ক্ষতিপূরণের মঞ্জুরি (award) প্রস্তুতির তারিখ হইতে ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসক—

(ক) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মঞ্জুরির নোটিশ প্রদান করিবেন; এবং

(খ) প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থাকে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির প্রাক্কলন প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রাক্কলন প্রাপ্তির ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থাকে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির অর্থ, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, জেলা প্রশাসকের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৫) ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারির পর ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস অথবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে প্রাক্কলন প্রস্তুতির কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে।

৯। **ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলি।**—(১) এই আইনের অধীনে অধিগ্রহণযোগ্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার সময় জেলা প্রশাসক নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন, যথা :—

(ক) ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির সময় সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির বাজার মূল্য :

তবে শর্ত থাকে যে, বাজার মূল্য নির্ধারণের সময় উক্ত স্থাবর সম্পত্তির পারিপার্শ্বিক এলাকার (vicinity) সমশ্রেণির এবং সমান সুবিধাযুক্ত স্থাবর সম্পত্তির ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির পূর্বের ১২ (বার) মাসের গড় মূল্য নির্ধারিত নিয়মে হিসাব করিতে হইবে;

(খ) যৌথ তালিকা প্রস্তুতের সময় স্থাবর সম্পত্তির উপর দণ্ডায়মান যে কোনো ফসল বা বৃক্ষের জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতি;

(গ) অধিগ্রহণের কারণে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিদ্যমান অপর স্থাবর সম্পত্তি হইতে প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তি বিভাজনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি;

(ঘ) অধিগ্রহণের কারণে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্যান্য স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা উপার্জনের উপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি; এবং

(ঙ) অধিগ্রহণের কারণে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাহার আবাসস্থল বা ব্যবসা কেন্দ্র স্থানান্তর করিতে বাধ্য করা হইলে উক্তরূপ স্থানান্তরের জন্য যুক্তিসংগত খরচাদি।

(২) সরকারি কোনো প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে বর্ণিত বাজারদরের উপর অতিরিক্ত শতকরা ২০০ (দুইশত) ভাগ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হইবে বাজারদরের উপর অতিরিক্ত শতকরা ৩০০ (তিনশত) ভাগ।

(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ), (ঘ) এবং (ঙ) তে বর্ণিত ক্ষতির ক্ষেত্রে বাজারমূল্যের উপর অতিরিক্ত শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) এই ধারায় উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতীত, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অধিগ্রহণের কারণে বাস্তুচ্যুত পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১০। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে যে সকল বিষয় বিবেচ্য নয়।—এই আইনের অধীন অধিগ্রহণযোগ্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিবার সময় জেলা প্রশাসক নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন না, যথা :—

(ক) অধিগ্রহণের আবশ্যকতার মাত্রা;

(খ) অধিগ্রহণযোগ্য স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষেত্রে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনিচ্ছা;

(গ) বেসরকারি কোনো ব্যক্তির দ্বারা সাধিত এইরূপ কোনো ক্ষতি যাহার কারণে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না এবং তিনি নিজেই উহা পূরণ করিতে পারেন;

(ঘ) ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারির পর ব্যবহারের ফলে অধিগ্রহণযোগ্য স্থাবর সম্পত্তির কোনো ক্ষতি;

(ঙ) ধারা ৭ এর অধীন নোটিশ জারির পর অধিগ্রহণযোগ্য স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহারের সুবিধার জন্য মূল্য বৃদ্ধি; অথবা

(চ) ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির পর জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ব্যতীত অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত স্থাবর সম্পত্তির কোনোরূপ পরিবর্তন, উন্নয়ন বা বিক্রয়।

১১। ক্ষতিপূরণ প্রদান।—(১) ধারা ৮ এর অধীন রোয়েদাদ প্রস্তুতের পর, দখল গ্রহণের পূর্বে, প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে প্রস্তুতকৃত ক্ষতিপূরণ মঞ্জুরির প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদানের অনধিক ৬০(ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে জেলা প্রশাসক উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ, উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিবেন।

(২) ক্ষতিপূরণের দাবিদার ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে অথবা ক্ষতিপূরণ গ্রহণের জন্য কোনো দাবিদার পাওয়া না গেলে অথবা ক্ষতিপূরণ দাবিদারের মালিকানা লইয়া কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে অথবা ক্ষতিপূরণের অংশ নির্ধারণে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে, জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা রাখিবেন যাহা, কোনো পক্ষের আরবিট্রেটর কর্তৃক নির্ধারিতব্য দাবিকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিশোধিত বলিয়া গণ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে গৃহীত হইলে তিনি, ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিষয়ে আপত্তিসহ, উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন :

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি আপত্তি ব্যতিরেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি ধারা ৩০ এর অধীন দরখাস্ত করিবার জন্য যোগ্য হইবেন না।

(৩) এই অধ্যায়ের অধীন ঘোষিত রোয়েদাদ অনুযায়ী সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির আইনানুগভাবে বৈধ দাবিদারকে ক্ষতিপূরণের সংশ্লিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিবেন এবং জেলা প্রশাসক তাহার নিকট হইতে উক্ত অর্থ আদায় করিয়া বৈধ দাবিদারকে প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

১২। বর্গাদারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান।—এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বর্গাদার কর্তৃক আবাদকৃত বিদ্যমান ফসলসহ কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইলে ফসলের জন্য জেলা প্রশাসক যেরূপ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবেন সেইরূপ ক্ষতিপূরণ বর্গাদারকে প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় **"বর্গাদার"** বলিতে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যিনি আধি, বর্গা বা ভাগ বলিয়া সাধারণভাবে পরিচিত কোনো পদ্ধতিতে অপর কোনো ব্যক্তির জমি চাষ করেন এবং শর্তানুযায়ী উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ উক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করেন।

১৩। অধিগ্রহণ এবং দখল গ্রহণ।—(১) ধারা ১১ অনুসারে রোয়েদাদকৃত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে বা প্রদান করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইলে অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তি দায়মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে সরকারের নিকট ন্যস্ত হইবে এবং জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিবেন।

(২) কোনো স্থাবর সম্পত্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অধিগ্রহণের পর জেলা প্রশাসক নির্ধারিত ফর্মে ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন।

১৪। অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল অথবা প্রত্যাহার।—(১) এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৬ এর অধীন অনুমোদনকৃত কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য প্রাক্কলিত অর্থ প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে জমা প্রদান না করিলে উক্ত মেয়াদান্তে অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম বাতিল হইবে এবং তদ্‌মর্মে জেলা প্রশাসকের একটি ঘোষণা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) জেলা প্রশাসক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ক্ষতিপূরণ প্রদানের পূর্বে যে কোনো সময়, সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে, যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো অধিগ্রহণ কার্যক্রম বাতিল হইলে অথবা প্রত্যাহার করা হইলে জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করা বাবদ তাহার যুক্তিসঙ্গত খরচসহ উদ্ভূত ক্ষতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মালিকের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ ধার্য করিয়া উহা প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে আদায়পূর্বক যথাযথভাবে প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

১৫। ঘর-বাড়ি অথবা ইমারতের আংশিক অধিগ্রহণ।—(১) কোনো মালিক তাহার বাড়ি, কারখানা বা ভবনের সম্পূর্ণ অংশ অধিগ্রহণ করিতে হইবে মর্মে শর্ত আরোপ করিলে, সংশ্লিষ্ট বাড়ি, কারখানা বা ভবনের অংশবিশেষ অধিগ্রহণ করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা প্রশাসক কর্তৃক ধারা ৮ মোতাবেক ক্ষতিপূরণ ধার্য করিবার পূর্বে যে কোনো সময়, মালিক লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বাড়ি, কারখানা বা ভবনের সম্পূর্ণ অংশ অধিগ্রহণের শর্ত প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত কোনো স্থাবর সম্পত্তি কোনো বাড়ি, কারখানা বা ভবনের অংশ কিনা তদ্‌বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উদ্ভব হইলে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ।—কোনো বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে অধিগ্রহণ বাবদ আনুষঙ্গিক খরচাদি নির্বাহ হইবে।

১৭। অধিগ্রহণকৃত জমি বেসরকারি প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হস্তান্তর।—(১) কোনো বেসরকারি প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার অনুকূলে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে, ধারা ৪ এর অধীন নোটিশ জারির পূর্বে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে, নির্ধারিত ফরমে, জেলা প্রশাসকের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইলে জেলা প্রশাসক, নির্ধারিত ফরমে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার অনুকূলে হস্তান্তর করিবেন।

১৮। কতিপয় ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনরুদ্ধার।—এই আইনের অধীন কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের কারণে কোনো ব্যক্তিকে প্রাপ্য অর্থের অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে অথবা প্রকৃত মালিক ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হইলে উক্ত অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে।

১৯। অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহার।—(১) যে উদ্দেশ্যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হইবে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, উক্ত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনোভাবে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহার অথবা বিক্রয়, লিজ, এওয়াজ বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না।

(২) কোনো প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধানের পরিপন্থিভাবে কোনো অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তি ব্যবহার করিলে অথবা যে উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিলে, জেলা প্রশাসক নির্দেশ প্রদান করিলে, তিনি উক্ত সম্পত্তি জেলা প্রশাসকের নিকট সমর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) কোনো প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা উপ-ধারা (১) বা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে জেলা প্রশাসক, কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদানপূর্বক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি পুনঃগ্রহণ (resume) করিবেন এবং সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উহা খাস খতিয়ানভুক্ত করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

হুকুম দখল

২০। স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল।—(১) জেলা প্রশাসক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, লিখিত আদেশ দ্বারা, জনপ্রয়োজন ও জনস্বার্থে, যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাবে হুকুমদখল করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে হুকুমদখলের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা সম্ভবপর না হইলে, ভূতাপেক্ষভাবে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করা যাইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, কেবল পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত, মালিক বা তাহার পরিবারের প্রকৃত আবাসস্থল, ধর্মীয় উপাসনালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাসপাতাল, গণগ্রন্থাগার, কবরস্থান বা শ্মশানের স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আদেশ জারি করা হইলে, জেলা প্রশাসক—

(ক) পরিবহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আদেশ জারির তারিখ হইতে যে কোনো সময়, এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে আদেশ জারির তারিখের পর ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবস অতিক্রান্ত হইবার পর,

হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং যে উদ্দেশ্যে হুকুমদখল করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(৩) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, দখল গ্রহণের তারিখ হইতে ২(দুই) বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর, কোনো হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখলের আওতায় রাখা যাইবে না।

২১। আদেশ সংশোধন।—সরকার স্ব-উদ্যোগে অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ সংশোধন করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশ জারির তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদন করা না হইলে উহা বিবেচনা করা হইবে না।

২২। জেলা প্রশাসক কর্তৃক রোয়েদাদ প্রস্তুত।—(১) কোনো স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইলে এই ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি এবং নীতি অনুসারে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া উহা প্রদান করিতে হইবে।

(২) জেলা প্রশাসক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে তাহার স্বার্থ এবং ক্ষতিপূরণের দাবির পরিমাণ ও বিবরণ সম্পর্কে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া এবং উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী—

(ক) নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ, এবং

(খ) উক্ত সম্পত্তিতে জ্ঞাত বা বিশ্বাসযোগ্য সকল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের অংশ অথবা দাবি সংবলিত তথ্য—

সম্পর্কে একটি রোয়েদাদ প্রস্তুত করিবেন।

(৩) জেলা প্রশাসক কর্তৃক উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদ, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) জেলা প্রশাসক উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদ সম্পর্কে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে অবিলম্বে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৫) হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচিত হইবে, যথা:—

(ক) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হুকুমদখলকালীন সময়ে দখল বা ব্যবহারজনিত কারণে ভাড়া বা লিজ বাবদ প্রাপ্য অর্থের আবর্তক ক্ষতিপূরণ; এবং

(খ) নিম্নবর্ণিত কারণে প্রদেয় যে কোনো পরিমাণ অর্থ, যথা:—

(অ) হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি খালি করা বাবদ যাবতীয় ব্যয়;

(আ) হুকুমদখল মুক্ত হইবার পর পুনরায় দখল গ্রহণ বাবদ যাবতীয় ব্যয়; এবং

(ই) স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখলের পূর্বাবস্থায় আনয়নে সম্ভাব্য ব্যয়সহ হুকুমদখল অবস্থায় সংঘটিত যে কোনো ক্ষতি।

(৬) কোনো স্থাবর সম্পত্তি ২ (দুই) বৎসরের অধিক সময় হুকুমদখল করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইলে জেলা প্রশাসক, উপ-ধারা (৫) এর দফা (ক) এর বিধান অনুযায়ী প্রদেয়, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত রোয়েদাদ সংশোধন করিবেন।

২৩। ক্ষতিপূরণ প্রদান।—(১) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোন কারণ উদ্ভব না হইলে, জেলা প্রশাসক ধারা ২২ এর অধীন ক্ষতিপূরণের জন্য ধার্যকৃত রোয়েদাদ অনুযায়ী প্রাপ্য অর্থ উহার দাবিদারকে প্রদান করিবেন।

(২) ক্ষতিপূরণের দাবিদার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে অথবা ক্ষতিপূরণের কোনো দাবিদার না থাকিলে অথবা ক্ষতিপূরণ দাবিদারের মালিকানা বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে অথবা ক্ষতিপূরণের অংশ নির্ধারণে কোনো আপত্তি থাকিলে, জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা রাখিবেন যাহা, কোনো পক্ষের আরবিট্রেটর কর্তৃক নির্ধারিত দাবিকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখলের ক্ষেত্রে পরিশোধিত বলিয়া গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে গৃহীত হইলে তিনি, ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিষয়ে আপত্তিসহ, উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি আপত্তি ব্যতিরেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিলে তিনি ধারা ৩০ এর অধীন দরখাস্ত করিবার জন্য যোগ্য হইবেন না।

(৩) এই অধ্যায়ের অধীন ঘোষিত রোয়েদাদ অনুযায়ী সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণকারী ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তির আইনানুগভাবে বৈধ দাবিদারকে ক্ষতিপূরণের সংশ্লিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকিবেন এবং জেলা প্রাশাসক তাহার নিকট হইতে উক্ত অর্থ আদায় করিয়া বৈধ দাবিদারকে প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

২৪। হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ আদায়।—জেলা প্রশাসক, কোনো ব্যক্তির অনুকূলে হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির বরাদ্দ প্রদান ও দখল হস্তান্তর করিবার পর, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তাহার নিকট হইতে ধার্যকৃত অর্থ আদায় করিবেন।

২৫। হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ।—(১) জেলা প্রশাসক, হুকুমদখলকালীন সময়ে, হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) বিনষ্ট হইতে রক্ষার জন্য হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি সংস্কারের প্রয়োজন মর্মে সন্তুষ্ট হইলে জেলা প্রশাসক, স্বয়ং মালিককে তাহার স্থাবর সম্পত্তি সংস্কারের জন্য সুযোগ প্রদান করিবার পর, ক্ষতিপূরণের অর্থের অনূর্ধ্ব এক ষষ্ঠাংশ অর্থ ব্যয়ে উহার সংস্কার করিবেন এবং ব্যয়িত অর্থ ক্ষতিপূরণের অর্থের সহিত সমন্বয় করিবেন।

২৬। হুকুমদখল অবমুক্তকরণ।—(১) কোনো হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল মুক্ত করা হইলে জেলা প্রশাসক, যাহার নিকট হইতে উক্ত সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইয়াছিল তাহাকে বা তাহার উত্তরাধিকারীকে অথবা উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য তদ্বিবেচনায় যোগ্য কোনো ব্যক্তির নিকট ফেরত প্রদান করিবেন।

(২) হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন দখল হস্তান্তর করা হইলে জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত হইবেন, তবে উক্তরূপ দখল হস্তান্তরের কারণে, উক্ত সম্পত্তিতে কোনো ব্যক্তির কোনো আইনগত অধিকার থাকিলে, অথবা যাহার অনুকূলে স্থাবর সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করা হইয়াছে তাহার নিকট কোনো বৈধ দাবি থাকিলে, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার উক্ত দাবি প্রতিষ্ঠার অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না।

(৩) হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি কোনো ব্যক্তির অনুকূলে ফেরত প্রদানের জন্য অবমুক্ত করিবার পর, উক্ত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করিবার জন্য জেলা প্রশাসক কর্তৃক লিখিতভাবে অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত সম্পত্তি দখল গ্রহণ না করিলে অথবা দখল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে, জেলা প্রশাসকের লিখিত আদেশে বর্ণিত সময় ও তারিখের পর সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তরিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) যাহার অনুকূলে হুকুমদখলমুক্ত স্থাবর সম্পত্তির দখল হস্তান্তরিত হইবে তাহাকে পাওয়া না গেলে অথবা তাহার কোনো প্রতিনিধি বা তাহার পক্ষে দখল গ্রহণ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে, জেলা প্রশাসক উক্ত সম্পত্তির প্রকাশ্য কোনো স্থানে "স্থাবর সম্পত্তিটি হুকুমদখল মুক্ত হইয়াছে" মর্মে বিজ্ঞপ্তি লটকাইবেন এবং, উক্ত বিজ্ঞপ্তির ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তদ্‌মর্মে একটি নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন সরকারি গেজেটে কোনো নোটিশ প্রকাশিত হইলে, উক্ত নোটিশ প্রকাশের তারিখ ও সময় হইতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হুকুমদখলের আওতামুক্ত হইবে এবং আইনত দখল পাইবার যোগ্য ব্যক্তিকে দখল হস্তান্তর করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত তারিখের পর হইতে উক্ত সম্পত্তির বিপরীতে কোনো ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোনো দাবির বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কোনো দায় থাকিবে না।

২৭। বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উচ্ছেদ।—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে উদ্দেশ্যে কোন স্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল করা হইবে, উক্ত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি ব্যবহৃত হইলে অথবা বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি বাবদ প্রদেয় অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হইলে অথবা ধারা ২৬ অনুযায়ী অবমুক্তির কারণ উদ্ভব হইলে, জেলা প্রশাসক, যে কোনো সময় লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে উক্ত সম্পত্তির দখল পরিত্যাগের জন্য উক্ত বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা দখলদারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত জেলা প্রশাসকের আদেশ নির্ধারিত সময়ে প্রতিপালন করা না হইলে অথবা অমান্য করা হইলে, তিনি সংশ্লিষ্ট বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা দখলদারকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুসারে বল (force) প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

২৮। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রযোজ্য নয়।—এই অধ্যায়ের কোনো কিছুই ক্যান্টনমেন্ট এলাকার সীমানার মধ্যে অবস্থিত কোনো স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
আরবিট্রেশন

২৯। আরবিট্রেটর নিয়োগ।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যুগ্ম জেলা জজ পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন বিচার বিভাগীয় কর্মচারীকে, উক্ত প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো এলাকার জন্য, আরবিট্রেটর নিয়োগ করিবে।

৩০। আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন।—(১) কোনো স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই আইনের অধীনে জেলা প্রশাসক কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদ গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলে তাহা সংশোধনের জন্য রোয়েদাদের নোটিশ জারির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আরবিট্রেটরের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনে রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপত্তির কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে দাখিলকৃত আবেদনে জেলা প্রশাসকের সহিত প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থাকেও পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।

৩১। শুনানির নোটিশ।—(১) আরবিট্রেটর, ধারা ৩০ এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, শুনানির তারিখ উল্লেখ করিয়া উক্ত তারিখে তাহার আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের উপর নোটিশ জারি করিবেন, যথাঃ—

(ক) দরখাস্তকারী;

(খ) আপত্তিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ;

(গ) জেলা প্রশাসক; এবং

(ঘ) প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা।

(২) আরবিট্রেটর অনধিক ৯০ (নব্বই) কার্যদিবসের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনের উপর শুনানি গ্রহণ করিয়া তাহার আদেশ প্রদান করিবেন।

৩২। কার্যধারার পরিধি।—আরবিট্রেটর কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যধারায় অনুসন্ধানের পরিধি কেবল দাখিলকৃত আবেদনে উল্লিখিত আপত্তির বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

৩৩। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে আরবিট্রেটরের কর্মপদ্ধতি।—আরবিট্রেটর, অধিগ্রহণকৃত অথবা হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে, ধারা ৯, ১০ ও ২২ এর বিধান অনুসরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, জেলা প্রশাসকের রোয়েদাদে উল্লিখিত অংকের শতকরা ১০ (দশ) ভাগের অধিক ক্ষতিপূরণ কোনো মালিকের জন্য নির্ধারণ করা যাইবে না।

৩৪। আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদ।—(১) এই অধ্যায়ের অধীন আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত প্রত্যেক রোয়েদাদ লিখিত ও স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং, ক্ষেত্রমত ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) বা ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৫) এর বিধানাবলির আলোকে নির্দিষ্টকৃত রোয়েদাদের পরিমাণ, কারণসহ, জেলা প্রশাসককে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জেলা প্রশাসক কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, আরবিট্রেশন আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, যতদিন পর্যন্ত উক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব করা না হইবে, ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেক বৎসর শতকরা ১০ (দশ) ভাগ অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) এই ধারায় উল্লিখিত প্রত্যেক রোয়েদাদ এবং রোয়েদাদের কারণ সংবলিত বর্ণনা দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ২ এর দফা (২) ও (৯) এর মর্মানুযায়ী, যথাক্রমে, ডিক্রি ও রায় হিসাবে গণ্য হইবে।

৩৫। মামলার ব্যয়।—এই আইনের অধীন অনুষ্ঠিত কার্যধারায় খরচের পরিমাণ কোন পক্ষ কী পরিমাণে বহন করিবে তাহা রোয়েদাদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

৩৬। আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদের বিরুদ্ধে আপিল।—(১) আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদের বিরুদ্ধে উপ-ধারা (২) অনুযায়ী গঠিত আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালে আপিল করা যাইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জন্য এক বা একাধিক আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে।

(৩) একজন সদস্যকে লইয়া একটি আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে যিনি, জেলা জজ হিসাবে কর্মরত ছিলেন বা আছেন এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৪) আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদ অপেক্ষা অধিক হইলে রায় প্রদানের তারিখ হইতে উক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান অথবা প্রদানের প্রস্তাব করা পর্যন্ত বার্ষিক শতকরা ১০ (দশ) ভাগ অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রত্যেক ভূমির মালিকের জন্য নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের রোয়েদাদ আরবিট্রেটর কর্তৃক ধার্যকৃত রোয়েদাদ অপেক্ষা শতকরা ১০ (দশ) ভাগের অধিক হইবে না।

(৬) আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনধিক ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করিয়া উহা লিখিতভাবে জেলা প্রশাসককে অবহিত করিতে হইবে।

৩৭। অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান।—(১) আরবিট্রেটর বা, ক্ষেত্রমত, আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদের প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ বাবদ অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের প্রয়োজন হইলে, জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট রোয়েদাদের ১(এক) মাসের মধ্যে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থাকে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ জমা প্রদানের জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন, এবং প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির অথবা রোয়েদাদের ১(এক) মাসের মধ্যে, যাহা অপেক্ষাকৃত কম, উক্ত অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিবেন।

(২) আরবিট্রেটর বা, ক্ষেত্রমত, আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদের ফলে প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক জমা প্রদানের অব্যবহিত পরে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট দাবিদারকে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করিবেন।

(৩) আরবিট্রেটর বা, ক্ষেত্রমত, আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রোয়েদাদ অনুসারে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থা দায়ী থাকিবে।

৩৮। ২০০১ সনের ১ নং আইনের অপ্রযোজ্যতা।—সালিস আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১নং আইন) এর কোনো কিছুই এই আইনের অধীন আরবিট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

বিবিধ

৩৯। **জেলা প্রশাসক এবং আরবিট্রেটরের দেওয়ানি আদালতের কতিপয় ক্ষমতা**।—নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধির অধীন দেওয়ানি আদালতের যে ক্ষমতা রহিয়াছে এই আইনের অধীনে কোনো কার্যধারা গ্রহণকালে জেলা প্রশাসক এবং আরবিট্রেটরের অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা:—

(ক) সমন জারিপূর্বক কোনো ব্যক্তিকে হাজির হইতে এবং শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য প্রদানে বাধ্য করা;

(খ) কোনো রেকর্ড বা দলিল উপস্থাপন করিতে বাধ্য করা;

(গ) হলফনামার মাধ্যমে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা;

(ঘ) সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার জন্য কমিশন নিয়োগ করা; এবং

(ঙ) কোনো অফিস বা আদালত হইতে কোনো সরকারি রেকর্ড তলব করা।

৪০। **প্রবেশ এবং পরিদর্শনের ক্ষমতা**।—(১) কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ অথবা হুকুমদখল করিবার অভিপ্রায়ে অথবা উক্ত সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুমদখলের জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অথবা এই আইনের অধীনে কোনো আদেশ পালনের জন্য জেলা প্রশাসক বা তদ্‌কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং যে কোনো সহকারী বা কর্মী—

(ক) যে কোনো স্থাবর সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া জরিপ করিতে ও লেভেল গ্রহণ করিতে পারিবেন;

(খ) যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি বা উহার অভ্যন্তরীণ সকল কিছু পরিদর্শন করিতে পারিবেন;

(গ) যে কোনো স্থাবর সম্পত্তির সীমানা চিহ্নিতকরণ ও পরিমাপসহ উহার নকশা প্রস্তুতকরণ এবং উক্ত উদ্দেশ্যে যতদূর প্রয়োজন হইবে ততদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারিবেন;

(ঘ) চিহ্ন স্থাপন করিয়া এবং গর্ত খুঁড়িয়া লেভেল, সীমানা ও লাইন চিহ্নিত করিতে পারিবেন এবং যে স্থানে অন্য কোনোভাবে জরিপ কার্য সম্পাদন করা, লেভেল সংগ্রহ করা এবং সীমানা ও লাইন চিহ্নিত করা সম্ভবপর হইবে না, সেই স্থানে যে কোনো দণ্ডায়মান ফসল, বৃক্ষ বা জঙ্গালের যে কোনো অংশ কাটিয়া পরিষ্কার করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান ব্যতিরেকে, উক্ত সম্পত্তির দখলদারের বিনা অনুমতিতে, কোনো স্থাবর সম্পত্তিতে প্রবেশ করা যাইবে না।

(২) জেলা প্রশাসক অথবা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো স্থাবর সম্পত্তিতে প্রবেশ করিবার সময় উক্ত সম্পত্তির সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন অথবা প্রদানের জন্য প্রস্তাব করিবেন এবং উক্ত ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে, উক্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) জেলা প্রশাসক, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের অর্থ, প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট হইতে ঘটনাস্থলে অথবা সুবিধাজনক নিকটবর্তী দ্রুততম সময়ে আদায় করিবেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে প্রদান করিবেন।

৪১। **তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা**।—জেলা প্রশাসক, কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ বা হুকুমদখল করিবার উদ্দেশ্যে অথবা অধিগ্রহণকৃত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে, এই আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত বা হুকুমদখলকৃত অথবা অধিগ্রহণের বা হুকুমদখলের উদ্দেশ্যে কোনো স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য নির্দিষ্ট কোনো কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিবার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪২। **নোটিশ ও আদেশ জারি**।—(১) এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিতে ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন জারীকৃত বা প্রস্তুতকৃত সকল নোটিশ বা আদেশ, ঠিকানায় উল্লিখিত ব্যক্তির উপর অথবা যাহার উপর জারি করা প্রয়োজন তাহার উপর জারি নিশ্চিত করিতে হইবে।

(২) নোটিশ বা আদেশ জারির জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে উহা প্রদান করা সম্ভবপর না হইলে, উক্ত ব্যক্তির পক্ষে যে কোনো নিযুক্ত ব্যক্তি অথবা তাহার সহিত বসবাসরত পরিবারের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে উক্ত নোটিশ বা আদেশ প্রদান করিতে হইবে, অথবা কোনো নিযুক্ত ব্যক্তি বা পরিবারের সদস্যকে নোটিশ প্রদান করা সম্ভবপর না হইলে, উক্ত নোটিশ বা আদেশের অনুলিপি বাহিরের দরজা বা উক্ত ব্যক্তি সাধারণত যে স্থানে বসবাস করেন কিংবা ব্যবসা করেন অথবা ব্যক্তিগতভাবে লাভজনক কাজ করেন, উক্ত স্থানের সংলগ্ন কোনো অংশে লটকাইয়া জারি করিতে হইবে এবং অন্য একটি অনুলিপি জারিকারক কর্মকর্তার কার্যালয়ে লটকাইতে হইবে এবং সম্ভব হইলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সংলগ্ন কোনো বিশেষ অংশেও লটকাইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা কর্মচারীর নিকট হইতে নির্দেশপ্রাপ্ত হইলে, নোটিশ বা আদেশ প্রাপকের ঠিকানায় অথবা, ক্ষেত্রমত, শেষ জ্ঞাত আবাসস্থল, ব্যবসাকেন্দ্র বা কর্মস্থলের ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে।

৪৩। **দণ্ড**।—কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ অমান্য করিলে বা বিরোধিতা করিলে অথবা অমান্য বা বিরোধিতা করিবার চেষ্টা করিলে অথবা বিরোধিতা বা অমান্য করিবার জন্য প্ররোচনা প্রদান করিলে অথবা এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি দ্বারা অনুমোদিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির কাজে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করিলে, তিনি ৬(ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৪৪। **দখল সমর্পণের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ**।—এই আইনের অধীন কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখল প্রদানে কেহ অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে অথবা কোনোরূপ বাধা প্রদান করিলে, জেলা প্রশাসক উক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধ্য করিতে পারিবেন এবং উক্ত উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বল (Force) প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

৪৫। **স্ট্যাম্প ডিউটি ও ফিস হইতে অব্যাহতি**।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনা আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত রোয়েদাদের উপর স্ট্যাম্প ডিউটি এবং উহার অনুলিপির জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দাবিদারের উপর কোনো প্রকার ফি আরোপ করা যাইবে না।

৪৬। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ**।—এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

৪৭। **মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ**।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, এই আইনের অধীন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত, অন্য কোন আদালতে কোন প্রকার মামলা দায়ের বা আরজি পেশ করা যাইবে না এবং কোন আদালত উক্তরূপ কোন আদেশ বা ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন প্রকার আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবে না।

৪৮। **ক্ষমতা অর্পণ**।—সরকার, সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা, আদেশে বর্ণিত কারণ ও পরিস্থিতিতে, যে কোনো কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষকে, আদেশ অনুযায়ী, এই আইনের অধীন উহার কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে, যথাঃ—

(ক) এই আইনের অধীনে অধিগ্রহণকৃত বা হুকুমদখলকৃত স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণের পদ্ধতি;

(খ) আরবিট্রেটর এবং আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি;

(গ) ধারা ৪৪ এ বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সমর্পণের ক্ষেত্রে বল (Force) প্রয়োগের পদ্ধতি;

(ঘ) অধিগ্রহণ বা হুকুমদখলের জন্য নথি সৃজন ও ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয় ও কার্যপদ্ধতি; এবং

(ঙ) প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো বিষয়।

৫০। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) Acquisition and Requisition of immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উক্ত অধ্যাদেশ রহিতকরণ সত্ত্বেও উহার অধীন—

(ক) কৃত কোন কাজ-কর্ম ও গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) প্রদত্ত সকল নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, ক্ষতিপূরণ বা রোয়েদাদ এই আইনের অধীন প্রদত্ত নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, ক্ষতিপূরণ বা রোয়েদাদ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(গ) কোনো কর্তৃপক্ষ, আরবিট্রেটর এবং আরবিট্রেশন আপিলেট ট্রাইব্যুনাল সমীপে কোনো কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকিলে, নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, উহা এমনভাবে চলমান থাকিবে যেন উক্ত অধ্যাদেশ রহিত হয় নাই।

৫১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ১৫, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ
(বাস্তবায়ন অনুবিভাগ)

আদেশ

তারিখ: ০১ পৌষ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/ ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

এস.আর.ও নং ৩৭০-আইন/২০১৫।—Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (Act No. XXXII of 1975) এর section 5 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**—(১) এই আদেশ চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আদেশ, উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫, কার্যকর হইবে, যথা:—

(ক) অনুচ্ছেদ ৫ এর বিধান অনুযায়ী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে বেতন নির্ধারণ হইবে এবং এইরূপ নির্ধারিত বেতন ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে প্রদান করা হইবে;

(খ) কর্মচারীগণ ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে এই আদেশ জারির তারিখ পর্যন্ত সময়ের বেতন বকেয়া হিসাবে প্রাপ্য হইবেন;

(গ) এই আদেশের অধীন প্রদেয় অন্যান্য সকল ভাতা ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে প্রাপ্য অংকে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রদান করা হইবে;

(ঘ) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে মহার্ঘভাতা বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে ইতোমধ্যে আহরিত মহার্ঘভাতা দফা (খ) এর অধীন প্রাপ্য বকেয়ার সহিত সমন্বয় করিতে হইবে;

(ঙ) দফা (ঘ) তে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে যে সকল কর্মচারী অবসরোত্তর (পিআরএল) ছুটিতে আছেন তাহারা অবসরোত্তর ছুটিতে থাকিবার সময়ে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে আহরিত মহার্ঘভাতা পাইতে থাকিবেন।

ব্যাখ্যা।—দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যে কর্মচারী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে অবসরোত্তর ছুটিতে আছেন তিনি ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে যে হারে মহার্ঘভাতা পাইতেন সেই হারে অবসরোত্তর ছুটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাপ্য হইবেন।

(৪) এই আদেশ নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত কর্মচারী ও ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য সকল স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাঃ—সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ;

(খ) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড;

(গ) বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন;

(ঘ) ব্যাংক, বিমা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাঃ—বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রবাসী কল্যান ব্যাংক, বাংলাদেশ বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সাধারণ বিমা কর্পোরেশন, জীবন বিমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটারি অথরিটি;

(ঙ) পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকরির শর্তাবলী) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (ঘ) তে সংজ্ঞায়িত শ্রমিক;

(চ) শিক্ষানবিস (apprentice) অথবা প্রশিক্ষণার্থী (trainee) হিসাবে অথবা আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ;

(ছ) চুক্তি অথবা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ; এবং

(জ) স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেষণে কর্মরত সরকারি কর্মচারীগণ।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(ক) "জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫" অর্থ এই আদেশের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত জাতীয় বেতনস্কেল;

(খ) "বর্তমান বেতন" অর্থ ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য মূল বেতনসহ সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশাবলী অনুসারে কোন পদের বা কাজের সহিত সম্পৃক্ত ব্যক্তিগত বেতন বা ব্যক্তিগত ভাতা ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন বা ভাতা, যদি থাকে;

(গ) "বর্তমান বেতনস্কেল" অর্থ চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর অধীন জাতীয় বেতনস্কেল;

(ঘ) "মূল স্কেল", "সিলেকশন গ্রেড স্কেল", "সিনিয়র স্কেল" বা "উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল)" অর্থ বর্তমান বেতনস্কেলে যথাক্রমে, পদের মূল স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল)।

(ঙ) "সংস্থা" বা "প্রতিষ্ঠান" অর্থ স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ।

৩। জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫।—১ জুলাই ২০১৫ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পদসমূহের বর্তমান বেতনস্কেল বিলুপ্ত হইবে, এবং উক্ত তারিখ হইতে বর্তমান বেতনস্কেলের প্রতিটি স্কেলের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত অনুরূপ স্কেল (Corresponding Scale) কার্যকর হইবে, যথা:—

গ্রেড	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ (বর্তমান বেতনস্কেল)	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ (১ জুলাই ২০১৫ হইতে কার্যকর অনুরূপ স্কেল)
১.	টাকা ৪০০০০ (নির্ধারিত)	টাকা ৭৮০০০ (নির্ধারিত)
২.	টাকা ৩৩৫০০-১২০০×৫-৩৯৫০০	টাকা ৬৬০০০-৬৮৪৮০- ৭১০৫০-৭৩৭২০-৭৬৪৯০
৩.	টাকা ২৯০০০-১১০০×৬-৩৫৬০০	টাকা ৫৬৫০০-৫৮৭৬০-৬১১২০-৬৩৫৭০-৬৬১২০-৬৮৭৭০-৭১৫৩০-৭৪৪০০
৪.	টাকা ২৫৭৫০-১০০০×৮-৩৩৭৫০	টাকা ৫০০০০-৫২০০০-৫৪০৮০-৫৬২৫০-৫৮৫০০-৬০৮৪০-৬৩২৮০-৬৫৮২০-৬৮৪৬০-৭১২০০
৫.	টাকা ২২২৫০-৯০০×১০-৩১২৫০	টাকা ৪৩০০০-৪৪৯৪০-৪৬৯৭০-৪৯০৯০-৫১৩০০-৫৩৬১০-৫৬০৩০-৫৮৫৫০-৬১২২০-৬৩৯৮০-৬৬৮৪০-৬৯৮৫০
৬.	টাকা ১৮৫০০-৮০০×১৪-২৯৭০০	টাকা ৩৫৫০০-৩৭২৮০-৩৯১৫০-৪১১১০-৪৩১৭০-৪৫৩৩০-৪৭৬০০-৪৯৯৮০-৫২৪৮০-৫৫১১০-৫৭৮৭০-৬০৭৭০-৬৩৮১০-৬৭০১০
৭.	টাকা ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০	টাকা ২৯০০০-৩০৪৫০-৩১৯৮০-৩৩৫৮০-৩৫২৬০-৩৭০৩০-৩৮৮৯০-৪০৮৪০-৪২৮৯০-৪৫০৪০-৪৭৩০০-৪৯৬৭০-৫২১৬০-৫৪৭৭০-৫৭৫২০-৬০৩৯০-৬৩৪১০
৮.	টাকা ১২০০০-৬০০×১৬-২১৬০০	টাকা ২৩০০০-২৪১৫০-২৫৩৬০-২৬৬৩০-২৭৯৭০-২৯৩৭০-৩০৮৪০-৩২৩৯০-৩৪০১০-৩৫৭২০-৩৭৫১০-৩৯৩৯০-৪১৩৬০-৪৩৪৩০-৪৫৬১০-৪৭৯০০- ৫০৩০০- ৫২৮২০-৫৫৪৭০
৯.	টাকা ১১০০০-৪৯০×৭-১৪৪৩০-ইবি-৫৪০×১১-২০৩৭০	টাকা ২২০০০-২৩১০০-২৪২৬০-২৫৪৮০-২৬৭৬০-২৮১০০-২৯৫১০-৩০৯৯০-৩২৫৪০-৩৪১৭০-৩৫৮৮০-৩৭৬৮০-৩৯৫৭০-৪১৫৫০-৪৩৬৩০-৪৫৮২০-৪৮১২০-৫০৫৩০-৫৩০৬০
১০.	টাকা ৮০০০-৪৫০×৭-১১১৫০-ইবি-৪৯০×১১-১৬৫৪০	টাকা ১৬০০০-১৬৮০০-১৭৬৪০-১৮৫৩০-১৯৪৬০-২০৪৪০-২১৪৭০-২২৫৫০-২৩৬৯০-২৪৮৮০-২৬১৩০-২৭৪৪০-২৮৮২০-৩০২৭০-৩১৭৯০-৩৩৩৯০-৩৫০৭০-৩৬৮৩০-৩৮৬৪০
১১.	টাকা ৬৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-ইবি-৪৫০×১১-১৪২৫৫	টাকা ১২৫০০-১৩১৩০-১৩৭৯০-১৪৪৮০-১৫২১০-১৫৯৮০-১৬৭৮০-১৭৬২০-১৮৫১০-১৯৪৪০-২০৪২০-২১৪৫০-২২৫৩০-২৩৬৬০-২৪৮৫০-২৬১০০-২৭৪২০-২৮৭৯০-৩০২৩০
১২.	টাকা ৫৯০০-৩৮০×৭-৮৫৬০-ইবি-৪১৫×১১-১৩১২৫	টাকা ১১৩০০-১১৮৭০-১২৪৭০-১৩১০০-১৩৭৬০-১৪৪৫০-১৫১৮০-১৫৯৪০-১৬৭৪০-১৭৫৮০-১৮৪৬০-১৯৩৯০-২০৩৬০-২১৩৮০- ২২৪৫০- ২৩৫৮০-২৪৭৬০-২৬০০০-২৭৩০০
১৩.	টাকা ৫৫০০-৩৪৫×৭-৭৯১৫-ইবি-৩৮০×১১-১২০৯৫	টাকা ১১০০০-১১৫৫০-১২১৩০-১২৭৪০-১৩৩৮০-১৪০৫০-১৪৭৬০-১৫৫০০-১৬২৮০-১৭১০০-১৭৯৬০-১৮৮৬০-১৯৮১০-২০৮১০-২১৮৬০-২২৯৬০-২৪১১০-২৫৩২০- ২৬৫৯০
১৪.	টাকা ৫২০০-৩২০×৭-৭৪৪০-ইবি-৩৪৫×১১-১১২৩৫	টাকা ১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪১০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০- ২০২৯০- ২১৩১০- ২২৩৮০- ২৩৫০০-২৪৬৮০
১৫.	টাকা ৪৯০০-২৯০×৭-৬৯৩০-ইবি-৩২০×১১-১০৪৫০	টাকা ৯৭০০-১০১৯০-১০৭০০-১১২৪০-১১৮১০-১২৪১০-১৩০৪০-১৩৭০০-১৪৩৯০-১৫১১০-১৫৮৭০-১৬৬৭০-১৭৫১০-১৮৩৯০-১৯৩১০-২০২৮০-২১৩০০-২২৩৭০-২৩৪৯০
১৬.	টাকা ৪৭০০-২৬৫×৭-৬৫৫৫-ইবি-২৯০×১১-৯৭৪৫	টাকা ৯৩০০-৯৭৭০-১০২৬০-১০৭৮০-১১৩২০-১১৮৯০-১২৪৯০-১৩১২০-১৩৭৮০-১৪৪৭০-১৫২০০-১৫৯৬০-১৬৭৬০-১৭৬০০-১৮৪৮০-১৯৪১০-২০৩৯০-২১৪১০-২২৪৯০
১৭.	টাকা ৪৫০০-২৪০×৭-৬১৮০-ইবি-২৬৫×১১-৯০৯৫	টাকা ৯০০০-৯৪৫০-৯৯৩০-১০৪৩০-১০৯৬০-১১৫১০-১২০৯০-১২৭০০-১৩৩৪০-১৪০১০-১৪৭২০-১৫৪৬০-১৬২৪০-১৭০৬০-১৭৯২০-১৮৮২০-১৯৭৭০- ২০৭৬০ -২১৮০০
১৮.	টাকা ৪৪০০-২২০×৭-৫৯৪০-ইবি-২৪০×১১-৮৫৮০	টাকা ৮৮০০-৯২৪০-৯৭১০-১০২০০-১০৭১০-১১২৫০-১১৮২০-১২৪২০-১৩০৫০-১৩৭১০-১৪৪০০-১৫১২০-১৫৮৮০-১৬৬৮০-১৭৫২০-১৮৪০০-১৯৩২০-২০২৯০-২১৩১০
১৯.	টাকা ৪২৫০-২১০×৭-৫৭২০-ইবি-২২০×১১-৮১৪০	টাকা ৮৫০০-৮৯৩০-৯৩৮০-৯৮৫০-১০৩৫০-১০৮৭০-১১৪২০-১২০০০-১২৬০০-১৩২৩০-১৩৯০০-১৪৬০০-১৫৩৩০-১৬১০০-১৬৯১০-১৭৭৬০-১৮৬৫০-১৯৫৯০-২০৫৭০
২০.	টাকা ৪১০০-১৯০×৭-৫৪৩০-ইবি-২১০×১১-৭৭৪০	টাকা ৮২৫০-৮৬৭০-৯১১০-৯৫৭০-১০০৫০-১০৫৬০-১১০৯০-১১৬৫০-১২২৪০-১২৮৬০-১৩৫১০-১৪১৯০-১৪৯০০-১৫৬৫০-১৬৪৪০-১৭২৭০-১৮১৪০-১৯০৫০-২০০১০

৪। জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর প্রাপ্যতা।—৩০ জুন ২০১৫ তারিখে বা উহার পূর্বে কোন কর্মচারী সংশ্লিষ্ট পদে যে মূল স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, সিনিয়র স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম-স্কেল) পাইতেছিলেন, তিনি ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে অনুচ্ছেদ ৩(১) এ বর্ণিত তাঁহার সংশ্লিষ্ট বর্তমান বেতনস্কেলের বিপরীতে প্রদর্শিত জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫-এর অনুরূপ স্কেল প্রাপ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ অনুযায়ী যিনি এই আদেশ সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখের পূর্বদিন পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত) উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল বা সিলেকশন গ্রেড স্কেল) পাইবার অধিকারী, তিনি চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর আদেশের অনুচ্ছেদ ৬ ও ৭ এর বিধান ও শর্ত সাপেক্ষে, উহা প্রাপ্য হইবেন।

৫। জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ বেতন নির্ধারণ।—যে কর্মচারী বর্তমান বেতনস্কেলে পদের মূল স্কেল, সিনিয়র স্কেল, সিলেকশন গ্রেড স্কেল, ব্যক্তিগত স্কেল অথবা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) পাইতেছিলেন, তাঁহার বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের অনুরূপ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ অনুচ্ছেদ ৪ এর শর্তাধীনে এবং নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে, যথা:—

(ক) বর্তমান বেতনস্কেলের (বিদ্যমান স্কেলের) প্রারম্ভিক ধাপে বেতন আহরণকারী কোন কর্মচারীর বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপেই নির্ধারিত হইবে;

(খ) যদি কোন কর্মচারীর মূল বেতন, বর্তমান বেতনস্কেলের সংশ্লিষ্ট স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপের উচ্চতর হয়, তবে প্রথমত উভয় ধাপের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে। ইহার পর নির্ণিত পার্থক্য অনুরূপ স্কেলের (জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫) প্রারম্ভিক ধাপের সহিত যোগ করিতে হইবে এবং এই যোগফল যদি—

(অ) অনুরূপ স্কেলের কোন ধাপের সমান হয়, তাহা হইলে ঐ ধাপেই বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে;

(আ) অনুরূপ স্কেলে ঐ অঙ্কের সমান কোন ধাপ না থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী উচ্চতর ধাপে তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে;

উদাহরণ ১:

৩০-০৬-২০১৫ তারিখে একজন কর্মচারী ৪৭০০-২৬৫ × ৭-৬৫৫৫ -ইবি- ২৯০ × ১১-৯৭৪৫ টাকার বর্তমান বেতনস্কেলের প্রারম্ভিক ধাপে অর্থাৎ ৪৭০০ টাকা মূল বেতন পাইতেন। এই ক্ষেত্রে ০১-০৭-২০১৫ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ৯৩০০-২২৪৯০ টাকার অনুরূপ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ অর্থাৎ ৯৩০০ টাকায় তাঁহার মূল বেতন নির্ধারিত হইবে।

উদাহরণ ২:

৩০-০৬-২০১৫ তারিখে একজন কর্মচারীর মূল বেতন বর্তমানে ৬৪০০-৪১৫×৭-৯৩০৫-ইবি-৪৫০×১১-১৪২৫৫ টাকার স্কেলে ৭২৩০ টাকা। এই ক্ষেত্রে ১-৭-২০১৫ তারিখে ঐ স্কেলের অনুরূপ স্কেল হিসাবে ১২৫০০-৩০২৩০ টাকার স্কেলে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে ১৩৭৯০ টাকা।

ব্যাখ্যা: বর্তমান স্কেলে প্রাপ্ত মূল বেতন হইতে একই স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপের বেতন বিয়োগ করিলে পার্থক্যের পরিমাণ হয় ৭২৩০-৬৪০০=৮৩০ টাকা। অতএব, ঐ স্কেলের প্রারম্ভিক ধাপ + ৮৩০ টাকা অর্থাৎ (১২৫০০+৮৩০)= ১৩৩৩০ টাকায় বেতন নির্ধারিত হইবে। কিন্তু অনুরূপ স্কেলে এইরূপ ধাপ না থাকায় পরবর্তী উচ্চতর ধাপে অর্থাৎ ১৩৭৯০ টাকায় তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

(গ) যে সকল কর্মচারীর বেতন অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন ৭৮০০০ নির্ধারিত তাঁহাদের ক্ষেত্রে দফা (ক) ও (খ) প্রযোজ্য হইবে না;

(ঘ) যদি কোন কর্মচারীর বর্তমান বেতন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর অনুরূপ স্কেলের সর্বোচ্চ সীমার উর্ধ্বে হয়, তাহা হইলে নতুন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর অনুরূপ স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিয়া বর্তমান বেতন এবং জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর অনুরূপ স্কেলের সর্বোচ্চ বেতনের মধ্যে যে পার্থক্য থাকিবে, তাহা তাঁহাকে ব্যক্তিগত বেতন হিসেবে প্রদান করা হইবে;

(ঙ) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে যাঁহারা উচ্চতর বেতনস্কেলের পদে পদোন্নতি পাইবেন, তাঁহাদের বেতন প্রথমে নিম্নপদে নির্ধারণের পর পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নির্ধারণ করা হইবে;

(চ) যে কর্মচারী প্রেষণে কর্মরত আছেন, প্রেষণে কর্মরত না থাকিলে তাঁহার মূল অফিসে অথবা প্রতিষ্ঠানে তিনি যে বেতন পাইবার অধিকারী হইতেন, সেই ভিত্তিতে তাঁহার বেতন নির্ধারিত হইবে;

(ছ) যে কর্মচারী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে ছুটিতে ছিলেন, জাতীয় বেতনস্কেলে সেই কর্মচারীর বেতন, তাঁহার বর্তমান বেতনের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিতে হইবে অথবা উক্ত তারিখে তিনি ছুটিতে না থাকিলে তাঁহার বর্তমান বেতন যাহা হইত, সেই ভিত্তিতে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে, তবে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণের ফলে তিনি যে আর্থিক সুবিধা লাভ করিতেন তাহা তাঁহার ছুটির সময়ের জন্য প্রাপ্য হইবেন না;

(জ) যে কর্মচারী ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত ছিলেন, সে কর্মচারী পুনর্বহাল না হইলে এবং বাস্তবে কাজে যোগদান না করিলে তাঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ নির্ধারণ করা হইবে না; এইরূপ পুনর্বহালকৃত কর্মচারীর বেতন ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে প্রথমত বর্তমান বেতনস্কেলে নির্ধারণ করা হইবে এবং অতঃপর ঐ নির্ধারিত বেতনের ভিত্তিতে তাঁহার বেতন জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট অনুরূপ স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে;

(ঝ) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে যে সকল কর্মচারী অবসরোত্তর ছুটিতে ছিলেন, শুধু পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁহার বেতন, দফা (ঞ) এর বিধান সাপেক্ষে, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট অনুরূপ স্কেলে নির্ধারণ করা হইবে; অনুরূপ ক্ষেত্রে অবসরোত্তর ছুটির সময়ে যদি তাঁহার বার্ষিক বর্ধিত বেতনের তারিখ থাকে, তাহা হইলে উক্ত বেতনবৃদ্ধিও পেনশন নির্ধারণের জন্য তাঁহার বেতনের সহিত যুক্ত হইবে, তবে, তিনি অবসরোত্তর ছুটির সময়ে উক্ত ছুটির বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের ভিত্তিতে পাইতে থাকিবেন;

(ঞ) ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে যে কর্মচারীর অবসরোত্তর ছুটি শেষ হইবে অর্থাৎ যিনি ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে অবসরে যাইবেন, তিনি ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে কার্যকর জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

৬। সিলেকশন গ্রেড স্কেল ও উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) এর বিলোপ।—চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০১৫ গেজেটে প্রকাশের তারিখ (অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৫) হইতে সিলেকশন গ্রেড স্কেল ও উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) বা কোন স্কেলের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাইবার ১ (এক) বৎসর পর পরবর্তী উচ্চতর বা টাইম স্কেল প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলি বিলুপ্ত হইবে।

৭। উচ্চতর গ্রেডের প্রাপ্যতা।—(১) কোন স্থায়ী কর্মচারী পদোন্নতি ব্যতিরেকে একই পদে ১০ (দশ) বৎসর পূর্তিতে এবং চাকরি সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১১তম বৎসরে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন।

(২) কোন স্থায়ী কর্মচারী তাহার চাকরির ১০ (দশ) বৎসর পূর্তিতে উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্তির পর পরবর্তী ৬ (ছয়) বৎসরে পদোন্নতি প্রাপ্ত না হইলে ৭ম বৎসরে চাকরি সন্তোষজনক হওয়া সাপেক্ষে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এ উল্লিখিত আর্থিক সুবিধা বেতনস্কেলের ৪র্থ গ্রেড পর্যন্ত প্রযোজ্য হইবে এবং ৪র্থ গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের কোন কর্মচারী এই সুবিধা গ্রহণপূর্বক এই আদেশের অধীন ৩য় গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে বেতন প্রাপ্য হইবেন না।

(৪) কোন কর্মচারী দুই বা ততোধিক সিলেকশন গ্রেড স্কেল বা উচ্চতর স্কেল (টাইম স্কেল) বা কোন স্কেলের সর্বোচ্চসীমায় পৌঁছাইবার ১ (এক) বৎসর পর পরবর্তী উচ্চতর স্কেল প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি এই অনুচ্ছেদের অধীন উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্য হইবেন না।

৮। কর্মচারীদের গ্রেডভিত্তিক পরিচিতি।—আপাতত বলবৎ এতদসংক্রান্ত অন্য কোন বিধি-বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্মচারীগণ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণিতে বিভাজনের বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তে বেতনস্কেলের গ্রেডভিত্তিক পরিচিত হইবেন।

৯। অবসরভোগীদের পেনশন, গ্র্যাচুইটি ও ছুটি নগদায়ন।—(১) অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগী কর্মচারীগণ নিম্নরূপে পেনশন ও গ্র্যাচুইটি প্রাপ্য হইবেন, যথা:—

(ক) পেনশন, সমর্পণ ও গ্র্যাচুইটির বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত থাকিবে;

(খ) মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগী ৬৫ বৎসর ঊর্ধ্ব পেনশনভোগীর নীট পেনশনের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে নীট পেনশনের পরিমাণ ৪০% বৃদ্ধি পাইবে;

(গ) বেতনস্কেল, ২০১৫ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে মহার্ঘভাতা (নীট পেনশনের ২০%) বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীদের নীট পেনশনের পরিমাণ হইবে সর্বনিম্ন ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা;

(ঙ) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে কর্মরত কোন কর্মচারী (স্বামী/ স্ত্রী) মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত ব্যক্তির পরিবার, পারিবারিক পেনশনের প্রচলিত নিয়মাবলী অনুসরণ সাপেক্ষে, পেনশন, আনুতোষিক ও ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন।

(২) বিদ্যমান ছুটির বিধান অনুযায়ী কোন কর্মচারী ছুটি পাওনা সাপেক্ষে—

(ক) ১২ (বারো) মাস পূর্ণ গড় বেতনে অবসরোত্তর ছুটি ভোগের সুবিধা পাইবেন; এবং

(খ) ১৮ (আঠারো) মাস ছুটি নগদায়নের সুবিধা ভোগ করিবেন।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন প্রাপ্য সুবিধা ১ জুলাই ২০১৫ তারিখের পূর্বে প্রাপ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে বা উহার পর যে সকল কর্মচারী ইতোমধ্যে পিআরএল ভোগরত রহিয়াছেন তাঁহারাও পিআরএল ছুটি-পূর্ব মূল বেতনের ভিত্তিতে ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১৮ (আঠারো) মাস ছুটি নগদায়নের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

১০। বেতন নির্ধারণের পর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি (**Increment**)।—(১) সকল কর্মচারীর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ হইবে প্রতি বৎসর ১ জুলাই অর্থাৎ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী বেতন নির্ধারণের পর সকল কর্মচারীর পরবর্তী বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির তারিখ হইবে ১ জুলাই ২০১৬:

তবে শর্ত থাকে যে, নতুন যোগদানকৃত কোন কর্মচারীর কোয়ালিফাইং চাকরির মেয়াদ ন্যূনতম ৬ (ছয়) মাস হইলে তিনি বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

(২) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ গেজেটে প্রকাশের পূর্বদিন (অর্থাৎ ১৪ ডিসেম্বর ২০১৫) পর্যন্ত কোন কর্মচারীর বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি প্রাপ্য হইলে তাহা প্রদেয় হইবে।

(৩) বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত দক্ষতার সীমা [Efficiency Bar-(EB)] সংক্রান্ত বিধানাবলী বিলুপ্ত হইবে।

১১। প্রথম নিয়োগ প্রাপ্তিতে বেতন।—(১) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে অথবা উহার পরে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীকে, বদলি বা পদোন্নতি ব্যতিরেকে, নিয়োগকৃত পদের জন্য জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ নির্ধারিত স্কেলে ন্যূনতম বেতন উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, প্রদান করা হইবে এবং প্রথম নিয়োগের পদটি যদি জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ২২০০০-৫৩০৬০ (৯ম গ্রেড) বা তদূর্ধ্ব স্কেলের হয়, তাহা হইলে—

(ক) একজন এম.বি.বি.এস ডিগ্রিধারী বা ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার বা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি বা উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ৪ বৎসর মেয়াদী কোর্স পাসপূর্বক এগ্রিকালচার বা এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক্স বা এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা এনিম্যাল হাজব্যান্ড্রি বা ভেটেরিনারী সায়েন্স এ যে ডিগ্রি অর্জন করা হয় সেই ডিগ্রিধারীকে বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সমপর্যায়ের ডিগ্রিধারীকে ১ (এক) টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে, যদি এইরূপ ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে;

(খ) যে সকল ব্যক্তির ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি বা আইনের ডিগ্রি অথবা স্থাপত্যবিদ্যায় ডিগ্রি বা মাস্টার্স ডিগ্রিসহ সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ইনস্টিটিউট) হইতে ফিজিক্যাল প্ল্যানিং এ ডিগ্রি রহিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিকে ২ (দুই) টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে, যদি এইরূপ ডিগ্রি সংশ্লিষ্ট পদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে;

(গ) অর্থ বিভাগের সহিত আলোচনাক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট কোন পদে সম্পূর্ণরূপে পরিকল্পনা ও নক্সা কাজে নিয়োজিত সহকারী প্রকৌশলী এবং নির্বাহী প্রকৌশলীকে তাঁহাদের নিজ নিজ বেতনস্কেলে ৩টি বেতনবৃদ্ধি প্রদান করা হইবে। তাঁহারা যতদিন পরিকল্পনা ও নক্সা কাজে সহকারী প্রকৌশলী বা নির্বাহী প্রকৌশলী পদে নিয়োজিত থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত এই বেতনবৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হইবেন। পরিকল্পনা বা নক্সা কাজে বিশেষজ্ঞ, যোগ্য সহকারী প্রকৌশলীদের মধ্যে হইতে পরিকল্পনা বা নক্সার নির্বাহী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি দেওয়া হইবে। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কোন পরিকল্পনা বা নক্সা কাজে নিয়োজিত সহকারী প্রকৌশলীকে জনস্বার্থে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত পদে যোগদানের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা না হইলে, যতদিন তিনি পরিকল্পনা বা নক্সার সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োজিত থাকিবেন ততদিন তিনি জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর টাকা ২৯০০০-৬৩৪১০ তে বেতন আহরণ করিবেন;

(ঘ) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর টাকা ২২০০০-৫৩০৬০ স্কেলের কোন পদে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তাকে ২ (দুই) টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুর করা হইবে, যদি-

(অ) পদটি গবেষণামূলক পদ হিসাবে নির্দিষ্ট থাকে; এবং

(আ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শিক্ষা জীবনের কোন স্তরে তৃতীয় শ্রেণি বা তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ না হইয়া থাকেন এবং নিম্নবর্ণিত যে কোন একটি যোগ্যতা থাকে, যথা:—

(১) তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রথম শ্রেণি বা সমমানের ডিগ্রিধারী হইয়া থাকেন;

(২) তিনি কৃষিতে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের ডিগ্রিধারী (উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের সার্টিফিকেট লাভের পর ৪ বৎসরের কোর্স সম্বলিত) হইয়া থাকেন;

(৩) তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের মাস্টার্স ডিগ্রিধারী হইয়া থাকেন;

(৪) তিনি প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সম্মান ডিগ্রিসহ বিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের মাস্টার্স ডিগ্রিধারী হইয়া থাকেন;

(৫) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষায় প্রথম বা সমমানের বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন এবং কমপক্ষে ৬০% নম্বরসহ চিকিৎসা বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী হইয়া থাকেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফা অনুসারে যাঁহাদেরকে বর্ধিত বেতন মঞ্জুর করা হইবে, তাঁহারা দফা (ক), (খ) ও (গ) অনুসারে কোন বেতনবৃদ্ধি প্রাপ্য হইবেন না।

(ঙ) কোন ব্যক্তি যদি কোন চিকিৎসা অনুষদের লাইসেন্সধারী হন এবং যদি উক্ত লাইসেন্স তাঁহার পদের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারিত থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি নিয়োগ লাভের সময় ১ (এক) টি অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি পাইবেন।

(২) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত কোন কর্মচারীর বেতন প্রথমে জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট স্কেলের ন্যূনতম ধাপে এবং এই অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার সহিত অতিরিক্ত বেতনবৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) যোগ করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অগ্রিম বেতনবৃদ্ধি কেবল চাকরিতে প্রথম নিয়োগ লাভের সময় প্রাপ্য হইবেন এবং ইহা পরবর্তী পদোন্নতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রবেশ পদ (প্রভাষক/ লেকচারার) জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৮ম গ্রেডে নির্ধারিত হইবে এবং ইতোমধ্যে ৯ম গ্রেডভুক্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন বর্তমান বেতনস্কেলের অনুরূপ স্কেল অর্থাৎ ৯ম গ্রেডে নির্ধারণ করিতে হইবে এবং অত:পর ৮ম গ্রেডের সংশ্লিষ্ট ধাপের সহিত মিলাইয়া প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বেতন নির্ধারন করিতে হইবে।

১২। পদের পূর্ণ বেতন প্রাপ্তির শর্তাবলী।—(১) কোন কর্মচারী কোন উচ্চতর পদে ও বেতনস্কেলে পদোন্নতি পাইলে অথবা তাঁহার পাওয়ার ক্ষেত্রে ঐ পদে পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য তাঁহাকে নিম্নের সারণিতে উল্লিখিত চাকরির মেয়াদ পূর্ণ করিতে হইবে, যথা:—

জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড নং	বেতন স্কেল	পূর্ণ বেতন পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম চাকরির মেয়াদ
১.	টাকা ৭৮০০০ (নির্ধারিত)	২০ বৎসর
২.	টাকা ৬৬০০০-৭৬৪৯০	১৭ বৎসর
৩.	টাকা ৫৬৫০০-৭৪৪০০	১৪ বৎসর
৪.	টাকা ৫০০০০-৭১২০০	১২ বৎসর
৫.	টাকা ৪৩০০০-৬৯৮৫০	১০ বৎসর
৬.	টাকা ৩৫৫০০-৬৭০১০	৫ বৎসর
৭.	টাকা ২৯০০০-৬৩৪১০	৪ বৎসর

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত চাকরির মেয়াদ বলিতে কেবল ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডে নিয়োজিত প্রকৃত চাকরির মেয়াদ বুঝাইবে।

১৩। ভাতাদির প্রাপ্যতা ।—(১) ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত হারে বা ক্ষেত্রমত টাকার অংকে নির্ধারিত ভাতাদি প্রদেয় হইবে।

(২) ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সময়কালে নব-নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী প্রাপ্য বেতন আহরণ করিবেন এবং অন্যান্য সকল ভাতাদি ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে যে হারে ভাতাদি প্রাপ্ত হইতেন সেই হারে ৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত আহরণ করিবেন।

(৩) অনুচ্ছেদ ৫ এর দফা (ঘ) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগত বেতন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগত বেতন, ব্যক্তিগত ভাতা, অস্থায়ী ব্যক্তিগত ভাতা এবং অন্যান্য সকল অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধাদি, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ কার্যকর হইবার তারিখ হইতে রহিত করা হইল।

১৪। চিকিৎসাভাতা ।—(১) চিকিৎসা সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধাদি যাহা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশের মাধ্যমে প্রদান করা হইয়াছে তাহা যথারীতি বলবৎ থাকিবে এবং সকল কর্মচারী মাসিক ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে চিকিৎসাভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) ৬৫ বৎসর ঊর্ধ্ব অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে চিকিৎসাভাতা মাসিক ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা এবং অন্যান্য অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের ক্ষেত্রে মাসিক চিকিৎসাভাতা ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হইবে।

১৫। বাংলা নববর্ষভাতা ।—(১) সকল কর্মচারী আহরিত মূল বেতনের ২০% হারে বাংলা নববর্ষভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বাংলা নববর্ষভাতা ১৪২৩ বঙ্গাব্দ হইতে প্রবর্তিত হইবে।

(৩) মাসিক নীট পেনশনগ্রহণকারী অবসরভোগীগণ ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণও এই ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৪) বাংলা নববর্ষভাতা পাইবার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ১৪/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৪৪.০১৮.১৪-৭৮ নং প্রজ্ঞাপন অনুসরণীয় হইবে।

১৬। বাড়ি ভাড়াভাতা।—(১) সকল কর্মচারী চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০০৯ এর বিধান মোতাবেক ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে আহরিত বা প্রাপ্য অঙ্কে বাড়ি ভাড়াভাতা পাইবেন।

(২) যে সকল কর্মচারী সরকারি বাসস্থানে বসবাস করিতেছেন, তাঁহারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত বাড়ি ভাড়াভাতা প্রাপ্য হইবেন না।

(৩) আপাতত বলবৎ এতদ্‌সংক্রান্ত অন্য কোন বিধি-বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে সকল কর্মচারী সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, ১ জুলাই ২০১৫ হইতে তাহাদের মূল বেতনের ৫%-৭.৫% হারে বাড়ি ভাড়া কর্তনের বর্তমান বিধানাবলী রহিত করা হইল এবং ১ জুলাই ২০১৫ হইতে ইতোমধ্যে কর্তনকৃত অর্থ সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(৪) যে কর্মচারী সরকারি বিধি অনুযায়ী, ভাড়াবিহীন বাসস্থানে থাকিবার অধিকারী, তাঁহাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাসস্থানের জন্য কোন বাড়িভাড়া প্রদান করিতে হইবে না, তবে তিনি বাড়ি ভাড়াভাতাও প্রাপ্য হইবেন না।

(৫) যদি স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কোন সরকারি বা স্ব-শাসিত সংস্থা, ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী হন এবং তাঁহারা একত্রে সরকারি বাসস্থানে বসবাস করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার নামে বাসস্থান বরাদ্দ রহিয়াছে, তাঁহার বেতন বিল হইতে বাড়ি ভাড়া নির্ধারিত হারে কর্তন করা হইবে এবং তিনি কোন বাড়ি ভাড়াভাতা প্রাপ্য হইবেন না; অপরজন (স্বামী বা স্ত্রী) প্রচলিত বিধান মোতাবেক পূর্ববৎ বাড়ি ভাড়াভাতা প্রাপ্য হইবেন।

(৬) যে সকল কর্মচারীর নিজ নামে অথবা তাঁহার উপর নির্ভরশীল কাহারও নামে এক বা একাধিক বাড়ি রহিয়াছে, তাঁহার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময় সময় বাসস্থান বরাদ্দ সম্পর্কে জারিকৃত আদেশ বলবৎ থাকিবে।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) যদি জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক কোন কর্মচারীকে কর্মস্থলে অথবা তৎসন্নিকটস্থ মেস, হোস্টেল, রেস্ট হাউস, ডরমেটরি বা ডাকবাংলোয় একক সীট কিংবা একক কক্ষের বরাদ্দ, এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বাসস্থান বরাদ্দ হিসাবে গণ্য হইবে না এবং এই সকল ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাড়ি ভাড়াভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন, তবে, উক্ত একক সীট বা একক কক্ষের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়া ও অন্যান্য আর্থিক দায় থাকে তাঁহাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে;

(খ) সরকার কর্তৃক ঘোষিত বা নির্ধারিত কোন Improvised Accommodation; যেমন- গ্যাং, কুঁড়েঘর, গুদামঘর, মালগাড়ির বগি, স্টিমার বা লঞ্চের বার্থে যদি কর্মচারীকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে নির্ধারিত ভাড়া প্রদান করিতে হইবে, তবে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বাড়ি ভাড়াভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্মচারীগণ ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে নিম্ন-সারণিতে উল্লিখিত হারে মাসিক বাড়ি ভাড়াভাতা প্রাপ্য হইবেন, যথা:—

মূল বেতন	মাসিক বাড়ি ভাড়াভাতার হার		
	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, রংপুর, নারায়ণগঞ্জ ও গাজিপুর সিটি কর্পোরেশন এবং সাভার পৌর এলাকার জন্য	অন্যান্য স্থানের জন্য
টাকা ৯৭০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৬০০	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৫০০০	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৫০০
টাকা ৯৭০১ হইতে টাকা ১৬০০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৬০% হারে ন্যূনতম টাকা ৬৪০০	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ৫৪০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৪৮০০
টাকা ১৬০০১ হইতে টাকা ৩৫৫০০ পর্যন্ত	মূল বেতনের ৫৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৯৬০০	মূল বেতনের ৪৫% হারে ন্যূনতম টাকা ৮০০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ৭০০০
টাকা ৩৫৫০১ তদূর্ধ্ব	মূল বেতনের ৫০% হারে ন্যূনতম টাকা ১৯৫০০	মূল বেতনের ৪০% হারে ন্যূনতম টাকা ১৬০০০	মূল বেতনের ৩৫% হারে ন্যূনতম টাকা ১৩৮০০

১৭। ভ্রমণভাতা।—ভ্রমণভাতার প্রচলিত বিধি-বিধান পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, তবে বদলিজনিত মালামাল পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালামাল ১ কিলোমিটার পরিবহণের জন্য প্রতি ১০০ কেজির ভাড়া বাবদ ২ (দুই) টাকা প্রদেয় হইবে এবং প্যাকিং চার্জ বাবদ বিদ্যমান টাকার অংক বলবৎ থাকিবে।

১৮। উৎসবভাতা এবং শ্রান্তি ও বিনোদনভাতা।—(১) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-অম/ অবি(বাস্ত)-৪/ এফবি-১২/ ৮৬/ ২৯, তারিখ ৩ জুলাই ১৯৮৮ ও সরকার কর্তৃক, সময় সময় জারিকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য বিধানাবলী অনুসারে বার্ষিক উৎসবভাতা এবং Bangladesh Services (Recreation Allowance) Rules, 1979 এর বিধান অনুসারে ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হইতে শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা প্রদেয় হইবে; এই ভাতা একবার উত্তোলন করা হইলে পরবর্তীকালে বেতন নির্ধারণ জনিত (Pay Fixation) কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কোন বকেয়া প্রাপ্য হইবেন না এবং এতদ্ব্যতীত চাকরিকালীন ছুটি নগদায়নের সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

(২) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং-অম/ অবি/ বিধি-১/ চাঃবি-৩/২০০৪/৯৯, তারিখঃ ১০-০৩-১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৪-৬-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী অবসরভোগী ও আজীবন পারিবারিক পেনশনভোগীগণের নীট পেনশনের সমপরিমাণ হারে বৎসরে ২টি উৎসবভাতা বলবৎ থাকিবে।

(৩) ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ, ১০০% পেনশন সমর্পণ না করিলে যে পরিমাণ মাসিক নীট পেনশন প্রাপ্য হইতেন উক্ত পরিমাণ, প্রতি অর্থ বৎসরে দুইটি উৎসবভাতা হিসাবে প্রাপ্য হইবেন; মাসিক নীট পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগীদের নীট পেনশনের হার যে প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি করা হয় অনুরূপভাবে ১০০% পেনশন সমর্পণকারীদের ক্ষেত্রেও শুধু উৎসবভাতা প্রাপ্তির জন্য নীট পেনশনের হার বৃদ্ধি পাইবে, তবে এইক্ষেত্রে ১০০% পেনশন সমর্পণকারীগণ কোন বকেয়া প্রাপ্য হইবেন না।

১৯। শিক্ষা সহায়কভাতা ।—সকল কর্মচারীর জন্য সন্তান প্রতি মাসিক ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা হারে এবং অনধিক ২ (দুই) সন্তানের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ১০০০ (এক হাজার) টাকা শিক্ষা সহায়কভাতা প্রদেয় হইবে। তবে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই সরকারি কর্মচারী হইলে সন্তান সংখ্যা যে কোন একজনের ক্ষেত্রেই গণনা করিয়া ভাতার পরিমান নির্ধারণ করিতে হইবে। শিক্ষা সহায়কভাতা বয়সের সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে ২১ বৎসর পর্যন্ত বয়সী সন্তানেরা প্রাপ্য হইবেন। এই বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ১৪/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখের ০৭.১৭৩.০৩১.০২.০০.০৩০.২০১০-৭৯ নং স্মারক অনুসরণীয় হইবে।

২০। টিফিনভাতা ।—জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১১ নং হইতে ২০ নং গ্রেডের কর্মচারীগণ মাসিক ২০০ (দুই শত) টাকা টিফিনভাতা প্রাপ্য হইবেন, তবে যে সকল কর্মচারী তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান হইতে লাঞ্চভাতা অথবা বিনামূল্যে দুপুরের খাবার পান তাঁহাদের ক্ষেত্রে টিফিনভাতা প্রযোজ্য হইবে না।

২১। কার্যভারভাতা ।—চলতি দায়িত্ব বা অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রচলিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে, দায়িত্ব পালনকালে সমহারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর মূল বেতনের ১০% হারে কার্যভারভাতা প্রাপ্য হইবেন এবং ইহার সর্বোচ্চ সীমা হইবে মাসিক ১৫০০ (একহাজার পাঁচশত) টাকা।

২২। যাতায়াতভাতা ।—জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ১১ নং হইতে ২০ নং গ্রেডের বেসামরিক কর্মচারীর ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কর্মস্থল হইলে তিনি ১ জুলাই ২০১৬ তারিখ হইতে মাসিক ৩০০ (তিন শত) টাকা হারে যাতায়াতভাতা প্রাপ্য হইবেন।

২৩। ধোলাইভাতা ।—যে সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে ধোলাইভাতা প্রযোজ্য, তাঁহারা মাসিক ১০০ (এক শত) টাকা প্রাপ্য হইবেন।

২৪। পাহাড়িভাতা।—পার্বত্য জেলাসমূহের জেলা সদর ও সদর উপজেলায় নিযুক্ত সকল কর্মচারীর জন্য মূল বেতনের ২০% হারে সর্বোচ্চ ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা এবং অন্যান্য উপজেলার জন্য মূল বেতনের ২০% হারে সর্বোচ্চ ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পাহাড়িভাতা প্রদেয় হইবে।

২৫। আয়কর।—আয়করের আওতাভুক্ত সকল কর্মচারী বাধ্যতামূলকভাবে আয়কর আইনের বিধান মোতাবেক নিজের বেতন খাতের আয়সহ মোট আয় নিরূপণ ও নিজস্ব আয় হইতে আয়কর পরিশোধপূর্বক যথাসময়ে আয়কর রিটার্ন দাখিল করিবেন।

২৬। বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি।—(১) সকল স্ব-শাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, অবিলম্বে ইন্টারনেট (Online) ব্যবহারপূর্বক বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি চালু করিয়া বেতন নির্ধারণের ব্যবস্থা করিবে।

(২) প্রত্যেক কর্মচারী নির্ধারিত ওয়েবসাইটে লগ ইন করিয়া নিজ নিজ বেতন নির্ধারণের (Pay Fixation) জন্য নির্দিষ্ট ছক পূরণ করিবেন।

(৩) লগ ইন করিবার জন্য প্রত্যেক কর্মচারীকে তাঁহার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নম্বর এবং জন্মতারিখ ব্যবহার করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীর জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকিলে, তাহাকে বেতন নির্ধারণের পূর্বে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন করিতে হইবে, একইভাবে, কোন কর্মচারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্ম তারিখ চাকরির রেকর্ডের জন্মতারিখ হইতে ভিন্ন হইলে তাহাকেও বেতন নির্ধারণের পূর্বে চাকরির রেকর্ডে উল্লিখিত জন্মতারিখের ভিত্তিতে আবশ্যিকভাবে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন করিতে হইবে।

(৫) ইন্টারনেট (Online) ব্যবহারপূর্বক বেতন নির্ধারণ সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যবহার নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৬) উপ-অনুচ্ছেদ (১)-(৫) কার্যকরী করিবার পূর্ব পর্যন্ত বেতন নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণীয় হইবে, যথা:-

(ক) স্ব-আহরণকারী (Self-Drawing) কর্মকর্তা এই আদেশের বিধান মোতাবেক জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এ তাঁহার বেতন নির্ধারণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিসে বেতন নির্ধারণের (Pay Fixation Statement) বিবরণী পাঠাইবেন, সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস বেতন নির্ধারণের বিবরণীর সঠিকতা যাচাই ও প্রতিপাদন করিয়া সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন;

(খ) বিভাগীয় প্রধান এবং আয়ন ও ব্যয়ন (Drawing and Disbursing) কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণপূর্বক বেতন বিলের সহিত বেতন নির্ধারণী বিবরণী পাঠাইবেন, সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস উক্ত বেতন নির্ধারণের বিবরণীর সঠিকতা যাচাই ও প্রতিপাদন করিয়া সাময়িকভাবে বেতন পরিশোধ করিবেন এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে বেতন নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবেন।

(গ) সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ অফিস চূড়ান্তভাবে প্রতিপাদনকৃত 'বেতন নির্ধারণী বিবরণী'-এর ভিত্তিতে বেতন পরিশোধ করিবে এবং এই প্রক্রিয়ায় কম বা বেশি বেতন পরিশোধ হইয়া থাকিলে তাহা সমন্বয়যোগ্য হইবে।

(৭) একবার বেতন নির্ধারণ করিবার পর ইন্টারনেট (Online) ব্যবহারপূর্বক বেতন নির্ধারণ পদ্ধতি চালু হইলে পুনরায় অনলাইনে বেতন নির্ধারণ করিতে হইবে এবং ইহা অব্যাহত থাকিবে।

২৭। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।—চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫-এর কোন বিধানাবলীর বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকিলে জাতীয় বেতনস্কেল আদেশ, ২০১৫ (সরকারি-বেসামরিক) অনুসরণীয় হইবে।

২৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] আদেশ, ২০০৯, অতঃপর উক্ত আদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত আদেশের ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদি সংক্রান্ত বিধানাবলী এবং তৎসম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন, আদেশ, অফিস স্মারক ও পরিপত্রসমূহ, এই আদেশের অধীন ভাতাদি ও সুযোগ-সুবিধাদির সহিত সঙ্গতি সাপেক্ষে, বলবৎ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুব আহমেদ
সিনিয়র সচিব
অর্থ বিভাগ

নং-০৭.০০.০০০০.১৬১.০০.০০৩.১৫.৩১০

তারিখঃ ০১/০৯/১৪২২ বঙ্গাব্দ
৫/১২/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরন করা হইল ঃ-

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, ঢাকা।
৩। বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অডিট হাউজ, ৭৭/৭ কাকরাইল সড়ক, ঢাকা।
৪। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব, ------------------- (সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)।
৬। সকল স্ব-শাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ। তাঁহার আওতাভুক্ত সকল অফিসে ইহার অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।
৭। মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। অর্থ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।
৯। উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল।
১০। উপ সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, বাস্তবায়ন শাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। গার্ড নথি/সংশ্লিষ্ট নথি।

স্বাক্ষরিত/-
(ড. মোহাম্মদ আলী খান, এনডিসি)
অতিরিক্ত সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

বাসমুদ্র-২০১৫-১৬-২৯৫২/এ-১৫,০০০ বই, ২০১৫।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড
কর্মচারী পরিদপ্তর
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।

সূত্র নং-১৬৫-বিউবো(কর্ম)/৫/জাবেস্কেল-৮/২০১৫

তারিখঃ ২১-১২-২০১৫ খ্রিঃ।

সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল ঃ-

১। সচিব (মুখ্য সচিব), বিউবো, ঢাকা।
২। প্রধান প্রকৌশলী/মহা-ব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক (প্রঃ প্রঃ)/প্রকল্প সমন্বয়কারী (প্রঃপ্রঃ)/..।
৩। নিয়ন্ত্রক, হিসাব ও অর্থ, বিউবো, ঢাকা/প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, বিউবো, ঢাকা।
৪। সি এস ও টু চেয়ারম্যান, বিউবো, ঢাকা।
৫। অতি প্রধান প্রকৌশলী, ...।
৬। পরিচালক, তদন্ত ও শৃংখলা/জন-সংযোগ/নিরাপত্তা ও অনুসন্ধান/ সংগঠন ও পদ্ধতি/ সম্পত্তি ও যানবাহন/শ্রম ও কল্যাণ/ক্রয় পরিদপ্তর/হিসাব/অর্থ/অডিট বিউবো, ঢাকা।
৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক/পরিচালক/প্রকল্প পরিচালক(তঃ প্রঃ), ...।
৮। **সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, ঢাকা কম্পিউটার কেন্দ্র, বিউবো, ঢাকা। [জাতীয় বেতন স্কেল'২০১৫ {স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানসমূহ} এর এই এনডোর্সমেন্টটি বিউবো'র ওয়েব-সাইটে জরুরী ভিত্তিতে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হইল]।**
৯। উপ-সচিব, প্রশাসন/অর্থ/উৎপাদন/বিতরণ/পি এন্ড ডি/কোম্পানী এ্যাফেয়ার্স, বিউবো, ঢাকা।
১০। কর্মচারী পরিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা।
১১। নির্বাহী প্রকৌশলী/আবাসিক প্রকৌশলী, বিউবো, ...।
১২। সকল আঞ্চলিক হিসাব দপ্তর/সেল প্রধান, বিউবো, ...।

২১/১২/১৫
(মোঃ মাহবুব মোরশেদ)
পরিচিতি নং-০২-০০৬৯
উপ-পরিচালক-৩
কর্মচারী পরিদপ্তর, বিউবো, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি -৩ অধিশাখা
website: www.mof.gov.bd

নং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০০৭.১৫-৭১

তারিখঃ ১০/০৬/১৪২৩ বঃ
২৫/০৯/২০১৬ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বেসামরিক প্রশাসনের আওতাধীন প্রজাতন্ত্রের সকল সরকারি কর্মচারীর ভ্রমণ ভাতা, দৈনিক ভাতা এবং সড়ক পথে কিলোমিটার ভিত্তিক পথ ভাড়া ভাতা ইত্যাদি নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো ঃ

১। সরকারি কর্মচারীদের শ্রেণী বিন্যাস ঃ

ক- শ্রেণি	মূলবেতন নির্বিশেষে ৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের সকল কর্মচারী এবং ১০ম গ্রেডের সে সকল সরকারি কর্মচারী যাদের মূলবেতন ২৯০০০/- টাকা বা তদূর্ধ্ব।
খ- শ্রেণি	মাসিক ২৯,০০০/- টাকার কম মূলবেতন গ্রহণকারী সকল ১০ম গ্রেডের সরকারি কর্মচারী এবং ঐ সকল ১১নং থেকে ১৬নং গ্রেডের কর্মচারী যাদের মূলবেতন মাসিক ১৬০০০/- টাকা বা তদূর্ধ্ব।
গ- শ্রেণি	খ শ্রেণিভুক্ত ব্যতীত ১১নং গ্রেড থেকে ১৬নং গ্রেডের অন্য সকল সরকারি কর্মচারী।
ঘ- শ্রেণি	ফরেস্ট গার্ড, পুলিশ কনস্টেবল (প্রধান কনস্টেবল ব্যতীত), জেল ওয়ার্ডার, পেটি অফিসার, কিশোর অপরাধী সংশোধনী প্রতিষ্ঠান (Borstal School) এর ছাত্ররক্ষী এবং ১৭নং গ্রেড থেকে ২০নং গ্রেডের সকল সরকারি কর্মচারী।

২। দৈনিক ভাতা ঃ

শ্রেণি	মূলবেতন	সাধারণ হার	ব্যয় বহুল স্থান
ক- শ্রেণি	১।৭৮,০০০/-টাকা (নির্ধারিত) ও তদূর্ধ্ব।	১৪০০/- টাকা	ব্যয় বহুল স্থানে অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর শহর এবং সাভার পৌর এলাকার জন্য সাধারণ হারের অতিরিক্ত ৩০%
	২।৭১০০১-৭৭৯৯৯/- টাকা পর্যন্ত।	১২২৫/- টাকা	
	৩।৫০০০১-৭১০০০/- টাকা পর্যন্ত।	১০৫০/- টাকা	
	৪।২৯০০১-৫০০০০/- টাকা পর্যন্ত।	৮৭৫/- টাকা	
	৫।২২০০০-২৯০০০/- টাকা পর্যন্ত	৭০০/- টাকা	

খ- শ্রেণি	১। ২৯০০০/- টাকার কম মূলবেতন গ্রহণকারী ১০ম গ্রেডের সকল কর্মচারী।	৪৯০/- টাকা	
	২।১৬০০০/- টাকা বা তদুর্ধ মূলবেতন গ্রহণকারী ১১ থেকে ১৬নং গ্রেডের সকল কর্মচারী।	৪২০/- টাকা	
গ- শ্রেণি	খ শ্রেণি ব্যতীত সকল ১১ থেকে ১৬নং গ্রেডের কর্মচারী।	৩৫০/- টাকা	
ঘ- শ্রেণি	১৭ থেকে ২০নং গ্রেডের সকল কর্মচারী।	৩০০/- টাকা	

৩। **পথ ভাড়া ভাতা (Mileage Allowance) ঃ**

ভ্রমণের দূরত্ব নির্বিশেষে সড়ক পথে ভ্রমণের জন্য নিম্নোক্ত হার প্রযোজ্য হবে ঃ

ক্রঃ নং	শ্রেণি	টাকা/কিলোমিটার
১	ক- শ্রেণি	৩.৭৫
২	খ- শ্রেণি	৩.০০
৩	গ- শ্রেণি	২.২৫
৪	ঘ- শ্রেণি	১.৫০

৪। **পথ ভাড়া ভাতা (Mileage Allowance): নির্ণয়ের জন্য শ্রেণি প্রাপ্যতা ঃ**

ক্রঃ নং	ভ্রমণের ধরণ	শ্রেণি	প্রাপ্যতা	পথ ভাড়ার ভাতার হার
১	রেলপথ ভ্রমণ	ক-শ্রেণিভুক্ত টাকা ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- (৫ম গ্রেড) এবং তদূর্ধ্ব। গ্রেডভুক্ত কর্মচারী।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণি না থাকলে প্রথম শ্রেণি	১। বদলি ব্যতীত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিতে ভ্রমণের জন্য পথভাড়া উক্ত শ্রেণীর ভাড়ার দেড় গুন হবে। ২। বদলি এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণির ভ্রমণ ব্যতীত সকল শ্রেণির সরকারি কর্মচারীগণ যে শ্রেণিতে ভ্রমণের অধিকারী সে শ্রেণিতে ভ্রমণ করলে পথ ভাড়া উক্ত শ্রেণির ভাড়ার ১.৮ গুন হবে।

		ক-- শ্রেণিভুক্ত অন্যান্য কর্মচারী।	প্রথম শ্রেণি	
		খ- শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী।	দ্বিতীয়/শোভন/ সুলভ শ্রেণি	
		গ- শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী- ট্রেনে দু'টি শ্রেণি থাকলে নিম্নতম শ্রেণি। তিনটি শ্রেণি থাকলে, যাদের মূলবেতন মাসিক ১০২০০/- টাকা এবং তদূর্ধ্ব তারা মধ্যম (Middle) শ্রেণি এবং যাদের মূলবেতন মাসিক ১০২০০/- টাকার কম তারা নিম্নতম শ্রেণি।	মধ্যম/নিম্নতম শ্রেণি	
		ঘ- শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী।	নিম্নতম শ্রেণি	
২	সমুদ্র বা নদী পথে স্টীমার/ জাহাজ/লঞ্চে ভ্রমণ	ক-শ্রেণিভুক্ত টাকা ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- (৫ম গ্রেড) এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মচারী।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রথম শ্রেণি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণি না থাকলে প্রথম শ্রেণি।	
		ক- শ্রেণিভুক্ত অন্যান্য কর্মচারী	প্রথম শ্রেণি।	
		খ- শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী	দ্বিতীয়/শোভন/ সুলভ শ্রেণি	
		গ- শ্রেণির সকল সরকারি কর্মচারী দু'টি শ্রেণি থাকলে নিম্নতম শ্রেণি। তিনটি শ্রেণি থাকলে মধ্যম (Middle) শ্রেণি। চারটি শ্রেণী থাকলে নিম্নতম শ্রেণির অব্যবহিত উচ্চতর শ্রেণি।	মধ্যম/নিম্নতম/ অব্যবহিত উচ্চতর শ্রেণি।	
৩	বাসে ভ্রমণ	৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারী।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত আসন	বাসে ভ্রমণের জন্য পথ ভাড়া উক্ত শ্রেণির ভাড়ার দ্বিগুণ হবে।
		অন্যান্য সকল সরকারি কর্মচারী	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন বিহীন আসন	

৪	বিমানে ভ্রমণ (বাংলাদেশের অভ্যন্তরে)	১.ক-শ্রেণিভুক্ত/টাকা ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- (৫ম গ্রেড) এবং তদূর্ধ্ব গ্রেডের কর্মচারী। ২.ব্যক্তিগত কর্মচারীগণ (রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীগণের সফর সঙ্গী হিসেবে)। ৩.বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যান্য কর্মচারীগণকেও বিমানে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। তবে, এরূপ প্রত্যেকটি ভ্রমণের ক্ষেত্রে, ন্যূনপক্ষে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং এর অনুলিপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	Economy Class	১। অভ্যন্তরীণ রুটে বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ বিমান ভাড়ার ২০% প্রাপ্য হবেন। তাছাড়া, আগমনের দিন অর্ধ হারে এবং পরবর্তী দিন প্রস্থানের জন্য অর্ধ হারে দৈনিক ভাতা প্রাপ্য হবেন। ২। বিমান টিকেটের ক্ষেত্রে বিমান বন্দরে পরিশোধিত যাবতীয় ট্যাক্স/ ফিস প্রাপ্য হবেন। ৩। বিমানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রাধিকার বলতে ৫ম গ্রেডে Substantive পদধারী ও তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মচারীকে বুঝাবে।

৫। **বদলিজনিত ভ্রমণ ভাতাঃ**

(ক) বদলিজনিত ভ্রমণের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত সুবিধা প্রাপ্য হবেন ঃ

ক্রঃ নং	ভ্রমণের ধরন	প্রাপ্যতা
১	ট্রেন/স্টীমার/লঞ্চ/ জাহাজে ভ্রমণ	১) নিজের জন্য প্রাপ্য শ্রেণির তিনটি ভাড়া ২) পরিবারের প্রত্যেক সহগামী সদস্যের জন্য একটি পূর্ণ ভাড়া (স্ত্রীসহ সর্বোচ্চ তিনজন)।
২	সড়ক পথে ভ্রমণ	১)নিজের জন্য প্রাপ্য শ্রেণির দু'টি ভাড়া। ২) পরিবারের প্রত্যেক সহগামী সদস্যের জন্য একটি পূর্ণ ভাড়া (স্ত্রীসহ সর্বোচ্চ তিনজন)।
৩	বিমানে ভ্রমণ	১)নিজের জন্য প্রাধিকার অনুযায়ী একটি ভাড়া।

(খ) সরকারি কর্মচারীগণের বদলির সময়ে পরিবহনের জন্য নিজস্ব মালামালের (Personal effect) পরিমাণ এবং প্যাকিং চার্জের প্রাপ্যতা নিম্নরূপঃ

শ্রেণি	একাকী ভ্রমণের ক্ষেত্রে (কিলোগ্রাম)	সপরিবার ভ্রমণের ক্ষেত্রে (কিলোগ্রাম)	প্যাকিং চার্জ হার (টাকায়)
ক-শ্রেণি	১৫০০	২৩০০	২২৫০/-
খ-শ্রেণি	৮০০	১২০০	১৫০০/-
গ-শ্রেণি	৫০০	৭০০	৭৫০/-
ঘ-শ্রেণি	২০০	৩০০	৪০০/-

৬। সরকারি কর্মচারীগণ বদলিজনিত মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালামাল ১ কিলোমিটার পরিবহনের জন্য প্রতি ১০০ কেজির ভাড়া বাবদ ২.০০ টাকা প্রাপ্য হবেন।

৭। গ্রেড বলতে টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেডস্কেল প্রাপ্তি জনিত স্কেল/গ্রেড নয়,সংশ্লিষ্ট পদের জন্য প্রযোজ্য Substantive গ্রেড বুঝাবে।

৮। এ প্রজ্ঞাপন জারির পরিপ্রেক্ষিতে ইতঃপূর্বে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত অন্যান্য আদেশসমূহ অনুরূপভাবে পরিবর্তিত/সংশোধিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৯। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ আবু তাহের)
অতিরিক্ত সচিব

নং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩৪.০০৭.১৫-৭১(৫০০)

তারিখঃ ১০/০৬/১৪২৩ বঃ
২৫/০৯/২০১৬ খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ, ঢাকা (তাঁর অধীনস্থ সকল অফিসে এর অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।
৪। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব-----------------------------(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ) (তাঁর অধীনস্থ সকল অফিসে এর অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।
৬। বিভাগীয় কমিশনার(সকল)-----------------------------------।
৭। অর্থ বিভাগের সকল অনুবিভাগ-----------------------------------।
৮। হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, সেগুন বাগিচা, ঢাকা। (তাঁর অধীনস্থ সকল অফিসে এর অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।
৯। কম্পট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স, সেগুন বাগিচা, ঢাকা। (তাঁর অধীনস্থ সকল অফিসে এর অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।
১০। জেলা প্রশাসক(সকল)---। (তাঁর অধীনস্থ সকল অফিসে এর অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।
১১। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা-প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল ।

(মোঃ গোলাম মোস্তফা)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫১৪৪৮৭
ই-মেইলঃ gmostofa @ finance.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি-৩ অধিশাখা
website: www.mof.gov.bd

নং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩২.০৩২.১২-১২৭

তারিখঃ ২৭/০৮/১৪২৬ ব. / ১২/১২/২০১৯ খ্রি.

প্রজ্ঞাপন

অর্থ বিভাগের ২৫/০৯/২০১৬ খ্রি. তারিখের ৭১ নং প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে ব্যয়বহুল স্থান হিসেবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর শহর এবং সাভার পৌর এলাকার ন্যায় ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বেসামরিক প্রশাসনে কর্মরত সরকারি কর্মচারীগণের দৈনিক ভাতা সাধারণ হারের চেয়ে অতিরিক্ত ৩০% হারে নির্ধারণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
১২/১২/২০১৯
(মোঃ শাহজাহান)
অতিরিক্ত সচিব
ফোন-৯৫৭৬৫৫৪
e-mail:shahjahanmail@yahoo.com

নং-০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩২.০৩২.১২-১২৭ (১০০)

তারিখঃ ২৭/০৮/১৪২৬ ব. / ১২/১২/২০১৯ খ্রি.

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল ঃ

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ, ঢাকা (তাঁর অধীনস্থ সকল অফিসে এর অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।
৪। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব------------------------------(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)
(তাঁর অধীনস্থ সকল অফিসে এর অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।
৬। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)-------------------------------------।
৭। অর্থ বিভাগের সকল অনুবিভাগ--------------------------------।
৮। হিসাব মহানিয়ন্ত্রক, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
(তাঁর অধীনস্থ সকল অফিসে এর অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।
৯। কম্পট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
(তাঁর অধীনস্থ সকল অফিসে এর অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।
১০। জেলা প্রশাসক (সকল)---।
(তাঁর অধীনস্থ সকল অফিসে এর অনুলিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।
১১। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা-------------------------- জেলা (সকল)
১২। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা-প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।
১৩। অফিস কপি।

১২/১২/২০১৯
(লায়লা মুনতাজেরী দীনা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬১১৩১
e-mail: lmdeena@finance.gov.bd

গোপনীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা।

গোপনীয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা।

কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩

কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
০১।	ভূমিকা	০১
০২।	শিরোনাম	০১
০৩।	সংজ্ঞা	০১
০৪।	সকল শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা বিষয়ক সাধারণ বিষয়াবলী	০২
০৫।	রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের কার্যালয় ও বাসভবন, বঙ্গভবন এবং গণভবন বা বিশেষ শ্রেণীর কেপিআই (KPI) সমূহের নিরাপত্তা বিষয়াবলী	০৬
০৬।	"১ক" শ্রেণী কেপিআইয়ের নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	১২
০৭।	"১খ" শ্রেণীর কেপিআইয়ের নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	১৬
০৮।	"১গ" শ্রেণীর কেপিআইয়ের নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	১৮
০৯।	২য় শ্রেণীর কেপিআইয়ের নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা	২০
১০।	কেপিআই হতে অন্যান্য স্থাপনার দূরত্ব নির্ধারণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়াবলী	২২
১১।	কেপিআইসমূহে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মকর্তার কর্তব্য	২৩
১২।	কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান (Vulnerable Point) সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিষয়াবলী।	২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
নিরাপত্তা-৩ শাখা।

স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৩৬.১০.০০৮.১২-৬৯ তারিখ : ০৩-০৩-২০১৩ খ্রিঃ

বিষয় : কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩।

দেশের জাতীয় নিরাপত্তার সাথে কেপিআইয়ের নিরাপত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে এসকল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে ১৯৯৭ সনে ইংরেজিতে প্রণীত "Instruction For Security of KPI in Bangladesh হালনাগাদকরণ" ও বাংলা ভাষায় প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপটের দৃষ্টিকোণ থেকে কেপিআই নীতিমালাটি তৈরি করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কেপিআইডিসি এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের কার্যালয় এবং সরকারি বাসভবন অথবা তাঁরা যেখানে বাস করবেন, সেসব স্থাপনাকেও বিশেষ শ্রেণীর কেপিআই হিসেবে নতুন নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশের বিভিন্ন কেপিআইসমূহের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য প্রস্তুতকৃত, কেপিআইডিসি কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩ জারী করা হল।

৩। বর্ণিত অবস্থায় বাংলাদেশের প্রতিটি কেপিআইয়ের নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হল।

সি.কিউ.কে মুসতাক আহমদ
সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিতরণ ঃ
১। সচিব .... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
২। চেয়ারম্যান / মহাপরিচালক / পরিচালক .... সংস্থা / অধিদপ্তর / পরিদপ্তর।

কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩

ভূমিকা: কেপিআই (Key Point Installation) বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি দেশের কেপিআইয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর সামগ্রিক জাতীয় নিরাপত্তা অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ কারণে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে ১৯৯৭ সালে ইংরেজিতে প্রণীত কেপিআইয়ের নিরাপত্তা বিষয়ক নীতিমালাটি নিম্নরূপে হালনাগাদকরণ ও বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা হয়।

১. **শিরোনাম:** এ নীতিমালা **কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা, ২০১৩** নামে অভিহিত হবে।

২. **সংজ্ঞা:**

২.১. **কী পয়েন্ট ইন্সটলেশন (কেপিআই)** অর্থ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত কোনো প্রতিষ্ঠান/কারখানা/ জনস্বার্থে ব্যবহৃত স্থাপনা যেগুলো দেশের যুদ্ধ সামর্থ্য অথবা জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং যা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশের যুদ্ধ কিংবা প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বা জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২.২. **কেপিআইডিসি (KPI Defence Committee)** অর্থ কেপিআইসমূহের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও পরিচালনার জন্য গঠিত পর্ষদ।

২.৩. **কেপিআই জরিপ কমিটি (KPI Survey Team)** অর্থ কেপিআইসমূহ জরিপ করার জন্য গঠিত কমিটি।

২.৪. **আঙ্গিনা নিরাপত্তা (Security of Premises)** অর্থ কোনো স্থাপনার বাইরের ও অভ্যন্তরের স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

৩. **কেপিআইয়ের গুরুত্ব:**

৩.১. কেপিআই (KPI) সর্বদাই যে কোনো একটি দেশ/জাতির অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকান্ডের প্রধান লক্ষবস্তু হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্তর্ঘাত (Sabotage) এমন একটি কৌশলগত কার্যব্যবস্থা যার মাধ্যমে একটি দেশ/জাতির সুরক্ষার ক্ষমতা দুর্বল বা ধ্বংস করা যায়। যুদ্ধ প্রতিরক্ষা একটি অপরিহার্য সার্বজনীন ব্যবস্থা। যা প্রত্যেক দেশ ও জাতি গ্রহণ করে থাকে। প্রতিরক্ষা কেপিআইসমূহের সেসব গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও স্থাপনাসমূহ অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সচেষ্ট থাকে, সেগুলো ধ্বংস হলে কোনো দেশের যুদ্ধ প্রতিরক্ষা ক্ষমতা হ্রাস পায়/বিনষ্ট হয়।

৩.২. একটি সংস্থার কিছু মৌলিক নীতির পাশাপাশি অতিরিক্ত বিশেষায়িত কিছু চাহিদা/ নির্দেশনা/নিয়মনীতি থাকে যা উক্ত সংস্থার সকল সদস্যের অনুসরণযোগ্য। বিভিন্ন কেপিআইসমূহের গঠন ও প্রকৃতির ভিন্নতা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/স্থাপনায় নিয়োজিত সকল জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সর্বোত্তম নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করা যায়।

৩.৩. এ নির্দেশাবলীতে সন্নিবেশিত বিষয়বস্তুসমূহকে ন্যূনতম রূপরেখা হিসেবে ভিত্তি করে দেশের যে কোনো কেপিআইয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এই নির্দেশাবলী যে কোনো কেপিআইয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিধান সম্পর্কিত একটি মৌলিক নির্দেশনা মাত্র। সংশ্লিষ্ট কেপিআইয়ের স্ব স্ব ভারপ্রাপ্ত/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষই উক্ত কেপিআইয়ের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

৩.৪. আঙ্গিনা নিরাপত্তার ২টি দিক:-

বহিঃ নিরাপত্তা (External Security) এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security)।

উভয় অংশ পরস্পর একে অপরের পরিপূরক এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে দ্বৈততাও থাকতে পারে।

৪. **সকল শ্রেণীর KPI নিরাপত্তা বিষয়ক সাধারণ বিষয়াবলী :**

৪.১. একজন মনোনীত বা নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিটি KPI এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।

৪.২. সময়ে সময়ে প্রণীত কেপিআই নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল নির্দেশাবলী যত দ্রুত সম্ভব বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪.৩. ঝুঁকিপূর্ণ স্থান (Vulnerable Point) কেপিআইয়ের সাধারণ এলাকা হতে পৃথক (Segregate) রাখতে হবে। এ সকল ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে (Need to Visit) নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার এবং সার্বক্ষণিক প্রহরার ব্যবস্থা থাকতে হবে (অনুচ্ছেদ ১২ দ্রষ্টব্য)।

৪.৪. কেপিআইসমূহে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় পুলিশ/এসবি কর্তৃক প্রাক-পরিচয় যাচাই যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

৪.৫. বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কেপিআইসমূহে কর্মরত বিদেশী নাগরিকগণের গতিবিধি/কর্মকান্ড নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় আনার জন্য স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। এ সকল বিদেশী নাগরিকগণের গতিবিধি/কর্মকান্ড সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। এ সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪.৬. প্রত্যেকটি কেপিআইয়ের নিরাপত্তা বেষ্টনী মজবুত প্রাচীর/বেড়া দ্বারা তৈরি নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৭. কেপিআইসমূহে রাতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নৈশ টহল/প্রহরার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.৮. কেপিআই চত্বরে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন এবং এর কার্যকারিতা নিশ্চিতকল্পে নিকটতম ফায়ার সার্ভিসের সমন্বয়ে ন্যূনতম বছরে ২ (দুই) বার মহড়া করতে হবে।

৪.৯. কেপিআইয়ের সাথে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সংযোগ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.১০. কেপিআইয়ের শ্রেণীভেদে অভ্যন্তরে প্রবেশ ও বহির্গমন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.১১. কেপিআই এলাকায় কোনো ধরণের অবৈধ স্থাপনা যাতে নির্মিত না হয় সে ব্যপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সজাগ থাকবে এবং এ ধরণের কোনো অবৈধ স্থাপনা বিদ্যমান থাকলে অথবা নির্মিত হলে তা উচ্ছেদের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেবেন। এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দায়ি হবেন।

৪.১২. পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে কর্তব্যরত নিরাপত্তা কর্মী দ্বারা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Access Control) করতে হবে- যাতে অননুমোদিত/অনাকাঙ্খিত প্রবেশ রোধ করা যায়।

৪.১৩. বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন জলোচ্ছ্বাস এবং বন্যা থেকে নিরাপদ রাখার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪.১৪. কেপিআইয়ের সকল স্থাপনাকে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় এবং ভূমিকম্পের প্রাথমিক ধাক্কা সহ্য করতে সক্ষম এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে।

৪.১৫. ভৌত নিরাপত্তার (Physical Security) জন্য শ্রেণীভেদে কেপিআইয়ের সীমানা প্রাচীরের চারপাশে প্রতিবন্ধক (Barrier) নির্মাণ করতে হবে।

৪.১৬. প্রতিটি কেপিআইয়ের নিজস্ব আলাদা নিরাপত্তা ম্যানুয়াল থাকতে হবে যার একটি কপি কেপিআইডিসির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৪.১৭. কেপিআইসমূহ আকাশ অথবা অধিক দূরত্ব থেকে সহজে লক্ষবস্তু হিসেবে চিহ্নিত করার অনুপযোগী করে গড়তে হবে।

৪.১৮. দর্শনার্থীদের বিশদ তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য অভ্যর্থনা কক্ষে একটি রেজিস্টার চালু রাখতে হবে।

৪.১৯. সাক্ষাৎ প্রার্থী অতিথিদের পাস ইস্যু ও প্রয়োজনে এসকর্ট পদ্ধতি চালু করতে হবে।

৪.২০. ফটকে নিরাপত্তা তল্লাশির ব্যবস্থা (ব্যক্তি/যানবাহন/বস্তু) নিশ্চিত করতে হবে।

৪.২১. কেপিআইয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয় এবং গোপনীয় নথিপত্র নিয়ে কাজ করেন তাদের জন্য দেশে-বিদেশে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২২. কেপিআইসমূহের বিদ্যমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা/নিরীক্ষার জন্য স্ব স্ব বিভাগীয় নিরাপত্তা কমিটি গঠন করতে হবে। এ কমিটি ন্যূনতম ০২ (দুই) মাসে একবার প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং কেপিআই জরিপ কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন ইত্যাদির বিষয়ে সভা করে সভার কার্যবিবরণী কেপিআইডিসির নিকট প্রেরণ করবে এবং জরিপ কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন জরিপ কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

৪.২৩. জরিপ কমিটির সুপারিশমালা/নির্দেশনাসমূহ সরকার/স্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪.২৪. জরিপ কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কেপিআইয়ের শিথিলতা পরিলক্ষিত হলে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে।

৪.২৫. বিশেষ শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেণীর কেপিআইর নিরাপত্তার জন্য বিশেষায়িত পুলিশী ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিশেষ শ্রেণী ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে এই পুলিশী ব্যবস্থার যাবতীয় ব্যয়ভার স্থাপনা কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে রেডবুকের নীতিমালা অনুসরণ করবে।

৪.২৬. সকল শ্রেণীর কেপিআইয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও নথিপত্রের নিরাপত্তা বিধানকল্পে "The Official Secrets Act, 1923" সহ সরকারের অন্যান্য প্রচলিত আইন অনুসরণ করতে হবে।

৪.২৭. কেপিআইডিসি (KPI Defence Committee) এর গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ ঃ

৪.২৭.১. **কেপিআইডিসির গঠন ঃ**

(১)	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	সভাপতি
(২)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	বিশেষ পুলিশ সুপার (কেপিআই), এসবি	সদস্য
(৪)	যুগ্ম পরিচালক (কেপিআই এন্ড সি), এনএসআই	সদস্য
(৫)	সার্ভে অব বাংলাদেশের প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
(৭)	এসএসএফের প্রতিনিধি	সদস্য
(৮)	ডিজিএফআইয়ের প্রতিনিধি	সদস্য-সচিব

৪.২৭.২. **কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

(১) নতুন কোনো স্থাপনাকে কেপিআই তালিকাভুক্তির সুপারিশকরণ।

(২) যে কোনো কেপিআইয়ের মান উন্নীতকরণ অথবা অবনমিতকরণ বিষয়ে সুপারিশকরণ।

(৩) বিদ্যমান কেপিআইয়ের তালিকা থেকে কোনো স্থাপনার নাম বাদ দেওয়ার বিষয়ে সুপারিশকরণ।

(৪) কেপিআই নীতিমালা অনুযায়ী ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ যে কোনো নতুন স্থাপনা যেমন ইমারত, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, সুয়েরেজ, টানেল, ফ্লাইওভার ইত্যাদি নির্মাণের ছাড়পত্র প্রদান।

(৫) কেপিআইর অভ্যন্তরে নতুন কোনো স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসি কর্তৃক অনুমতি প্রদান।

(৬) এ কমিটি প্রতি ০২ (দুই) মাসে ন্যূনতম ১টি সভা অনুষ্ঠান করবে।

৪.২৮. দেশের প্রত্যেক বিভাগের জন্য একটি করে এবং প্রত্যেক মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য একটি করে **কেপিআই জরিপ কমিটি বা KPI Survey Team** থাকবে। কেপিআই জরিপ কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ ঃ

৪.২৮.১. কেপিআই জরিপ কমিটির গঠন ঃ

(১)	ডিআইজি/অতিরিক্ত ডিআইজি (সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ) এসএস (কেপিআই/সিটিএসবি), সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন এলাকা)	সভাপতি
(২)	সেনাবাহিনীর একজন মেজর/ক্যাপ্টেন পর্যায়ের কর্মকর্তা	সদস্য
(৩)	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট কেপিআইয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	একজন বিস্ফোরক পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর (শুধুমাত্র গ্যাস ও তৈল স্থাপনার জন্য)	সদস্য
(৬)	এএসপি (সংশ্লিষ্ট সার্কেল/সিটিএসবি/কেপিআই)	সদস্য-সচিব।

৪.২৮.২. কেপিআই জরিপ কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) সকল শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নিম্নোক্তভাবে জরিপ করতে হবে ঃ

(ক) বিশেষ শ্রেণীভুক্ত স্থাপনাসমূহ বছরে ২ (দুই) বার;

(খ) ১(ক) ও ১(খ) শ্রেণীভুক্ত স্থাপনাসমূহ বছরে ২ (দুই) বার;

(গ) ১(গ) শ্রেণীভুক্ত স্থাপনাসমূহ বছরে ১ (এক) বার;

(ঘ) ২য় শ্রেণীভুক্ত স্থাপনাসমূহের ২ (দুই) বছরে একবার।

(২) গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভিন্ন স্থাপনাসমূহ জরিপ করা।

(৩) গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নির্মাণকালে সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত অনুরোধের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের নির্মাণ পর্যায়ে সম্পৃক্ত থাকা।

(৪) নির্মাণাধীন স্থাপনাসমূহের জন্য সুপারিশকৃত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে অর্জিত অগ্রগতি সম্পর্কিত জরিপ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রণীত প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও কেপিআই নিরাপত্তা কমিটির সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণ।

(৫) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে কেপিআইডিসিকে পরামর্শ প্রদান;

(ক) কেপিআই তালিকায় নতুন স্থাপনার নাম অন্তর্ভুক্ত করা;

(খ) তালিকাভুক্ত কেপিআইয়ের শ্রেণী পরিবর্তনের প্রস্তাব করা;

(গ) তালিকাভুক্ত কোন কেপিআইয়ের নাম কেপিআই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া।

(৬) সকল শ্রেণীভুক্ত কেপিআইসমূহের অবাস্তবায়িত নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক তা প্রত্যেক বছরের ৩১ জানুয়ারি ও ৩০ জুন তারিখের মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং কেপিআইডিসির সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

তাছাড়া, অতিরিক্ত আইজিপি স্পেশাল ব্রাঞ্চ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত রেখে কেপিআইডিসির সাথে কার্যক্রম সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫. **বিশেষ শ্রেণী ঃ**

রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের কার্যালয় ও বাসভবন (বঙ্গভবন এবং গণভবন) বিশেষ শ্রেণীর কেপিআই হিসেবে বিবেচিত হবে। এ নীতিমালাকে বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা নীতিমালা হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে।

বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইসমূহের কার্যক্রম ও সেবা দেশের যুদ্ধ সামর্থ্য ও জাতীয় গুরুত্বের দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও যুদ্ধ সামর্থ্য বা প্রতিরক্ষা কিংবা জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের সার্বিক নিরাপত্তা নিম্নোক্ত প্রধান ৪টি ভাগে বিভক্ত ঃ

(১) আঙ্গিনা নিরাপত্তা (Security of Premises);

(২) কর্মকর্তা/কর্মচারী বিষয়ক নিরাপত্তা (Security of Personnel);

(৩) তথ্য ও দলিলপত্রের নিরাপত্তা (Security of information and Documents) এবং

(৪) বিবিধ (Miscellaneous)।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো তদারকির জন্য এসএসএফের সমন্বয়ে প্রতিটি বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি গঠিত হবে। উক্ত নিরাপত্তা কমিটিতে মহাপরিচালক, এসএসএফ বা তার উপযুক্ত প্রতিনিধি কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। ভিভিআইপি নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে চেয়ারম্যান উক্ত বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি গঠন করবেন। উক্ত কমিটি জরিপ কমিটির সুপারিশের অগ্রগতি ০২ (দুই) মাস অন্তর কেপিআইডিসি ও জরিপ কমিটিকে প্রেরণ করবে।

৫.১. **আঙ্গিনা নিরাপত্তা (Security of Premises) ঃ**

আঙ্গিনা নিরাপত্তার ২টি দিক ঃ

বহিঃনিরাপত্তা (External Security) এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security)। উভয় প্রকারের নিরাপত্তামূলক রূপরেখা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

৫.১.১. **বহিঃনিরাপত্তা (External Security)**

৫.১.২. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইসমূহের চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা হবে ৪.২ মিটার (১২ ফুট) এবং তার উপর ১.০৫ মিটার (৩ ফুট) ওয়াই (Y) আকৃতির কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করতে হবে। নিরাপত্তার স্বার্থে চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রমিত (Standard) উচ্চতায় ০.৯৬২৫ মিটার (৩৩ ইঞ্চি) আরসিসি ঢালাই দিতে হবে তবে বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইসমূহের নিরাপত্তা কমিটি উপযোগিতা যাচাইপূর্বক আরসিসি ঢালাই সংক্রান্ত বাস্তব পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

৫.১.৩. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের চতুর্দিকের নিকটস্থ দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত সুউচ্চ ইমারতগুলো যেখান থেকে ছবি তোলা যায় বা যেসব স্থান বন্দুক/আগ্নেয়াস্ত্রের নিশানার (Sniper attack) আওতায় পড়ে তার উপর নজরদারির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১.৪. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তার স্বার্থে স্থাপনার সীমানা প্রাচীর হতে ২৫ মিটারের মধ্যে কোনো ভবন/স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। তবে কেপিআইডিসির অনুমতি সাপেক্ষে সর্বোচ্চ একতলা ভবন/স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে।

৫.১.৫. সীমানা প্রাচীর থেকে ১৫০ মিটারের মধ্যে দু'তলার (৮.৭৫ মিটার) অধিক কোন সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করা যাবে না।

৫.১.৬. সীমানা প্রাচীরর বাইরে ১৫০ মিটার থেকে ৩০০ মিটারের মধ্যে ৮.৭৫ মিটারের (২৫ ফুটের) অধিক উচ্চতাসম্পন্ন ভবন নির্মাণ করতে হলে কেপিআইডিসির মতামত গ্রহণ করতে হবে। তবে বঙ্গভবন, গণভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের ৫০০ মিটারের মধ্যে ৮.৭৫ মিটারের অধিক উচ্চতাসম্পন্ন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির মতামত ছাড়াও বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৫.১.৭. কেপিআই সার্ভে টীম কর্তৃক ০৬ (ছয়) মাস অন্তর বিশেষ শ্রেণীর কেপিআই জরিপ করে আঙ্গিনা নিরাপত্তার ত্রুটি চিহ্নিতপূর্বক তা দূর করার জন্য এসএসএফের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরপত্তা কমিটিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করে কেপিআইডিসির'র সভাপতি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।

৫.১.৮. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের চতুর্দিকের সীমানা দেয়ালের ভিতরে ও বাইরে ১.৭৫ মিটারের (৫ ফুটের) মধ্যে অবস্থিত গাছপালা কেটে পরিষ্কার করাসহ বৈদ্যুতিক লাইট পোস্ট ও টেলিফোন পোস্ট (যদি থাকে) সরিয়ে নিতে হবে।

৫.১.৯. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে বাইরে থেকে সংযুক্ত কোনো স্যুয়ারেজ লাইন থাকলে (যার মধ্য দিয়ে মানুষ/অন্য কোনো প্রাণি প্রবেশ করতে পারে) তা স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনো ধরনের টানেল (Tunnel) বা অনুরূপ লাইন কেপিআইয়ের মাটির নিচ দিয়ে তৈরির ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির ছাড়পত্র নিতে হবে। সীমানা প্রচীর থেকে ৩০ মিটার বা ততোধিক দূরত্ব হতে কোনো প্রকার সুড়ঙ্গপথ তৈরি করে যাতে কেউ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে না পারে তজ্জন্য বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের বাইরে গোয়েন্দা সংস্থার নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।

৫.১.১০. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইসমূহে গেইটের সংখ্যা যুক্তিসংগতভাবে কম হতে হবে এবং জরুরি প্রয়োজনে অন্যান্য গেইট (যদি থাকে) ব্যবহার করা হলে, তা পরে সীলগালা করে বন্ধ রাখতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে।

৫.১.১০(১) গেইটসমূহ অত্যন্ত সুরক্ষিত ও সীমানা দেয়ালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চতাসম্পন্ন হতে হবে।

৫.১.১০(২) সংশ্লিষ্ট ফেন্সিং/কাঁটা তারের বেড়া এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যেন তা ডিঙ্গিয়ে কোনোক্রমেই কেউ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে।

৫.১.১০(৩) অবৈধ প্রবেশ রোধে গেইটের পার্শ্বদেশে কোনো ফাঁক রাখা যাবে না। গেইটের নিম্নাংশে ভূমির দূরত্ব খুব কম হতে হবে।

৫.১.১০(৪) কেপিআইয়ের অভ্যন্তর থেকে বাইরের সবকিছু দৃষ্টিগোচর/দৃশ্যমান হওয়ার জন্য গেইট সংলগ্ন উচ্চ নিরাপত্তা চৌকি বা গেইটে যুক্তিসংগত বড় ধরণের ফাঁক (Aperture) থাকতে হবে যাতে কেউ গেইটে এলে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়।

৫.১.১১. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের উপর দিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার বা কোনো ফ্লাইওভার নির্মাণ করা যাবে না।

৫.১.১২. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআই সংলগ্ন এলাকায় পার্ক/ইমারত/সড়ক ইত্যাদি পর্যাপ্ত আলোকিতকরণসহ সেখানে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বাহিনীর পাহারার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১.১৩ বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের মূল গেইট হতে শুরু করে ভবন এলাকার চারদিকে বিশেষ করে রেড জোনে কারিগরী যন্ত্রপাতি দ্বারা, ম্যানুয়ালি এবং ক্ষেত্র বিশেষে ডগ স্কোয়াডের মাধ্যমে দৈনিক একাধিকবার পরীক্ষা করতে হবে।

৫.১.১৪. রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের কার্যালয় এবং বাসভবনকে No Flying Zone হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। এ সংক্রান্ত বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সাথে সমন্বয় এবং পরামর্শপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৫.২. **অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security) :**

৫.২.১. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় সংখ্যক PGR (Presidential Guard Regiment) বিশেষভাবে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগ করতে হবে।

৫.২.২. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশের ইউনিট ন্যূনতম ২ (দুই) বছরের জন্য নিয়োজিত রাখতে হবে। তবে জরুরি প্রয়োজনে অথবা কর্তব্য কাজে শৈথিল্য বা অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার কারণে কোনো সদস্যকে যে কোন সময় বদলি অথবা তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। সংশ্লিষ্ট সকল নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য সম্পর্কে বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি অনুরূপ পরামর্শ দিতে পারবে।

৫.২.৩. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের সীমানা প্রাচীর সংলগ্ন কমপক্ষে ৫.২৫ মিটার হতে ৭ মিটার (১৫ হতে ২০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রহরা চৌকি (Guard Post) নির্মাণ করতে হবে, যাতে প্রাচীরের সকল দিক দৃষ্টি সীমার মধ্যে থাকে।

৫.২.৪. প্রহরা চৌকিতে বাইনোকুলারসহ সশস্ত্র অবস্থায় নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োজিতকরণ এবং কার্যালয়ের চতুর্দিকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিরাপত্তা সদস্য কর্তৃক দিনে-রাতে টহলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫.২.৫. নিরাপত্তার স্বার্থে বিশেষ শ্রেণী কেপিআইয়ের দরজা জানালা অত্যন্ত মজবুত করে নির্মাণ (Robust Construction) করতে হবে।

৫.৩. **কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিরাপত্তা (Security of Personnel) :**

৫.৩.১. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ে নিয়োজিত সকল সামরিক/বেসামরিক কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রাথমিক নিরাপত্তা প্রতিপালন (Security Verification) করতে হবে। এ ছাড়া ডিজিএফআই, এনএসআই, ও এসবির মাধ্যমে ৬ (ছয়) মাস অন্তর তাদের নিরাপত্তা ভেটিং (Security Vetting) করাতে হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে যে কোনো ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রতিপালন যে কোনো সময় করা যাবে। রেডবুকের নীতিমালা অনুসরণ করে ভেরিফিকেশন/ভেটিং করতে হবে।

৫.৩.২. রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের কার্যালয়ের ন্যায় বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইতে কর্মরত যে কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনো প্রকার সন্দেহ দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি ঐ পদ হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অব্যাহতি প্রদানের সুপারিশসহ তদন্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেবে।

৫.৩.৩. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত সকল সংস্থার সদস্যদের নিয়োগের পূর্বে রেডবুকের বিধি অনুসারে এনএসআই, ডিজিএফআই ও এসবি দ্বারা নিরাপত্তা প্রতিপালন (Verification) এবং বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইতে নিয়োজিতকালীন ৬ (ছয়) মাস অন্তর নিরাপত্তা ভেটিং করাতে হবে।

৫.৩.৪. ভিআইপিগণের অবস্থানের এলাকায় নিয়োজিত এবং নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্দিষ্ট প্রকার (বিভিন্ন নকশা বা রং সম্বলিত) পরিচয়পত্র বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি কর্তৃক ইস্যু করা ও তা দৃশ্যমান অবস্থায় ঝুলিয়ে রেখে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৩.৫. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইতে কর্মরত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপর নজর রাখবে এবং আকস্মিকভাবে পরিদর্শন (Surprise Visit) করবে।

৫.৩.৬. নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং ক্লাসিফাইড বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনুমোদিত প্রশিক্ষণ স্কুল (এনএসআই, এসএসএফ, ডিজিএফআই ও এসবি বা সংশ্লিষ্ট দেশি/বিদেশী প্রতিষ্ঠান) থেকে পর্যায়ক্রমে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৪. **দলিলপত্রের নিরাপত্তা (Security of Document) :**

গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও নথিপত্রের নিরাপত্তা বিধানকল্পে "The official Secret Act, 1923"সহ সরকারের অন্যান্য প্রচলিত আইন অনুসরণ করতে হবে।

৫.৫. **বিবিধ (Miscellaneous) :**

৫.৫.১. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গোয়েন্দা নজরদারী অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে এনএসআই, ডিজিএফআই এবং এসবির বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি ইন্টেলিজেন্স সেল গঠন করতে হবে। এ ইন্টেলিজেন্স সেল ভিভিআইপিদের ব্যক্তি নিরাপত্তা সম্পর্কিত তথ্য যথাশীঘ্র এসএসএফ-কে অবহিত করবে। ইন্টেলিজেন্স সেলের দাপ্তরিক কার্যক্রম ও দপ্তরের অবস্থান সংক্রান্ত বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৫.২. প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Access Control) সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রবেশকারী অতিথির নাম, ঠিকানা, আগমন ও প্রস্থানের সময়, উদ্দেশ্য এবং সাক্ষাৎপ্রার্থীর নাম/পদবি ইত্যাদি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ রেজিস্টার/কম্পিউটারে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করতে হবে। বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে। সময় সময় নিরাপত্তা কমিটি উক্ত প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ রেজিস্টার/কম্পিউটার পরীক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে।

৫.৫.৩. সাক্ষাৎ প্রার্থী অতিথিদের পাস ইস্যু ও প্রয়োজনে এসকর্ট পদ্ধতি চালু করতে হবে।

৫.৫.৪. ফটকে নিরাপত্তা তল্লাশির ব্যবস্থা (ব্যক্তি/যানবাহন/বস্তু) নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৫.৫. ফটকে প্রবেশকারী/দর্শনার্থীদের মেটাল ডিটেকটর, আর্চওয়ে মেশিন এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যদের দ্বারা দেহ তল্লাশিসহ ব্যাগ/বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র (ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে) স্ক্যানিং মেশিন দ্বারা চেক করে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল দ্রব্য নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় তা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৫.৫.৬. নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনো ধরনের অস্ত্র কিংবা কোনো ব্যক্তিগত লাইসেন্স করা অস্ত্র অথবা কোনো প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বসহ সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত জনবলের জন্য ইস্যুকৃত সরকারি অস্ত্র এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

৫.৫.৭. কারিগরী যন্ত্রপাতি ও ডগ স্কোয়াডের সাহায্যে গাড়ি তল্লাশির ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক এবং গাড়ি প্রবেশের পূর্বে যথাযথ তল্লাশিসহ গাড়ির নম্বর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ রেজিস্টার/কম্পিউটারে রেকর্ড করতে হবে। এছাড়া প্রবেশ পথে গাড়ির গতি নির্ধারণ করে গতি নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

৫.৫.৮. ব্যাংক, পোস্ট অফিস, ক্যান্টিন ও মসজিদ এলাকায় প্রয়োজনবোধে দেয়াল নির্মাণপূর্বক বিশেষ শ্রেণীর কেপিআই ভবন থেকে পৃথক প্রবেশ পথ তৈরি করতে হবে। উক্ত স্থানসমূহে মেইন গেইটের পরিবর্তে বিকল্প প্রবেশ পথ (সুযোগ থাকলে) ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৫.৯. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের অভ্যন্তর ও বাইরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে/কক্ষে/সড়কে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি স্থাপনের মাধ্যমে যান্ত্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালুকরণ এবং বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি কর্তৃক সিসিটিভি মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৫.১০. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআই সংলগ্ন সড়ক/রাস্তাসমূহ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ পথচারী চলাচল/যানবাহন নিয়ন্ত্রণ/বন্ধ করতে পারবে।

৫.৫.১১. ইলেকট্রনিক/বৈদ্যুতিক বিপদ সংকেতের (স্বয়ংক্রিয় সাইরেন/স্মোক ডিটেক্টর/ফায়ার সিগন্যাল) ব্যবস্থা করতে হবে। নিরাপত্তার স্বার্থে রেড জোনে ও গ্রীন জোনে স্মোক ডিটেক্টর ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি ০৩ (তিন) মাস অন্তর বিপদ সংকেত মহড়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৫.৫.১২. যে কোনো দুর্ঘটনারোধে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও স্যুয়ারেজ লাইন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিমাসে একবার পরীক্ষা নিরীক্ষা নিশ্চিত করবে।

৫.৫.১৩. বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের রেডবুকের প্রতিটি কক্ষের চাবি নির্ধারিত চাবির বাক্সে জমা থাকবে। চাবি জমা/গ্রহণের সময় এবং গ্রহীতার স্বাক্ষর ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৫.৫.১৪ বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের পরিসীমার অভ্যন্তরে/আঙ্গিনায় ভিভিআইপি/ভিআইপিগণের গাড়ি নির্দিষ্ট গ্যারেজে রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া অন্যান্য দর্শনার্থী/অতিথিবৃন্দের গাড়ি প্রবেশ দ্বারের অভ্যন্তরে পৃথক এলাকায় নিরাপদ দূরত্বে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫.১৫ বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইসমূহ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিধায় স্থাপনার কোনো ছবি/ফটোগ্রাফ আকাশ আলোকচিত্র নিরাপত্তা কমিটির অনুমতি ব্যতিরেকে ধারণ করা যাবে না।

৫.৫.১৬ নিরাপত্তা চৌকিগুলোতে আন্তঃযোগাযোগের নিমিত্ত ইন্টারকম, ওয়াকিটকি বা অনুমোদিত মোবাইল ফোনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫.১৭ বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইসমূহের নিরাপত্তা কমিটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত এসওপি (Standing Order of Procedure) জারী করে প্রত্যেকের করণীয় দায়িত্ব-কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক তাদেরকে তা অবহিত করে মাঝে-মাঝে মহড়ার ব্যবস্থা করবে।

৫.৫.১৮ বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যানবাহন, পর্যাপ্ত সংখ্যক সরঞ্জাম এবং ফায়ার ফাইটিং পয়েন্ট থাকতে হবে। পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫.১৯ কেপিআইয়ের অভ্যন্তর ও বাহিরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ (Power Supply) নিশ্চিতকল্পে বিকল্প ব্যবস্থা থাকতে হবে। কেপিআই এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫.৫.২০ অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত পিডব্লিউডি, ওয়াসা, বিদ্যুৎ বিভাগসহ অন্যান্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি পরিচয়পত্র প্রদান করবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে তা দৃশ্যমানভাবে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৫.২১ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড রোধকল্পে স্থাপনা সম্পর্কে যে কোন ধরনের স্থপত্য নকশা/তথ্য প্রচার/প্রকাশের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে প্রচার/প্রকাশ করা যাবে।

৫.৫.২২ যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনারোধে কিংবা জরুরি প্রয়োজনে Evacuation Plan থাকতে হবে। বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি উক্ত উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

৫.৫.২৩ ভিভিআইপির নিরাপত্তাসহ অন্যান্য কার্যক্রম যে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হবে তার (বিশেষ সফটওয়ার ব্যবহার করে পাসওয়ার্ড এর মাধ্যমে) নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি কম্পিউটার অপারেটর ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ/মনিটর/ ভেটিং করতে হবে।

৫.৫.২৪ বিশেষ শ্রেণীর কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি সময় সময় নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে নিম্নোক্ত বিষয়ে অবহিত/ নির্দেশ প্রদান করবে :

(১) হুমকির প্রকৃতি;

(২) নাশকতাকারীর সম্ভাব্য টার্গেট;

(৩) আক্রমণের সম্ভাব্য ধরনসমূহ;

(৪) প্রতিরোধ পদ্ধতি;

(৫) ঘটনাত্তোর কার্যক্রম।

৬. **'১ক' শ্রেণী**

'১ক' শ্রেণীভুক্ত কেপিআইসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ দেশের যুদ্ধ সামর্থ ও জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ যা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসামর্থ কিংবা প্রতিরক্ষা বা জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

"১ক" শ্রেণীভুক্ত KPI এর নাশকতা এবং অর্ন্তঘাতমূলক কার্যক্রম রোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা :

৬.১ **বহিঃ নিরাপত্তা (External Security) :**

৬.১.১ কেপিআইয়ের সীমানায় ২০ (বিশ) মিটারের ভিতরে ভূ-গর্ভস্থ পয়ঃ নিষ্কাশন লাইন/সুরঙ্গপথসহ যেকোন স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির মতামত /ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.২ কেপিআইসমূহের উপর দিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক লাইন টানা বা কোনো ফ্লাইওভার নির্মাণ করা যাবে না। তবে অনিবার্য ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য কেপিআইডিসির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৬.১.৩ কেপিআইসমূহের চতুর্দিকে অবস্থিত সুউচ্চ ইমারত/স্থাপনাসমূহের যেখান থেকে গোপনে ছবি তোলা যায় বা আগ্নেয়াস্ত্রের লক্ষবস্তুর আওতায় পড়ে তার উপর সার্বক্ষণিক নজরদারির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৬.১.৪ কেপিআইসমূহের অভ্যন্তরে মাটির নিচ দিয়ে যে কোন ধরনের সুরঙ্গ/স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির ছাড়পত্র নিতে হবে।

৬.১.৫ কেপিআইসমূহের সীমানা প্রাচীর হতে ২০ (বিশ) মিটারের মধ্যে বিদ্যমান ইমারত/স্থাপনাসমূহকে কেপিআইডিসির নিকট হতে নিরাপত্তা ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.৬ কেপিআইসমূহের চতুর্দিকে স্থাপিত সুউচ্চ ইমারতসমূহ থেকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.৭ **সীমানা প্রচীর:** কেপিআইসমূহকে সুরক্ষিত করতে চারদিকে নূন্যপক্ষে ২.৮ মিটার (০৮ফুট) উঁচু দেয়াল নির্মাণ করতঃ এর উপরে কমপক্ষে ০.৮৭৫ মিটার (২.৫ ফুট) Y (ওয়াই)আকৃতির কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ করতে হবে।

৬.১.৮ **নিরাপত্তা বেষ্টনী** : যে সকল স্থানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা সম্ভব নয় সে সকল স্থানে ১.৮ মিটার অথবা ২.৪ মিটার (৬ ফুট অথবা ৮ ফুট) ব্যবধানে খুঁটি স্থাপন করতঃ কাঁটা তারের নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খুঁটির উপরিভাগ বাইরের দিকে বাকাঁনো থাকা বাঞ্ছনীয়। নিরাপত্তা বেষ্টনী মূলত প্রাথমিক স্তরের ব্যবস্থা যা সহজেই কেটে, বাকিয়ে অথবা উপড়ে ফেলে হামাগুড়ি দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ সংলগ্ন এলাকা সার্বক্ষণিক পরিষ্কার দৃষ্টি সীমার মধ্যে রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.১.৯ **গেইট:** কেপিআইসমূহের গেইটের সংখ্যা যথাসম্ভব কম রাখতে হবে এবং অব্যবহৃত গেইটসমূহ সীলগালা করে বন্ধ রাখতে হবে। যানবাহন কিংবা জরুরী অবস্থায় প্রবেশের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রধান গেইট ব্যবহার করতে হবে এবং স্বাভাবিক চলাচলের জন্য পকেট গেইট ব্যবহার করতে হবে।

৬.১.১০ গেইটসমূহ অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং সীমানা প্রাচীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চতাসম্পন্ন হতে হবে। গেইটসমূহের উপরিভাগ সুরক্ষিত করতে পেরেক কিংবা তারকাঁটা স্থাপন করতে হবে।

৬.১.১১ অবৈধ প্রবেশ রোধে গেইটসমূহের নিম্নাংশ যথাসম্ভব ভূমির সন্নিকটে স্থাপন করতে হবে যাতে কেউ হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে।

৬.১.১২ গেইটসমূহ এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে কোনো ভাবেই তা সরানো কিংবা উঠানো না যায়।

৬.১.১৩ গেইটসমূহে উন্নতমানের তালা ও শিকল ব্যবহার করতে হবে এবং ছিটকিনি মজবুতভাবে ঝালাইকৃত হতে হবে।

৬.১.১৪ গেইটসমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.১.১৫ টহলরত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক গেইটের বাহিরের অংশ সার্বক্ষণিকভাবে যাতে দৃষ্টি সীমায় রাখতে পারেন তার জন্য পর্যাপ্ত ফাঁক রাখতে হবে।

৬.২ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security) :

৬.২.১. কেপিআইসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

৬.২.২. কেপিআইসমূহে দর্শনার্থী প্রবেশের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। বিশেষ করে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে (VP) প্রবেশের ক্ষেত্রে পাস ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৬.২.৩. যথাসম্ভব কম সংখ্যক গেইট, সম্বলিত মানসম্মত সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে। সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ (VP) নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত আরেকটি বেষ্টনী নির্মাণ এবং ক্লোজসার্কিট ক্যামেরাসহ আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করতে হবে।

৬.২.৪. দিনে ও রাতে সশস্ত্র টহলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.৫. সীমানা প্রাচীরসহ ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমসূহে (VP) রাত্রিকালে ফ্লাড লাইটের মাধ্যমে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.৬. কেপিআইসমূহে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রতিবছর জীবন বৃত্তান্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে (VP) কর্মরত মুখ্য কর্মকর্তাগণের জীবন বৃত্তান্ত এসবি, ডিজিএফআই ও এনএসআই কর্তৃক যাচাই নিশ্চিত করতে হবে।

৬.২.৭. কেপিআইসমূহে সার্বক্ষণিক অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যথাযথভাবে সুরক্ষিত ও নিরাপত্তায় আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.৮. কেপিআইসমূহে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখতে হবে। পরবর্তীতে নির্মিতব্য সকল নতুন স্থাপনাসমূহে অভ্যন্তরীণ Fire Hydrant ও অগ্নি সনাক্তকরণসহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬.২.৯. অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি নিয়মিত পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অতিরিক্ত সার্বক্ষণিক মজুদ রাখতে হবে।

৬.২.১০. জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা (যেমন- জেনারেটর ইত্যাদি) রাখতে হবে।

৬.২.১১. কেপিআইসমূহে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকদের গতিবিধি ও আচরণের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৬.২.১২. কেপিআইসমূহে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড রোধকল্পে সহায়তা করতে পারে এমন তথ্য প্রকাশে বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে।

৬.২.১৩. কেপিআইসমূহে নিরবচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করতে মজুদকৃত আনুষঙ্গিক সামগ্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

৬.২.১৪. দাহ্য বস্তুসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.১৫. কেপিআইয়ের নিরাপত্তা সম্পর্কে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক সার্বক্ষণিক নজরদারীর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.১৬. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে (VP) দরজা-জানালাসহ সকল অবকাঠামো মজবুতভাবে নির্মিত ও সুরক্ষিত হতে হবে এবং ব্যবহৃত সকল তালা এবং চাবি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬.২.১৭. গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতির কার্যপ্রণালীর নির্দেশনা সম্বলিত নামফলক সরিয়ে ফেলতে হবে।

৬.২.১৮. জরুরি মুহূর্তের জন্য এলার্মের ব্যবস্থাসহ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় সনাক্তকরণ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.১৯. গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহের কার্যকারিতা যাচাইয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.২০. জরুরি অবস্থা মোকাবেলার জন্য স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখতে হবে।

৬.২.২১. কর্তব্যরত নিরাপত্তা কর্মকর্তাগণ প্রাত্যহিক ঘটনাসমূহ নোট বইয়ে লিপিবদ্ধ করবেন।

৬.২.২২. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে প্রবেশের ক্ষেত্রে সকল ব্যক্তি এবং বহনকৃত সকল জিনিসপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬.২.২৩. প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Access Control) : কেপিআইসমূহের গেইটে একটি দর্শনার্থী নিবন্ধন বই থাকবে যেখানে সকল দর্শনার্থীর বিবরণ, আগমন ও বহির্গমনের সময়, আগমনের কারণ, সাক্ষাৎদানকারীর নাম ও পদবি, দর্শনার্থীর স্বাক্ষর ইত্যাদি বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করার বব্যস্থা থাকবে।

৬.২.২৪. ফটকে প্রবেশকারী/দর্শনার্থীদের যথাসম্ভব মেটাল ডিটেকটর, আর্চওয়ে মেশিন এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যদের দ্বারা দেহ তল্লাশিসহ ব্যাগ/বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র (ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে) স্ক্যানিং মেশিন দ্বারা চেক করে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল দ্রব্য নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় তা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৬.২.২৫. নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোন প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনো ধরনের অস্ত্র কিংবা কোনো ব্যক্তিগত লাইসেন্স করা অস্ত্র অথবা কোনো প্রকার বিস্ফোরকদ্রব্য কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বসহ সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত জনবলের জন্য ইস্যুকৃত সরকারি অস্ত্র এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

৭.'১খ' শ্রেণী

'১খ' শ্রেণীর কেপিআইসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা ধ্বংসপ্রাপ্ত বাধাগ্রস্ত হওয়ার পর প্রতিস্থাপনযোগ্য হলেও তা দেশের যুদ্ধ কিংবা প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বা জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

'১খ' শ্রেণীভুক্ত কেপিআইয়ে নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা :

৭.১ **বহিঃনিরাপত্তা (External Security) :**

৭.১.১ কেপিআইয়ের সীমানা প্রাচীর হতে ১৫(পনের) মিটারের মধ্যে ভূগর্ভস্থ পয়ঃ নিষ্কাশন লাইন/সুড়ঙ্গপথসহ যে কোনা স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির মতামত/ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৭.১.২ কেপিআইসমূহের উপর দিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক লাইন টানা বা কোনো ফ্লাইওভার নির্মাণ করা যাবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য কেপিআইডিসির নিকট পাঠাতে হবে।

৭.১.৩ কেপিআইসমূহের চতুর্দিকে নিকটস্থ দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত সুউচ্চ ইমারত/স্থাপনাসমূহ যেখান থেকে গোপনে ছবি তোলা যায় বা আগ্নেয়াস্ত্রের লক্ষবস্তুর আওতায় পড়ে তার উপর সার্বক্ষণিক নজরদারীর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৭.১.৪ কেপিআইসমূহের অভ্যন্তরে মাটির নিচ দিয়ে যে কোনো ধরনের সুরঙ্গ/স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির ছাড়পত্র নিতে হবে।

৭.১.৫. সংশ্লিষ্ট কেপিআই কর্তৃপক্ষ তার সীমানা প্রাচীর হতে ১৫(পনের) মিটারের মধ্যে বিদ্যমান ইমারত/স্থাপনার কোনো ধরণের অন্তর্ঘাত/ নাশকতামূলক কার্যাবলী সংঘটিত হচ্ছে কি-না সে সম্পর্কে প্রতি ০৬(ছয়) মাস অন্তর কেপিআইডিসিতে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।

৭.১.৬ কেপিআইয়ের চতুর্দিকে স্থাপিত সুউচ্চ ইমারত থেকে কেপিআইসমূহ সরাসরি পর্যবেক্ষণ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭.১.৭ **সীমানা প্রচীর :** কেপিআইসমূহকে সুরক্ষিত রাখতে চতুর্দিকে ন্যূনপক্ষে ২.৪ মিটার (০৮ফুট) উঁচু সীমানা প্রচীর নির্মাণ করতঃ এর উপরে কমপক্ষে ০.৮৭৫ মিটার (২.৫ফুট) Y (ওয়াই) আকৃতির কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ করতে হবে।

৭.১.৮. **নিরাপত্তা বেষ্টনী :** যে সকল স্থানে সীমানাপ্রচীর নির্মাণ করা সম্ভব নয় সেখানে ১.৮ মিটার বা ২.৪ মিটার (০৬ফুট বা ০৮ফুট) ব্যবধানে খুঁটি স্থাপন করতঃ কাঁটা তারের নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে খুঁটির উপরিভাগ বাইরের দিকে বাঁকানো থাকা বাঞ্ছনীয়। নিরাপত্তা বেষ্টনী মূলতঃ প্রাথমিক স্তরের ব্যবস্থা যা সহজেই কেটে, বাঁকিয়ে অথবা উপড়ে ফেলে হামাগুড়ি দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। তাই নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ সংলগ্ন এলাকা সার্বক্ষণিক পরিষ্কার দৃষ্টি সীমার মধ্যে রাখতে হবে। পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৭.১.৯ **গেইট :** কেপিআইসমূহের গেইটের সংখ্যা যথাসম্ভব কম রাখতে হবে এবং অব্যবহৃত গেইটসমূহ সীলগালা করে বন্ধ রাখতে হবে। এছাড়াও—

৭.১.৯(১) গেইটসমূহ অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং সীমানা প্রাচীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চতাসম্পন্ন হতে হবে। গেইটসমূহের উপরিভাগ সুরক্ষিত করতে পেরেক কিংবা তারকাঁটা স্থাপন করতে হবে।

৭.১.৯(২) অবৈধ প্রবেশ রোধে গেইটসমূহের নিম্নাংশ যথাসম্ভব ভূমির সন্নিকটে স্থাপন করতে হবে।

৭.১.৯(৩) গেইটসমূহ এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে কোনভাবেই তা সরানো কিংবা উঠানো না যায়।

৭.১.৯(৪) গেইটসমূহে উন্নত মানের তালা ও শিকল ব্যবহার করতে হবে এবং ছিটকিনি মজবুতভাবে ঝালাইকৃত হতে হবে ।

৭.১.৯(৫) গেইটসমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭.১.৯(৬) টহলরত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক গেইটের বাইরের অংশ সার্বক্ষণিকভাবে যাতে দৃষ্টিসীমায় রাখা যায় তার জন্য পর্যাপ্ত ফাঁক রাখতে হবে।

৭.২ **অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security) :**

৭.২.১ কেপিআইসমূহের নিরাপত্তার নিশ্চিতকল্পে প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

৭.২.২ কেপিআইসমূহে দর্শনার্থীর প্রবেশর ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে। বিশেষ করে অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে (VP) প্রবেশের ক্ষেত্রে পাস ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৭.২.৩. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে (VP) নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সীমানার চতুর্দিকে একটি বেষ্টনী নির্মাণ অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কেপিআইয়ের চতুর্দিকে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে।

৭.২.৪. দিনে ও রাতে সশস্ত্র টহলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭.২.৫. ঝুঁকিপূর্ণ (VP) স্থানসমূহে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭.২.৬ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে এসবি ও এনএসআই কর্তৃক বিশেষ নিরীক্ষণ (ভেটিং) এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এসবি কর্তৃক নিরীক্ষণ করতে হবে।

৭.২.৭ কেপিআইসমূহে সার্বক্ষণিক অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যথাযথভাবে সুরক্ষিত ও নিরাপত্তা আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭.২.৮ কেপিআইসমূহে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা রাখতে হবে। পরবর্তীতে নির্মিতব্য সকল নতুন স্থাপনাসমূহে অভ্যন্তরীণ Fire Hydrant ও অগ্নি সনাক্তকরণসহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭.২.৯. গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতির কার্যপ্রণালী নির্দেশনা সম্বলিত নামফলক (থাকলে) সরিয়ে ফেলতে হবে।

৭.২.১০. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহে (VP) দরজা-জানালাসহ সকল অবকাঠামো মজবুতভাবে নির্মিত ও সুরক্ষিত হতে হবে এবং ব্যবহৃত সকল তালা-চাবি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭.২.১১. কেপিআইসমূহের নিরবচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করতে মজুতকৃত আনুষঙ্গিক সামগ্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

৭.২.১২. জরুরি মুহূর্তের জন্য এলার্মের ব্যবস্থাসহ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বিপর্যয় সনাক্তকরণ ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে।

৭.২.১৩. গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহের কার্যকারিতা যাচাইয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৭.২.১৪. প্রাত্যহিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ নোট বইতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৭.২.১৫. প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Access Control) : কেপিআইসমূহের গেইটে একটি দর্শনার্থী নিবন্ধন বই থাকবে যেখানে সকল দর্শনার্থীদের বিবরণ, আগমন ও বহির্গমনের সময়, আগমনের কারণ, দর্শনার্থীর স্বাক্ষর ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকবে।

৭.২.১৬. ফটকে প্রবেশকারী/দর্শনার্থীদের যথাসম্ভব মেটাল ডিটেকটর, আর্চওয়ে মেশিন এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যদের দ্বারা দেহ তল্লাশিসহ ব্যাগ/বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র (ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে) স্ক্যানিং মেশিন দ্বারা চেক করে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল দ্রব্য নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় তা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৭.২.১৭. নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনো ধরনের অস্ত্র কিংবা কোনো ব্যক্তিগত লাইসেন্স করা অস্ত্র অথবা কোনো প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বসহ সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত জনবলের জন্য ইস্যুকৃত সরকারি অস্ত্র এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

৮.'১গ' শ্রেণী

'১গ' শ্রেণীর কেপিআইসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ লক্ষণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশের যুদ্ধ কিংবা প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বা জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরণের ক্ষতির মাত্রা '১খ' শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়।

'১গ' শ্রেণীভুক্ত কী পয়েন্টসমূহে নাশকতা ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা :

৮.১. **বহিঃ নিরাপত্তা (External Security) :**

৮.১.১ (কেপিআইসমূহের সীমানা প্রাচীর হতে ১০(দশ) মিটারের মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ পয়ঃনিষ্কাশন লাইন/সুড়ঙ্গপথসহ যে কোনো স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির মতামত/ ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৮.১.২. সীমানা প্রাচীর ন্যূনতম ২.১০ মিটার (৬ফুট) উঁচু এবং তার উপর ০.৭০ মিটার (২ফুট) কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করতে হবে।

৮.১.৩. কেপিআইসমূহের অভ্যন্তরে মাটির নিচ দিয়ে যে কোনো ধরনের সুড়ঙ্গপথ/স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির ছাড়পত্র নিতে হবে।

৮.১.৪. কেপিআইয়ের সীমানা প্রাচীরের ভিতরে ও বাইরে ১.৭৫ মিটারের (৫ ফুটের) মধ্যে অবস্থিত গাছপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

৮.১.৫. কেপিআইয়ের অভ্যন্তর থেকে বাইরের সবকিছু দৃষ্টিগোচর/দৃশ্যমান হওয়ার জন্য গেইট সংলগ্ন একটি গেইট হাউজ (জানালাসহ) এবং চতুর্দিকে উঁচু নিরাপত্তা চৌকি নির্মাণ করতে হবে।

৮.১.৬. ন্যূনতম ভৌত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সীমানা প্রাচীর এবং সীমানা প্রাচীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চতাসম্পন্ন মজবুত গেইট নির্মাণ করতে হবে।

৮.১.৭. প্রয়োজন অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট/কক্ষ সিসিটিভির মাধ্যমে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.২ **অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security) :**

৮.২.১ প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

৮.২.২ কেপিআইডিসির সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার সমন্বয়ে নিরাপত্তা কমিটি গঠন করতে হবে। ৬ (ছয়) মাস অন্তর নিরাপত্তা বিষয়ে উক্ত কমিটি বৈঠক করবে। সংশ্লিষ্ট কেপিআইর নিয়োগকৃত কর্মচারী দ্বারা নিরাপত্তা টিম গঠন করতে হবে যা সার্বক্ষণিকভাব নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

৮.২.৩. গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (VP) নিবিড় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮.২.৪. শুধুমাত্র ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (VP) প্রবেশ সংরক্ষিত রাখতে হবে।

৮.২.৫. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (VP) পৃথক নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ করতে হবে।

৮.২.৬. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (VP) নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর (Periodically) ভেটিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.২.৭. যে কোনো দুর্ঘটনা রোধে পানি, বিদ্যুৎ গ্যাস ও স্যুয়ারেজ লাইন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.২.৮. প্রয়োজনীয় অগ্নি-নির্বাপক সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা ও পর্যায়ক্রমে স্থাপনার সকলকে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.২.৯. প্রয়োজনে বহিঃ ও আন্তঃ যোগাযোগের নিমিত্ত মোবাইল ফোন, ওয়াকিটকি বা ইন্টারকমের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.২.১০. বৈদ্যুতিক বিপদ সংকেতের ব্যবস্থা থাকাসহ মাঝে মাঝে মহড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং গ্যাস লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.২.১১. নিরাপত্তা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে অনুমোদিত প্রশিক্ষণ স্কুল (এনএসআই, ডিজিএফআই, এসএসএফ ও এসবি) কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে পর্যায়ক্রমে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.২.১২. কেপিআইয়ের প্রতিটি কক্ষের চাবি নির্ধারিত কীবক্সে জমা থাকবে। চাবি জমা/গ্রহণের সময় জমাদানকারী/গ্রহণকারীর স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করতে হবে। ডুপ্লিকেট চাবি নির্ধারিত কীবাক্সে যথানিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে।

৮.২.১৩. সংশ্লিষ্ট কেপিআই কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কেপিআইয়ের ছবি/ফটোগ্রাফ ধারণ করা যাবে না।

৮.২.১৪. সংশ্লিষ্ট কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ জারি করবে এবং তাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করবে।

৮.২.১৫. যে কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা রোধে/জরুরি প্রয়োজনে Evacuation Plan থাকতে হবে।

৮.২.১৬. কেপিআইয়ের প্রধান ফটকসহ প্রয়োজন অনুযায়ী চতুর্দিকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েন করতে হবে।

৮.২.১৭. নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড রোধকল্পে কেপিআই সম্পর্কে যে কোনো ধরনের তথ্য প্রচার/প্রকাশ এর ক্ষেত্রে সতর্কতা/সাবধানতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.২.১৮. কেপিআই এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮.২.১৯. প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Access Control) : প্রবেশকারী অতিথির নাম, ঠিকানা, আগমন ও প্রস্থানের সময়, উদ্দেশ্য এবং সাক্ষাৎ প্রার্থীর নাম/পদবি ইত্যাদি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ রেজিস্টার/কম্পিউটারে লিপিবদ্ধসহ তা সংরক্ষণ করতে হবে।

৮.২.২০. ফটকে প্রবেশকারী/দর্শনার্থীদের যথাসম্ভব মেটাল ডিটেকটর, আর্চওয়ে মেশিন এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যদের দ্বারা দেহ তল্লাশিসহ ব্যাগ/বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র (ভেতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে) স্ক্যানিং মেশিন দ্বারা চেক করে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল দ্রব্য নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় তা ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৮.২.২১. নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনো ধরনের অস্ত্র কিংবা কোনো ব্যক্তিগত লাইসেন্স করা অস্ত্র অথবা কোনো প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বসহ সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত জনবলের জন্য ইস্যুকৃত সরকারি অস্ত্র এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

৯. '২য়' শ্রেণী

২য় শ্রেণীর কেপিআইসমূহের কার্যক্রম ও পণ্যসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে দেশের যুদ্ধ কিংবা প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বা জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এ ক্ষতির মাত্রা বেশি হয়।

৯.১. বহিঃ নিরাপত্তা (External Security) :

৯.১.১. সীমানা প্রাচীর ন্যূনতম ১.৭৫ মিটার (৫ ফুট) উঁচু এবং তার উপর ০.৭২ মিটার (২ ফুট) কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করতে হবে।

৯.১.২. সীমানা প্রাচীর থেকে ৭ মিটারের মধ্যে যে কোনো নতুন ইমারত, আন্ডার গ্রাউন্ড স্যুয়ারেজ বা অনুরূপ টানেল নির্মাণের ক্ষেত্রে কেপিআইডিসির ছাড়পত্র গ্রহণ করা আবশ্যক।

৯.১.৩. কেপিআইয়ের সীমানা প্রাচীরের ভেতরে ও বাইরে ১.৪০ মিটারের (৪ ফুটের) মধ্যে অবস্থিত গাছপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

৯.১.৪ কেপিআইয়ের অভ্যন্তর থেকে বাইরের সবকিছু দৃষ্টিগোচর/দৃশ্যমান হওয়ার জন্য গেইট সংলগ্ন একটি গেইট হাউজ (জানালাসহ) এবং চতুর্দিকে উচ্চ নিরাপত্তা চৌকি নির্মাণ করতে হবে।

৯.১.৫. প্রয়োজন অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট/কক্ষ সিসিটিভির মাধ্যমে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.২. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা (Internal Security) :

৯.২.১. কেপিআই-য়ে নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

৯.২.২. কেপিআইডিসির সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার সমন্বয়ে নিরাপত্তা কমিটি গঠন করতে হবে। ছয় মাস অন্তর নিরাপত্তা উক্ত বিষয়ে কমিটি বৈঠক করবে। সংশ্লিষ্ট কেপিআইর নিয়োগকৃত কর্মচারী দ্বারা নিরাপত্তা টিম গঠন করতে হবে যা সার্বক্ষণিকভাবে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

৯.২.৩. গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (V P) নিবিড় পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯.২.৪. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (V P) নিরাপত্তার জন্য চতুর্দিকে ফেন্সিং করতে হবে।

৯.২.৫. ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (VP) নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর (Periodically) ভেটিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.২.৬ যে কোনো দুর্ঘটনা রোধে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও স্যুয়ারেজ লাইন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিয়মিত পরীক্ষা নিরীক্ষা নিশ্চিত করবে।

৯.২.৭. প্রয়োজনীয় অগ্নি-নির্বাপক সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা ও পর্যায়ক্রমে স্থাপনার সকলকে অগ্নি নির্বাপণ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.২.৮. প্রয়োজন অনুসারে বহিঃ ও আন্তঃ যোগাযোগের নিমিত্ত মোবাইল ফোন, ওয়াকিটকি বা ইন্টারকম এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.২.৯. বৈদ্যুতিক বিপদ সংকেতের ব্যবস্থা থাকাসহ মাঝে মাঝে মহড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং গ্যাস লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯.২.১০. নিরাপত্তা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে অনুমোদিত প্রশিক্ষণ স্কুল (এনএসআই, ডিজিএফআই,এসএসএফ ও এসবি) থেকে পর্যায়ক্রমে নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯.২.১১. কেপিআইয়ের প্রতিটি কক্ষে চাবি নির্ধারিত কী বক্সে জমা থাকবে। চাবি জমা/গ্রহণের সময় জমাদানকারী/গ্রহণকারীর স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৯.২.১২. সংশ্লিষ্ট কেপিআই কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কেপিআইয়ের ছবি/ফটোগ্রাফ ধারণ করা যাবে না।

৯.২.১৩. সংশ্লিষ্ট কেপিআইয়ের নিরাপত্তা কমিটি নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশ জারী করবে এবং তাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা প্রদান করবে।

৯.২.১৪. যে কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা রোধে/জরুরি প্রয়োজনে Evacuation Plan থাকতে হবে।

৯.২.১৫ কেপিআইয়ের প্রধান ফটকসহ প্রয়োজন অনুযায়ী চতুর্দিকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েন করতে হবে।

৯.২.১৬. নাশকতামূলক কর্মকান্ড রোধকল্পে কেপিআই সম্পর্কে যে কোনো ধরনের তথ্য প্রচার/ প্রকাশ এর ক্ষেত্রে সতর্কতা/ সাবধানতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৯.২.১৭. ভবন নির্মাণে মজবুত অবকাঠামো নিশ্চিত করতে হবে।

৯.২.১৮. কেপিআই এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯.২.১৯. প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ (Access Control) : প্রবেশকারী অতিথির নাম, ঠিকানা, আগমন ও প্রস্থানের সময়, উদ্দেশ্য এবং সাক্ষাৎ প্রার্থীর নাম/পদবি ইত্যাদি প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ রেজিস্টার/ কম্পিউটারে লিপিবদ্ধসহ তা সংরক্ষণ করতে হবে।

৯.২.২০. ফটকে প্রবেশকারী/দর্শনার্থীদের যথাসম্ভব মেটাল ডিটেক্টর, আর্চওয়ে মেশিন এবং প্রয়োজনে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যদের দ্বারা দেহ তল্লাশিসহ ব্যাগ/বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র (ভিতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে) স্ক্যানিং মেশিন দ্বারা চেক করে প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল দ্রব্য নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে প্রতীয়মান হয় তা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৯.২.২১. নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনো ধরনের অস্ত্র কিংবা কোনো ব্যক্তিগত লাইসেন্স করা অস্ত্র অথবা কোনো প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বসহ সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত জনবলের জন্য ইস্যুকৃত সরকারি অস্ত্র এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

১০. **কেপিআই হতে অন্যান্য স্থাপনার দূরত্ব নির্ধারণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়াবলী :**

কেপিআই হতে অন্যান্য স্থাপনার দূরত্ব নির্ধারণে নিম্নলিখিত বিষয়াবলী অনুসরণ করতে হবে:

১০.১. কেপিআইয়ের সীমানা প্রাচীর হতে সংবিধিবদ্ধ দূরত্বের মধ্যে ইতঃপূর্বে যে সমস্ত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং যে সমস্ত ভবন অপসারণ সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কেপিআই নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভবনসমূহের তালিকা প্রস্তুত করতঃ নিরাপত্তা নজরদারী ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। কেপিআই নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে পূর্বে নির্মিত ভবন মালিকগণ দরজা জানালাসহ ভবনের অবকাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে বাধ্য থাকবেন।

১০.২. জনস্বার্থে নতুন কোনো কেপিআই তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে সীমানা প্রাচীর হতে সংবিধিবদ্ধ দূরত্বের আওতাধীন ভূমি/স্থাপনাসমূহ কেপিআইডিসির সুপারিশক্রমে অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া বিদ্যমান কেপিআইয়ের সংবিধিবদ্ধ দূরত্বে যে সকল জমির মালিকগণ অপরিহার্য কারণে কেপিআইডিসিতে ভবন নির্মাণের ছাড়পত্র গ্রহণে অপারগ হয়েছেন সে সকল জমি কেপিআইডিসির অনুমোদনক্রমে সরকারকে অধিগ্রহণ করতে হবে।

১০.৩. এখন থেকে নতুন কেপিআই নির্মাণকালে এর নিজস্ব সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ২৫ মিটার, ১ক শ্রেণীর ক্ষেত্রে ২০ মিটার, ১খ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ১৫ মিটার, ১গ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ১০ মিটার এবং ২য় শ্রেণীর ক্ষেত্র ০৭ মিটার ন্যূনতম দূরত্ব রেখে কেপিআইয়ের মূল স্থাপনা তৈরী করতে হবে।

১১. কেপিআইসমূহে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মকর্তার কর্তব্য :

কেপিআইয়ের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবেন :

১১.১. গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর এবং হালনাগাদসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।

১১.২. কেপিআইতে নিয়োজিত সকল নিরাপত্তা কর্মীদের নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা এবং সতর্কতা বৃদ্ধিসহ নিরাপত্তা এবং অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন । এ ছাড়াও অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধসহ অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সময়ে সময়ে স্থানীয় পুলিশ বিভাগ বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জগণের সাথে মত বিনিময় ও পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

১১.৩. কেপিআইসহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে (VP) নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল সদস্যকে জ্যেষ্ঠ সদস্যগণ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেবেন।

১১.৪. অগ্নিকাণ্ড, চুরিসহ অন্যান্য অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম রোধে বিদ্যমান প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ ও সমন্বয় সাধন করবেন।

১১.৫. কেপিআইসমূহে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রয়োজনীয় নিরীক্ষণের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২. কেপিআইয়ের অভ্যন্তরে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান (VP) সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিষয়াবলী :

যখন একটি স্থাপনা বা এর অংশ বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে ঘোষিত হয়, তখন সে স্থানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী অথবা তার প্রতিনিধি নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন:

১২.১. তিনি ঝুঁকিপূর্ণ স্থানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য একজন জ্যেষ্ঠ কর্মচারীকে মনোনীত করবেন ।

১২.২. নিরাপত্তার দায়িত্বে মনোনীত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ প্রতিবেদন নেই - এই মর্মে তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করবেন।

১২.৩. তিনি সকল সদস্যকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উপর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

(১) হুমকির প্রকৃতি;

(২) হামলাকারীদের সম্ভাব্য লক্ষ্য;

(৩) হামলার সম্ভাব্য ধরন;

(৪) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ; এবং

(৫) নিরাপত্তা রক্ষার্থে মনোযোগ আকর্ষণমূলক দিকসমূহ।

১২.৪ তিনি উত্তম নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান (VP)/কেপিআইসমূহকে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রায়োগিক বিবেচনায় শ্রেণী বিভাজন করবেন।

১২.৫. তিনি নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যগণ কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ স্থান/কেপিআইসমূহের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোনো ঝুঁকি কিংবা ক্ষতিকর কোনো তথ্য থাকলে তা তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যগণ যাতে তাকে অবহিত করে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১২.৬. তিনি বিশেষ/জরুরি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সতর্কতামূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

বাসমুদ্রঃ-২০১২/১৩-৭০৮৫কম(সি)—২০০ বই, ২০১৩।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যয় ব্যবস্থাপনা-৩ শাখা।
(www.mof.gov.bd)

নং ০৭.১৫৩.০২৯.০৭.০০.০১.২০১২-০১ তারিখ-০১/০১/২০১৯

আউটসোর্সিং ((Outsourcing)) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮

প্রস্তাবনাঃ সম্পদের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং স্বল্পতম সময়ে মানসম্মত সেবা ক্রয়ের লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করল, যথাঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনঃ**

(১) এ নীতিমালা **আউটসোর্সিং ((Outsourcing)) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮** নামে অভিহিত হবে;

(২) আদেশ জারির তারিখ হতে এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

২। **সংজ্ঞাঃ-** বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে, এ নীতিমালায়-

(১) **''সেবা ক্রয়কারী''** অর্থ সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন সেবা ক্রয়ের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন কোন ক্রয়কারী;

(২) **''সরকারি তহবিল''** অর্থ সরকারি বাজেট হতে ক্রয়কারীর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ, অথবা কোন উন্নয়ন সহযোগী বা বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থা কর্তৃক সরকারের মাধ্যমে ক্রয়কারীর অনুকূলে ন্যস্ত অনুদান ও ঋণ এবং এ নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি, আধা সরকারি বা কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার তহবিল;

(৩) **''সেবা সরবরাহকারী''** অর্থ আউটসোর্সিং এর জন্য নির্ধারিত সেবা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ক্রয়কারীর সাথে চুক্তি সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান অথবা ক্ষেত্র বিশেষে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি;

(৪) **''সেবা প্রদানকারী''** অর্থ আউটসোর্সিং এর জন্য নির্ধারিত সেবা সম্পাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ বাংলাদেশি নাগরিক;

(৫) **''আউটসোর্সিং ((Outsourcing))** অর্থ সেবা ক্রয়কারী কর্তৃক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণে এ নীতিমালার অধীন সেবাক্রয়;

(৬) **''সেবা''** অর্থ এ নীতিমালার অধীন আউটসোর্সিং এর জন্য নির্ধারিত কোন কাজ।

৩। **আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়াবলিঃ**

(১) আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন পদ সৃষ্টির প্রয়োজন হবে না এবং কোন পদের বিপরীতেও এ সেবা ক্রয় করা যাবে না;

(২) সেবা ক্রয়কারী, আউটসোর্সিং এর জন্য নির্ধারিত সেবাসমূহ সম্পাদনের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে এ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক সেবা গ্রহণ করবে;

(৩) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ও সরকারি স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকে কিংবা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবাগ্রহণের ক্ষেত্রে দক্ষ বা বিশেষায়িত সেবা বিঘ্নিত হওয়ার ঝুঁকি অতিমাত্রায় বিদ্যমান, এরুপ সেবাসমূহ অর্থ বিভাগের সম্মতি সাপেক্ষে আউটসোর্সিং নীতিমালার আওতা বহির্ভূত রাখা যাবে;

(৪) কোন সেবা ক্রয়কারীর কার্যালয়ে আউটসোর্সিং এর জন্য, চিহ্নিত কোন সেবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ও সরকারি স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা থাকলে ঐ কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সেবা অর্থ বিভাগের সম্মতি সাপেক্ষে এ নীতিমালার আওতা বহির্ভূত রাখতে হবে;

(৫) আউটসোর্সিং এর জন্য, নির্ধারিত সেবাসমূহের তালিকা, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুসরণক্রমে সেবাক্রয় করতে হবে;

(৬) আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানকারীর শারীরিক সক্ষমতা থাকতে হবে;

(৭) সেবা ক্রয়কারী আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর আলোকে সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অথবা সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি নির্বাচন করবে;

(৮) সেবা ক্রয়কারী প্রয়োজনে, অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণপূর্বক সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সরাসরি সেবা প্রদানকারীর সংগেও সেবা ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে;

(৯) সরকারি তহবিল দ্বারা আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানকারীর ক্যাটাগরি, সংখ্যা ও যোগ্যতা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে।

(১০) আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানকারী ব্যক্তির বয়সসীমা ১৮-৬০ বছর হবে।

৪। **আউটসোর্সিং সেবাসমূহের তালিকাঃ** আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সেবাসমূহের তালিকা এ নীতিমালার পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত করা হল।

৫। **সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও চুক্তিঃ**

(১) সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ, লাইসেন্সিং, নিরীক্ষণ ও ডাটাবেজ প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি এবং সেবা প্রদানকারীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও ব্যবস্থাপনা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ সম্পাদন করবে;

(২) ক্রয়কারীর সাথে সেবা সরবরাহকারীর চুক্তি সম্পাদন, চুক্তির মেয়াদ ও নবায়নসীমা, সেবা ক্রয়কারী-সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান-সেবা প্রদানকারী সম্পর্ক, সেবা ক্রয়কারী-সেবা প্রদানকারী সম্পর্ক, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ দ্বারা নির্ধারিত হবে।

৬। **আউটসোর্সিং সেবা ক্রয়ের ব্যয় পরিশোধঃ** সেবা ক্রয়কারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাজেটে ''ভৌত সেবা (Non-consulting Service) '' খাতে বরাদ্দ হতে আউটসোর্সিং সেবা ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানো যাবে।

৭। **আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবাগ্রহণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় আর্থিক বিষয়াবলীঃ**

(১) আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত সেবা প্রদানকারীর মাসিক সেবামূল্য ও প্রণোদনা এবং সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম কমিশন অর্থ বিভাগ কর্তৃক, সময় সময় জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। সেবা ক্রয়কারী কর্তৃক ঘোষিত নির্ধারিত সেবাঘণ্টা, সেবা প্রদানকারীর সেবা সময় হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ক্রয়কারীর চাহিদা মোতাবেক অতিরিক্ত সময় সেবাদানে নিয়োজিত থাকলে চুক্তি মোতাবেক অতিরিক্ত সেবামূল্য প্রদেয় হবে;

(২) আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত সেবা প্রদানকারীর সেবামূল্য সেবা প্রদানকারীর নিজ নামীয় ব্যাংক হিসাবে সেবা ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদেয় হবে।

৮। **রহিতকরণ ও হেফাজতঃ**

(১) এ নীতিমালা বলবৎ হওয়ার তারিখে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সেবাগ্রহণ নীতিমালা, ২০০৮ রহিত হয়েছে বলে গণ্য হবে;

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত নীতিমালার আওতায় যে সব কার্যক্রম নিষ্পন্ন হয়েছে, তা চুক্তিকালীন সময় পর্যন্ত বহাল থাকবে।

স্বাক্ষরিত/-
০১-০১-২০১৯
(আব্দুর রউফ তালুকদার)
অর্থ সচিব

"পরিশিষ্ট ক"

আউটসোর্সিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবাগ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী সেবা ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সেবাসমূহের তালিকাঃ

(১) নিরাপত্তা ও পাহারা (KPI ব্যতীত);
(২) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং বাগান পরিচর্যা;
(৩) পরিবহন সেবা;
(৪) ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও কাঠের কাজ;
(৫) কুকিং ও ডাইনিং সংক্রান্ত;
(৬) হোস্টেল, মেসরুম, ক্লাব, স্পোর্টস এবং কমনরুম সংক্রান্ত;
(৭) হাউজ কিপিং, কেয়ার টেকিং এবং হাসপাতাল সেবা সংক্রান্ত;
(৮) লিফট মেইন্টেনেন্স, পাম্প অপারেটিং, জেনারেটর অপারেটিং, মেশিন অপারেটিং ও প্রজেক্টর অপারেটিং সংক্রান্ত;
(৯) এয়ার কন্ডিশন যন্ত্র স্থাপন ও মেইন্টেনেন্স;
(১০) ডাক বিতরন সংক্রান্ত;
(১১) স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ; এবং
(১২) অর্থ বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্য যে কোন সেবা।

নং ০৭.১৫৫.০২৯.০৭.০০.০১.২০১২ তারিখ-০১/০১/২০১৯

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩। সিনিয়র সচিব/সচিব........(সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ)
৪। সচিব, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়
৫। সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়
৬। সচিব, নির্বাচন কমিশন
৭। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
৮। সচিব, বাংলাদেশ কর্ম কমিশন সচিবালয়
৯। মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
১০। হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক

০১/০১/২০১৯
(সুলেখা রাণী বসু)
মুখ্য সচিব
ফোন-৯৫৬৬৯৫১
E-mail: sulekhar@finance.gov.bd

চূড়ান্ত সংস্করণ

সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

(National Integrity Strategy of Bangladesh)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কার্তিক ১৪১৯/অক্টোবর ২০১২

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

জাতীয় মুক্তির ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই দীর্ঘ সংগ্রামের চালিকাশক্তি ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন। কিন্তু রাষ্ট্রের একচল্লিশ বছরের ইতিহাসে সেই স্বপ্ন বারবার বাধাগ্রস্ত হয়েছে, পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং মুখ থুবড়ে পড়েছে। জাতির পিতার শাহাদাত, সামরিক শাসন এবং স্বৈরাচারী, গণবিরোধী ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির ক্ষমতা দখল জনগণের সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নকে বারবার দূরে সরিয়ে দিয়েছে। জনগণের জীবনে এ ধরনের শাসনের কুফল প্রতিফলিত হয়েছিল অনুন্নয়নে, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অবদমনে, রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনায়, দুর্নীতিতে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শুদ্ধাচারের অভাবে। জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর আমাদেরকে এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে, অব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়।

এই যুদ্ধকে আমরা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তাঁর শাসনামলে একই ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বরে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ''... সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না – চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।'' আমরাও আমাদের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রনিষ্ঠার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে আলোকে আইনকানুন, নিয়মনীতি, পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তাদের বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে; দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি, আইনকানুন প্রণয়ন ও প্রয়োগই যথেষ্ট নয়; তার জন্য সামগ্রিক এবং নিরবচ্ছিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসাবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই কৌশলটি বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। চরিত্রনিষ্ঠা আনয়নের জন্য মানুষের জীবনের একেবারে গোড়া থেকে, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। রাজনীতিতেও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) আমরা সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছি। 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' শীর্ষক দলিলে দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এই আন্দোলনে সবাইকে অংশীদার হতে হবে।

আমরা সবাইকে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মুখবন্ধ

রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য ও দায়িত্ব হল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নেই রাষ্ট্র সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য কৌশল হল সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা এবং দেশে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা।

দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ উল্লিখিত মহান আদর্শকে রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছিল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে 'মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ' রাষ্ট্র-পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং 'অনুপার্জিত আয়'কে সর্বতোভাবে বারিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। এই নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সরকার অব্যাহতভাবে দুর্নীতি দমনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং এরই সুসমন্বিত উদ্যোগ হিসাবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে এই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না।" দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বহুবিধ আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আরও কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করেছে, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশ কিছু নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে এবং এগুলির ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করেছে। কিন্তু দুর্নীতিকে কেবল আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে দমন করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এই কৌশলপত্রটিতে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পদ্ধতিগত সংস্কার, তাদের কৃত্য, কৃতি এবং দক্ষতার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি একটি সমন্বিত ও সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে শুদ্ধাচারকে একটি আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান দলিলপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে; সরকারি কর্মকর্তা, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, সুশীল সমাজ ও নাগরিকগোষ্ঠীর সঙ্গে পরামর্শসভা আয়োজনের মাধ্যমে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে; মাননীয় সংসদ সদস্য ও অন্যান্য অংশীজনের অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। জনমত যাচাইয়ের জন্য খসড়া কৌশলপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছিল। কৌশলপত্রটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের লিখিত মতামতও গ্রহণ করা হয়েছে। খসড়াটি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিসভা কর্তৃক মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে দলিলটির কাঠামো ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেসব মতামত ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন সেগুলির আলোকে সার্বিকভাবে এই দলিলটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। গত ১৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে কৌশলপত্রটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়।

এই দলিলটি প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে এবং এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কর্তৃক গঠিত কমিটির সকল সম্মানিত সদস্যকে তাঁদের উপদেশ ও নির্দেশনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এ বিষয়ে মূল্যবান দিক্-নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দলিলটি পর্যালোচনান্তে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট সকল রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং এদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এই দলিলে বিধৃত কার্যাবলিতে যুক্ত হয়ে শুদ্ধাচারকে একটি আন্দোলন হিসাবে গড়ে তুলবেন এবং তাতে উৎকর্ষ আনয়ন করবেন।

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভুইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা
নির্বাহী সারসংক্ষেপ		ঘ-ঙ
অধ্যায় ১: পটভূমি		১
১.১	ভূমিকা	১
১.২	শুদ্ধাচারের ধারণা	১
১.৩	শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন ও নিয়মনীতি এবং গৃহীত পদক্ষেপ	১
১.৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের যৌক্তিক ভিত্তি	২
১.৫	জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা	৩
১.৬	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	৪
অধ্যায় ২: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল – রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান		৫
২.১	নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন	৫
২.২	জাতীয় সংসদ	৭
২.৩	বিচার বিভাগ	৯
২.৪	নির্বাচন কমিশন	১১
২.৫	অ্যাটর্নি জেনারেল	১২
২.৬	সরকারি কর্ম কমিশন	১৩
২.৭	মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	১৪
২.৮	ন্যায়পাল	১৬
২.৯	দুর্নীতি দমন কমিশন	১৬
২.১০	স্থানীয় সরকার	১৮
অধ্যায় ৩: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল – অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান		২০
৩.১	রাজনৈতিক দল	২০
৩.২	বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান	২১
৩.৩	এনজিও ও সুশীল সমাজ	২২
৩.৪	পরিবার	২৪
৩.৫	শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	২৪
৩.৬	গণমাধ্যম	২৫
অধ্যায় ৪: বাস্তবায়ন ও উপসংহার		২৭
৪.১	বাস্তবায়ন ব্যবস্থা	২৭
৪.২	পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	২৭
৪.৩	উপসংহার	২৮

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

১. বাংলাদেশ একটি উদীয়মান, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র। এই জাতির লক্ষ্য 'রূপকল্প ২০২১'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী এক দশকে দেশটিতে ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য থাকবে না। দেশে বিরাজ করবে সুখ, শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা' হবে, 'যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত' হবে। সরকার বিশ্বাস করে যে, এই লক্ষ্য পূরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রের অবশ্য-কর্তব্য, এবং সেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য পরাকৌশল। ঐতিহ্যগতভাবে লব্ধ এবং বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রণীত আইনকানুন, বিধিবিধান ও পদ্ধতি সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। কিন্তু কেবল আইন প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে নাগরিকগণ চরিত্রনিষ্ঠ হয়, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পায়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই একটি কৌশল-দলিল হিসাবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে।

২. ২০০৮ সালের নির্বাচনে ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের নির্বাচনী ইশতেহারেও 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণের' প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছিল। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সরকার সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত তিন বছর নয় মাসে সরকার ১৮০ টি আইন ও ৩৩টি কর্মকৌশল ও নীতি প্রণয়ন করেছে। দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম যেসব আইন প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯', 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯', 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯', 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯', 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯', 'চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০', 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১', 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২', 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২', 'প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২', ইত্যাদি। এক্ষণে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়, এবং আরও সুনির্দিষ্টভাবে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় এসব আইনের প্রয়োগ ও কার্যকারিতার মূল্যায়ন প্রয়োজন, তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সংযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। সেইসঙ্গে এক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ কর্মধারা নির্ধারণও জরুরি হয়ে পড়েছে। এই শুদ্ধাচার কৌশলটি সে লক্ষ্যেই গৃহীত একটি উদ্যোগ । দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের ভবিষ্যৎ-কৌশল চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়নে এই কৌশল-দলিলটি সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৩. বাংলাদেশ জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-এর অনুসমর্থনকারী দেশ। দুর্নীতি নির্মূলের জন্য 'ফৌজদারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে' সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই কনভেনশনে। বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৬) এবং 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১'-এও সমধর্মী কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দলিলে বিধৃত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ উল্লিখিত কনভেনশন ও পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্য অর্জনে প্রণীত একটি সমন্বিত কৌশল।

৪. শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি-পর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এই দলিলটিতে শুদ্ধাচারের এই অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনই পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সাকুল্যে অরাষ্ট্রীয় হিসাবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনটি অঙ্গে বিভক্ত – বিচার বিভাগ. আইনসভা ও নির্বাহী বিভাগ। তারা স্বাধীন সত্তায় তাদের নিজস্ব কর্মবৃত্তে যথাক্রমে বিচারকার্য, রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও নির্বাহীকার্য পরিচালনা করে। সংবিধান অনুযায়ী গঠিত আরও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন, নির্বাচন কমিশন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্ম কমিশন, ন্যায়পাল, যারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত এবং যারা বাজেট ও আর্থিক নিয়মাবলি অনুসরণ সাপেক্ষে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে তাদের কর্মসম্পাদন করে। অন্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা আলাদা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট, এবং 'সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ' হিসাবে অভিহিত; যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, ইত্যাদি। সংবিধানে স্থানীয় শাসনের যে-ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম ও শহরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের সকলের ভূমিকাকেই গুরুত্ব প্রদান জরুরি।

৬. এই দলিলটিতে রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আইনকানুন ও বিধিবিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, তাদের পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে তারা হল: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন, ২. জাতীয় সংসদ, ৩. বিচার বিভাগ, ৪. নির্বাচন কমিশন, ৫. অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, ৬. সরকারি কর্ম কমিশন, ৭. মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ৮. ন্যায়পাল, ৯. দুর্নীতি দমন কমিশন, ১০. স্থানীয় সরকার এবং অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১. রাজনৈতিক দল, ২. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ৩. এনজিও ও সুশীল সমাজ, ৪. পরিবার, ৫. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ৬. গণমাধ্যম। এই কৌশলটির রূপকল্প হল 'সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' – রাষ্ট্র এবং সমাজ হিসাবে এটিই বাংলাদেশের গন্তব্য; আর সেই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য রাষ্ট্রে ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সবচেয়ে জরুরি কাজ। 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল হিসাবে বিবেচিত এবং সরকার গুরুত্বপূর্ণ একটি অবলম্বন হিসাবে এটি প্রণয়ন করছে।

৭.	উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। এগুলিতে পদ্ধতিগত সংস্কারও সাধন করা হচ্ছে। তবে বর্তমানে এসব কার্যক্রম ও সংস্কার-উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও এগুলির একটি সম্মিলিত রূপ প্রদানের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে – এই কৌশলটিতে সে উদ্যোগই নেওয়া হয়েছে। চিহ্নিত সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাদের কৃত্য, কৃতি, বিবর্তন, বর্তমান অবস্থা ও তাদের চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা কর্মপরিকল্পনা বিধৃত করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনায় বাস্তবায়নকাল হিসাবে স্বল্পমেয়াদ (এক বছরের মধ্যে), মধ্যমেয়াদ (তিন বছরের মধ্যে) এবং দীর্ঘমেয়াদ (পাঁচ বছরের মধ্যে) চিহ্নিত করা করা হয়েছে। এই দলিলটিকে নীতিগতভাবে একটি বিকাশমান দলিল হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে এবং এতে সময়ের বিবর্তনে এবং প্রয়োজনের নিরিখে নতুন সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে । প্রতিটি প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানগুচ্ছের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ছকে কার্যক্রম (intervention) চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী

৮.	মূলত জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই সরকার এই কৌশলটি বাস্তবায়ন করবে। কৌশলটিতে রাষ্ট্রের অন্য দুটি অঙ্গ – বিচার বিভাগ ও আইনসভা, এবং সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্যও কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উচ্চ গুরুত্ব বিবেচনা করে এসব প্রতিষ্ঠান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিহ্নিত পথরেখা অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন এসব প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা ও সম্পদ সরবরাহ করবে। সুশীল সমাজ ও শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জনপ্রশাসন সহযোগিতা প্রদান করবে এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে। 'শুদ্ধাচার কৌশল'টি বাস্তবায়নের জন্য একটি 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্য, কয়েকজন আইনপ্রণেতা, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সচিব, এনজিও ও সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক-প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। সুশীল সমাজ, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের সদস্যগণ পরিষদে সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। এই উপদেষ্টা পরিষদ বছরে অন্ততপক্ষে দু'বার সভায় মিলিত হবে এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করবে এবং এ সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। এই কৌশল-দলিলটির আওতায় চিহ্নিত কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকৃতভাবে বাস্তবায়িত হবে। এতে চিহ্নিত দায়িত্বপালনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাতে সহায়তা প্রদান করবে। প্রতি মন্ত্রণালয়ে 'নৈতিকতা কমিটি' ও 'শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট' প্রতিষ্ঠা করা হবে। তারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি দমন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং পরিবীক্ষণ করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সচিবালয় হিসাবে কাজ করবে এবং সার্বিকভাবে সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচারকে স্বীকৃতি প্রদান ও উৎসাহিতকরণের জন্য 'শুদ্ধাচার পুরস্কার' প্রবর্তন করা হবে। সেই লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ, ব্যবসায় খাত ও সুশীল সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন, তাদের জন্য সরকার বার্ষিক পুরস্কার প্রবর্তন করবে।

৯.	এই কৌশলটির রূপকল্প (vision) হচ্ছে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। বাংলাদেশ ও তার সংগ্রামী মানুষের এটিই হল কাঙ্খিত গন্তব্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য রাষ্ট্র, তার প্রতিষ্ঠানসমূহে ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করবে তা-ই প্রত্যাশিত। শুদ্ধাচার কৌশলকে এ প্রত্যাশা পূরণের একটি অবলম্বন হিসাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এই কৌশলটির অনুসরণ ও বাস্তবায়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে জনগণ ও জাতির পিতার স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠায় কার্যকর অবদান রাখবে।

অধ্যায় ১
পটভূমি

১.১ ভূমিকা

(ক) বাংলাদেশ একটি উদীয়মান, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র। এই জাতির লক্ষ্য 'রূপকল্প ২০২১'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগামী এক দশকে দেশটিতে ক্ষুধা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য থাকবে না; দেশে বিরাজ করবে শান্তি, সুখ, সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি। সংবিধানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 'এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা' হবে 'যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত' হবে।

(খ) রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ জনগণের মঙ্গল এবং জাতীয় জীবনের সর্বত্র উচ্চাদর্শ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে 'জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণ' এবং 'জাতিসংঘের সনদ মেনে চলার' প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল মানবসত্তার সেই মর্যাদা এবং মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা সম্ভব। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই সর্বজনীন এসব আদর্শের বাস্তবায়ন এবং সেইসঙ্গে সাংবিধানিক মৌলনীতি পালনে ন্যায়পরায়ণ, দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট আছে। নির্বাচনে ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছে, 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ক্ষমতাবান লোকদের বছরওয়ারী সম্পদের বিবরণী দাখিল করতে হবে। ঘুষ, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অর্থ আদায়, চাঁদাবাজি এবং দুর্নীতি দূর করার জন্য কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যারা অনুপার্জিত ও কালো টাকার মালিক, যারা ব্যাংকের ঋণখেলাপি, টেন্ডারবাজ এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে পেশিশক্তি ব্যবহার করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের একাধিপত্য ভেঙ্গে দেওয়া হবে।' নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলের নির্বাচনী ইশতেহারেও অনুরূপ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে।

১.২ শুদ্ধাচারের ধারণা

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তিপর্যায়ে এর অর্থ হল কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এই দলিলটিতেও শুদ্ধাচারের এই অর্থকেই গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যক্তির সমষ্টিতেই প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয় এবং তাদের সম্মিলিত লক্ষ্যই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সমন্বিত রূপ হিসাবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। বাংলাদেশের সমাজ বিভিন্ন খাত, যথা রাষ্ট্র, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজে বিভিন্ন আইনকানুন, নিয়মনীতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পালন ও লালন করে শুদ্ধাচার অনুশীলন করে চলেছে এবং সময়ের চাহিদা অনুযায়ী তাতে সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করছে।

১.৩ শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন ও নিয়মনীতি এবং গৃহীত পদক্ষেপ

(ক) বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ; এর নাগরিকবৃন্দ, পরিবার, রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজও হবে দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী। ব্যক্তিমানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে এবং অনুসৃত হচ্ছে। ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে গৃহীত আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনায় কতিপয় মূলনীতি নির্ধারিত হয়। সেই অনুযায়ী আমাদের প্রত্যয় হল:

১. মানুষের উপর মানুষের শোষণ থেকে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিতকরণ (১০ অনুচ্ছেদ);
২. মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ);
৩. মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিতকরণ (১১ অনুচ্ছেদ);
৪. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);
৫. নাগরিকের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ও সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);
৬. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯ অনুচ্ছেদ);
৭. প্রত্যেকের যোগ্যতা বিবেচনা করে কর্মানুযায়ী পারিশ্রমিক নিশ্চিতকরণ (২০ অনুচ্ছেদ);
৮. কোন ব্যক্তিকে অনুপার্জিত আয় ভোগ থেকে অসমর্থকরণ (২০ অনুচ্ছেদ)।

এই সূত্রে রাষ্ট্র ও সমাজে কার্যকরভাবে ন্যায় ও সততা প্রতিষ্ঠা এবং সফলতার সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের একটি মূল নীতি।

(খ) যে কোনও ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ কিংবা সুযোগ ব্যবহারের উদ্যোগে দুর্নীতি সংঘটিত হতে পারে। সেজন্য দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান সুদূর অতীত থেকেই চালু রয়েছে। ১৮৬০ সালের Penal Code-এ দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধান রয়েছে। ১৯৪৭ সালে দুর্নীতি দমন আইন পাশ হয়। ২০০৪ সালের ৫ নম্বর আইনে 'দেশে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি ও অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান' প্রণীত হয়। এই আইনের আওতায় যেসব কার্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয় তা হল: '(খ) The Prevention of Corruption Act, 1947 (Act 11 of 1947)-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ; (গ) The Penal Code 1860 (Act XLV of 1860)-এর sections 161-169, 217, 218, 408, 409 and 477A-এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ;' এবং এসব অপরাধের সঙ্গে সংযুক্ত সহায়তাকারী ও

ষড়যন্ত্রমূলক ও প্রচেষ্টামূলক অপরাধকার্য। সম্প্রতি প্রণীত 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২'-এর আওতাধীন অপরাধও দুর্নীতি হিসাবে বিবেচিত। সহজ বর্ণনায় এসব অপরাধ হল সরকারি কর্মচারীদের বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিশ গ্রহণ; সরকারি কর্মচারীদের অসাধু উপায়ে প্রভাবিত করার জন্য বকশিশ গ্রহণ; সরকারি কর্মচারী কর্তৃক বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ; কোনও মানুষের ক্ষতি সাধনার্থে সরকারি কর্মচারীদের আইন অমান্যকরণ; সরকারি কর্মচারীর বেআইনি ব্যবসা পরিচালনা; কাউকে সুবিধা প্রদানের জন্য সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশ অমান্যকরণ, ভুল রেকর্ড ও লিপি প্রস্তুতকরণ; অসাধু উপায়ে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ; অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ; প্রতারণা; জালিয়াতি; সরকারি নথিপত্র ও রেজিষ্টার, জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ; হিসাবপত্র বিকৃতকরণ, অর্থ পাচার, ইত্যাদি। অন্যবিধ আর্থিক দুর্নীতি, অনুপার্জিত সম্পত্তিলাভ ও ভোগ, অর্থসম্পত্তি পাচারের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য আয়কর আইনে কৃত অপরাধকেও দুর্নীতিমূলক অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। কেবল জনপ্রশাসনেই নয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ ও এনজিও-র দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে দুর্নীতি দমন আইন কার্যকর আছে। সরকার কর্তৃক অনুসৃত ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬' ও 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮' অনুসৃত হয়। এনজিওদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য সরকার প্রণীত আইনি ও নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়। শিল্প, ব্যবসা-বণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আইনসমূহ প্রযোজ্য হয়। সামগ্রিকভাবে এই সকল আইনকানুন ও নিয়মনীতি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালনে অবদান রাখে।

(গ) প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন, নতুন নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে নিরন্তর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সরকার রাষ্ট্রে ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করেছে। 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২'-এর সুষ্ঠু প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১' প্রণয়ন করে দুর্নীতি সংঘটন সম্পর্কিত ঘটনার সংবাদদাতাদের সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে দুর্নীতি প্রতিরোধকে জোরদার করা হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাশ করে সরকার জনসাধারণ এবং গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রাপ্তির দাবি ও চাহিদা মেটানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য তথ্য কমিশনও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংসদের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন ও গণমানুষের কাছে এর কার্যক্রম প্রচার প্রসারের জন্য 'সংসদ টেলিভিশন' চালু করা হয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে একাধিপত্য রোধকল্পে ব্যবসায় 'প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে বিচারকার্যে শুদ্ধাচার অনুশীলনকে জোরদার করা হয়েছে। সরকার দুর্নীতির মামলাসমূহ পরিচালনাকে ত্বরান্বিত ও জোরদার করেছে; পৃথক 'প্রসিকিউশন উইং' প্রতিষ্ঠা করেছে। সরকারি কর্মকর্তাদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আয়কর প্রদান ও সম্পত্তির হিসাব প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতাকে জোরদার করার জন্য নিজস্ব কর্মকতা-কর্মচারী নিয়োগ ও আর্থিক স্বনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসনেও প্রভূত সংস্কার সাধিত হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদ্ধতিগত সংস্কার সাধন করেছে এবং নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাদের সংশোধন আনয়ন করেছে। নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশনে (জুন, ২০১২) পাশকৃত ১৮০টি আইনের মধ্যে উল্লিখিত আইনসমূহ ছাড়াও দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইন ও নীতি হল: 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯', 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯', 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯', 'আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০১০', 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯', 'চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০', 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০', 'পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২', 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০, ইত্যাদি।

১.৪ শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের যৌক্তিক ভিত্তি

(ক) তত্ত্বগতভাবে বলা চলে যে, উল্লিখিত আইনকানুন ও প্রথা-পদ্ধতি এবং উন্নয়ন উদ্যোগ দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে এবং তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতা হতে প্রতীয়মান হয় যে, সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাবে এগুলির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন আইন ও কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনও এখানে বড় বাধা। রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এগুলির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। অতীতে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রম এত বিশাল এবং বিপুল ছিল না; সম্প্রতি কেবল সরকারি খাতেই নয়, এনজিও খাত ও বেসরকারি খাতেও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিপুল প্রসার ঘটেছে। এ সকল কর্মকাণ্ডে বিপুল পরিমাণ সম্পদের সংশ্লিষ্টতা ঘটছে এবং পূর্বেকার সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি এবং লোকবলের মাধ্যমে তাদের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কষ্টকর হয়ে পড়ছে; সরকারি-ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজনের দুর্নীতির সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি, সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের কারণে লোকজনের মধ্যে দুর্নীতির প্রবণতাও বাড়ছে বলে প্রতীয়মান হয়। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করেছে; এরই সমন্বিত প্রচেষ্টা হিসাবে এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই শুদ্ধাচার কৌশলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

(খ) প্রথম ও দ্বিতীয় 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রে' দুর্নীতিকে উন্নয়নের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এর প্রতিকারমূলক উদ্যোগের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছিল। চলমান ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (অর্থ-বছর ২০১১-২০১৫) সুশাসন ও দুর্নীতি দমনকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দলিলটিতে 'দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ' শিরোনামের উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ''সরকার দুর্নীতি সুরাহা করার গুরুত্ব স্বীকার করে এবং অধিকতর হারে 'ই-গভর্নেন্স' যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, 'সিটিজেন চার্টার' প্রণয়ন করে নাগরিকগণের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে, সরকারের কর্মকাণ্ডকে অধিকতর স্বচ্ছ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রদানের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করে দুর্নীতির সুযোগ হ্রাস করার লক্ষ্যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'' 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১' দুর্নীতি দমনের উদ্যোগকে একটি আন্দোলন হিসাবে অভিহিত করে সরকারি কাজে 'জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা', 'স্বচ্ছ সংগ্রহ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা', 'নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধন', 'কার্যকর ন্যায়পাল' প্রতিষ্ঠা, এবং 'আইনশৃঙ্খলা' পদ্ধতির উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। দুর্নীতিবিরোধী এই আন্দোলন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উল্লিখিত পরিকল্পনাসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেইসঙ্গে একটি সমন্বিত ও সংহত পরাকৌশল অনুসরণ করা হলে দুর্নীতি দমন অধিকতর কার্যকর হবে বলে প্রতীয়মান হয়।

(গ) সরকারি দফতর ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অতি সহজে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ভূমি রেকর্ড, পুলিশের সাধারণ ডায়েরি, কারখানার মূল্য সংযোজনের হিসাব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বা পরীক্ষার বিষয়, এ সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার দুর্নীতি উৎপাটন করতে সক্ষম। সরকার তাই মনে করে যে, সরকারি দফতরে অথবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম এবং অনেকে ক্ষেত্রে তা সম্ভব করে তুলেছে। সেজন্য সরকার ব্যাপকভাবে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুতায়িত করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

(ঘ) স্বাধীনতা লাভের গোড়া থেকেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের গৃহীত সকল নীতি ও কনভেনশনের প্রতি অব্যাহতভাবে সমর্থন প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত আছে যে, ' ... আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘ সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা – এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি...।'। জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) জাতিসংঘের একটি উল্লেখযোগ্য কনভেনশন এবং বাংলাদেশ তা অনুসমর্থন করেছে। উল্লিখিত কনভেনশনটিতে দুর্নীতি নির্মূলের জন্য 'ফৌজদারি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ, আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে' সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কনভেনশনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র তার আইন-ব্যবস্থার মৌলিক নীতিমালা অনুযায়ী কার্যকর এবং সমন্বিত দুর্নীতিবিরোধী নীতি প্রণয়ন করবে যা সমাজের অংশগ্রহণকে উন্নত করবে এবং আইনের শাসন, জনসম্পদ এবং জনসংযোগের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি-নীতির প্রতিফলন ঘটাবে।' (অনুচ্ছেদ ৫.১)। এই প্রেক্ষাপটে শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এ কনভেনশন বাস্তবায়নের বিষয়ে জাতিসংঘে প্রদত্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিবেদনে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বিবিধ অভ্যন্তরীণ পদ্ধতিগত দুর্বলতার সুযোগেই দুর্নীতির প্রসার ঘটে।' পদ্ধতিগত সেসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধকে একটি কার্যকর ও গতিশীল আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৌশল-দলিল হিসাবে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার উৎসাহিতকরণের ক্ষেত্রে অব্যাহত কার্যক্রমের প্রতিনিধিত্বমূলক দলিল হিসাবে সরকার এই 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করছে।

[[[১.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা

(ক) সমাজ ও রাষ্ট্রে দুর্নীতি নির্মূল ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাষ্ট্র আইনকানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, সমাজ তা প্রতিপালন করে; সেইসঙ্গে সমাজের নীতিচেতনা ও মূল্যবোধও রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয়। এই সম্পর্কের জটাজালে ব্যক্তিমানুষের নৈতিকতা ও শুদ্ধতার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা যেমন প্রয়োজন, তেমনি তার যুক্তরূপ প্রতিষ্ঠানগত শুদ্ধাচার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠাও জরুরি। এই কৌশলটির চূড়ান্ত লক্ষ্য ব্যক্তিমানুষের শুদ্ধাচার, অন্য কথায় চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা; কিন্তু এর হাতিয়ার হিসাবে প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র, বেসরকারি ব্যবসা খাত ও সুশীল সমাজের যেসব প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে প্রতীয়মান হয়, তাদের উন্নয়ন বিবেচনা করা হয়েছে; শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-নীতির উন্নয়ন সাধন, ক্ষেত্রবিশেষে আইন ও পদ্ধতির পরিবর্তন এবং নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রবর্তন, লোকবলের দক্ষতার উন্নয়ন, এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে এ দলিলটিতে।

(খ) একজন মানুষের নৈতিকতা শিক্ষা শুরু হয় পরিবারে এবং শুদ্ধাচার অনুসরণের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তার পরের ধাপে আছে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান; নৈতিক জীবন গড়ার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অপরিসীম। এ প্রেক্ষাপটে শুদ্ধাচারের কৌশলে এগুলির ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। সরকারের নির্বাহী বিভাগের জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকারসমূহ সরকারি কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা, এবং এগুলিতে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাই কৌশলটির মূল লক্ষ্য। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তিনটি অঙ্গে বিভক্ত – আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগ। তারা স্বাধীন সত্তায় তাদের কর্মবৃত্তে যথাক্রমে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, নির্বাহীকার্য ও বিচারকার্য পরিচালনা করে। সংবিধান অনুযায়ী গঠিত আরও কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেমন, নির্বাচন কমিশন, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সরকারি কর্ম কমিশন, ন্যায়পাল বাজেট ও আর্থিক নিয়মাবলি পালন সাপেক্ষে স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদনে ক্ষমতাবান। অন্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা আলাদা আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট এবং 'সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ' হিসাবে অভিহিত। যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, ইত্যাদি। সংবিধানে স্থানীয় শাসনের যে-ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম ও শহরের স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের সকলের ভূমিকাকেই বিবেচনা করা জরুরি। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে তেমনই রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সাকুল্যে অরাষ্ট্রীয় হিসাবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সার্বিক বিচারে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে:

(অ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

১. নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন
২. জাতীয় সংসদ
৩. বিচার বিভাগ
৪. নির্বাচন কমিশন
৫. অ্যাটর্নি জেনারেল
৬. সরকারি কর্ম কমিশন
৭. মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
৮. ন্যায়পাল
৯. দুর্নীতি দমন কমিশন
১০. স্থানীয় সরকার

(আ) অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

১. রাজনৈতিক দল
২. বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান
৩. এনজিও ও সুশীলসমাজ
৪. পরিবার
৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান
৬. গণমাধ্যম

(গ) এই কৌশলটি প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান দলিলপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে; বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন, সুশীল সমাজ ও নাগরিকগোষ্ঠীর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরামর্শসভা আয়োজন করে তাদের মতামত বিবেচনা করা হয়েছে; মাননীয় সংসদ সদস্য ও অন্যান্য অংশীজনের প্রদত্ত অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। জনমত যাচাইয়ের জন্য খসড়া কৌশলপত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছিল এবং তাতে প্রাপ্ত মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। কৌশলপত্রটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের লিখিত মতামতও গ্রহণ করা হয়েছে। খসড়াটি পর্যালোচনার জন্য মন্ত্রিসভা কর্তৃক গঠিত মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে দলিলটির কাঠামো ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে যেসব মতামত প্রকাশ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন তার আলোকে সার্বিকভাবে এই দলিলটি বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই কৌশলপত্রটি দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচারের চূড়ান্ত দলিল নয়; সময়ে সময়ে এটি পর্যালোচিত হবে এবং এর উন্নয়ন সাধন করা হবে – এই ধারণার আলোকেই এই দলিলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.৬ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য (Vision and Mission)

রূপকল্পঃ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

অভিলক্ষ্যঃ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

অধ্যায় ২

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল — রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

এই কৌশলপত্রটিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এর প্রেক্ষাপট ও চ্যালেঞ্জ বর্ণনা করা হয়েছে এবং লক্ষ্য, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদ প্রস্তাব হয়েছে: এ মেয়াদসমূহ যথাক্রমে এক বছর, তিন বছর এবং পাঁচ বছর।

২.১ নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসন

২.১.১ প্রেক্ষাপট

(ক) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা, স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ ও অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, দপ্তর, সংবিধিবদ্ধ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা নিয়ে নির্বাহী বিভাগ গঠিত। নির্বাহী বিভাগের বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে জনপ্রশাসন। সরকারি কর্মকাণ্ডের একটি বৃহৎ অংশ এই বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে এবং শুদ্ধাচার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এই বিভাগ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। নির্বাহী বিভাগ রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গ, যেমন, আইনসভা ও বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য সাংবিধানিক সংস্থার স্বাধীনতা সুরক্ষা করে এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। শুদ্ধাচার পালনার্থে প্রণীত ও প্রতিষ্ঠিত আইনকানুন, সংসদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং বিচার বিভাগের কাছে জবাবদিহির মাধ্যমে এই বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ শুদ্ধাচার পালন করেন।

(খ) জনপ্রশাসনে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ যাতে স্বচ্ছতা ও নিয়মনিষ্ঠা পালন করে এবং দলীয় প্রভাব ও হস্তক্ষেপের ঊর্ধ্বে থেকে নাগরিকদের সেবা প্রদান করতে সক্ষম হয় তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সেই লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর থেকে জনপ্রশাসনে প্রভূত সংস্কার সাধন করা হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ক্যাডার ও সার্ভিসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে; পরবর্তী পর্যায়ে জনপ্রশাসনকে ঊনত্রিশটি ক্যাডার সার্ভিসে বিন্যস্ত করা হয়েছে; কর্মকর্তা কর্মচারীদের কৃতি মূল্যায়নে এবং পদোন্নতি প্রদানে নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে, আর্থিক পারিতোষিক বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সংস্কার সাধন করা হয়েছে। জনপ্রশাসনে শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রেই 'আচরন বিধি' ও 'সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল বিধি' প্রযুক্ত হয়। সরকারি কর্মকর্তাগণকে বর্তমানে 'আয়কর আইনের' বিধান অনুসারে আয়কর ও সম্পদের হিসাব প্রদান করতে হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যপরিধি সম্পূর্ণ জনপ্রশাসনে ব্যাপ্ত। জনপ্রশাসনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতির বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান পরিচালনা করে অভিযোগ দায়ের ও মামলা পরিচালনা করে। দুর্নীতির বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি দমন বিষয়ক পাঠক্রম অনুসৃত হচ্ছে।

(গ) বর্তমান সরকারের আমলে জনপ্রশাসনের বিপুল কর্মযজ্ঞে দক্ষতা আনয়ন, দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রভূত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। বিগত সাড়ে তিন বছরে সরকার নিয়ম-নীতি, পদ্ধতি ও আইনকানুনের সংস্কার সাধন করে সুশাসনকে জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নতুন আইন প্রণয়ন, তাদের সংস্কার ও পদ্ধতিগত উন্নয়নের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: বাজেট ও পরিকল্পনা খাতে 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ প্রণয়ন'; 'সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতাভুক্তকরণ'; 'কর্মকৃতিভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম' চালুকরণ; আর্থিক খাতে 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২' প্রণয়ন; 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন (সংশোধন) ২০১২' প্রণয়ন; 'সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) বিধিমালা, ২০০৬' সংশোধন; শিক্ষা খাতে 'শিক্ষা নীতি' জারি; স্বাস্থ্য খাতে 'স্বাস্থ্য নীতি' জারি; শিল্পায়ন উদ্যোগের ক্ষেত্রে 'শিল্প নীতি ২০১০' অনুমোদন, 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯' প্রণয়ন; জলবায়ু ও পরিবেশ খাতে 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন ২০১০' জারি; ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'জাতীয় আইসিটি আইন, ২০০৯ ও আইসিটি নীতিমালা, ২০০৯' প্রণয়ন, সকল ধরনের সরকারি ক্রয়ের জন্য e-procurement ও e-monitoring ব্যবস্থা চালুকরণ; নারী ও শিশুকল্যাণ খাতে 'জাতীয় শিশুশ্রম নীতি, ২০১০' জারি; সুশাসনের ক্ষেত্রে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' প্রণয়ন; 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১' প্রণয়ন; 'সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১' প্রণয়ন; 'মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২' প্রণয়ন; 'নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০১০' প্রণয়ন; 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯' প্রণয়ন, ইত্যাদি। এসব আইন ও ব্যবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান রাখছে।

(ঘ) নীতি বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং তাদের দক্ষতার উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনপ্রশাসনকে অধিকতর স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব অধিকতর নিবিড়ভাবে মনিটর করা প্রয়োজন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মমূল্যায়ন, পদোন্নতি প্রদান, কর্মজীবন সোপানের অগ্রগতি সাধন, প্রণোদনা প্রদানে অধিকতর সুষ্ঠুতা আনয়ন এবং পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটের সঙ্গে এগুলির সামঞ্জস্য বিধান প্রয়োজন। জনপ্রশাসনে আইনকানুন, বিধিবিধানে পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করে একে অধিকতর যুগোপযোগী করে তোলার মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার নিশ্চিত করাও জরুরি। কিছু কিছু সমস্যা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে; যেমন, ভূমি মালিকানা ও অধিকারিত্বের ক্ষেত্রে আইনের দুর্বল প্রয়োগ, ভূমি ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি, ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার, ভেজাল খাবার ও পণ্যের প্রসার, ইত্যাদি। সুশাসন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে কঠোরভাবে আইন ও বিধিবিধান প্রয়োগ এবং নতুন কিছু আইন ও নীতি প্রণয়ন জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

২.১.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন;
- উন্নততর দায়বদ্ধতাসহ কর্ম সম্পাদনে পাবলিক সার্ভিসের অধিকতর স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ;
- প্রশাসনিক কর্মপ্রক্রিয়ায় অধিকতর দক্ষতা ও কার্যকারিতা আনয়ন;
- নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি, বদলি ও প্রণোদনামূলক পারিতোষিকের সঙ্গে সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়নের সংযোগ সাধন;
- অন্যান্য খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিযোগিতামূলক বেতন ও সুবিধা-কাঠামো প্রতিষ্ঠা;
- বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে সুযোগের অধিকতর সামঞ্জস্য বিধান করে পাবলিক সার্ভিসের সামগ্রিক সংস্কার সাধন;
- সুস্পষ্টভাবে বিধৃত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি (যেমন আইন প্রয়োগ ও তদন্ত) নিশ্চিত করে অধিকতর নাগরিকবান্ধব আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গড়ে তোলা;
- জনপ্রশাসনে (বিশেষত পদোন্নতি, বদলি, বৈদেশিক নিয়োগ, ইত্যাদিতে) দৃষ্টিগ্রাহ্য নিরপেক্ষতা অবলম্বনে অধিকতর মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

২.১.৩ লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ

লক্ষ্য

জনগণের চাহিদা ও দাবির প্রতি দ্রুত সাড়া দানে সক্ষম, এবং জনগণ ও সংসদের নিকট দায়বদ্ধ, স্বচ্ছ নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে জনপ্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদ-বিবরণী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদানের ব্যবস্থা করা;
২. বেআইনি কাজ ও অসদাচরণ সম্পর্কে তথ্য-প্রদানকারী ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য ‘জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন’ বাস্তবায়ন;
৩. পাবলিক সার্ভিসে grievance redress system-এর আওতায় অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন;
৪. একটি আধুনিক বার্ষিক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থার প্রবর্তন;
৫. প্রতি বছর নিয়মিতভাবে শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. পাবলিক সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের জন্য সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন;
২. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ‘কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা’ প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দক্ষ, দায়বদ্ধ, যোগ্য ও দ্রুত সাড়াদান- সক্ষম নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা;
৩. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
৪. জ্যেষ্ঠতা, কৃতি, জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতামূলক পদোন্নতি পদ্ধতি প্রবর্তন;
৫. সরকারি সেবায় কার্যকারিতা আনয়ন ও গণমানুষের কাছে তা দ্রুত ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ই-গভর্নেন্স প্রবর্তন ও তার প্রসার;
৬. সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য যৌক্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে এগুলির সমন্বয় সাধন।

২.১.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন	সিভিল সার্ভিস আইন প্রণীত	মধ্যমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
২.	‘কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা’ প্রণয়ন	কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত ও অনুসৃত; পদোন্নতিতে স্বচ্ছতা ও যৌক্তিক নীতিমালা অনুসৃত	মধ্যমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩.	অংশগ্রহণমূলক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন	নতুনভাবে গৃহীত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসৃত	স্বল্পমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সকল মন্ত্রণালয়
৪.	বিধানানুসারে আয় ও সম্পদের বিবরণ নিয়মিতভাবে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে জমাদান	জমাকৃত বিবরণী-প্রতিবেদন	স্বল্পমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
৫.	সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের	স্থায়ী বেতন ও সার্ভিস কমিশন	দীর্ঘমেয়াদে	অর্থ বিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
	জন্য উন্নততর বেতন, ও সুবিধাদি প্রদান	প্রতিষ্ঠিত			বিভাগ
৬.	ই-গভর্নেন্স প্রবর্তনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা	ক) সকল মন্ত্রণালয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রচলন এবং ব্যবহার; (খ) ই-গভর্নেন্স-এর মাধ্যমে লব্ধ সরকারি সেবার সংখ্যা ও মান বৃদ্ধি	স্বল্পমেয়াদে	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৭.	অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন	সরকারি দপ্তরসমূহে অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য 'ফোকাল পয়েন্ট' নির্ধারিত এবং জনসাধারণ সে-সম্পর্কে অবহিত	স্বল্পমেয়াদে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সকল মন্ত্রণালয়
৮.	মন্ত্রণালয়সমূহের গুচ্ছ (cluster) গঠন	গুচ্ছ গঠিত ও গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	দীর্ঘমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সকল মন্ত্রণালয়
৯.	'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ প্রণয়ন'	গেজেটে আইন প্রকাশিত	বাস্তবায়িত	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১০.	মামলা তদন্তে পৃথক তদন্ত বিভাগ প্রবর্তন করা	গেজেটে আইন প্রকাশিত	স্বল্পমেয়াদে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ
১১.	ভূমি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	ভূমি ব্যবস্থায় 'ডিজিটাইজড্' পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত।	মধ্যমেয়াদে	ভূমি মন্ত্রণালয়	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
১২.	কঠোরভাবে খাদ্য ও পণ্যের ভেজাল প্রতিরোধ	ভেজাল প্রতিরোধ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	বিএসটিআই	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২.২ জাতীয় সংসদ

২.২.১ প্রেক্ষাপট

(ক) স্বাধীনতার পর হতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত, উভয় প্রকার সরকার প্রত্যক্ষ করেছে। ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার চালু আছে এবং ২০০৯ সাল থেকে নবম সংসদ কার্যকর 'দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান' হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। এই সংসদের প্রথম অধিবেশনেই নির্ধারিত সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে এবং সেগুলিতে সরকার ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যগণের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। কমিটিসমূহের সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং আলোচিত বিষয় সম্পর্কে সর্বসাধারণকে নিয়মিতভাবে অবহিত করা হয়।

(খ) জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে অব্যাহতভাবে আইন প্রণয়ন, নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম তদারকি, তত্ত্বাবধান ও প্রতিনিধিত্বমূলক কার্য সম্পাদন করছে। সংসদ সদস্যগণ সক্রিয়ভাবে আইনপ্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছেন এবং সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সরকারের 'বার্ষিক আর্থিক হিসাব' ও 'নির্দিষ্টকরণ হিসাব' এবং তৎসম্পর্কিত মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট ও তৎপ্রণীত অন্যান্য রিপোর্ট পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করছেন। স্বাধীনভাবে নির্বাহী বিভাগের ভূমিকা পর্যালোচনা, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যসম্পাদন, সংক্রিয়ভাবে প্রশ্নোত্তর-পর্ব পরিচালনা এবং অন্যান্য কার্যের মাধ্যমে সংসদ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবৃন্দের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করছে। সংসদীয় কমিটিসমূহ এখন অধিকতর তৎপর হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য তারা মাঠ পর্যায়েও বৈঠক করছে। সংসদ সদস্যগণের এবং স্থায়ী কমিটিসমূহের সাচিবিক চাহিদা পূরণে জাতীয় সংসদ সচিবালয় অধিকতর সক্ষমতা অর্জন করেছে। সংসদ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে সংসদের অধিবেশনসমূহ 'সংসদ টেলিভিশন'-এর মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। জাতীয় সংসদ ও সংসদ সচিবালয়ের সকল কার্যক্রমকে ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনয়নের মাধ্যমে 'ডিজিটাল পার্লামেন্ট' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) সর্ববিষয়ে সরকারি ও বিরোধী দলীয় সদস্যগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কেবল জাতীয় সংসদ 'দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান' হিসাবে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারে। বর্তমানে (২০১২ সালে) প্রধান বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ কমিটি-কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

করলেও নিয়মিত অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত রয়েছেন। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালনার্থে নিয়মিত অধিবেশনে সকল দলের সংসদ সদস্যগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

২.২.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- জাতীয় সংসদ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে উন্নততর দায়বদ্ধতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের উন্নততর তত্ত্বাবধানকার্য সম্পাদন;
- কার্যকর 'ফাইনেনসিয়াল ওভারসাইট কমিটি' (সরকারি হিসাব কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি, অনুমিত হিসাব কমিটি) গঠন, তাদের পরীক্ষণ ও তদারকি কার্য সম্পাদন;
- সংসদের নিয়মিত অধিবেশনে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহকে উন্নততর লজিস্টিক সহায়তা প্রদান।

২.২.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির (oversight) মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. কার্যপ্রণালী-বিধির আওতায় প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবৃন্দ এবং বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের জন্য যৌক্তিক সময় নিশ্চিতকরণ;

২. সংসদ সদস্যবর্গ ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের (ক) আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, (খ) সংসদীয় কমিটিসমূহের কার্যনির্বাহ, ও (গ) বাজেট প্রক্রিয়ায় সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৩. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সরকারের 'বার্ষিক আর্থিক হিসাব' ও সরকারের 'নির্দিষ্টকরণ হিসাব' তৎসম্পর্কিত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট ও তৎপ্রণীত অন্যান্য রিপোর্ট পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান জোরদারকরণ;

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. সংসদের অধিবেশনে বিরোধী দলের নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

২. সংসদের প্রথম অধিবেশনেই বিভিন্ন দলের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠনের রীতি অব্যাহত রাখা;

৩. প্রণীতব্য আইন কার্যকরভাবে পর্যালোচনা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকল্পে সংসদ কর্তৃক স্থায়ী কমিটিসমূহকে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত প্রদান নিশ্চিতকরণ; সেইসঙ্গে কার্যপ্রণালি বিধির আওতায় বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে কমিটিসমূহকে শক্তিশালীকরণ;

৪. জাতীয় সংসদকে অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর করার জন্য যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান।

২.২.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	সংবিধান ও কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী সংসদের প্রথম অধিবেশনে বিরোধী দলসমূহের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠন অব্যাহত রাখা	ভবিষ্যৎ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনে সকল সংসদীয় কমিটি গঠন সম্পন্ন করা	সংসদের প্রথম অধিবেশন চলাকালে	স্পীকার; সংসদ নেতা	রাজনৈতিক দলসমূহের সংসদ নেতা; সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা
২.	বিরোধী দলীয় সদস্যগণের সংসদের অধিবেশনে নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ	সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণের নিয়মিত অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনি সংস্কার সাধিত; নিয়মিত উপস্থিতির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত	চলমান ও দীর্ঘমেয়াদে	স্পীকার; সংসদ নেতা	সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা
৩.	প্রধানমন্ত্রী/ মন্ত্রীগণের প্রশ্নোত্তর পর্বে কার্যপ্রণালি-বিধির আওতায় বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যসহ সকল সদস্যের জন্য যৌক্তিক সময় বরাদ্দকরণ	প্রধানমন্ত্রী/ মন্ত্রীগণের প্রশ্নোত্তর পর্বে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যগণের বর্ধিত হারে অংশগ্রহণ	চলমান	স্পীকার	মন্ত্রীবৃন্দ

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
৪.	সংসদ সদস্যগণের সম্পদের বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা প্রবর্তন	সংসদের প্রথম অধিবেশনে সম্পদ-বিবরণী সংক্রান্ত তথ্য সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত	দীর্ঘমেয়াদে	স্পীকার	সংসদ সদস্যবৃন্দ; সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলীয় নেতৃবৃন্দ
৫.	সংবিধান ও কার্যপ্রণালি বিধিতে নির্ধারিত দায়িত্বের ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে সরকারি হিসাব কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠান	অব্যাহতভাবে অনুসৃত	চলমান; সকল অধিবেশন	সরকারি হিসাব কমিটি	
৬.	সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের নিয়মিত বৈঠক অব্যাহত রাখা	মাসিক বৈঠক অনুষ্ঠান, সুপারিশ প্রদান ও অব্যাহত অনুসরণ	চলমান	স্থায়ী কমিটির সভাপতিবৃন্দ	স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক; সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
৭.	বাজেট প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ এবং 'ফাইনেনশিয়াল ওভারসাইট' কমিটিসমূহের বৈঠক অনুষ্ঠানের বিষয়ে সংসদ সদস্যবৃন্দ ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	সংসদ সচিবালয়ের বাজেট পর্যবেক্ষণ ইউনিট চালু; সংসদ সদস্য ও সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা আয়োজিত	চলমান	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
৮.	জনবল, সরঞ্জাম, অফিস সংস্থানের মাধ্যমে স্থায়ী কমিটিসমূহকে সহায়তা প্রদান	স্থায়ী কমিটিসমূহের চাহিদা অনুযায়ী জনবল, সরঞ্জাম ও অফিস প্রাপ্তি	চলমান	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ
৯.	জাতীয় সংসদ ও সংসদীয় কার্যপদ্ধতিতে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার	ই-সংসদ প্রবর্তিত; সকল আইন, বিধি, নীতি এবং সার্কুলার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ও আর্কাইভে সংরক্ষিত	চলমান	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ
১০	জনগণের প্রতি সংসদ সদস্যগণের দায়িত্ব ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে তাঁদের জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রতিপালন	জাতীয় সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি প্রণীত ও নিয়মিতভাবে প্রতিপালিত	দীর্ঘমেয়াদে	জাতীয় সংসদ	
১১.	জাতীয় সংসদের পিটিশন কমিটিকে অধিকতর কার্যকর করা	পিটিশন কমিটির বৈঠক নিয়মিত অনুষ্ঠিত	চলমান	জাতীয় সংসদ	

২.৩ বিচার বিভাগ

২.৩.১ প্রেক্ষাপট:

(ক) আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং সেইসঙ্গে অধস্তন আদালতসমূহ ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির নিয়োগদান করেন এবং তাঁর সঙ্গে পরামর্শক্রমে আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগের অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করেন; রাষ্ট্রপতি অধস্তন আদালতের জন্য প্রণীত বিধি অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় পদ বা বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পদেও নিয়োগদান করেন। বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে। সংবিধানে উল্লেখ আছে যে, 'এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।' আইনসভা কর্তৃক প্রণীত এবং বিদ্যমান আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখা বিচার বিভাগের দায়িত্ব।

(খ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই বিভাগের বিন্যাস ও কর্মপরিধিতে প্রভূত পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। ২০০৭ সালের ১লা নভেম্বর 'জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি'-কে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাহী বিভাগ হতে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন ২০১১ অনুযায়ী সংবিধানের ১১৬ক অনুচ্ছেদবলে 'বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্যে স্বাধীন থাকিবেন' মর্মে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাঁদের 'নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও

শৃঙ্খলাবিধান' রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্য ও গুরুতর অসদাচরণের ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণের অপসারণ সুপারিশ করার জন্য সংবিধানে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা আছে।

(গ) বাংলাদেশের একজন প্রধান বিচারপতি তাঁর সম্পদের হিসাব জমা দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন; এর অনুসরণ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রভূত সহায়ক হতে পারে। বিচারকগণের সুষ্ঠু নিয়োগ, বিচারিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন এবং সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রারের দপ্তর অধিকতর শক্তিশালীকরণ, বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে প্রতীয়মান হয়। মামলা-মোকদ্দমার জট নিরসনও অত্যন্ত জরুরি।

২.৩.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি প্রবর্তন;
- বিচার বিভাগের অধিকতর আর্থিক স্বায়ত্তশাসন;
- বিচারকগণের দায়বদ্ধতা অধিকতর দৃশ্যমান করা;
- নতুন বিষয়ে প্রণীত আইনের ক্ষেত্রে (যেমন, 'মানি লন্ডারিং') উন্নততর তথ্য-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- বিচার বিভাগ সম্পর্কে জনগণের ধারণা উজ্জ্বলতর করা;
- বিচারক-মামলা অনুপাতের উন্নয়ন সাধন;
- যৌক্তিক সময়ে মামলার নিষ্পত্তি।

২.৩.৩ লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ

লক্ষ্য

রাষ্ট্রের একটি স্বাধীন, কার্যকর ও নিরপেক্ষ অঙ্গ হিসাবে বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা লাভ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. জুডিশিয়াল কর্মকর্তাদের আচরণবিধির যথাযথ বাস্তবায়ন;
২. সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রারের কার্যালয়কে শক্তিশালীকরণ।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন;
২. নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ অনুসারে বিধি প্রণয়ন এবং যোগ্যতার মানদণ্ডের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;
৩. বিচারিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক্স, সরঞ্জাম ও লোকবল প্রদান;
৪. অব্যাহতভাবে বিচারকগণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের আয়োজন করা;
৫. মামলার জট হ্রাসকরণ;
৬. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ।

২.৩.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্যে মনোনয়নের জন্য আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন	আইন/বিধিমালা/ নীতিমালা প্রণীত	মধ্যমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ	সুপ্রীম কোর্ট
২.	বিধানানুসারে বৎসরান্তে বিচারক ও কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব-বিবরণী নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমাদান	সম্পদের হিসাব-বিবরণী জমাদান এবং তৎসম্পর্কিত প্রতিবেদন	মধ্যমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ	সুপ্রীম কোর্ট
৩.	সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের ফলপ্রসূ কার্যনির্বাহের জন্য পদ্ধতি, নীতি ও কার্যপ্রণালি প্রণয়ন ও তাদের বাস্তবায়ন	সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পদ্ধতি, নীতি, কার্যপ্রণালি প্রণীত	স্বল্পমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ	সুপ্রীম কোর্ট
৪.	বিচারকগণের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা এবং বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট শক্তিশালীকরণ	প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিবেদন	স্বল্পমেয়াদে ও অব্যাহতভাবে	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট; আইন ও বিচার বিভাগ	সুপ্রীম কোর্ট; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ
৫.	প্রয়োজনের নিরিখে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ	বিচারক ও মামলার অনুপাতের উন্নয়ন	দীর্ঘমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ; জুডিশিয়াল কমিশন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ
৬.	রেজিস্ট্রারের কার্যালয়কে শক্তিশালীকরণ	রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের সেবা-মানের উন্নয়ন	স্বল্পমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; অর্থ বিভাগ

৭.	দেওয়ানি মামলার সময়সীমা নির্ধারণ	দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তিতে সময়সীমা হ্রাসপ্রাপ্ত	দীর্ঘমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ	
৮.	আদালত অবমাননার সংজ্ঞা নির্ধারণ	আদালত অবমাননার সংজ্ঞা নির্ধারিত	মধ্যমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ	
৯.	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি	চলমান ও অব্যাহতভাবে	আইন ও বিচার বিভাগ	

২.৪ নির্বাচন কমিশন

২.৪.১ প্রেক্ষাপট

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক গঠিত এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োজিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য চারজন কমিশনার নিয়ে বর্তমানে নির্বাচন কমিশন সংবিধান-নির্দেশিত নির্বাচন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাদি সম্পন্ন করার দায়িত্ব পালন করছেন। 'অনুসন্ধান পদ্ধতি' অনুসরণান্তে রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত প্যানেল হতে তিনি প্রধান ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করেছেন। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের 'দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা' নিশ্চিতকরণে 'নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনের আওতায় নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন পরিচালনা করে। কমিশন সচিবালয়কে কমিশনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়েছে, কমিশনের খাতে এবং নিয়ন্ত্রণে আলাদা বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনকে সক্ষম করার লক্ষ্যে একাধিক আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(খ) নির্বাচন কমিশন নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়নের মাধ্যমে সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সমন্বিত করেছে। কাঠামোগত পরিবর্তন আনয়ন, অধিক সংখ্যক লোকবলের নিয়োগ ও সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটি একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

(গ) সংবিধানের ১১৮ ও ১১৯ অনুচ্ছেদের বলে নির্বাচন কমিশন নিয়োগের বিষয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২.৪.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ:

- সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কমিশন গঠন;
- নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা;
- বিদ্যমান নির্বাচন আইন ও বিধিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগ;
- সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা;
- নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করা;
- নির্বাচনী বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি।

২.৪.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

অবাধ, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম সম্পূর্ণ স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর রাখা।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
২. নির্বাচন ব্যবস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৩. যথাযথ চাহিদা নিরূপণের ভিত্তিতে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং নির্বাচন কমিশন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে শক্তিশালী করা;
৪. উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে কমিশনের কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ সাধন।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. কমিশনারদের নিয়োগ এবং তাঁদের সুবিধা বিষয়ক আইন/ বিধিমালা/ নীতিমালার সংস্কার সাধন;
২. নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদন;
৩. উন্নততর নির্বাচনী সংস্কৃতি চর্চা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্বাচকমণ্ডলী ও প্রার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি;
৪. নির্বাচনী বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার।

২.৪.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	কমিশনারগণের নিয়োগ ও সুবিধাদি সম্পর্কে খসড়া আইন/ বিধিমালা/ নীতিমালা প্রণয়ন	সংসদে বিবেচনার জন্য আইন-প্রস্তাব উপস্থাপিত	মধ্যমেয়াদে	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
২.	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ	সরকারের বিবেচনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো উপস্থাপিত	মধ্যমেয়াদে	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩.	সকল উপজেলা ও জেলা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সক্রিয় সার্ভার স্টেশন, ডাটাবেইজ ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার এবং ঢাকায় ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ	সকল উপজেলা ও জেলা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সক্রিয় সার্ভার স্টেশন, ডাটাবেইজ ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার এবং ঢাকায় ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ	স্বল্পমেয়াদে	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪.	নির্বাচন কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ কমিশনের সকল কর্মকর্তা নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত	চলমান	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৫.	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও সুসজ্জিতকরণ	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক; প্রশিক্ষণ সামগ্রীর লভ্যতা নিশ্চিত	স্বল্পমেয়াদে	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬.	নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আইন সংশোধন; নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের সক্ষমতা বৃদ্ধি	নির্বাচনী বিরোধ দ্রুততর সময়ে নিষ্পন্ন	মধ্যমেয়াদে	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭.	নির্বাচকমণ্ডলী, ভোটার ও ভোটপ্রার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা	উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী করণীয় সম্পর্কে অবহিত	স্বল্পমেয়াদে	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২.৫ অ্যাটর্নি জেনারেল

২.৫.১ প্রেক্ষাপট

(ক) অ্যাটর্নি জেনারেল একটি সাংবিধানিক পদ; এ পদের অধিকারী ব্যক্তি সরকারের মুখ্য আইন কর্মকর্তা। অ্যাটর্নি জেনারেল এবং তাঁর কার্যালয় রাষ্ট্রের স্বার্থ ও আইন সমুন্নত রাখার জন্য বিচার বিভাগকে সহায়তা দান করেন। অ্যাটর্নি জেনারেল বিভিন্ন মোকদ্দমায় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাঁর কাছে প্রেরিত বিভিন্ন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করেন। বর্তমানে 'বাংলাদেশ আইন কর্মকর্তা আদেশ, ১৯৭২' অনুসরণে রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগদান করেন। তাঁর চাকরির মেয়াদ রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল।

(খ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও গণমানুষের সুবিচার-প্রাপ্তি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে অ্যাটর্নি জেনারেল ও অন্যান্য আইন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাধীনভাবে এবং নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন অত্যন্ত জরুরি। অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্য আইনজীবীগণকে সুপ্রীম এ্যাডিশনাল, ডেপুটি ও এ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে এবং জেলা পর্যায়ে পাবলিক প্রসিকিউটর এবং সরকারি উকিল হিসাবে নিয়োগদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় আইন/বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

২.৫.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং নিরপেক্ষ, দক্ষ ও 'টেনিউরভিত্তিক' পেশাদার আইন কর্মকর্তা নিয়োগ;
- অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের প্রতি উন্নততর বিশ্বাস ও আস্থার মনোভাব সৃষ্টি;
- দুর্নীতি ও 'মানি লন্ডারিং'-এর মামলায় প্রতিনিধিত্বের জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন;
- দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

২.৫.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

সংবিধান ও দেশের বিচার ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখার জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়কে একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা।

স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি সুপারিশ

১. আইন কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ;
২. আইন কর্মকর্তাগণের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ।

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. রাষ্ট্রস্বার্থ রক্ষার জন্য সুস্পষ্ট কার্যপরিধিসহ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ; অ্যাটর্নি জেনারেল ও অন্যান্য আইন কর্মকর্তার নিয়োগ ও সুবিধার বিষয়ে আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন;
২. দেওয়ানি, রীট ও ফৌজদারি শাখার মত বিশেষায়িত ইউনিট স্থাপনপূর্বক অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় পুনর্গঠন;
৩. দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

২.৫.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	বিশেষায়িত ইউনিট (রীট, দেওয়ানি, ফৌজদারি) সৃষ্টির জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের পুনর্গঠন	রীট. দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার জন্য পৃথক পৃথক ইউনিট গঠিত	মধ্যমেয়াদে	অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়	আইন ও বিচার বিভাগ
২.	অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইন প্রণয়ন	অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইন প্রণীত	মধ্যমেয়াদে	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়; আইন ও বিচার বিভাগ
৩.	অস্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য (পাঁচ বছর) অ্যাটর্নি এ্যাডিশনাল, ডেপুটি ও এ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেলদের নিয়োগ প্রদান	প্রস্তাবিত অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইন অনুসরণে নিয়োগদান	মধ্যমেয়াদে	আইন ও বিচার বিভাগ	
৪.	আইন কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উন্নততর দক্ষতাসম্পন্ন আইন কর্মকর্তা	স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে	অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়; আইন ও বিচার বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়; বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৫.	দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি	অধিক সংখ্যক দরিদ্র মানুষের আইনি সহায়তা লাভ	স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে	অ্যাটর্নি জেনারেল; আইন ও বিচার বিভাগ	অর্থ মন্ত্রণালয়

২.৬ সরকারি কর্ম কমিশন

২.৬.১ প্রেক্ষাপট

(ক) সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সরকারি কর্ম কমিশন 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা' করে, এবং 'রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দান' করে। রাষ্ট্রপতি কমিশনের সভাপতি এবং অন্যান্য সদস্যকে নিয়োগদান করেন, যাঁরা স্বাধীনভাবে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন।

(খ) বর্তমান কমিশন পরীক্ষা পদ্ধতিতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করেছে, 'সিভিল সার্ভিস (সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স, যোগ্যতা ও পরীক্ষা) বিধিমালা, ১৯৮২'-তে সংশোধন এনেছে; মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের সম্পাদক, সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কর্পোরেট সংস্থার প্রধানদের সমন্বয়ে বিশেষজ্ঞ বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকল্পে 'কমিশন নিয়োগ বিধিমালা' জারি করা হয়েছে। যোগ্য প্রার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কিছু সংস্কারও সাধন করা হয়েছে।

(গ) নিয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা পরিহার এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক সমীক্ষার ভিত্তিতে বিদ্যমান কোটা পদ্ধতিকে যৌক্তিকীকরণের একটি প্রস্তাব বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে। প্রজাতন্ত্রের কর্মে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান ছাড়াও প্রজাতন্ত্রের কর্মে 'এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পদোন্নতি দান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা সম্পর্কিত অনুসরণীয় নীতিসমূহ' সম্পর্কে তাঁকে পরামর্শদান কমিশনের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে কর্ম কমিশনের ভূমিকাকে আরো জোরদার করা প্রয়োজন।

২.৬.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত প্রশাসনসহ সরকারি কর্ম কমিশনের অধিকতর স্বাধীনতা অর্জন;
- সরকারি কর্ম কমিশনের অধিকতর বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন;
- অধিকতর স্বচ্ছ ও ত্রুটিহীন নিয়োগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা;
- প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির মানদণ্ড নির্ধারণ;
- কমিশনের পরীক্ষাসমূহে আধুনিক পরীক্ষা কর্মকৌশলাদি অনুসরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কমিশন সচিবালয়ের উন্নততর সক্ষমতা অর্জন;
- কমিশনের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহি পদ্ধতির উন্নতি সাধন;
- প্রতি বছর নিয়মিতভাবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারে কর্মকর্তা নিয়োগ।

২.৬.৩ লক্ষ্য ও সুনির্দিষ্ট সুপারিশ

লক্ষ্য

উপযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ সুপারিশ করার লক্ষ্যে সরকারি কর্ম কমিশনের একটি কার্যকর, আধুনিক ও পেশাদার প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. আধুনিক নিয়োগ প্রক্রিয়া বিষয়ে সরকারি কর্ম কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. মেধাভিত্তিতে অধিকতর নিয়োগ ও কোটা পদ্ধতি যৌক্তিকীকরণ;
২. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি সংক্রান্ত মানদণ্ড নির্ধারণ ও তা বস্তবায়নের মাধ্যমে পদোন্নতি সুপারিশকরণ;
৩. সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের নিয়োগের মানদণ্ড ও প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনা এবং অধিকতর স্বচ্ছ মনোনয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ;
৪. তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক মনোনয়ন পদ্ধতি প্রবর্তন (আবেদন প্রক্রিয়াকরণ, প্রাথমিক ও লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠান)।
৫. মৌখিক পরীক্ষায় স্বচ্ছতা ও বস্তুনিষ্ঠতা আনয়নের লক্ষ্যে ম্যানুয়েল প্রণয়ন;
৬. সাংবিধানিক অবস্থানের আলোকে কমিশনের ব্যবস্থাপনাগত ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও কমিশনের সচিবালয়কে শক্তিশালীকরণ;
৭. কমিশনের কর্মকাণ্ড একাধিক কমিশনের মধ্যে বিভাজনের মাধ্যমে প্রার্থী যাচাইকার্যে সুষ্ঠুতা ও দ্রুততা আনয়ন।

২.৬.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	সরকারি কর্ম কমিশনের সভাপতি ও সদস্যগণের মনোনয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও তদনুসারে কমিশনের সভাপতি ও অন্য সদস্যগণের মনোনয়ন প্রদান	সভাপতি ও সদস্যদের মনোনয়ন নীতিমালা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত	মধ্যমেয়াদে	রাষ্ট্রপতির সচিবালয়	সরকারি কর্ম কমিশন
২.	তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন	নয় থেকে বারো মাসের মধ্যে পাবলিক পরীক্ষার প্রক্রিয়া সম্পন্ন	মধ্যমেয়াদে	সরকারি কর্ম কমিশন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩.	সুনির্দিষ্ট মান অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন ও অনুসরণ	মৌখিক পরীক্ষার নম্বর প্রদানে প্রমিতমান অর্জন	মধ্যমেয়াদে	সরকারি কর্ম কমিশন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৪.	কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পদোন্নতির মানদণ্ড নির্ধারণ ও এর বাস্তবায়ন	কর্ম কমিশন কর্তৃক পদোন্নতির মানদণ্ড নির্ধারিত এবং বাস্তবায়িত	মধ্যমেয়াদে	সরকারি কর্ম কমিশন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৫.	কোটা পদ্ধতির যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে মেধা কোটা বৃদ্ধি	মেধাভিত্তিতে অধিকতর সংখ্যক মনোনয়ন লাভ	ধাপে ধাপে ও দীর্ঘমেয়াদে	সরকারি কর্ম কমিশন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৬.	সরকারি কর্ম কমিশনের আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন	সরকারি কর্ম কমিশনের নির্ধারিত সুবিধাদি ও বাজেট	স্বল্পমেয়াদে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন	সরকারি কর্ম কমিশন

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
		লাভ এবং নিজস্ব কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জন		মন্ত্রণালয়	
৭.	সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক আধুনিক নিয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান	চাহিদা নিরূপণ সম্পন্ন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	স্বল্পমেয়াদে	সরকারি কর্ম কমিশন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৮.	একাধিক কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা	একাধিক কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠিত	দীর্ঘমেয়াদে	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সরকারি কর্ম কমিশন

২.৭ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

২.৭.১ প্রেক্ষাপট

(ক) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ (৫০% সরকারি শেয়ার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানও এতে অন্তর্ভুক্ত) ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা করেন এবং অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট রিপোর্ট প্রদান করেন। কর্মবৃত্তের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় রাষ্ট্রের 'ওয়াচডগ' হিসাবে কাজ করে।

(খ) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সম্পাদিত উল্লিখিত রিপোর্টসমূহে বিধিবিধানের অনুসরণ, আর্থিক নিরীক্ষা এবং কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে জনস্বার্থের সুরক্ষা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ উল্লেখ থাকে, যা পরবর্তী সময়ে সংসদে উপস্থাপন করা হয়। সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এসব রিপোর্ট পর্যালোচনা করে নির্বাহী বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদান করে। 'ভ্যালু ফর মানি' নিরীক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের জন্য একটি পৃথক 'কৃতি নিরীক্ষা (performance audit) পরিদপ্তর' গঠিত হয়েছে। ২০০৯ সাল নাগাদ এ পরিদপ্তর উনিশটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে যার মধ্যে চারটি প্রতিবেদন সরকারি হিসাব কমিটিতে ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে।

(গ) নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনার লক্ষ্যে সাচিবিক ব্যবস্থা তথা কমিটির সুপারিশ সঙ্কলন, সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান/ মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ, এবং কমিটির পরবর্তী সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুসৃত নিরীক্ষা-মান ও নিরীক্ষা পদ্ধতিকে যথাযথ মাত্রায় আধুনিকায়নও অত্যন্ত জরুরি।

২.৭.২ চ্যালেঞ্জ

এ ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- গ্রহণযোগ্য ও স্বাভাবিক সময়ের ব্যবধানে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট লভ্য হওয়া, যাতে তাঁর কার্যালয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক দায়বদ্ধতা নিরূপণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়;
- নিরীক্ষা-পর্যবেক্ষণাদি পরিপালনের জন্য মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান এবং প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনুসরণ;
- আধুনিক নিরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের (প্রাযুক্তিক ভিত্তিসহ) সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দক্ষ জনবল গঠন;
- নিরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রমের পৃথকীকরণ।

২.৭.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে আর্থিক স্বচ্ছতার দাবিদার একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লাভ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিরীক্ষাধীন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পরিপালন নিশ্চিতকরণ;
২. যথাসময়ে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য উন্মুক্তকরণ। এ-সম্পর্কিত আইন পরিবর্তন ও পরিমার্জন।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে সংবিধানে প্রদত্ত স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যালয়কে একটি সাংবিধানিক সংস্থা হিসাবে শক্তিশালীকরণ;
২. সর্বোৎকৃষ্ট আন্তর্জাতিক মানের নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২.৭.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়কে আর্থিক, প্রশাসনিক ও কারিগরি দিকে হতে অধিকতর স্বশাসিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ	জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিরীক্ষা আইন পাশ	মধ্যমেয়াদে	মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও অর্থ বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
২.	নিরীক্ষার পুঞ্জীভূত অনিষ্পন্ন কাজ সম্পাদনের জরুরি কর্মসূচি গ্রহণ	সম্মত স্বাভাবিক বিলম্বিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদনসমূহ দাখিল	স্বল্পমেয়াদে	মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	সকল সরকারি দপ্তর
৩.	সর্বোৎকৃষ্ট আন্তর্জাতিক মানের নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের 'টেকনিক্যাল অডিটিং' ও 'পারফরমেন্স অডিটিং' ব্যবস্থা প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা	'টেকনিক্যাল অডিটিং' ও 'পারফরমেন্স অডিটিং' ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত	মধ্যমেয়াদে	মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	সকল সরকারি দপ্তর
৪.	দণ্ডমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিরীক্ষাধীন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ পরিপালন নিশ্চিত করার কার্যব্যবস্থা গ্রহণ	সকল নিরীক্ষাধীন সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের জবাবদান এবং তা না করা হলে সরকার কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ	স্বল্পমেয়াদে	মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় ও অর্থ বিভাগ	সকল সরকারি দপ্তর
৫.	'ভ্যালু ফর মানি' নিশ্চিতকরণ জন্য 'সোসাল পারফরমেন্স অডিট'-এর দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	কর্মপরিকল্পনা প্রণীত	স্বল্পমেয়াদে	মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	অর্থ বিভাগ
৬.	নিরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রমের পর্যায়ক্রমিক পৃথকীকরণ	নিরীক্ষা ও হিসাব পৃথক কার্যক্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত	মধ্যমেয়াদে	মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	অর্থ বিভাগ

২.৮ ন্যায়পাল

২.৮.১ প্রেক্ষাপট

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদের আওতায় ন্যায়পাল আইন পাশ হয়েছে। ন্যায়পাল নিয়োগ এবং ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠা এখনও অসম্পন্ন রয়েছে। ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হলে তা একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংক্ষুব্ধ নাগরিকদের অভিযোগ গ্রহণ করবে, সে-সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করবে এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) ন্যায়পালের দপ্তর যাতে স্বাধীন সত্তা নিয়ে কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে। ন্যায়পালের ক্ষমতা ও অধিক্ষেত্রও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

২.৮.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- ন্যায়পাল নিয়োগ ও ন্যায়পালের দপ্তর প্রতিষ্ঠা;
- অন্যান্য সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের (যেমন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন) সঙ্গে দায়িত্ব ও কৃত্যের দ্বৈততা পরিহার।

২.৮.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

কার্যকর ন্যায়পাল দপ্তর প্রতিষ্ঠা ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. ন্যায়পাল নিয়োগ, তাঁর দপ্তর প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ করা;
২. ন্যায়পালের দপ্তরের জন্য কার্যপরিচালনা নীতিমালা, কর্মপ্রক্রিয়া ও পদ্ধতি প্রণয়ন।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, কর্মপরিসর ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের নিরিখে 'ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০' পর্যালোচনা করা এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দায়িত্ব ও কৃত্যের দ্বৈততা পরিহারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.৮.৩ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	ন্যায়পাল, তাঁর দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের নিয়োগ	ন্যায়পাল, কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োজিত	স্বল্পমেয়াদে	সংসদ	জাতীয় সংসদ সচিবালয়
২.	ন্যায়পালের কার্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি এবং ঢাকা ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও সামগ্রী সরবরাহ	প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধা ও সরঞ্জামসহ ন্যায়পালের দপ্তর ও আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত	স্বল্পমেয়াদে	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	জাতীয় সংসদ সচিবালয়;
৩.	ন্যায়পালের দপ্তরের কর্মপরিচালনার বিধিবিধান ও কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন	বিধিবিধান ও কার্যপদ্ধতি প্রণীত	মধ্যমেয়াদে	জাতীয় সংসদ সচিবালয়;	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৪.	ন্যায়পালের দপ্তরের কার্যাবলি পর্যালোচনা ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন	সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন প্রণীত	মধ্য মেয়াদে	ন্যায়পাল	জাতীয় সংসদ সচিবালয়; লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

২.৯ দুর্নীতি দমন কমিশন

২.৯.১ প্রেক্ষাপট

(ক) দুর্নীতির বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে লড়াই এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সরকার নতুন আইনের আওতায় দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কার্যক্রম ও কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করে। নতুন কমিশন পুরাতন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে ইতোমধ্যে নতুন কাঠামো ও কর্মপরিধি প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিষ্ঠানটি জনপ্রশাসন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সিভিল সোসাইটির প্রতিষ্ঠান ও এগুলিতে নিযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দের দুর্নীতিমূলক কার্যাদি নিয়ে অনুসন্ধান চালায়, তদন্ত পরিচালনা করে এবং সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে অভিযোগ দায়ের ও মামলা পরিচালনার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

(খ) সরকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগ এবং কাঠামো অনুযায়ী বর্ধিত লোকবল নিয়োজিত করেছে। কমিশনকে অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি, অনুসন্ধান ও তদন্তকার্য, 'হোয়াইট কলার' অপরাধ, 'মানি লন্ডারিং' অভিযুক্তের অধিকার, ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশনে স্বাক্ষর করেছে এবং অভ্যন্তরীণ দায়বদ্ধতা ছাড়াও কমিশন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একটি দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বড় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অর্থপাচার রোধকল্পে বাংলাদেশ 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২' পাশ করেছে এবং তার বাস্তবায়নে দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

(গ) দুর্নীতি দমন কমিশনকে আর্থিক, প্রশাসনিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অর্থ পাচারসহ অন্যান্য দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের ব্যাপক অনুসন্ধান, তদন্ত এবং মামলা পরিচালনা করতে হয় বিধায় এর সক্ষমতা ও দক্ষতা প্রভূতভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং এর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা জরুরি। দুর্নীতি সম্পর্কিত তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনের নিরপেক্ষতা সমুন্নত রেখে তার দায়বদ্ধতাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন; সেই লক্ষ্যে আইনও সংস্কার করা আবশ্যক।

২.৯.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- স্বাধীনভাবে এবং নিরপেক্ষতার সঙ্গে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক ও আইনি ক্ষমতা লাভ;
- দুর্নীতি দমন কমিশনের নিরপেক্ষতা সমুন্নত রাখা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ;
- মানসম্পন্ন সেবাদান নিশ্চিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও জনবল-সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- কমিশন কর্তৃক পর্যাপ্ত সম্পদ লাভ;
- তদন্তকার্য পরিচালনা ও অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে কমিশনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- দুর্নীতি দমনে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দৃঢ়ভাবে শুদ্ধাচার অনুসরণ, তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;
- দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানে নাগরিক ও আইন-প্রণেতাদের দৃঢ় সমর্থন প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি।

২.৯.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

দুর্নীতি দমনে কার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠালাভ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. কমিশনের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
২. দুর্নীতি সম্পর্কে তথ্য-প্রদানকারীদের সুরক্ষায় সহায়তা প্রদান;
৩. দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠনে নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার জন্য যোগাযোগ কর্মকৌশল প্রবর্তন;
৪. নিয়মিতভাবে কমিশনের সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব প্রদান এবং কমিশনের ওয়েবসাইটে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫. দুর্নীতির তদন্ত পরিচালনায় কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ;
৬. দুর্নীতি দমন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. সর্বোৎকৃষ্ট দুর্নীতি প্রতিরোধ পরাকৌশলের অনুকরণ ও অনুশীলন;
২. দুর্নীতি প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নাগরিক গোষ্ঠী ও গণমাধ্যমের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ অব্যাহত রাখা।

২.৯.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	আইনি কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং তদন্ত পরিচালনায় পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান	বিদ্যমান আইন সংশোধিত	স্বল্পমেয়াদে	দুর্নীতি দমন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২.	কমিশনের কার্যক্রমের অধিকতর নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ	বিদ্যমান আইন সংশোধিত	মধ্যমেয়াদে	দুর্নীতি দমন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩.	কমিশনের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ	প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণীত ও তদনুসারে কার্যক্রম বাস্তবায়িত	চলমান	দুর্নীতি দমন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৪.	বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক চাহিবামাত্র তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ লাভ	স্বল্পমেয়াদে	দুর্নীতি দমন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ
৫.	প্রমাণিত উৎকৃষ্ট অনুশীলন (best practices) অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন	উৎকৃষ্ট অনুশীলন-পদ্ধতির উত্তরোত্তর বাস্তবায়ন	মধ্যমেয়াদে	দুর্নীতি দমন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৬.	সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ	কার্যকর দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান বাস্তবায়িত	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	দুর্নীতি দমন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৭.	দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার ইউনিট ও নৈতিকতা কমিটি গঠন ও শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান	'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিটসমূহ গঠিত ও কার্যকর	স্বল্পমেয়াদে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	দুর্নীতি দমন কমিশন
৮.	দুর্নীতি প্রতিরোধে নিয়োজিত	মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠিত	স্বল্পমেয়াদে	মন্ত্রিপরিষদ	দুর্নীতি দমন

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
	ব্যক্তিদের দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠা			বিভাগ	কমিশন
৯.	জনপ্রতিনিধিসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে দুর্নীতি-বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা	নেতৃবৃন্দের দুর্নীতি-বিরোধী প্রচারণা ও কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ	স্বল্পমেয়াদে	দুর্নীতি দমন কমিশন	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
১০.	অর্থসম্পদ পাচার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন' অব্যাহতভাবে বাস্তবায়িত	স্বল্পমেয়াদে ও অব্যাহতভাবে	দুর্নীতি দমন কমিশন	বাংলাদেশ ব্যাংক

২.১০ স্থানীয় সরকার

২.১০.১ প্রেক্ষাপট

(ক) সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদবলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং তাদের কার্যাবলি পরিচালিত হয়। সংবিধানে বিধৃত আছে যে, 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে' এবং এই প্রতিষ্ঠানসমূহ '(ক) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্য; (খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা'; এবং (গ) 'জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন' করতে পারবে। এই ভিত্তিতেই স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার বিকশিত হয়েছে এবং বর্তমানে ইউনিয়ন স্তরে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা স্তরে উপজেলা পরিষদ, জেলা স্তরে জেলা পরিষদ এবং রাজধানী, বিভাগ ও বড় জেলা শহরে সিটি কর্পোরেশন এবং ছোট শহরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(খ) বর্তমান সরকারের আমলে পরিচালিত নির্বাচনসমূহে ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদসমূহ এবং পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহে জনপ্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প ও পরিকল্পনাসমূহে সরকার সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি করেছে।

(গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সম্পদ বরাদ্দের ওপর নির্ভরশীল। এ বরাদ্দ এবং সেইসঙ্গে তাদের সম্পদ আহরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়নও জরুরি। সর্বোপরি নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি কর্মকাণ্ড, এনজিওদের কার্যক্রম, স্থানীয় উদ্যোগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধারণ নাগরিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। স্থানীয় সরকারসমূহে নির্বাচিত প্রতিনিধি, আইনপ্রণেতা ও নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বপালনকারীদের ভূমিকা ও দায়িত্বও স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

(ঘ) 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে' মর্মে সংবিধানে যে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছিল তা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ার থেকে স্থানীয় সরকারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ (devolution) নির্দেশ করে। স্থানীয় সরকারে, বিশেষত গ্রামীণ স্থানীয় সরকারে কার্যকরভাবে এ ধরনের বিকেন্দ্রীকরণ এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অধিকন্তু, স্থানীয় সরকারের স্তরও একাধিক। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' বিষয়াদি চিহ্নিত করাও দুষ্কর। সুতরাং স্থানীয় সরকারের মূল কেন্দ্র চিহ্নিত করাও প্রয়োজন।

২.১০.২. চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- স্থানীয় পর্যায়ে সেবাসমূহের মান উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন;
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়বদ্ধতা-পদ্ধতির উন্নয়ন;
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- সামাজিক-অর্থনৈতিক-ভৌগোলিক বাস্তবতার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ;
- স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু স্থিরীকরণ;
- দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ;
- স্থানীয় রাজস্ব সংগ্রহ ও তার ভিত্তি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ।

২.১০.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, স্বনির্ভর, গণকেন্দ্রিক এবং ত্বরিত সাড়া দানে সক্ষম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ;
২. উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যগণের এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণ;
৩. জেলা পরিষদের কর্মপরিধি নির্দিষ্ট করা এবং জেলা-স্তরে কর্মরত অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্পষ্টীকরণ।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. সরকারি সম্পদে জনগণের উন্নততর ও ন্যায্যতর অধিকার প্রতিষ্ঠা;
২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন;
৩. স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সৃজনশীল এবং বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ।
৪. স্থানীয় সরকারে নিয়োজিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও 'স্থানীয় সরকার সার্ভিস' প্রতিষ্ঠা।

২.১০.৪ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	সামাজিক-অর্থনৈতিক-ভৌগোলিক বাস্তবতার আলোকে (জনসংখ্যা, আয়তন, অনগ্রসরতা) স্থানীয় সরকারসমূহে সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ	বাৎসরিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বরাদ্দ	স্বল্পমেয়াদে	স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
২.	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের ভিত্তির পরিসর বৃদ্ধিকরণ	নতুন ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর সংগ্রহের সুযোগদান; 'বিক্রয় কর', 'মূল্য সংযোজন কর' আহরণ করার আইনি ভিত্তি প্রদান	মধ্যমেয়াদে	স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.	স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা, কর্মচারীদের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের জন্য নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণ	সংগঠিত নাগরিকগোষ্ঠী কর্তৃক রিপোর্ট কার্ড দাখিল এবং স্থানীয় সরকারের সংস্থাসমূহ থেকে তথ্য লাভ	মধ্যমেয়াদে	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ	সুশীল সমাজ; পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান
৪.	স্থানীয় সরকারে (বিশেষত উপজেলা ও জেলা পরিষদ) সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাগণের ভূমিকা ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণ	গাইডলাইন প্রণীত	স্বল্পমেয়াদে	স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৫.	জেলা পরিষদের কর্মপরিধি নির্ধারণ এবং জেলাকে স্থানীয় সরকারের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে চিহ্নিতকরণ	কর্মপরিধি নির্ধারিত ও স্পষ্টীকৃত	মধ্যমেয়াদে	স্থানীয় সরকার বিভাগ	
৬.	স্থানীয় সরকার সার্ভিস প্রবর্তন	স্থানীয় সরকার সার্ভিস বিধি প্রণয়ন ও তদনুসারে লোকবল নিয়োগ।	দীর্ঘমেয়াদে	স্থানীয় সরকার বিভাগ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৭.	স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের প্রতিবেদন	চলমান	স্থানীয় সরকার বিভাগ	সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

অধ্যায় ৩

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল — অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

৩.১ রাজনৈতিক দল

৩.১.১ প্রেক্ষাপট

(ক) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বহু রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াশীলতা অপরিহার্য। রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে এবং দল কর্তৃক মনোনীত ও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে রাজনীতিবিদগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের কৃত্য পরিচালনা করেন। তাঁরা আইনসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আইন প্রণয়ন করেন, সরকার গঠন করে রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৩৬টি।

(খ) বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলসমূহই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে সামরিক শাসন প্রত্যক্ষ করেছে। তবে, দেশে অধিকাংশ সময়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক দলসমূহ মূল শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। সার্বিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মকাণ্ডে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠাও অত্যন্ত জরুরি । তাদের আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখা, তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অডিট সম্পন্ন করা এবং সাংগঠনিক ক্রিয়াকাণ্ডে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সংস্কৃতির প্রতিফলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩.১.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- রাজনৈতিক দলসমূহে অধিকতর গণতন্ত্র-চর্চা;
- দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন;
- নাগরিকদের প্রয়োজন সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা প্রদর্শন;
- সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিহার।

৩.১.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

নির্বাচকমণ্ডলীর স্বার্থের প্রতিভূ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন ও প্রবর্তন;

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. সুস্পষ্ট নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন ও নির্বাচনের পর তার যথাযথ বাস্তবায়ন;
২. রাজনৈতিক দলের তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা;
৩. রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক একটি সম্মত আচরণবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ।

৩.১.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী/ তত্ত্বাবধানকারী
১.	গণপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসরণে দলসমূহের গঠনতন্ত্র বাস্তবায়ন	সকল দলের (কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে) কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠান	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	রাজনৈতিক দলসমূহ	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
২.	রাজনৈতিক দলের আচরণ সম্পর্কে সম্মত বিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ	একটি সম্মত আচরণবিধি প্রণীত	মধ্যমেয়াদে	রাজনৈতিক দলসমূহ	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
৩.	প্রার্থী মনোনয়ন ও দলীয় তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন	প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সভা অনুষ্ঠান; দলীয় নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাউন্সিল অনুষ্ঠান; দলীয় তহবিলের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব লভ্য	চলমান	রাজনৈতিক দলসমূহ	বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
৪.	ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজ ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের পরামর্শ উৎসাহিতকরণ	বৈঠক অনুষ্ঠিত ও যৌথ কার্যক্রম গৃহীত	চলমান	রাজনৈতিক দলসমূহ	ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, সুশীল সমাজ

৩.২ বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান

৩.২.১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি খাত ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং স্বাধীনতার পর থেকে এর ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এখন ব্যবসায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে, সম্পদ সৃষ্টি ও তাতে মূল্যসংযোজনে নিয়োজিত রয়েছে এবং জনগণের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করছে। জিডিপিতে বেসরকারি খাতের অবদান ক্রমবর্ধমান। বিপুল আয়তনের এই সেক্টরের শুদ্ধাচার যেমন উন্নয়নের জন্য জরুরি তেমনই জনকল্যাণ ও জনসেবা নিশ্চিত করার জন্যও তা আবশ্যকীয়। বেসরকারি খাতে কর্পোরেট সংস্কৃতির প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ঋণখেলাপি সংস্কৃতির অবসানও জরুরি। ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯'-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়নও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকিং, ফাইন্যান্সিয়াল ও নন-ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল খাতের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠাও প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে। দুর্নীতির মাধ্যমে লব্ধ অর্থের অন্যতম উৎস ও আধার যেহেতু ব্যাংকিং খাতের প্রতিষ্ঠান, সেহেতু তাদের সুষ্ঠু ও নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রয়োজন। সম্প্রতি 'মাল্টিলেভেলিং মার্কেটিং' ব্যবসা প্রসার লাভ করেছে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তা প্রভূত দুর্নীতির জন্ম দিচ্ছে। এ ধরনের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আইনের অপর্যাপ্ততা লক্ষ্য করা গেছে; সুতরাং এজন্য কার্যকর আইন প্রণয়নও জরুরি হয়ে পড়েছে।

৩.২.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- ব্যাংক-ঋণখেলাপি সমস্যার সমাধান;
- উন্নততর কর্পোরেট ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন;
- কর্মচারিদের ন্যায্য ও কর্ম সম্পাদনভিত্তিক মজুরি ও বেতন প্রদান;
- ভোক্তা অধিকার ও দেউলিয়া আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ;
- মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসায়ে নিয়মনিষ্ঠা আনয়ন;
- ব্যবসায় প্রতিযোগিতা আইন বাস্তবায়ন করে যোগসাজশমূলক আচরণ প্রতিরোধ;
- চেম্বার ও সমিতিসমূহের মধ্যে স্বনিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা।

৩.২.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে দায়বদ্ধ ও গণমুখী খাত হিসাবে স্বচ্ছ বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতের প্রতিষ্ঠা।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ:

১. বেসরকারি খাতের নিয়ন্ত্রণকারী আইন, যেমন, 'দেউলিয়া আইন', 'ভোক্তা সুরক্ষা আইন'-এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ;

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ:

১. বেসরকারি খাতের উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, 'ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি সেন্টার'-প্রভৃতির কার্যক্রম জোরদারকরণ;
২. মূল্য নির্ধারণে একাধিপত্য প্রতিরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণ, শ্রম আইন অনুসরণ এবং ন্যূনতম ও ন্যায্য মজুরি প্রদানের বিষয়ে চেম্বার ও সমিতিসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি জোরদারকরণ;
৩. শুদ্ধাচারের অগ্রদূত হিসাবে চিহ্নিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুরস্কৃত করার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট অনুশীলনকে উৎসাহিত করা;
৪. ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ আয়কর প্রদানে উৎসাহিত ও বাধ্য করা;
৫. জাতীয় বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা পরিষদ (National Commercial Competitive Council) গঠন;
৬. অনৈতিক উপায়ে ব্যবসা সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনি ও প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা;
৭. 'মাল্টিলেভেল মার্কেটিং' ব্যবসার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা।

৩.২.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	ব্যবসায় স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ	চেম্বার সমিতিসমূহ কর্তৃক বিধি প্রতিপালিত এবং লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গৃহীত	চলমান	চেম্বার ও সমিতিসমূহ	বাণিজ্যিক কোম্পানিসমূহ
২.	ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে দেউলিয়া আইনের কার্যকর প্রয়োগ	দ্রুত মামলা রুজু এবং রায় প্রদান	চলমান	বাংলাদেশ ব্যাংক	চেম্বার ও সমিতিসমূহ; ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান
৩	ব্যবসায় প্রতিযোগিতা আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন	জাতীয় বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর	চলমান	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	ব্যবসায়ী সমিতিসমূহ
৪.	কর্পোরেট পরিচালন বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	কর্পোরেট সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গৃহীত	চলমান	সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	অর্থ মন্ত্রণালয়
৫	ন্যায্যতা ও কৃতিভিত্তিক বেতন, মজুরি ও সুবিধাদি প্রদানের বিষয়ে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা	শিল্পক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমূলক ঘটনার হ্রাস	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়; শ্রম মন্ত্রণালয়; চেম্বার ও সমিতিসমূহ
৬.	যথাযথ ও নিয়মিত কর পরিশোধে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিতকরণ এবং শ্রেষ্ঠ অনুশীলনকারীদের পুরস্কার প্রদান	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত করের পরিমাণ বৃদ্ধি	চলমান ও অব্যাহতভাবে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড; ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানসমূহ,
৭.	ভোক্তা অধিকার আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন	ভোক্তাগণের সন্তুষ্টি	চলমান এবং অব্যাহতভাবে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়; চেম্বার ও সমিতিসমূহ
৯.	মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসার ক্ষেত্রে আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা	নতুন আইন প্রণীত ও অনুসৃত	স্বল্পমেয়াদে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১০.	‘মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি’র পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা	মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত	চলমান ও অব্যাহতভাবে	বাংলাদেশ ব্যাংক	এনজিও ব্যুরো
১১.	‘ইনসিওরেন্স ডেভেলপম্যান্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি অথরিটি’র (আইডিআরএ) কার্যক্রম জোরদার করা	বীমা কার্যক্রমের পরিসর ও স্বচ্ছতায় উন্নয়ন সাধিত	চলমান ও অব্যাহতভাবে	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়

৩.৩ এনজিও ও সুশীল সমাজ

৩.৩.১ প্রেক্ষাপট

(ক) "পরিবার, রাষ্ট্র এবং শিল্প-বাণিজ্যের বাইরে বিভিন্ন পেশার মানুষ যেখানে তাদের স্বার্থ সুরক্ষা ও কল্যাণ প্রচেষ্টায় সংগঠিত হয়, তাকে সুশীল সমাজ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়"। সুশীল সমাজ বাংলাদেশে একটি সক্রিয় খাত এবং এর অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হচ্ছে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান(এনজিও)সমূহ। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ঘোষিত লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন এনজিও কাজ করে চলেছে এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী এনজিও সেক্টর প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। এছাড়া, সরকার ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বাইরে অনেক শিক্ষক, গবেষক, পেশাজীবী, উন্নয়নকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবী স্বতঃপ্রণোদিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছেন; সেবামূলক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ইস্যুতে জনমত গঠন এবং গণমানুষের সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করে চলেছেন। সামগ্রিকভাবে তারা সুশীল সমাজ হিসাবে পরিচিত।

(খ) যদিও স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে সুশীল সমাজ ও এনজিওসমূহ প্রাথমিকভাবে তাদের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও পদ্ধতির নিকট দায়বদ্ধ, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা রাষ্ট্রের আইনকানুন ও সামাজিক প্রথার কাছে দায়বদ্ধ। রাষ্ট্র ক্ষেত্রবিশেষে তাদের কার্যক্রমে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করে, এবং তারাও রাষ্ট্রের কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করে। কিন্তু তাদের মূল কাজ হল রাষ্ট্রীয় ও

ব্যবসায়িক কর্মবৃত্তের বাইরে থেকে উন্নয়নে সহায়তা প্রদান এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমের দায়বদ্ধতা দৃশ্যমান করে গণমানুষের স্বাধীনতার পরিসর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ। গণতন্ত্রের বিকাশে তারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(গ) সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ ও এনজিওসমূহের কার্যক্রমে দলনিরপেক্ষতা বজায় রাখা, রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা পরিহার করা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছতা অনুশীলন করা তাদের কার্যক্রমে শুদ্ধাচারের মাপকাঠি বলে বিবেচিত। এসব ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন অত্যন্ত জরুরি। এনজিও-র কার্যক্রমকে স্বচ্ছতর করা এবং তাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত আইনি কাঠামো সৃষ্টি, স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা, সরকারের সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনও গুরুত্বপূর্ণ।

৩.৩.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রযোজ্য আইনি কাঠামের মধ্যে এনজিওসমূহের কার্যক্রম পরিচালনা;
- সুশীল সমাজের দলনিরপেক্ষ ভূমিকা পালন;
- সরকার, সুবিধাভোগী ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী এনজিওদের দায়বদ্ধতার উন্নয়ন;
- এনজিও-র কার্যকর পরিবীক্ষণ, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং যাবতীয় কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- এনজিওর কার্যক্রমে আমলাতান্ত্রিকতা হ্রাস ও তার প্রসার উৎসাহিতকরণ।

৩.৩.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

দায়বদ্ধ ও গণমানুষের উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠা।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ:

১. আইনপ্রণেতা, নীতিনির্ধারক ও গণমাধ্যমের সঙ্গে অধিকতর মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি;
২. এনজিওদের নিবন্ধনের জন্য একক নিবন্ধন-সংস্থা প্রতিষ্ঠা;
৩. এনজিও সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন;
৪. এনজিওসমূহের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;
৫. এনজিওদের কর্মকাণ্ডে অধিকতর দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নাগরিকদের মতামত প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি;
৬. প্রত্যন্ত এলাকায় অতিদরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এনজিওদের কার্যক্রমের সম্প্রসারণ;
৭. এনজিওদের গভর্নেন্স পদ্ধতিতে সংস্কার সাধন ও তাদের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন।

৩.৩.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	সরকারি নীতিনির্ধারণমূলক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সুশীল সমাজের সঙ্গে অধিকতর মিথস্ক্রিয়ার (interaction) সুযোগ সৃষ্টি	আয়োজিত সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়ামে সুশীল সমাজের সদস্যবৃন্দ, এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ; সুশীল সমাজের পরামর্শ দান, তাদের গবেষণামূলক কাজ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার বিকাশ	চলমান ও দীর্ঘমেয়াদে	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	তত্ত্বাবধানে: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২.	এনজিওদের কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন	এনজিও ও স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট দাখিলকৃত রিপোর্ট কার্ড; বাৎসরিক বাজেট জনসমক্ষে প্রকাশ; ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে কার্যক্রম উপস্থাপন	স্বল্পমেয়াদে	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৩.	এনজিওদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	এনজিওদের সেবা-প্রদানকারী, সেবা-গ্রহীতাদের সংগঠনের পদ্ধতি, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুষ্ঠু তথ্য লাভ ও অনুসরণ	দীর্ঘমেয়াদে	এনজিওসমূহ; এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	তত্ত্বাবধানে: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪.	এনজিওসমূহের প্রমিত হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন	প্রমিত হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তিত	মধ্যমেয়াদে	এনজিওসমূহ; এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	তত্ত্বাবধানে: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫.	এনজিও-র নিয়োগে স্বচ্ছতা বিধানে প্রয়োজনীয় আইন/বিধি/ নীতিমালা প্রণয়ন	স্বচ্ছ নিয়োগনীতি প্রতিপালিত	মধ্যমেয়াদে	এনজিও ব্যুরো	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
৬.	এনজিও ও সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার	সরকার ও এনজিওর উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পূরক কার্যক্রম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত	দীর্ঘমেয়াদে	এনজিওসমূহ; এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	তত্ত্বাবধানে: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

৩.৪ পরিবার

৩.৪.১ প্রেক্ষাপট

মানুষের নৈতিক জীবন ও নৈতিকতার মূল ভিত্তি হল পরিবার থেকে গড়ে-ওঠা মূল্যবোধ। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যে নৈতিক মূল্যবোধ লালন ও অনুসরণ করে তার উৎস হচ্ছে পরিবার। সহস্র বছরের ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাদপীঠ বাংলাদেশ। এ সমাজে পারিবারিক ঐতিহ্য আবহমান কাল ধরে টিকে আছে এবং তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের নগরায়ন, বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক জীবনের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়ন, প্রযুক্তি, বিশেষত তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, গণমাধ্যমের প্রসার, টেলিভিশন ও প্রমোদ-বাণিজ্যের বিস্ফোরণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশ্বায়ন ও দ্রুত প্রসার, বৈশ্বিক ও দেশীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ পরিবারের সংস্কৃতিকে প্রভূতভাবে প্রভাবিত করছে এবং ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধকে দ্রুত পরিবর্তিত করছে। ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলনকেও তা প্রভূতভাবে প্রভাবিত করছে।

৩.৪.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ;
- পরিবারে নৈতিক শিক্ষাদানকে প্রসারিত ও জোরদারকরণ;
- 'রোল মডেলদের' কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ।

৩.৪.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

পরিবারকে নৈতিক মূল্যবোধের উৎস হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ:

১. শিশুদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে পিতামাতাদের উৎসাহ জোগানো;
২. নাগরিকদের স্বেচ্ছা-উদ্যোগে উৎসাহ প্রদান;
৩. 'রোল মডেলদের' কর্ম ও কীর্তির প্রচার ও প্রসার ঘটানো;
৪. শিশুকিশোর, পিতামাতা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান তথা বিদ্যালয়, ধর্ম ও ন্যায়ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যকার অধিকতর যোগাযোগ উৎসাহিতকরণ।

৩.৪.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাতাপিতাদের (parents) মত বিনিময়ের আয়োজন করা	সভা অনুষ্ঠিত ও কার্যক্রম পরিচালিত	চলমান	স্থানীয় সরকার বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	পিতামাতা, বিদ্যালয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
২.	শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের স্বেচ্ছাসেবা, দেশপ্রেম ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান	উল্লিখিত কর্মকাণ্ডে শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের অধিক হারে অংশগ্রহণ	চলমান	স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যালয়সমূহ	পিতামাতা, সুশীল সমাজ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.	'রোল মডেলদের' কর্ম ও কীর্তির প্রচার প্রসার ঘটানো	কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কিত প্রতিবেদন	দীর্ঘমেয়াদে	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান; শিক্ষা মন্ত্রণালয়; সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	মিডিয়া, সুশীল সমাজ
৪.	শিক্ষাগত ও পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ে কমিউনিটিভিত্তিক শিশু ও যুব কল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে সহায়তা দান	কার্যক্রমে পিতামাতার উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ	চলমান	স্থানীয় সরকার বিভাগ	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ

৩.৫ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

৩.৫.১ প্রেক্ষাপট

পরিবারের পর যে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মানুষের নৈতিক জীবনে সবচেয়ে বেশি ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে, তা হল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীরা যেমন বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য, সেবা ও দক্ষতা লাভ করে তেমনই নৈতিক ধারণা ও প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপদ্ধতির কয়েকটি ধারা রয়েছে যেগুলির মধ্যে বাংলা ভাষাভিত্তিক মূলধারার শিক্ষা-ব্যবস্থা, ইংরেজি ভাষাভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থা, ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রিক ও আরবি ভাষাভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাধারা উল্লেখযোগ্য। সকল শিক্ষাধারায়ই নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে এ বিষয়ে সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানের অভাব, এবং বিভিন্ন ধারায় গুরুত্ব প্রদানের তারতম্যের কারণে এগুলির কার্যকারিতায় তারতম্য ঘটছে।

৩.৫.২ চ্যালেঞ্জ

এক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সামাজিক তত্ত্বাবধান;
- নৈতিকভাবে শুদ্ধ জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বতঃতৎপর ভূমিকা পালন;
- সহায়ক শিক্ষণ পদ্ধতিসহ পর্যাপ্ত সামগ্রী ও সম্পদ প্রদান।

৩.৫.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য

নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাব-বিস্তারকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষা ও ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠালাভ।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সাধারণ ও ধর্মভিত্তিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর সক্ষম করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা দান;
২. সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো;
৩. উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থানীয় প্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের তদারকি বৃদ্ধি ও তাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন;
৪. মেয়েদের উপবৃত্তির পরিসর বৃদ্ধি।

৩.৫.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ	জাতীয় সঙ্গীতের পর নৈতিকতা শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনা; সকল বিদ্যালয়ে বয়স্কাউট ও গার্লসগাইড কার্যক্রম বাস্তবায়ন	মধ্যমেয়াদে	শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২.	সাধারণ শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষার পাঠক্রম ও উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাসূচিতে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ	মধ্যমেয়াদে	শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.	বিদ্যালয় ও ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকিতে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সম্পৃক্তকরণ	স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ তদারকি কার্যে অন্তর্ভুক্ত; নিরপেক্ষ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত	মধ্যমেয়াদে	শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪.	মেয়ে-শিশুদের উপবৃত্তির পরিসর বৃদ্ধি	অধিকসংখ্যক মেয়েশিশুর উপবৃত্তি লাভ	মধ্যমেয়াদে	শিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার বিভাগ

৩.৬ গণমাধ্যম

৩.৬.১ প্রেক্ষাপট

(ক) মুদ্রণ এবং ইলেকট্রনিক প্রচার-মাধ্যম সহযোগে গঠিত বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সাম্প্রতিককালে একটি বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৭১টি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক. ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক পত্রিকা মিডিয়া-লিস্টভুক্ত (এর মধ্যে ৩২০টি সংবাদপত্র দৈনিক)। ১১টি বেসরকারি এফ.এম বেতারকেন্দ্র, ১৪টি কমিউনিটি রেডিও, বেশ কয়েকটি কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি রেডিও – 'বাংলাদেশ বেতার' এবং ৩টি সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং ২৭টি বেসরকারি চ্যানেল নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ, প্রচার ও সম্প্রচারের কাজ করে চলেছে। রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি,

ভিত্তিহীন ও বিকৃত সংবাদ প্রচার রোধ এবং এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যমের কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(খ) বাংলাদেশে গণমাধ্যম বিপুল পরিসরে স্বাধীনতা ভোগ করে – সংবাদ সংগ্রহ, নির্বাচন এবং প্রচার ও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে তাদের ওপর কোনও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হয় না। তবে, সরকার পরিচালিত গণমাধ্যম, রেডিও ও টেলিভিশন সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও উন্নয়ন উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাশ হওয়ার ফলে সাংবাদিকগণ সহজে বিভিন্ন সংবিধিবদ্ধ ও অন্য প্রকার সংস্থা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

(গ) সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে পূর্ণ নিরাপদ অবস্থা নিশ্চিত করা সময়সাপেক্ষ। কখনও কখনও তাদেরকে ভীতিপূর্ণ ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়; তারা মাঝেমধ্যে সহিংসতারও শিকার হচ্ছে। এ ধরনের সমস্যার নিরসন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি গণমাধ্যমের অধিকতর দায়বদ্ধতা ও পেশাগত নৈতিকতা বজায় রাখা আবশ্যক। খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা অত্যন্ত জরুরি; দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্তিপূর্ণ ও পক্ষপাতমূলক খবর পরিবেশিত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যবসায়িক স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, তা-ই প্রত্যাশিত।

৩.৬.২ চ্যালেঞ্জ

- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতায় গণমাধ্যম কর্তৃক যাচিত তথ্য লাভ;
- গণমাধ্যমের বিচ্যুতি সম্পর্কে প্রেস কাউন্সিলের স্বতঃপ্রবৃত্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ব্যবসায়িক ও দলগত স্বার্থমুক্ত নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ গণমাধ্যমের প্রতিষ্ঠা;
- সাংবাদিকদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন এবং এর অনুসরণ;
- সাংবাদিকদেরকে সার্বিক নিরাপত্তা বিধান।

৩.৬.৩ লক্ষ্য ও সুপারিশ

লক্ষ্য
নাগরিকদের কণ্ঠস্বর হিসাবে স্বাধীন, পক্ষপাতহীন ও দায়বদ্ধ গণমাধ্যমের প্রতিষ্ঠা।

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

১. সংবাদকর্মীদের সংবাদ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন;
২. গণমাধ্যমের সহায়তায় নিবিড় পরামর্শক্রমে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন;
৩. সরকারি বিজ্ঞাপন নীতি পর্যালোচনা এবং এতে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

১. সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন;
২. গণমাধ্যম-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রমিত সম্পাদকীয় নীতি এবং এ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য আচরণবিধি প্রবর্তন;
৩. জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ পারিতোষিক ও সুবিধাদি প্রদান;
৪. গণমাধ্যমের সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনার পৃথকীকরণের মাধ্যমে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।

৩.৬.৪ কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী
১.	তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ	বিধি ও পদ্ধতি অনুসারে সরকারি দপ্তর থেকে নাগরিক ও গণমাধ্যমের তথ্য লাভ	চলমান	তথ্য কমিশন	তথ্য ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়
২	পক্ষপাতহীন ও স্বচ্ছ সরকারি বিজ্ঞাপন নীতি অনুসরণ	উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সরকারি বিজ্ঞাপন প্রচারিত	স্বল্পমেয়াদে	তথ্য মন্ত্রণালয়	গণমাধ্যম সংস্থাসমূহ; সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.	গণমাধ্যমে শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণ	গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন, প্রতিপালন ও বাস্তবায়ন	স্বল্পমেয়াদে	গণমাধ্যমের সংস্থাসমূহ	তথ্য মন্ত্রণালয়; প্রেস কাউন্সিল
৪.	সাংবাদিকদের জন্য ‘ওয়েজ বোর্ডের’ সুপারিশ বাস্তবায়ন	গণমাধ্যম কর্মীদের ওয়েজ বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি লাভ	মধ্যমেয়াদে	গণমাধ্যমের সংস্থাসমূহ	তথ্য মন্ত্রণালয়
৫.	সংবাদকর্মীদের সংবাদ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজতকরণ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন	বহুমুখী প্রশিক্ষণ কোর্সে কর্মী ও সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ লাভ। ভ্রান্তিপূর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ প্রচার নিরসন।	চলমান ও দীর্ঘমেয়াদে অধিকতর কার্যক্রম গ্রহণ	গণমাধ্যমের সংস্থাসমূহ	তথ্য মন্ত্রণালয়
৬.	গণমাধ্যমের ‘ওয়াচডগ’ হিসাবে প্রেস কাউন্সিলের জোরদারকরণ	গণমাধ্যমের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রেস কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	প্রেস কাউন্সিল	গণমাধ্যম সংস্থাসমূহ

৭.	সাংবাদিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি	গণমাধ্যম কর্মীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনার নিরসন	স্বল্পমেয়াদে এবং অব্যাহতভাবে	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	গণমাধ্যম সংস্থাসমূহ
৮.	তথ্য কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি	তথ্য কমিশনের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও উপকরণ সরবরাহ	মধ্যমেয়াদে ও অব্যাহতভাবে	তথ্য মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

অধ্যায় ৪: বাস্তবায়ন ও উপসংহার

৪.১ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

(ক) রাষ্ট্রে ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সরকারের সাংবিধানিক ও আইনগত স্থায়ী দায়িত্ব; সুতরাং সরকারকে অব্যাহতভাবে এই লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এই দলিলটিতে শুদ্ধাচার অনুসরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনকানুন, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির একটি বহুধাবিস্তৃত ও সম্মিলিত রূপ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এসব ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রস্তাবও করা হয়েছে এতে। মূলত নির্বাহী বিভাগের আওতাধীন জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই এই শুদ্ধাচার কৌশলটি বাস্তবায়ন করা হবে। কৌশলটিতে রাষ্ট্রের অন্য দুটি অঙ্গ – বিচার বিভাগ এবং আইনসভা এবং সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের জন্যও কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উচ্চ গুরুত্ব বিবেচনা করে এসব প্রতিষ্ঠান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিহ্নিত পথরেখা অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন এসব প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি সহায়তা দেবে এবং সম্পদ সরবরাহ করবে। সুশীল সমাজ ও শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও জনপ্রশাসন সহযোগিতা প্রদান করবে এবং কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে। কৌশলটিতে চিহ্নিত কার্যক্রম সময়নির্ধারিত, কিন্তু শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কোন সময়ের পরিসরে সীমিত নয়; সুতরাং এই কৌশলও অব্যাহতভাবে উন্নত ও পরিশীলিত করতে হবে; এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নেও পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

(খ) এই ‘শুদ্ধাচার কৌশল’টি বাস্তবায়নের জন্য একটি ‘জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ’ গঠন করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্য, কয়েকজন আইনপ্রণেতা, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সচিব, এনজিও ও সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক-প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে এই উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। সুশীল সমাজ, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের সদস্যগণ পরিষদে সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। এই উপদেষ্টা পরিষদ বছরে অন্ততপক্ষে দু’বার সভায় মিলিত হবে এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করবে এবং এ সম্পর্কিত দিক্-নির্দেশনা প্রদান করবে। কাজের সুবিধার্থে এ পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠন করা যাবে।

(গ) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের তত্ত্বাবধানে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি ইউনিট ‘জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট’ হিসাবে কাজ করবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও উল্লিখিত সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে ‘নৈতিকতা কমিটি’ গঠন করা হবে। নৈতিকতা কমিটির একজন কর্মকর্তাকে ‘ফোকাল পয়েন্ট’ হিসাবে মনোনীত করে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ‘শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট’ প্রতিষ্ঠা করা হবে। এনজিও ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের বিষয়াদি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করবে যথাক্রমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। বিদ্যমান ‘অভিযোগ ব্যবস্থার ফোকাল পয়েন্ট’-কে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত কার্যক্রমের ‘ফোকাল পয়েন্টের’ দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিট’ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানকে নৈতিকতা ফোকাল পয়েন্ট-এর মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে বিধৃত কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে বিস্তারিত কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করবে।

(ঘ) ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ সময়ে সময়ে সংশোধনের প্রয়োজন হবে। ‘জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ’-এর সুপারিশ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে এ কৌশলপত্র সংশোধন করা যাবে।

৪.২ পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

(ক) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন ‘জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের’ নির্দেশনা অনুযায়ী ‘জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট’ মন্ত্রিপরিষদ সচিবের তত্ত্বাবধানে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সকল নীতি-নির্ধারণ, কার্যক্রম-বাস্তবায়ন ও তাদের সমন্বয়, অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং নতুন নীতি ও কৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ‘ফোকাল পয়েন্ট’ হিসাবে কাজ করবে। মন্ত্রণালয় ও প্রতিবেদনে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে গঠিত ইউনিটসমূহ তাদের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জাতীয় বাস্তবায়ন ইউনিটে রিপোর্ট করবে এবং জাতীয় বাস্তবায়ন ইউনিট তা সমন্বয় করবে। সুশীল সমাজ ও এনজিওসমূহের শুদ্ধাচার কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ করবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, এবং বেসরকারি শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতের শুদ্ধাচার কার্যক্রম বিভিন্ন বণিক ও শিল্পসমিতির মাধ্যমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত ও পরিবীক্ষিত হবে। এই লক্ষ্যে এনজিওসমূহে ও শিল্প ও বণিক সমিতিসমূহে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট গঠনের জন্য যথাক্রমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গাইডলাইন প্রণয়ন করবে এবং তা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ‘শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ইউনিট’ সাংবিধানিক সংস্থাসমূহকে শুদ্ধাচার কৌশল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ‘নৈতিকতা কমিটি’ ও ‘ফোকাল পয়েন্ট’ গঠনে উৎসাহ প্রদান করবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে।

(খ) ‘জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট’ শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সকল প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে তা জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে। বাস্তবায়ন ইউনিট জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদের সকল নির্দেশনা ও পরামর্শ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য ইউনিটকে অবগত করবে এবং তাদের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে। পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য বাস্তবায়ন ইউনিট

প্রয়োজনবোধে কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকেও নিয়োগ করতে পারবে। এক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা, বিশেষ প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির উন্নয়ন এবং লোকবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় ইউনিট যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(গ) সরকারি, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার পালন ও তাতে সহায়তাদানের জন্য পুরস্কৃত করলে সর্বক্ষেত্রে শুদ্ধাচার অধিকতর উৎসাহিত হবে। সেই লক্ষ্যে সরকার নির্বাহী বিভাগ, ব্যবসায় খাত ও সুশীল সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন, তাদের জন্য বার্ষিক পুরস্কার প্রবর্তন করবে।

৪.৩ উপসংহার

বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসাবে এই কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে রাষ্ট্র, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। বিদ্যমান আইনকানুন, নিয়মনীতির সংস্কার সাধন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নতুন আইন ও পদ্ধতি প্রণয়ন করে মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার নতুন প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসও প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই কৌশলটি একটি বিকাশমান দলিল। শুদ্ধাচারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে ‘প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১’-এ দুর্নীতি দমনকে একটি আন্দোলন হিসাবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই অঙ্গীকারকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই সরকার এই ‘শুদ্ধাচার কৌশল’ প্রণয়ন করেছে। আশা করা যায় যে, সোনার বাংলা গড়ার পথে এই কৌশল ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ১৬, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ কার্তিক ১৪২৮/১৪ নভেম্বর ২০২১

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৭০.১৯.১৪৬।—‘সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ২০১২ সালে অনুমোদিত হওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে, গেজেট ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল-এর ২.১.৩ অনুচ্ছেদের ৪ নম্বর ক্রমিকে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নির্বাহী বিভাগের কর্মচারীদের প্রণোদনা ও পারিতোষিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭’ প্রণয়ন করেছে।

সময়ের প্রয়োজনে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন ও সমন্বয় সাধনপূর্বক একে আরো বেশি কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে এই নীতিমালা অনুসরণ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: কামাল হোসেন
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মূল্য : টাকা ৮.০০

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১

১। পটভূমি:

'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' শিরোনামে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ সালে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হওয়ার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট, গেজেট ও পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের রূপকল্প 'সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা' এবং অভিলক্ষ্য 'রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা'। এ কৌশল বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং নৈতিকতা কমিটির সদস্য-সচিব শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করছেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। উক্ত কর্ম-পরিকল্পনায় অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে অধিকতর পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা আনয়ন এবং পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭'-এর সংশোধন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন করে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১' প্রণয়ন করা হলো।

২। উদ্দেশ্য:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো। এ নীতিমালা অনুসরণে প্রতি অর্থবছরে সরকারি কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চার নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৩। পুরস্কার প্রদানের পর্যায়:

শুদ্ধাচার চর্চার জন্য নিম্নোক্ত পর্যায়সমূহ বিবেচনা করা হবে:

৩.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব/সচিব*;

৩.২ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানদের মধ্য হতে একজন কর্মচারী এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের গ্রেড-২ হতে গ্রেড- ৯, গ্রেড-১০ হতে- ১৬ এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন করে মোট ৩ জন কর্মচারী**;

---

* সচিব বলতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব/সচিবকে বুঝাবে।

** কর্মচারী বলতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত সকলকে বুঝাবে।

৩.৩ প্রতিটি দপ্তর/সংস্থার নিজ নিজ কার্যালয়ের গ্রেড-২ হতে গ্রেড- ৯, গ্রেড-১০ হতে গ্রেড- ১৬ এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন করে মোট ৩ জন কর্মচারী; এবং আওতাধীন বিভাগীয়/আঞ্চলিক/ জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের প্রধানদের মধ্য হতে একজন কর্মচারী;

৩.৪ আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের নিজ নিজ কার্যালয়ের গ্রেড-৩ হতে গ্রেড-৯ (যেহেতু এসব কার্যালয়ে গ্রেড-২ এর কোন কর্মচারী থাকার সুযোগ নেই); গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬ এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন করে মোট ৩ জন কর্মচারী; এবং আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের উপজেলা কার্যালয়সমূহের প্রধান/গ্রেড-৪ হতে গ্রেড-৯-ভুক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে ১ জন, গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬, এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন করে মোট ৩ জন কর্মচারী।

৪। মূল্যায়ন পদ্ধতি:

নীতিমালায় বর্ণিত সূচক (Indicator)-এর ভিত্তিতে এবং প্রদত্ত পদ্ধতি অনুসরণে এ পুরস্কার প্রদানের জন্য কর্মচারী নির্বাচন করা হবে। পুরস্কার প্রদানের সুপারিশ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য নির্ধারিত মূল্যায়ন সূচকের বিপরীতে ধার্যকৃত নম্বরসহ নিম্নের ছকে উল্লিখিত মোট ১০০ নম্বর বিবেচনা করা যেতে পারে:

সিনিয়র সচিব/সচিব এবং দপ্তর/সংস্থা প্রধান (গ্রেড-১ সহ) কর্মকর্তাদের শুদ্ধাচার পুরস্কার মূল্যায়ন সূচক

ক্রমিক	মূল্যায়নের সূচক	ধার্যকৃত নম্বর
১	সততা ও নৈতিকতা	১০
২	নেতৃত্ব	১০
৩	মন্ত্রণালয়/বিভাগের অভিলক্ষ্য বাস্তবায়ন	১০
৪	সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১০
৫	সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা	১০
৬	ই-নথি, সেবা সহজীকরণ, উদ্ভাবন ও সংস্কার কার্যক্রমকে উৎসাহিতকরণ	১০
৭	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	১০
৮	শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১০
৯	প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা	১০
১০	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন	১০

উল্লেখ্য, সিনিয়র সচিব/সচিবগণের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সততা ও নৈতিকতা, নেতৃত্ব, মন্ত্রণালয়/বিভাগের অভিলক্ষ্য বাস্তবায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন এই ৫ (পাঁচটি) সূচকের বিপরীতে ধার্যকৃত ৫০ নম্বর মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের বিবেচনার জন্য থাকবে। অবশিষ্ট ৫টি সূচকের বিপরীতে ধার্যকৃত ৫০ নম্বর কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ বিবেচনা করবেন।

দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের (গ্রেড-১ সহ) মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সততা ও নৈতিকতা, নেতৃত্ব, মন্ত্রণালয়/বিভাগের অভিলক্ষ্য বাস্তবায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন এই ৫ (পাঁচটি) সূচকের বিপরীতে ধার্যকৃত ৫০ নম্বর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সচিবের বিবেচনার জন্য থাকবে। অবশিষ্ট ৫টি সূচকের বিপরীতে ধার্যকৃত ৫০ নম্বর কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ বিবেচনা করবেন।

গ্রেড ২-৯ ভুক্ত কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার মূল্যায়ন সূচক

ক্রমিক	মূল্যায়নের সূচক	ধার্যকৃত নম্বর
১	সততা ও নৈতিকতা	১০
২	সেবাগ্রহীতাদের সেবা প্রদান	১০
৩	পেশাগত দক্ষতা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার (ই-নথি, ই-সার্ভিস ইত্যাদি)	১০
৪	অধস্তন কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ	১০
৫	দলগত কাজে সমন্বয়	১০
৬	সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ	১০
৭	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপরতা	১০
৮	কর্তব্যনিষ্ঠা ও স্ব-প্রণোদিত উদ্যোগ	১০
৯	উদ্ভাবন ও সংস্কার কার্যক্রমে আগ্রহ	১০
১০	ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন	১০

গ্রেড ১০ -১৬ ভুক্ত কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার মূল্যায়ন সূচক

ক্রমিক	মূল্যায়নের সূচক	ধার্যকৃত নম্বর
১	সততা ও নৈতিকতা	১০
২	সেবা প্রদানে দক্ষতা	১০
৩	সহকর্মী ও সেবাগ্রহীতার সঙ্গে আচরণ	১০
৪	উদ্ভাবন ও সংস্কারমূলক কাজে আগ্রহ	১০
৫	কম্পিউটার ব্যবহার ও ই-কমিউনিকেশনে দক্ষতা	১০
৬	সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ	১০
৭	নথি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা	১০
৮	দাপ্তরিক গোপনীয়তা রক্ষা	১০
৯	আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা	১০
১০	ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন	১০

গ্রেড ১৭-২০ ভুক্ত কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার মূল্যায়ন সূচক

ক্রমিক	মূল্যায়নের সূচক	ধার্যকৃত নম্বর
১	সততা ও নৈতিকতা	১০
২	সেবা প্রদানে দক্ষতা	১০
৩	সহকর্মী ও সেবাগ্রহীতার সঙ্গে আচরণ	১০
৪	দাপ্তরিক গোপনীয়তা রক্ষা	১০
৫	দাপ্তরিক নিরাপত্তা সচেতনতা	১০
৬	সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ	১০
৭	আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা	১০
৮	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১০
৯	যথাযথ পোশাক পরিধান	১০
১০	ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন	১০

৫। পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ:

৫.১ বিবেচ্য কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদানের জন্য ন্যূনতম ৬ মাস সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে চাকরি করতে হবে।

৫.২ পুরস্কারের সূচকসমূহের বিপরীতে যথাসম্ভব প্রমাণকের ভিত্তিতে ক্যাটাগরি অনুসারে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্তকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৫.৩ কোন কর্মচারীর মোট প্রাপ্ত নম্বর ন্যূনতম ৮০ না হলে তিনি শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৫.৪ কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তদন্তাধীন/বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা চলমান থাকলে/মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত হলে তিনি শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৫.৫ একাধিক কর্মচারীর প্রাপ্ত নম্বর একই হলে যৌথভাবে সেরা কর্মচারী নির্বাচন করতে হবে এবং প্রত্যেকে পৃথকভাবে পুরস্কৃত হবেন।

৫.৬ কোন কর্মচারী একবার শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলে বদলি, পদোন্নতি বা অন্য কোন কারণে কার্যালয় পরিবর্তিত হলেও তিনি পরবর্তী ৩ বছরের মধ্যে পুনরায় পুরস্কার পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন না। বদলীযোগ্য চাকরির জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কর্মস্থলের প্রত্যয়ন গ্রহণ করতে হবে।

৬। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠন:

৬.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব/সচিবদের মধ্য হতে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের একজন সিনিয়র সচিব/সচিবকে নির্বাচন করবে।

৬.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র সচিব/সচিবের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি নির্বাচন করবে। উল্লেখ্য, যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে, সে সকল বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগের দপ্তর/সংস্থা হিসাবে বিবেচিত হবে।

৬.৩ দপ্তর/সংস্থার কর্মচারী এবং আওতাধীন আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের প্রধানগণের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদানের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি নির্বাচন করবে। উল্লেখ্য, যে সকল দপ্তর/সংস্থার বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে, সে সকল দপ্তর/সংস্থা বিভাগীয় পর্যায়ের কার্যালয়ের প্রধানগণের মধ্য হতে একজনকে পুরস্কার প্রদান করবে।

৬.৪ আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের কর্মচারী এবং আওতাধীন উপজেলা কার্যালয়সমূহের প্রধান/গ্রেড-৪ হতে গ্রেড-৯-ভুক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে ১ জন, গ্রেড-১০ হতে গ্রেড- ১৬ এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড- ২০ ভুক্ত একজন করে মোট ৩ জন কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদানের জন্য আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি নির্বাচন করবে। উল্লেখ্য, যে সকল দপ্তর/সংস্থার বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে সে ক্ষেত্রে বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত বাছাই কমিটি জেলা পর্যায়ের কার্যালয়ের প্রধানগণের মধ্য হতে একজনকে এবং নিজ কার্যালয়ের কর্মচারীদের পুরস্কার প্রদান করবে।

৭। **পুরস্কারের মান:**

পুরস্কার হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর নির্ধারিত ফরম্যাটে একটি সার্টিফিকেট, একটি ক্রেস্ট এবং একমাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হবে। তবে, কোন কর্মচারী যে মাসে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হবেন তার পূর্ববর্তী মাসের আহরিত মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত হবেন।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd